প্রথম ভাগ।

ভূতপূর্ব্ব সুধাকর সম্পাদক, বৃহৎ ও সংক্ষিপ্ত মহম্মদীয়
সংগ্রাহক, তোহ্ফতোল মোস্লেমিন, এস্লাম-
তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ও বর্ত্তমান
ইস্লাম-প্রচারক সম্পাদক

মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহ্মদ

সঙ্কলিত।

এবং কড়েয়া গোরস্থান রোড্ হইতে

মুন্শী আজিজ উদ্দীন আহ্মদ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন।

"গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধ" প্রথমভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে; বহুসংখ্যক ইংরাজী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা পুস্তক, সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রাদি অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়াছে। নিজের নানা প্রকার শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক বিভ্রাট পরম্পরায় ইহার সঙ্কলন ও মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে অনেক বিলম্ব ঘটিল। পাঠকগণ বড়ই অধৈর্য্য হইয়াছেন, এজন্য আপাততঃ প্রথম ভাগ বাহির করিয়া তাঁহাদের দারুণ উৎকণ্ঠা কিয়ৎ পরিমাণে নিবারণ করিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডে যুদ্ধের অবশিষ্ট অংশ এবং গ্রীস্ ও তুরস্কের পরস্পর সন্ধি স্থাপন ইত্যাদি বিষয় বিশদ ভাবে পরিবর্ণিত হইবে। ত্রস্ততা নিবন্ধ পুস্তকের ভাষার দিকে আদৌ দৃক্‌পাত করিতে পারি নাই। মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য ও আশানুরূপ পরিপাটীরূপে সম্পাদিত হয় নাই। আবার প্রয়োজনীয় ছবি সকল ও প্রথমভাগে সন্নিবিষ্ট হইলনা। কেবল মাত্র সাধারণের বোধ সৌকার্য্যার্থে দুই খানি মানচিত্র এবং পরম ভক্তিভাজন মহামান্য সুলতানুল আজম, প্রধান উজীর, মোস্লেম কুল-গৌরব জগদ্বিখ্যাত মহাবীর গাজী ওস্মান পাশা ও গ্রীক্ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি থেসালি-বিজয়ী মার্শাল আদহাম পাশার সাধারণ রূপ লিথো গ্র্যাফিক ছবি প্রদত্ত হইল। বিলাতে উৎকৃষ্ট ছবি প্রস্তুত হইতেছে; দ্বিতীয় ভাগে ঐ সকল ছবি সংযোজিত হইয়া,

গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিবে। দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লইবার ইচ্ছা রহিল।

মাদৃশ জনের অপক্ক লেখনী নিঃসৃত অপরিমার্জ্জিত ভাষা সর্ব্ব সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া, কোনও ক্রমেই আশা করিতে পারিনা। তবে মুসলমান ভ্রাতৃগণ এ দীন হীন অভাজনকে অনেকটা স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন বলিয়া, যত কিছু সাহস। আরও ভরসা যে, মহামান্য আমিরুল মুমেনিন সুলতানল্ আজমের গৌরব-কাহিনী এবং তুর্কী জাতির শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমের বিষয় জানিবার জন্য সহৃদয় মুসলমান মাত্রেই সমুৎসুক। নিখিল মুসলমান জগতের একমাত্র সম্মানিত নেতা মহামান্য গাজী সুলতান আবদুল হামীদ খান খালদোল্লাহ মোল্‌কহু আমাদের পরম ভক্তির পাত্র। তাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ করিলেই হৃদয় ভক্তিরসে উছলিয়া উঠে। সুতরাং তাদৃশ মহাপুরুষের গুণ কীর্ত্তন ও যশঃ বর্দ্ধন যে কোনও রূপ ভাষায় করিলেও, মুসলমান ভ্রাতাদিগের প্রীতিপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। হে মুসলমান ভ্রাতৃগণ! আপনারা মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের জয় ঘোষণা এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করুন। আমিন!!

কড়েয়া—কলিকাতা।	মোস্‌লেম-সমাজ সেবক
৫ই জমাঃ-আউওল,	খাদেমুল মুমেনিন—
১৩১৭ হিজরী।	মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহ্‌মদ।

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।

মহামান্য সুলতান গাজী আবদুল হামিদখানের

সিংহাসনারোহণের

(অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ের ছবি।)

উৎসর্গ পত্র।

অসীম শ্রদ্ধা ও পরম ভক্তি-ভাজন জনাব

৺মুন্‌সী ময়েজ উদ্দীন আহ্‌মদ

মরহুম মগফুর

কেব্‌লাগাহ্‌ কেবলার (পিতৃ-দেবের)

পবিত্র পদ-পঙ্কজে, তদীয় অকিঞ্চন ও অভাজন

পুত্র কর্ত্তৃব পবম শ্রদ্ধা সহকাবে

উৎসর্গীত হইল।

পিতৃদেব !

প্রায় অষ্টাবিংশ বর্ষ অতীত হইল, আপনি স্বর্গলোক বাসী হইয়াছেন, কিন্তু আপনার সুনাম, সুখ্যাতি ও সদ্‌গুণাবলী আজিও জন সাধারণের স্মৃতি-পটে প্রতিফলিত রহিয়াছে। আপনার সমসাময়িক বৃদ্ধ পুরুষগণ আজিও আপনার দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের শত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া, কেহ অশ্রুজলে অভিষিক্ত হন, কেহবা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আপনি স্বীয় জীবনে বিপুল অর্থ [illegible]র্জ্জন করিয়াও. ভবিষ্যতের জন্য এক কপর্দ-

রাখিয়া যান নাই। জন সাধারণের কল্যাণার্থে সমস্তই নিঃশেষিত করিয়া গিয়াছেন। আপনার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান-গরিমার বিষয় আজ কাল অসম্ভব ও অলীক কল্পনা-কাহিনী বলিয়া অনুমিত হয়। ধর্ম্ম পরায়ণতা, সত্য-বাদিতা, স্বজাতি-বৎসলতা, দরিদ্র-হিতৈষণা ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলী আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। দয়াময় আল্লাহ্‌তালা আপনার পবিত্র আত্মাকে চিরশান্তি প্রদান করুন।

পিতঃ! আপনার উপযুক্ত গুণধর জ্যেষ্ঠ পুত্র আপনার সম্পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ ৺মুন্‌সী আয়েজ উদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব আপনারই ন্যায় সুকৃতি রাখিয়া, দয়া-সততা ও সদাশয়তার উন্নত কীর্ত্তি-ধ্বজা উড়াইয়া অকালে আপনারই অনুগামী অর্থাৎ পরলোকবাসী হইয়াছেন। তিনি নিঃসন্তানাবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইহা অধিকতর পরিতাপের বিষয়। তৎপর আপনার পরম স্নেহাস্পদ দ্বিতীয় তনয় ৺মুন্‌সী আজিজ উদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের জীবন-গ্রন্থিও যৌবনের প্রারম্ভে, অকৃতদার অবস্থায় ছিন্ন হইয়াছে। তিনি ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর ৬।৭ দিন পরেই পরলোকবাসী হইয়াছেন। তদীয় সদ্‌গুণ পরম্পরায় আত্মীয় ও বন্ধুগণ একান্তই বিমোহিত ছিলেন; তিনিও আপনার সদ্‌গুণ রাশির একাংশ লাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। আর আপনার স্নেহ-কুসুমসর্ব্ব কনিষ্ঠ ৺মির ওয়া-য়েজ উদ্দীন আহ্‌মদ শৈশবাবস্থায়, আপনার পরলোক গমনের কিছুদিন পরেই জীবন লীলা শেষ করিয়াছেন। সেই

শৈশবেই তাহার স্মৃতি-শক্তি এবং বুদ্ধি শক্তির প্রাখর্য্য দেখিয়া সকলে বিমুগ্ধ হইতেন। হায়! আপনার তনয় চতুষ্টয়ের মধ্যে তিন জনই আপনার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, পার্থিব সুখ-সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়াছেন; তদ্ব্যতীত শৈশবে আরও অনেকের জীবনান্ত ঘটিয়াছে। আপনার কন্যাদিগের মধ্যে খোদেজা, ফাতেমা ও অন্যান্য সুবর্ণ-প্রতিমাগণ জীবনের অঙ্কুরাবস্থায়ই ভীষণ কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কেবল মাত্র আপনার সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের আধার—অভাগা তৃতীয় পুত্র পৃথিবীতে আজিও বর্ত্তমান। আপনার সেই স্নেহময় প্রিয়পুত্র আজ ভীষণ শোকের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে জীবন্মৃত, তাহার হৃদয় চূর্ণ ও বিচূর্ণীকৃত। সে আজ স্রোত-মুখ-বিক্ষিপ্ত সামান্য তৃণখণ্ডের ন্যায়, নিরাশ্রয়ে সংসার সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আপনার স্নেহের তনয় শৈশবেই অভিভাবক বিহীন হইয়া, শিক্ষা লাভে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছে। যে পুত্র ছায়ার ন্যায় আপনার অনুসরণ করিত, জননীর স্নেহ-রজ্জু ছিন্ন করত শৈশবাবস্থায় আপনার সঙ্গে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া, সর্ব্বসাধারণের বিস্ময়োৎপাদন করিত, যাহাকে আপনি মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষের অন্তরাল হইতে দিতেন না, আপনার সেই স্নেহের "রেয়াজ"—আপনার পবিত্র বংশের শেষ চিহ্ন স্বরূপ নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় আজ সংসারে বিরাজ করিতেছে। তাহার এমন কোন সদ্গুণ বা প্রতিভা নাই, যদ্দ্বারা আপনার ও আপনার পবিত্র বংশের উচ্চ গৌরব ও সুনাম বজায় রাখিতে

পারে। জ্যেষ্ঠ পুত্রই আপনার সমস্ত গৌরব-রাশি লইয়া, চিরকালের জন্য মৃত্তিকা-গর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছেন। পিতঃ! আপনার স্নেহের সন্তান সংসার-চক্রের ঘোর আবর্ত্তনে নিষ্পেষিত, বিপদ-পরম্পরায় অব্যবস্থিত, শোক-তাপ ও পাপভারে জর্জ্জরিত; আপনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার সুনাম ও যশঃ রাশির কণামাত্র ও অন্ততঃ তাহার দ্বারা অক্ষুণ্ণ থাকে। আর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন দয়াময় আল্লাহ্‌তালার পবিত্র আদেশ ও তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র প্রেরিত মহাপুরুষের উপদেশ সমূহ প্রতিপালন করিতে করিতেই জীবনের শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারে।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, এ দীনহীন অভাজন পুত্র আপনার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য ও এযাবৎ কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হয় নাই। আজ এই "গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ভবদীয় পবিত্র পদ-পঙ্কজে উৎসর্গীকৃত হইল। ভরসা আছে, এই মহাযুদ্ধে 'শাহাদত প্রাপ্ত' মহাপুরুষদিগের আশীর্ব্বাদে আপনার কথঞ্চিৎ পরিমাণে পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হইবে।

১২ই রবিওল-আউয়ল, ১৩১৭ হিজরী।

ভবদীয় স্নেহানুগত দাস—
মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহ্‌মদ।

উপাস্য নাহিক কেহ ঈশ্বর ব্যতীত
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত।

গ্রীস্-তুরষ্ক যুদ্ধ।

উপক্রমণিকা।

গ্রীস-তুরষ্ক যুদ্ধ লিখিবার পূর্ব্বে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। পাঠকদিগকে গ্রীস্ ও তুরস্কের পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। তুরস্কের মহামান্য সুলতানদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তুর্কী জাতির অভ্যুদয় ও তাঁহাদের শৌর্য্য-বীর্য্য এবং বীরত্ব, মহামান্য তুর্ক সুলতানদিগের পূর্ব্বতন বিশাল সাম্রাজ্য ও বর্ত্তমান সাম্রাজ্যের আয়তন, অধিবাসি-সংখ্যা, মহামান্য সুলতানের সহিত মুসলমান জাতি ও মুসলমান জগতের সম্বন্ধ, ইউরোপীয় খৃষ্টান রাজ-চক্রবর্ত্তীদিগের কুটিল রাজনীতি, বিগত রুষ তুরষ্ক যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিব-

রণ, বর্ত্তমানে গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধের কারণ ইত্যাদি উপক্রমণিকায় সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করিয়া, পাঠকদিগের কিয়ৎ পরিমাণে কৌতুহল নিবারণ করিব।

মুসলমান পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহাদের ইতিহাসে বিশেষ অধিকার আছে, তাঁহারা মুসলমান সাম্রাজ্য বা মুসলমান ধর্ম্মমণ্ডলীর ইতিবৃত্ত বিশেষরূপে অবগত আছেন। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লেল্লাহ আলায়হে ও সাল্লামের পরলোক প্রাপ্তির পর, তদীয় সর্ব্ব প্রধান ছাহাবা (প্রচারবন্ধু বা শিষ্য) চতুষ্টয় সরলতার আধার মহাত্মা হজরত আবুবকর সিদ্দিক, মহাতেজাঃ হজরত ওমর ফারুক, মহাজ্ঞানী হজরত ওস্‌মান ও মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম স্বরূপ মহাত্মা হজরত আলী ক্রমান্বয়ে মণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই চারিজন মহাপুরুষ "খোলফায়ে-রাশেদিন" বা শ্রেষ্ঠতম খলিফা নামে অভিহিত। নির্ব্বাচন-প্রথানুসারে ইঁহারা মণ্ডলীর নেতৃত্বপদ লাভ করেন। মহাত্মা হজরত আলীর পর, হজরতের অন্যতম শিষ্য মহাত্মা আমির মাবিয়া, নামে খলিফা কিন্তু কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। ইঁহার সময় হইতেই নির্ব্বাচন প্রথার পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্থাপিত এবং খলিফার পদ বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়ায়। হজরত মাবিয়া ও মারোয়ানের বংশাবলী "খলিফায়ে-বনি-ওম্মিয়া" নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ও খলিফা নামেই বাচ্য হইতেন। তৎপর প্রেরিত মহাপুরুষের পিতৃব্য ও প্রিয় শিষ্য মহাত্মা হজরত আব্বাসের বংশধরগণ বনিওম্মিয়া বংশীয়

খলিফাদিগের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ সাধন করত, খলিফার গৌরবান্বিত পদ গ্রহণ এবং বোগদাদ মহানগরীর পত্তন করিয়া, তথায় আপনাদের জগদ্বিখ্যাত রাজধানী স্থাপন করেন। আব্বাস্ বংশীয় খলিফাগণ কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিয়া, শেষে নির্জ্জীব হইয়া পড়েন। ইঁহাদেরই শেষ অবস্থায় মেসেরে (মিসর দেশ বা ইজিপ্টে) এক স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপিত হয়; মেসেরের সেই প্রতাপশালী সম্রাট্‌গণ ও আপনাদিগকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই বংশীয় প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট্ মহাবীর সুলতান সালাহ উদ্দীন ও তৎপুত্র সুলতান মালেকুল আজিজ, খৃষ্টিয়ান-দিগের হস্ত হইতে জেরুজলমের উদ্ধার সাধন করেন। সুপ্রসিদ্ধ ক্রুসেড সংগ্রামকারী ধর্ম্মোন্মত্ত ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ ও ক্রুশ-ধারী বীরেন্দ্র কেশরীদিগকে তিনি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করেন। ঐ যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তদানীন্তন অধিপতিগণ ও উপস্থিত ছিলেন।

বোগদাদের খলিফাগণ যখন নিস্তেজ ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়েন, তখন কাস্পীয়ান হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক্‌বর্ত্তী তুর্কীস্থান বাসী একদল তুর্কী, মোগলদিগের আক্রমণে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। তাঁহাদেরই জনৈক রাজকুমার বোগদাদের খলিফার মন্ত্রীত্ব পদে অভিষিক্ত হন; এবং তাঁহার অনুচরবর্গ রাজকীয় সৈন্য দলে প্রবেশ লাভ করে। এই তুর্কী সম্প্রদায়ের অপর কিয়দংশ আসিয়া মাইনরে

প্রবেশ করিয়া, কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করেন। কালে ইহারা সকলেই আসিয়া মাইনরের বিশাল ক্ষেত্রে সমবেত হন। কিছু দিন পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ ও আত্ম-দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। তদুপলক্ষে যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে, তাহাতে তুর্কীদিগের বিলক্ষণ বল ক্ষয় হয়। এই সকল তুর্কীদিগের মধ্যে সলজুক বংশীয় তুর্কীগণ অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী ছিলেন; কোনীয়ে নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল। সলজুকীয় শেষ সুলতান আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর, সুপ্রসিদ্ধ তুর্কী বীর ওস্মানের অধীনে সমুদয় তুর্কী জাতি একত্রিত হয়। ইনি গ্রীক্ সম্রাটের অধিকারস্থ এসিয়া মাইনরের অধিকাংশ জয় করেন। ওস্মান হইতেই তুরস্ক সাম্রাজ্য "অটোমান সাম্রাজ্য" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ওস্মান যেরূপ বীর পুরুষ, সেইরূপ সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত নরপতি ছিলেন। শাসন কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল। মহাত্মা ওস্মানই তুর্কীজাতির মধ্যে প্রকৃত জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। ১৩২৬ খৃঃ অব্দে মহাত্মা ওস্মান পরলোক গমন করেন। প্রকৃতপক্ষে ইনিই বর্ত্তমান তুর্কী সুলতানগণের আদি পুরুষ। ওস্মানের পুত্র আরখান সর্ব্ব প্রকারেই পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। আরখান ব্রুসা নগরীতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপের নিকট গ্রীক্ সম্রাটের মস্তক অবনত হয়। কনষ্টাণ্টিনোপলাধিপতি তাঁহার ভীষণ প্রতাপে ভীত হইয়া, তাঁহার

নিকট স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন। আরখানের বীরত্বে অন্যান্য ইউরোপীয় রাজচক্রবর্ত্তীগণও ভীত এবং সন্ত্রস্ত হন। প্রবাদ আছে যে, ইনি সুলতান উপাধি ধারণ করিয়া এক বৃহৎ রাজ-অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, ঐ বিশাল রাজ-প্রাসাদের সিংহ দ্বার "পোর্ট" নামে অভিহিত হইয়াছিল। ঐ নাম হইতেই তুরস্ক গবর্ণমেন্টকে পরাক্রান্ত "পোর্ট" বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিনিসের সঙ্গে কনষ্টাণ্টিনোপলের গ্রীক্ সম্রাট্দিগের যে সকল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সুলতান আরখান নিজের সুবিধানুসারে কখন এ পক্ষ কখন ওপক্ষ অবলম্বন করেন। এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহে গ্রীক্ সম্রাট্ ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িলে, আরখান গ্রীক্ সাম্রাজ্য হস্তগত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সমুদয় আয়োজন ঠিক করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। তাঁহার পুত্র মোরাদ ইউরোপে প্রবেশ পূর্ব্বক মাসিডোনিয়া, আল্বেনিয়া ও সার্ব্বিয়া জয় করত, প্রসিদ্ধ আড্রিয়নোপল মহানগরীতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। কাসোদা ক্ষেত্রে খৃষ্টিয়ানদিগের সহিত তুর্কী সৈন্যের যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে খৃষ্টিয়ান সৈন্য দল সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হই-য়াছিল। যুদ্ধান্তে সুলতান যখন রণক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন এই যুদ্ধের প্রধান নায়ক সার্ব্বিয়ার রাজা কারাল, আহত অবস্থায় রণস্থলে পতিত রহিয়াছেন। আহত রাজা, সুলতানকে করুণস্বরে নিকটে আসিতে বলিলে, সুল-তান তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র-চিত্ত হইয়া যুক্তকর

শক্রকে ধরিয়া উপবেশন করাইলেন। বিশ্বাসঘাতক রাজা ঐ অবসরে হঠাৎ সুলতানের বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল; এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত তুরস্কের সুলতান শক্র-হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। * ১৩৮৯ খৃঃঅব্দে মোরাদের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ সুলতান বায়েজিদ পিতৃ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভয়ঙ্কর বেশে রণ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পিতার অন্যায় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল; খৃষ্টিয়ানগণ তাঁহার পরাক্রমে পরাজিত, বিমর্দ্দিত ও বিত্রাসিত হইতে লাগিল, তিনি মধ্য-ইউরোপ পর্য্যন্ত জয় করিলেন। খৃষ্টিয়ান-গণ তাঁহার নাম "বজ্র" রাখিলেন। ফলতঃ তিনি খৃষ্টীয় রাজ্যে বজ্রের ন্যায় পতিত হইয়া, উহার ধ্বংস সাধন করিতেন। শেষে ইউরোপের কোন রাজচক্রবর্ত্তীই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিতেন না। এই সময় জগদ্বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গ মধ্য এসিয়ায় আবির্ভূত হইয়া, সমগ্র পৃথিবী কম্পান্বিত করেন। তাতার, পারস্য, ভারতবর্ষ, সাইবিরিয়া ও ক্যাসগড় প্রভৃতি রাজ্য ও সাম্রাজ্য তাঁহার হস্তগত হয়। অবশেষে তৈমুরলঙ্গ তুর্কীয় সুলতান বায়েজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৪০১

* অন্যান্য গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মেলুসক কোবিলুসব্ নামক একজন বন্দী সার্ব্বীয় সর্দ্দার, বিজয়ী সুলতানের পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিল; যখন সুলতান তদীয় কাতরোক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া অনুকূল আদেশ প্রদান করিতে ছিলেন, তখন ঐ দুরাত্মা হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা সুলতানের বক্ষে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়।

খৃঃ অব্দে আঙ্গোরার প্রশস্ত ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের প্রায় ১০০০০০০ দশ লক্ষ বীর পুরুষ, পৃথিবীর আধিপত্য লাভেচ্ছায় ভীষণ রণ-রঙ্গে মত্ত হয়। কোনও প্রতিকূল কারণ বশতঃ বায়েজিদ যুদ্ধে পরাজিত ও তৈমুলঙ্গের হস্তে বন্দি হন। তৈমুরলঙ্গ তাঁহাকে লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, স্বীয় রাজধানী সমরকন্দে লইয়া যান। * সেই বন্দি অবস্থায়ই মহাপরাক্রান্ত স্থলতান্ বায়েজিদের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। বায়েজিদের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইলেও, মৃত স্থলতানের চতুর্থ পুত্র স্থলতান মোহাম্মদ, পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ এবং সমগ্র সাম্রাজ্য একত্রীভূত করেন। স্থলতান মোহাম্মদও খ্যাতা-পন্ন বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সময় ও খৃষ্টিয়ানেরা যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হয়। মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় মোরাদ খৃষ্টীয় রাজ্যের উপর ভীষণ বেগে পতিত হন। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে খৃষ্টিয়ান সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন ও উৎসন্ন প্রাপ্ত হয়। অবশেষে খৃষ্টিয়ানদিগের প্রধান নায়ক হঙ্গেরীর রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইলে, অন্যান্য খৃষ্টিয়ান নরপতিগণ স্থলতানের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না বলিয়া অবনত মস্তকে শপথ করেন। তৎপর রাজ্য মধ্যে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইলে, স্থলতান মোরাদ স্বীয় পুত্রের হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করিয়া নির্জনবাসী হইলেন।

* এই ঘটনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে তৈমুরলঙ্গ স্থলতান বায়েজিদকে পরম সম্মানের সহিত আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র তরুণ বয়স্ক ছিলেন বলিয়া, খৃষ্টিয়ানগণ সাহসী হইয়া, পুনরায় তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। রোমের পোপ ব্যবস্থা প্রদান করিলেন যে, বিধর্ম্মী মুসলমানদিগের নিকট শপথ করিয়া তাহা ভঙ্গ করিলে, কিছুমাত্র পাপ নাই। ধর্ম্মগুরুর অনুকূল ব্যবস্থা প্রাপ্তে খৃষ্টিয়ানগণ তুর্কীদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সুলতান মোরাদ খৃষ্টিয়ানদিগের অন্যায়াচরণের সমুচিত প্রতিফল প্রদান-জন্য নির্জ্জন বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সিংহ-বিক্রমে পুনঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; এতদুপলক্ষে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল, তাহাতে হঙ্গেরির রাজা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হন। চতুর্দ্দিকে শান্তি স্থাপিত হইলে, সম্রাট পুনঃ নির্জ্জন বাসে ঈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ইউরোপের যীশু-শিষ্য গণ, ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী তুর্কী জাতির সহিত প্রথম হইতেই কিরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, পাঠকগণ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় মোরাদের পুত্র জগদ্বিখ্যাত সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ ফাতেহ্ ১৪৫৩ খৃঃ অব্দে কনষ্টাণ্টিনোপল জয় করেন। এই মহাবিজয় কার্য্যে মহাবীর সুলতান মোহাম্মদ অমানুষিক বীরত্ব, অদ্ভুত অধ্যবসায়, অনুপম সাহস এবং অতুলনীয় রণকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থলে ভুবন বিদিতা রোমক রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল বা কুস্তুন্তনিয়া মহানগরীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলে, বোধ করি পাঠকবর্গের অতৃপ্তিকর হইবেনা।

কনষ্টাণ্টিনোপল অতি প্রাচীন শহর; ইহার অতি প্রাচীন নাম বাজাণ্টাইন (বাইজাণ্টিয়ম); তৎপর ৪৭৬ খৃঃ অব্দে রোমক সম্রাট প্রথম কনষ্টাণ্টাইন এই নগরের নূতন পত্তন করেন। ঐ সময় হইতে সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদের বিজয় কাল পর্য্যন্ত প্রায় ৯৭৭ বৎসর কাল, এই মহানগরী "কায়-সার" উপাধিধারী রোমক সম্রাট গণের রাজধানী থাকে। এই রোমক সম্রাট্ দিগকে অনেকেই গ্রীক সম্রাট্ নামে অভিহিত করেন। আরব দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ইব্নে বতুতা, স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই নগরীর তদানীন্তন অবস্থা বিশদ রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ৭২৫ হিজরিতে ইব্নে বতুতা কনষ্টাণ্টিনোপলে উপস্থিত হন।

মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মেস্তাফা সাল্লেল্লাহ আলায়হে ও সাল্লাম, ও খোলাফায়ে রাশেদিন দিগের শাসন কালে, মুসল-মান গণ কনষ্টাণ্টিনোপল আক্রমণের সুবিধা পান নাই। কিন্তু ওম্মিয়া বংশীয় প্রথম খলিফা হজরত মাবিয়া, কনষ্টাণ্টিনোপল জয়ের জন্য এক বিশাল আরব-বাহিনী প্রেরণ করেন। অসংখ্য যুদ্ধ জাহাজে করিয়া এই সৈন্য দল তথায় পাঠান হইয়াছিল। মহাপুরুষের দৌহিত্র ধর্ম্মবীর মহাত্মা হজরত ইমাম হোসেন (রাজি আল্লাহ তালা আনহু) ও এই মহা যুদ্ধ যাত্রায় গমন করিয়াছিলেন। আবার খলিফা মহাত্মা মাবিয়ার পুত্র দুরাত্মা এজিদ ও এই বিশাল বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়াছিল। ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসর কাল, আরব গণ নানাবিধ

চেষ্টা করিয়াও সুরক্ষিত মহানগরী কনষ্টাণ্টিনোপল জয় করিতে সক্ষম হইলেননা। এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষের অসংখ্য সৈন্য নাশ হয়। শেষে খলিফা রোমক সম্রাটের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, সৈন্য দল ফিরাইয়া আনেন। ইহার বহুকাল পরে দামেস্কের খলিফা অলিদ-বিন্-আবদল মালেকের রাজত্ব কালে, তদীয় সেনাপতি আবদল্লা বিন্ মতলব, কনষ্টাণ্টিনোপলের নগর-প্রাচীর আক্রমণ করেন। তদীয় শাণিত তরবারি এই মহানগরীর দ্বারদেশে অতীব ভীষণ রূপে বিঘূর্ণিত হইয়াছিল। ইহার পর ও মুসলমান খলিফা এবং সম্রাট গণের বিক্রান্ত সৈন্য গণ, পুনঃ পুনঃ কনষ্টাণ্টিনোপল অবরোধ ও আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ইহা অধিকার করিয়া গৌরবশ্রীর অধিকারী হইতে সমর্থ হন নাই। সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মাদ কর্তৃক এই গৌরবান্বিত মহাবিজয় কার্য্য সম্পাদিত হওয়া করুণাময় খোদাতালার অভিপ্রেত ছিল, এজন্য তাঁহার দ্বারাই এই পরম সমৃদ্ধিশালিনী, জগতের অতুলনীয়া নগরীকুল রাণী কনষ্টাণ্টিনোপলের উন্নত দুর্গ শীর্ষে ক্রুসের পরিবর্ত্তে, অর্দ্ধচন্দ্র বিখচিত মোহাম্মাদীয় বিজয়-পতাকা সদম্ভে উড্ডীন হয়। ৮৫৭ হিজরীতে এই মহাবিজয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। এই বিজয় কার্য্যে তরুণ বয়স্ক সুলতান মোহাম্মাদ অত্যদ্ভুত অধ্যবসায় ও অসাধারণ রণ-পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া, সমগ্র জগত মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপল বিজয়ের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ২৩ বৎসর ছিল। গ্রীকগণ নগর-প্রবেশের জল ও

স্থল পথ সকল এরূপ ভাবে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল যে, রাজধানী আক্রমণের কোনই সদুপায় ছিলনা। কিন্তু দুর্জ্জয় তুর্কী সৈন্যগণ আপনাদের বিচক্ষণ সুলতান কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, বস্ফোরস সমুদ্র ও গোল্ডন হরণের মধ্যবর্ত্তী প্রস্তরময় পাঁচ মাইল বিস্তৃত ভূভাগের উপর কাষ্ঠময় তক্তা বিছাইয়া, যুদ্ধ জাহাজ সকল তাহার উপর দিয়া অবলীলাক্রমে টানিয়া লইয়া যায়, সুতরাং সৈন্যগণ অতি সহজে গোলডন হরণে * অবতীর্ণ হয়। যাহা মানবের সাধ্য ও কল্পনার অতীত, সুলতান মোহাম্মদ সেইরূপ অমানুষিক অনুষ্ঠান দ্বারা ভুবন বিদিত রোমক রাজধানী অধিকার করিলেন। এরূপ ভাবে প্রকাণ্ড যুদ্ধ জাহাজ সকল, স্থল ভাগের উপর দিয়া টানিয়া আনিবার বিষয় এ পর্য্যন্ত আর শুনা যায় নাই। সুলতান মোহাম্মদের এই অমানুষিক কার্য্য, ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া স্বতঃই মানুষের মনে ধারণা হয়। ধন্য অধ্যবসায়! ধন্য রণ-কৌশল!!

কনষ্টাণ্টিনোপল মহানগরী এক্ষণে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। বস্ফোরস সমুদ্রের এক ক্ষুদ্র শাখা, মহানগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। প্রধান অংশ ইস্তাম্বুল নামে প্রসিদ্ধ; এই অংশে সুলতানের রাজ-প্রাসাদ সমূহ, প্রধান প্রধান রাজকীয় কার্য্যালয়, বড় বড় মসজেদ, বড় বড় লাইব্রেরী, ভূতপূর্ব্ব সুলতানদিগের সমাধি-মন্দির, যুদ্ধ বিষয়ক মহাবিদ্যালয় (مکتب حربیه شاهانه), মিউজিয়াম (عجائب خانه),

* গোলডন হরণ অর্থাৎ স্বর্ণ শৃঙ্গ।

বৃহৎ বৃহৎ কলেজ, রণপোত নির্ম্মাণের সুবিস্তৃত কারখানা (ترس خانه) আটমান বংশীয় সুলতানদিগের প্রতিমূর্ত্তি-গৃহ (سلم خانه) তোপ নির্ম্মাণের কারখানা প্রভৃতি বিদ্যমান; আর এই অংশেই প্রধানতঃ মুসলমানদিগের বসবাস। দ্বিতীয় অংশ পেরা হইতে আরম্ভ হইয়া, বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এই অংশে সমুদায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাজদূত ও কন্সলদিগের আবাস বাটী, ইউরোপীয় সওদাগণ দিগের বড় বড় কুঠি ও হৌস, ইউরোপীয় বিদ্যালয় ও নাট্যশালা প্রভৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই অংশকে ইউরোপের কোন সমৃদ্ধিশালী মহানগরী বলিয়া বোধ হয়। আর খাস ইস্তাম্বুল মুসলমান অধিবাসী পূর্ণ কোন সুবিস্তীর্ণ এসিয়াটিক শহরের ন্যায় দর্শকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই মহানগরীর বিস্তৃতি ও জন-সংখ্যার বিষয় ইহা দ্বারাই সহজে অনুমিত হইবে যে, খাস ইস্তাম্বুলে ৫০০ জামে মসজেদ, ১২টী বৃহৎ বৃহৎ কালেজ, ৫০০ নূতন ধরণের ও ১৬৪টী প্রাচীন ধরণের মাদ্রাসা, ১৭১টী সাধারণ স্নানাগার (হাম্মাম), ৩৩৪টী পান্থশালা (সরাই), ৪৫টী পাব্লিক লাইব্রেরী (কোতবখানা), ৩০৫টী অতিথিশালা (মোসাফের খানা) এবং ৪৮টী মুদ্রাযন্ত্র (ছাপাখানা) আছে। তদ্ব্যতীত পেরা ও গালাটা লইয়া অপর অংশে আরও অনেক দ্রষ্টব্য বিষয় বর্ত্তমান। যাতায়াতের জন্য নানাপ্রকার শকট শ্রেণী, ট্রামওয়ে, মৃত্তিকার নিম্নস্থ রেলওয়ে, সাধারণ রেলওয়ে (যাহা প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ষ্টেসন হইতে ছাড়া হয়), নানাপ্রকার

ষ্টিমার, ষ্টিমলঞ্চ, বোট ইত্যাদি জলযান অনবরত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে। ইস্তাম্বুল ও গালাটার মধ্যে যে পুল আছে, তাহার পারাপারের জন্য ৫ এক পয়সা মাসুল গ্রহণ করা হয়; ইহাতেই ঐ পুলের দৈনিক আয় ৪৫। সহস্র টাকা, পাঠকগণ এক্ষণে বুঝিতে পারেন, প্রত্যহ কত লোক ঐ পুলের উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। রাজপথে দিবা রাত্রি এরূপ জনতা যে, বোধ হয় যেন সর্ব্বদাই মহামেলা লাগিয়া রহিয়াছে।*

কনষ্টাণ্টিনোপলের ন্যায় এরূপ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও সুন্দর জায়গায় স্থাপিত মনোহর মহানগরী পৃথিবীতে আর নাই। ভুবন-বিজয়ী রোমক সম্রাটগণ পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া, এই স্থানে এই মহানগরীর পত্তন করিয়াছিলেন। সমুদ্রের উপর যেন মহানগরী ভাসিতেছে। সমুদ্রে শত শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অর্ণব পোত ও অন্যান্য প্রকার জল-যান, জলচর পক্ষীর ন্যায় সাঁতার দিতেছে, তটে বৃহৎ বৃহৎ মনোরম অট্টালিকা সমূহ মস্তকোত্তোলন করিয়া, মুসলমান ধর্ম্ম ও মুসলমান জাতির অক্ষয় গৌরব ঘোষণা করিতেছে। অদূরে যাত্রী পূর্ণ ট্রেণগুলি স্বর্গীয় পক্ষীর ন্যায় বায়ুবেগে ছুটীয়াছে। স্থানে স্থানে মনোরম উদ্যান, সুন্দর সুন্দর ঘাট—সমুদ্র তীরে শোভা বিস্তার-

* আলিগড় কালেজের আরব্যাধ্যাপক মাননীয় মাওলানা মৌলবী শিবলী নওমানী সাহেব স্বীয় "ছফর নামায়ে রুম ও মেছর ও শাম (سفر نامهٔ روم و مصر و شام) নামক গ্রন্থে কনষ্টাণ্টিনোপলের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তদবলম্বনে এই অংশ লিখিত হইল।

করিতেছে; পাঠক একবার কল্পনার চক্ষে এই মহারাজধানীর চিত্রপট স্বীয় চিত্ত-ফলকে অঙ্কিত করিয়া পরিতৃপ্ত হউন। ইস্‌লামের গৌরব আজিও এখানে পূর্ণ ভাবে দেদীপ্যমান। সুপ্রসিদ্ধ "সেণ্টসোফিয়া" গির্জ্জা আজ "জামে সোফিয়া" (সোফিয়া মস্‌জেদ—جامع اياصوفيه) নামে অভিহিত হইয়া, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উপর ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছে। ঐ দেখুন, সুলতানের সুবিখ্যাত "ইলডিজ" নামক মনোরম রাজ-প্রাসাদ উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া, মোস্‌লেম-গৌরব বিঘোষিত করিতেছে। এই রাজ-প্রাসাদেই জর্ম্মাণীর বর্ত্তমান সম্রাট (কায়সার) উইলিয়ম, মহামান্য সুলতানের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। বঙ্গের নির্জ্জীব মুসলমান, একবার কল্পনা-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া জীবন সার্থক কর।

মহানগরীর রাজপথে তুর্ক, আরব, সার্কেশীয়, খোর্দ্দি, ইরাণীয়, তোর্কম্যান, আফগান, বার্ব্বার, মুর, কাফ্রি, সুদানী, সুমালি, কপ্ট ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন পরিচ্ছদ ধারী ও বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মুসলমানগণ বেড়িয়া বেড়াইতেছেন, দেখিতে পাইবেন। পক্ষান্তরে ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মণ, অষ্ট্রিয়, মার্কিণ, আইরিস, সুইস, রোমক, গ্রীক, রুষ, বুলগেরিয়ান, পোল, হঙ্গেরিয়ান, ওলন্দাজ, পর্টুগীজ, দিনেমার, আর্ম্মাণী, সিরিয়, জর্জ্জিয় ইত্যাদি নানাশ্রেণীর নানা সম্প্রদায় ভুক্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্ন জাতীয় য়িহুদীগণ রাজধানীর সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, দৃষ্ট হইবে। বিষয় কার্য্য বা ব্যবসায় বাণিজ্যোপ

লক্ষে ইহারা ভুবন বিদিতা মহানগরী কনষ্টান্টিনোপলে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে, য়িহুদী ও খৃষ্টীয়ানগণ ও সাধারণতঃ তুর্কীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

বিজয়ী দ্বিতীয় সুলতান মোহাম্মদ গৌরবের সহিত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র কনষ্টান্টিনোপলের গৌরবান্বিত সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর পুরুষানুক্রমে তুর্ক সুলতানগণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, খৃষ্টীয়ানদিগের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকেন। সুলতানদিগকে জর্ম্মেনী, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, হঙ্গারী, পোলাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের রাজা ও সম্রাটদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। প্রায় যুদ্ধেই ইঁহারা জয়ী হইতেন; দুই একটী যুদ্ধে পরাজিত না হইতেন, এমন নহে। সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদের পরও এই বংশে বহু সংখ্যক উপযুক্ত ও ভুবনবিজয়ী যোদ্ধ্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হঠাৎ ইউরোপে নূতন যুগের অবতারণা হওয়াতে, খৃষ্টীয়ান গণ আপনাদের জাতীয় উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, শীঘ্রই উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন। খৃষ্টীয়ান জাতির তুলনায় মুষ্টিমেয় তুর্কী জাতি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে উন্নতির উচ্চমঞ্চে আরূঢ় করিলেন সত্য, কিন্তু সংখ্যার ন্যূনতা, অর্থের অসচ্ছলতা এবং কোন কোন সুলতানের দুর্ব্বল হৃদয়তা ও নিষ্ঠুরতা বশতঃ, তাঁহারা আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিলেন

না। যে সাম্রাজ্য পশ্চিমে হঙ্গেরী, উত্তরে রুসিয়ার মধ্যদেশ, পূর্ব্বে পারস্য ও দক্ষিণে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; প্রায় সমগ্র উত্তর আফ্রিকা যে মহা সাম্রাজ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিত, ক্রমশঃ তাহার এক এক অংশ স্খলিত হইতে লাগিল। ক্রিমিয়া, অ্যাজফ, নীপার প্রদেশ, ককেশিয়া প্রদেশ, জর্জ্জিয়া, আর্ম্মানিয়া, আসিয়া মাইনর, সিরিয়া, ইরাক, প্যালেষ্টাইন, কুর্দ্দিস্থান, বাগ, আরব, গ্রীস, থেসালি, ইপাইরস, মাসিডোনিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়া, হারজ গোবিনিয়া, মণ্টেনিগ্রিয়া, সার্ব্বিয়া, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, ওয়ালেচিয়া, মলডেভিয়া, বোমেলিয়া, ক্রসিয়া, মিসর, ত্রিপলি, বার্কা, ফেজান, টুনিস, আলজিরিয়া, নিউবিয়া, প্রভৃতি অসংখ্য দেশ, রাজ্য, উপরাজ্য এবং ক্রীট, সাইপ্রস, রোডস্, লেসবস্, আইওনিয়ান, সিকলাডিজ প্রভৃতি দ্বীপ সমষ্টি সুবিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ভূমধ্যসাগর, ইজিয়ন্ সাগর, মর্ম্মর সাগর, লিভান্ট সাগর, কৃষ্ণসাগর, আজফ সাগর, আড্রিয়াটিক উপসাগর, ইজাইনা উপসাগর, সলোনিকা উপসাগর, কাস্পীয়ান সাগর, লোহিত সাগর, সুয়েজ বা আকাবা উপসাগর, কাবেস উপসাগর, আবুকির উপসাগর, আরব সাগর, পারস্য উপসাগর প্রভৃতি সমুদ্রাবলী দ্বারা এই মহাসাম্রাজ্য পরিবেষ্টিত ছিল। উত্তরকালে ইউরোপীয় পরাক্রান্ত খৃষ্টীয় রাজ্য সমূহের অভ্যুদয় দ্বারা, ক্রমশঃ তুরস্কের রাজ্য ক্ষয় ও বলক্ষয় হইতে থাকে।

[illegible] পূর্ব গৌরবের সময় তখন বন্দ্যোরন্দ্.

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে, রুসীয় সাম্রাজ্য ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।* রুসিয়ার সুবিখ্যাত সম্রাট পিটার দি গ্রেট বর্ত্তমান রুসীয় সাম্রাজ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। সুইডেনের অধিপতি দ্বাদশ চার্লস, রুসীয় সম্রাটের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করতঃ, তুরক্কের তদানীন্তন মহামান্য সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করাতে, সম্রাট পিটার তুরক্ক আক্রমণ করেন; কিন্তু তুর্কী সৈন্যদল কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে পরিবেষ্টিত হন। তখন সেই অভিমান স্ফীত, বীরত্ব গর্ব্বিত রুস সম্রাটকে আজফ্ প্রদেশ প্রদান পূর্ব্বক, সুলতানের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে হয়। সুলতান ইচ্ছা করিলে সেই সময় পিটারকে সসৈন্য ধ্বংস করিতে পারিতেন। সুলতান, রুসীয় জারকে সদয় ভাবে

সমুদ্রের তীরে অত্যুন্নত দণ্ডাগ্রভাগে অশ্ব-লাঙ্গুল (ঘোড়ার লেজ) বাঁধিয়া দেওয়া হইলে, সমগ্র ইউরোপে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। পরাক্রান্ত তুর্কী বাহিনী দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার পূর্ব্বে, এইরূপ উচ্চ নিশান খাড়া করিয়া ইউরোপবাসীর মনে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার করিতেন। তখন ইউরোপের ঘরে ঘরে হাহাকার সমুত্থিত হইত; সকলেই প্রমাদ গণিত। ভীষণ বাত্যাবর্ত্তের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ তুর্কী বাহিনী ইউরোপ খণ্ডে পতিত হইয়া, খৃষ্টিয় রাজ্য সকল বিদলিত ও বিধ্বস্তীকৃত করিতেন। আজ সেই তুর্কী জাতি ইউরোপের সর্ব্বত্র মৃতকল্প বা রুগ্ন sick man নামে পরিচিত।

ক্ষমা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ সেই খৃষ্টিয়ান মহারাজ চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভাবি বংশাবলীকে দৃঢ় ভাবে বলিয়া যান যে, যে ভাবেই হউক, তুরস্ক গ্রাস করিয়া, মহানগরী কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিতে হইবে। পিটারের আদেশ তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। সেই হইতে প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে রুসিয়া স্বীয় সুবিধানুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া, ইহার এক এক অংশ আত্মসাৎ করিয়াছেন। ১৮৭৭ সালের যুদ্ধের পূর্ব্বে রুসিয়া যে বিশাল ভূভাগ তুরস্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন, তাহার পরিমাণ ফল প্রায় ৪০০০০০ লক্ষ বর্গ মাইল। তৎপর বিগত রুষ তুরস্ক যুদ্ধান্তে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে বার্লিন নগরে যে সন্ধি হয়, তদ্দ্বারা রুসিয়া আসিয়িক তুরস্ক হইতে আরও ১০০০০ হাজার বর্গমাইল পরিমিত ভূভাগ গ্রহণ করেন। কার্স, আর্দ্দাহাম, ওলতি ও আর্ত্তিওয়ান নামক সুরক্ষিত নগর চতুষ্টয় ও রুসিয়া লাভ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত বাটুম নামক প্রসিদ্ধ বন্দরটীও রুসিয়ার করতলস্থ হইয়াছে। রুসিয়া যে সকল রাজ্য এবং প্রদেশ তুরস্ক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ক্রিমিয়া, বেসারভিয়া, সার্কেসিয়া, আরকেশিয়া, খারশন, আজফ, ককেশিয়া, ইরিভাণ ও জর্জ্জিয়া রাজ্য সমধিক প্রসিদ্ধ। আর্ম্মেনিয়ার ও প্রায় অর্দ্ধাংশ এক্ষণে রুসীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

আফ্রিকার আলজিরিয়া নামক বিস্তৃত রাজ্য এবং টুনিস নামক পরম রমণীয় রাজ্য, ফরাসীরা হস্তগত করিয়াছেন।

এ উভয় রাজ্যের পরিমাণ ফল প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গ-মাইল; অধিবাসীর সংখ্যা অনূন ৬০ লক্ষ; অন্যান্যের মধ্যে ইংরেজ-রাজ বার্লিন সন্ধির সময় সুপ্রসিদ্ধ সাইপ্রস দ্বীপ লাভ করিয়াছেন; আর ইহার বহুপূর্ব্বে আরবের অন্তর্গত এডেন বন্দর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত মিসরের উপরও ইঁহার সুদৃঢ় পাদ-সঞ্চার দৃষ্ট হইতেছে। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ বসনিয়া ও হারজগোভিনিয়া লাভ করিয়াছেন। আবার ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুসিয়ার সাহায্যে গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করে। বার্লিন সন্ধির পর ১৮৮২ খৃঃ অব্দে থেসালি প্রদেশটী অনর্থক তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, গ্রীসকে দেওয়া হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান স্থান এই থেসালি ক্ষেত্র। তুর্কী সৈন্য-গণ বর্ত্তমান যুদ্ধে এই থেসালি প্রদেশই সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করিয়াছে। লারিসা এই থেসালি প্রদেশেরই প্রধান নগর, এবং ভোলো ও আর্টা ইহার সুপ্রসিদ্ধ বন্দর। ডেমোকো বা দমকো, থেসালির সর্ব্বশেষ দক্ষিণ সীমান্তস্থিত দুর্গবদ্ধ নগর। এই স্থানে গ্রীক্‌দিগের ভীষণ রূপ পরাজয় ঘটাতেই, বর্ত্তমান গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ স্থগিত হইয়া, সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে। বার্লিন সন্ধির সর্ত্তানুসারে রুমেনিয়া, সার্ব্বিয়া ও মণ্টেনিগ্রিয়া রাজ্য, তুরস্কের অধীনতা-শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। আর বুলগেরিয়া রাজ্য এতকাল তুর্কীর খাস অধিকারে ছিল, এক্ষণে উহা করদ রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আবার ইউরোপীয় খৃষ্টীয়ান রাজন্যবর্গের অভি

প্রাম্নানুসারে ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ব রোমেলিয়া প্রদেশ ও বুলগেরিয়ার শাসনাধীনে স্থাপন করা হইয়াছে। বার্লিন সন্ধি অনুসারে পারস্যের-শিয়া বংশীয় বাদশাহ ও স্বার্থ লাভে বঞ্চিত হন নাই; তিনিও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অঙ্গ স্খলিত "মোটুর" নামক ক্ষুদ্র জনপদ লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে তুরস্ক সাম্রাজ্য ইউরোপীয় শক্তি সমূহের দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া, বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ আকারে দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে ইউরোপে সুলতানের রাজ্য যৎসামান্য মাত্র।

তুরস্কের দ্বিতীয় সুলতান আরখান (سلطان أرخان) ৭৬০ হিজরীতে আদেশ প্রদান করেন যে, অতঃপর যুদ্ধে যে সকল খৃষ্টিয়ান যুবক বন্দি হয়, তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া একদল সৈন্য গঠিত করা হউক। সুলতানের আদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটিল না। সুলতানের দীক্ষা-গুরু হাজী চকতাশ এই সৈন্য দলের নাম নেগচরি (ینگ چری) রাখিলেন। নেগচরি অর্থ তুর্কী ভাষায় নূতন সৈন্যদল। ক্রমশঃ নানা যুদ্ধে এই বন্দির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যে এক বিরাট সৈন্যদল গঠিত হইল। ইহার পর কয়েক পুরুষ অতীত হইলে, ইহাদের সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত হইয়া পড়িল; আর ইহাদেরই বাহুবল তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে এই অবস্থা হইল যে, সমুদায় রাজশক্তি ইহাদের হস্তগত হইয়া পড়িল। এমন কি, মন্ত্রীবর্গ বা স্বয়ং সুলতানও ইহাদের মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে সাহসী হইতেন না।

ইহাদের দুর্জ্জয় পরাক্রমেই তুরস্কের সুলতানগণ ইউরোপ ভূমে আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সৈন্যদল খৃষ্টান বংশ সম্ভূত, আবার তুর্কী সৈন্যদলে ভুক্ত হইয়াও ইহারা আপনাদের পৈতৃক ধর্ম্ম রক্ষা করিত; কিন্তু মহামান্য সুলতান ও তুরস্ক সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, আপনাদের হৃদয়ের শোণিত দান করিতে ইহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতনা। ইহারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের মঙ্গলে আপনাদের মঙ্গল জ্ঞান করিত। স্বয়ং তুর্কী জাতিও ইহাদের অপেক্ষা অটোমান সাম্রাজ্যের অধিক শুভানুধ্যায়ী ছিল কিনা সন্দেহ। পরাক্রান্ত খৃষ্টিয়ান রাজশক্তি সমূহের বিরুদ্ধে ইহারা সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া,তুর্কীর প্রাধান্য রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইত। সামান্য সৈনিক পুরুষ হইতে, উচ্চতম সেনা-পতি পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর সৈনিক পদে ইহারা বিরাজ করিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহাদের প্রভাব অদম্য হইয়া উঠে। সুলতান মোহাম্মাদ যখন স্বীয় সৈন্যদিগকে ইউরো-পীয় প্রণালীতে সুশিক্ষিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, তখন এই নেগচরি সৈন্যগণ ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া, বিদ্রোহের সূচনা করিল। সুচতুর সুলতান পূর্ব্ব হইতেই একদল প্রবল তুর্কী সৈন্য, ইউরোপীয় প্রণালীতে সুশিক্ষিত করিয়া সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। ইহাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ভবিষ্যতের জন্য অমঙ্গল জনক মনে করিয়া, তিনি ইহাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি হঠাৎ ঐ নবগঠিত সৈন্যদল কর্তৃক

নোপলে আনয়ন পূর্ব্বক, নেগচরিদিগকে আক্রমণ করিলেন। রাজধানীর পরাক্রান্ত অধিবাসী গণ ও তুর্কী সৈন্যদিগের সহিত যোগদান করিল। এতদুপলক্ষে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল, তাহাতে প্রবল পরাক্রান্ত নেগচরি সৈন্যদল, তাহাদের সমুদায় সেনানী ও অফিসারবর্গ সহকারে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাহাদের মধ্যে এক প্রাণীও অবশিষ্ট ছিলনা। পক্ষান্তরে রাজকীয় পক্ষে ও ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছিল। সুলতানের সর্ব্বপ্রধান উজীর এবং প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য শেখ-উল-ইস্‌লাম (شيخ الاسلام) বহু সংখ্যক সেনানী ও রাজকর্ম্মচারী সহ নিহত হইযাছিলেন। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে এই নিদারুণ ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। কনষ্টাণ্টিনোপলের যে স্থানে এই সকল নিহত নেগচরি সৈন্য ও অফিসারদিগের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, মৌলবী শিবলী নওমানী সাহেব স্বয়ং তাহা দর্শন করিয়াছেন; তাহাদের বিরাট দেহ, বীরমূর্ত্তি এবং অত্যদ্ভুত যোদ্ধৃ বেশ দেখিয়া তিনি অবাক হইয়াছিলেন। তাদৃশ বীর মূর্ত্তি নাকি অল্পই দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিযাছে যে, রুসিয়ার সম্রাট পিটার দি গ্রেট, তাঁহার বংশধরদিগকে, তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস ও কনষ্টাণ্টিনোপল মহানগরী অধিকার করিবার জন্য যে উপদেশ দিয়া যান, তাঁহার বংশধর গণ সেই উপদেশ ক্ষণকালের জন্য ও বিস্মৃত হন নাই। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে তুরস্কের সহিত রুসিয়ার যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়, কিন্তু ফরাসী দূত মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ মিটাইয়া দেন। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে রুসিয়ার সুপ্রসিদ্ধ

সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ক্যাথারিণ যেমন তেজস্বিনী, তেমনই কূট-রাজনীতি-কুশলা রমণী ছিলেন। তুরস্কের পক্ষে তিনি অতি ভয়ঙ্কর শত্রু রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। পিটারের উপদেশ সম্পূর্ণ রূপে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভীষণ সমর-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। ক্রমাগত ছয় বৎসর কাল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল; অবশেষে মহামান্য তুরস্কের সুলতান, রুসীয় বিশাল অনীকিনীর নিকট পরাস্ত হইয়া ক্রিমিয়া, আজফ, বগ ও নিপার নদীর মধ্যস্থিত যাবতীয় ভূভাগ রুসিয়াকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে তুরস্কের বিপুল অধিকার রুসিয়ার হস্তগত হয়। ফলতঃ এই যুদ্ধের পর হইতেই তুরস্কের বল হ্রাস ও রুসিয়ার পরাক্রম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে সুলতান তৃতীয় সলিম, পুনরায় রুসিয়ার সহিত মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া ও রুসিয়ার সাহায্যকারী ছিলেন; কিন্তু জর্ম্মেনী, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, অষ্ট্রিয়াকে নিরস্ত করেন। যুদ্ধান্তে রুসিয়া, তুরস্কের খানিকটা অঙ্গচ্ছেদ করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

সুলতান সলিমের আধিপত্য কালে তুরস্ক সাম্রাজ্যের বড়ই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। নেগচরি সৈন্যগণ এই সময় রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে। রাজ্যের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে, দুর্ব্বল হৃদয় সুলতান একেবারে বিব্রত হইয়া পড়েন। রুসিয়ার চক্রান্তেই এই সকল বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার উপর ১৮০৮ খৃঃ অব্দে রুসিয়া পুনঃ তুরস্ক

সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধেও রুসিয়া, তুরস্ক সাম্রাজ্যের কিয়দংশ হস্তগত করিতে সক্ষম হন। সুলতান তৃতীয় সলিমের পর সুলতান মোহাম্মাদ, কনষ্টাণ্টিনোপলের সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু রুসীয় গুপ্তচরদিগের উত্তেজনায় চতুর্দ্দিকেই বিদ্রোহ বহ্নি ধূ ধূ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে। এই সময় গ্রীসে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; ১৮২০ খৃঃ অব্দে গ্রীসে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া ১৮২৯ খৃঃ অব্দে গ্রীকগণ স্বদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তৎপর ইংরেজ, ফরাসী ও রুসিয়ার সাহায্যে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে গ্রীকগণ স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। গ্রীসের স্বাধীনতা দ্বারা সাম্রাজ্যের এক প্রয়োজনীয় অঙ্গচ্ছেদ হয়। নাবারিণো নগরের যুদ্ধে তুরস্ক-সৈন্যদল পরাজিত হওয়াতে, মহামান্য সুলতান কর্ত্তৃক গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। সুলতান মোহাম্মাদ উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি দেখিলেন, সৈন্যদিগকে ইউরোপীয় প্রণালীতে সুশিক্ষিত না করিলে, এবং সর্ব্ব বিষয়ে রাজ্যের উন্নতি বিধান না করিলে, তুর্কীর পক্ষে ইউরোপে তিষ্ঠান অসম্ভব। অগত্যা তিনি শাসন ও সৈনিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নেগচরি সৈন্যগণ এবিষয়ের দারুণ প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়াইল। সুলতান তেজস্বী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন, তিনি রাজ্যের ভাবি অমঙ্গল স্বরূপ নেগচরি সৈন্যের সম্পূর্ণ রূপ ধ্বংস সাধন করিয়া কিরূপে নিষ্কণ্টক হন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সুলতান

মোহাম্মদ নেগচরি সৈন্যদিগের বিনাশ সাধন না করিলে, এই খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী পরাক্রান্ত সৈন্যদল ভবিষ্যতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের মূলোচ্ছেদ করিত কিনা, কে বলিতে পারে। মহামান্য সুলতান মোহাম্মদই তুর্কী সৈন্যদিগের বর্ত্তমান সুশিক্ষা, সুশৃঙ্খলা উন্নতির প্রকৃত মূলাধার।

তুর্কী সৈন্যদলের সুশৃঙ্খলা বিধান ও সময়োচিত উৎকর্ষ দর্শনে রুসিয়ার গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সময় সুপ্রসিদ্ধ রুসীয় সম্রাট্ নিকোলাস, সেণ্টপিটার্সবর্গের গৌরবান্বিত সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। এই কূট রাজনীতি-কুশল সম্রাটের ন্যায় স্বার্থপর ও সর্ব্বগ্রাসী নরপতি পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিষ্ঠুরতা ইঁহার চরিত্রের এক প্রধান উপকরণ ছিল। সন্ধি, অঙ্গীকার বা শপথ ভঙ্গ করিবার পক্ষে ইঁহার ন্যায় কোন রাজা বা রাজচক্রবর্ত্তী খুব কমই দৃষ্ট হইয়াছে। তুরস্কের সর্ব্বনাশ সাধনে ইনি কৃতসঙ্কল্প হইয়া, ১৮২৮ খৃঃ অব্দে তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সুলতান তখনও সৈন্যদলকে উপযুক্ত রূপ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই; উপর্য্যুপরি যুদ্ধ ও বিদ্রোহ দমনে রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছিল; এই অবস্থায় রুসিয়ার ভীষণ আক্রমণে অটোমান সাম্রাজ্য টলটলায়মান হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় সুলতানের মন্ত্রী-সমাজে কোন উপযুক্ত লোক বা সৈন্যদিগের কেহ উপযুক্ত পরিচালক ছিলেননা। রুসীয় সৈন্যগণ বন্যার জল প্রবাহের ন্যায় দুই দিক্ দিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর আপ-

স্তিত হইল। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে প্রচণ্ড রুষ-বাহিনী, সেনাপতি পাস্কেওয়েচের অধীনে আসিয়া খণ্ডে, এবং সেনাপতি ডেবি-টিসের অধীনে ইউরোপ খণ্ডে যুদ্ধারম্ভ করিল। পাস্কেওয়েচ তুর্কী সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া কার্স ও আর্জ্জরুম নগরী অধিকার করিলেন; আর সেনাপতি ডেবিটিস সামান্য মাত্র বাধা বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক, ডানিয়ুব নদী পার হইলেন। ইহার পর বুলগেরিয়া ও রুমেনিয়া প্রদেশে রুষ সৈন্যদিগের সহিত তুর্কী সৈন্যদিগের কয়েকটী যুদ্ধ হয়; ঐ সকল যুদ্ধে তুর্কীগণ বিপুল সাহস ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিলেও রুষ-বাহিনী সুপ্রসিদ্ধ আড্রিয়নোপল মহানগরী অধিকার করিতে সমর্থ হন। অতঃপর রুসিয়ার সহিত সুলতানের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি নিবন্ধন তুরস্কের গুরুতর ক্ষতি সাধন হয়। এই হইতে রুসিয়া, তুরস্কের উপর প্রকারান্তরে প্রাধান্য বিস্তার করিল। সম্রাট্ নিকোলাস তুরস্কবাসী খৃষ্টিয়ান দিগের "রক্ষাকর্ত্তা" বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিলেন। এই ঘটনার পর রুসিয়ার সহিত তুরস্কের যে কয়েকটী যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তত্তাবতেই রুসিয়া আপনাকে খৃষ্টীয়ানদিগের রক্ষা-কর্ত্তা নামে পরিচিত করেন। কার্য্যতঃ কেবল নিজের-স্বার্থ সাধন করিয়াছেন, রক্ষাকর্ত্তা নাম মাত্র। রুসিয়ার কূট রাজ-নীতি তুরস্কের পক্ষে বড়ই মারাত্মক।

সুলতান মোহাম্মদের পর স্বনামখ্যাত সুলতান্ আবদুল মজিদ খাঁন (سلطان عبدالمجید خان) তুরস্কের গৌরবান্বিত সিংহাসনে

আরোহণ করেন। ইনি একজন উপযুক্ত নয়নীতি ছিলেন। ইহার রাজত্বের প্রথম ভাগ শান্তির সহিত অতিবাহিত হয়; সুতরাং তিনি রাজ্যের উন্নতি-কল্পে সবিশেষ চেষ্টা পান; এবং সে বিষয়ে সবিশেষ কৃতকার্য্যও হন। এই সময় হইতে তুর্কী যুবক গণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও জর্ম্মানীতে বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করিতে থাকেন। ইংরেজ, ফরাসী, হঙ্গেরীয়, অষ্ট্রিয়ান ও জার্ম্মাণ অফিসার সকল, তুর্কী সৈন্যের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হন। ইহার শাসন কালে উপযুক্ত লোক সকল শাসন ও শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন। মন্ত্রী সমাজেও উপযুক্ত লোক আসন লাভ করেন। কিন্তু রুসিয়ার অন্যায়াচরণ কিছুতেই প্রশমিত হইলনা। রুসিয়ার গুপ্তচর গণ তুরস্কের খৃষ্টিয়ান প্রজাদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে লাগিল; সুতরাং রাজ্যের বিদ্রোহ বহ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইল না। কিন্তু সুলতান আবদুল মজিদ খান, তুরস্কের উন্নতি কল্পে চেষ্টা ও উদ্যোগ করিতে কিঞ্চিমাত্রও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে হঙ্গেরীতে এক ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। অষ্ট্রিয়া হইতে স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধার-মানসে লুইস কসথ, কালাপা প্রভৃতি স্বদেশ-প্রিয়, স্বাধীনতা-প্রয়াসী বীর পুরুষদিগের নেতৃত্বাধীনে, অত্যাচার প্রপীড়িত হঙ্গেরীবাসী গণ এই বিদ্রোহ উপস্থাপন করে। রুসীয় সম্রাট্ নিকোলাস এই সময় [illegible] প্রচণ্ড সৈন্য দ্বারা অষ্ট্রিয়ার সাহায্য না করিলে, বোধ হয় অষ্ট্রিয়ার অস্তিত্ব এক প্রকার বিলুপ্ত হইত। সুতরাং

শোণিতপাতের পর এই ভীষণ বিদ্রোহের শান্তি হয়। স্বদেশের প্রিয় সন্তান কসুথ, কালাপা প্রভৃতি বিদ্রোহ-দলপতি গণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তুরস্কে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অষ্ট্রিয়া ও রুসিয়া তাঁহাদিগকে অষ্ট্রিয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য, সুলতানকে বারংবার অনুরোধ করিলেন; কিন্তু উদার-চেতা মহাশয় সুলতান, আশ্রিত বীর পুরুষদিগকে কিছুতেই শত্রু হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন না। এই ঘটনায় রুসিয়ার সম্রাট্ নিকোলাস ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। সুলতানের সর্ব্বনাশ করিতে তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। নিকোলাস ঐ সময় ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তুরস্কের সর্ব্বনাশ করিতে তিনি পূর্ব্ব হইতেই কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। গ্রেটব্রিটেনকে স্বীয় মতে আনয়ন-জন্য ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ নিকোলাস ইংলণ্ডে গমন করেন। তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ লর্ড পামারষ্টোন ইংলণ্ডের মন্ত্রী ছিলেন। তুরস্কের চিরশত্রু, ভণ্ড জন হিতৈষী কপটাচারী গ্লাডষ্টোন ঐ সময় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। ইংলণ্ড, রুসীয় সম্রাটের প্রস্তাবে অনুমোদন না করিলেও, তুরস্ক অধিকারে তাঁহার আপত্তি হইবে না, ইহা তিনি এক প্রকার স্থির করিয়া লইলেন।

ধীরে ধীরে সৈন্য-সজ্জা করিয়া, ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ নিকোলাস হঠাৎ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহাই

ক্রিমিয় যুদ্ধের পূর্ব্ব সূচনা। রুশীয় জার, যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে, কনষ্টাণ্টিনোপলে স্বীয় একজন সুচতুর মন্ত্রীকে প্রেরণ করেন। ঐ ব্যক্তি প্রকাশ্য দরবারে মহামান্য সুলতান ও তদীয় মন্ত্রীদিগকে এক প্রকার অবমানিত করে। সম্রাট্ নিকোলাস, সুলতানের সচিব-সভায় কতকগুলি অন্যায় ও অসঙ্গত দাওয়া উপস্থিত করিলেন; তখন তেজস্বী সুলতান আবদুল মজিদ খাঁ, দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আমি এরূপ অসঙ্গত দাওয়া কিছুতেই গ্রাহ্য করিতে পারিনা। যদি একান্তই আমার রাজ্য ধ্বংস হইবার সময় আসন্ন হইয়া থাকে, তবে আমি প্রেরিত মহাপুরুষের পবিত্র যুদ্ধ-পতাকা হস্তে লইয়া, সমুদায় মুসলমান প্রজার সহিত রণসাগরে ঝাঁপ দিব, তাহাতে প্রাণান্ত হয়, পরম সৌভাগ্য মনে করিব; কিন্তু তথাপি এরূপ অপমান সহ্য করিবনা।" পক্ষান্তরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সুলতানকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহার পর আবার ৩১শে মে তারিখে রুসিয়ার প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট নেসেল রোড্ সুলতানের প্রধান উজীরকে লিখিলেন, "আমাদিগের ন্যায়ানুমোদিত প্রস্তাব পুনরায় সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, শান্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা করুন। আমার পরম সম্মানিত সম্রাট্, কেবল পরোপকারের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে, তিনি আপনাকে দারুণ অবমানিত বোধ করিবেন।" ৩১শে মে সুলতানের নিকট পত্র গেল, পত্রোত্তর পাইবার পূর্ব্বেই, ১লা জুন তারিখে,

রুশীয় সৈন্য দল প্রুথ নদী পার হইয়া, তুরস্কের অধিকারে প্রবেশ করিল। সুলতান ও স্বীয় বিক্রান্ত বাহিনী, সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ-বীর ওমর পাশার অধীনে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। * ওমর পাশা ডেনিয়ুব নদীর তটে স্বীয় সেনা-নিবেশ স্থাপন করিয়া, বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। এইস্থানে যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহাতে বীরকুলাগ্রগণ্য ওমর পাশা অদ্ভুত রণ-কৌশল, অমানুষিক অধ্যবসায় ও অতুলনীয় বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক, রুশীয় সৈন্যদলকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলেন। পূর্ব্ব যুদ্ধে সেনাপতি পাস্কেভবেচ ও ডেবিটিশ যে সকল তুর্কী সৈন্যের উপর সহজে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এবার সেইরূপ সৈন্যদলে তুর্কী-বাহিনী গঠিত ছিলনা। ওমর পাশা পুনঃ পুনঃ রুশীয়

---

* দ্বিতীয় খোলাফায়ে রাশেদীন মহাত্মা হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আনহুর পবিত্র নামধারী মহাবীর ওমর পাশা, পিতা সুলতান আবদুল মজিদ খানের রাজত্ব কালে যেরূপ বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শনে জগত মুগ্ধ করিয়াছিলেন; তৃতীয় খোলাফায়ে রাশেদিন মহাত্মা হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ আনহুর পবিত্র নামধারী মহাবীর গাজী ওসমান পাশা, পুত্র মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খানের রাজত্বে রুসিয়ার সহিত যুদ্ধে সেইরূপ অলোকসামান্য সাহস ও বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়া, জগতবাসীর বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন।

দিগকে শোচনীয় রূপে পরাস্ত করেন। সিলিষ্ট্রিয়াতে ১৫০০০ বিক্রান্ত তুর্কী সৈন্য, ৬০০০০ রুশীয় সৈন্যকে পরাজিত ও দূরীভূত করে। ঐ যুদ্ধে প্রথিত নামা সেনাপতি পাস্কেওয়েচ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, সিলিষ্ট্রিয়ার দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ করেন; এবং দুর্গাধ্যক্ষকে বলেন, "আপনি বৃথা বাধা দিতেছেন, আমার সম্রাটের দৃঢ় আদেশ, দুর্গ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।" দুর্গাধ্যক্ষ আহ্‌মদ আফেন্দি বলিলেন, "আমাকেও মহামান্য সোলতান আবদুল মজীদ খান বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যদি রুসিয়ার জার সমস্ত রুষ জাতিকে সঙ্গে লইয়া দুর্গ-দ্বারে উপস্থিত হন; তবুও তাহা ছাড়িবে না।" তৎপর যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, তাহাতে পূর্ব্ব যুদ্ধে গৌরবান্বিত মহাবীরত্বা-ভিমানী পাস্কেওয়েচ পরাজিত ও আহত হইয়া স্বীকার করেন যে, "সুলতান এক্ষণেও পীড়িত নহেন।" তৎপর ক্রিমিয়া ক্ষেত্রে ইংরেজ ও ফরাসীর সম্মিলিত সৈনিক বৃন্দের সহিত, তুর্কী বাহিনী রুসিয়াকে ভীষণ রূপে পরাস্ত করে। সিবাষ্ট-পুল নগরের পতন হইলে, পারিস নগরীতে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে রুসিয়ার কপটাচারী জার, "খৃষ্টিয়ান দিগের রক্ষা কর্ত্তার" পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ঐ সময় ফ্রান্সী, ইংলণ্ড, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রুসিয়া স্বীকার করেন যে, তুরস্কের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে ইউরোপের কোন রাজশক্তিই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না; সুলতানের রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সুলতানই ডার্ডেনেলিস মোহানার

একমাত্র অধিকারী; কৃষ্ণসাগরে আর রুশীয় যুদ্ধ জাহাজ থাকিতে পারিবে না। তথায় তুরস্কেরই সর্ব্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ক্রিমিয় যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, মহামান্য সুলতান আবদুল মজিদ, স্বীয় রাজ্যের উন্নতি-কল্পে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু অচিরে তাঁহার আয়ুকাল পূর্ণ হওয়াতে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুলতান আবদুল আজিজ খান (سلطان عبد العزيز خان) আবদুল কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্মানিত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদানুসরণ পূর্ব্বক, রাজ্যে সুনিয়ম প্রচলনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তিনি প্রথম প্রথম অতি উচ্চশ্রেণীর রাজনীতি এবং শাসন ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়া, সমগ্র পৃথিবীকে চমকিত করিয়া তুলিলেন। সমগ্র ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার শাসন-শৃঙ্খলা দেখিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয়, ইহার পর ক্রমশঃ তিনি বিলাস ব্যসনে মত্ত হইয়া পড়িলেন। রুশীয় দূত ও সেনাপতি সুচতুর ইগনেটিফ কেই অনেকে সুলতান আবদুল আজিজের সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ বলিয়া মনে করেন। বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সুলতান অনবরত ঋণগ্রহণ করিতে লাগিলেন। সাধারণ ধনাগার হইতে অপরিমিত অর্থ, স্বীয় বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন। নিত্য নূতন নূতন অট্টালিকা ও বিলাস ভবন নির্ম্মাণে অজস্র অর্থ

ব্যয় হইতে লাগিল। সার্কেশীয় ও জর্জ্জীয় সুন্দরী ক্রীত দাসী দলে দলে আনীত হইয়া, সুলতানের হেরেম পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। এই সময় তুরস্ক রাজ-দরবারে অনেক উপযুক্ত মন্ত্রী ছিলেন; দুঃখের বিষয়, সুলতান তাঁহাদের কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সুবিধা বুঝিয়া রুসিয়ার গুপ্তচর গণ, তুরস্কের খৃষ্টিয়ান প্রজাদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বসনিয়া, হারজ গোবিনিয়া ও মণ্টেনিগ্রোতে বিষম বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সুলতানের সৈন্য-দল সুবন্দোবস্ত অভাবে অকর্ম্মণ্য, রাজকোষ শূন্য, সুতরাং বিদ্রোহি গণ ক্রমেই অদম্য হইয়া উঠিল। তৎপর বলগেরিয়ার খৃষ্টিয়ান গণ হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া, বহুসংখ্যক মুসলমানের প্রাণবধ করিল। সেই বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া, সুল-তানের বাসিবাজুক সৈন্যগণ বলগেরিয়াবাসীদিগের উপর কঠোর অত্যাচার করিয়া ফেলিল। রুষদূত ইগনেটিফের গুপ্তচর গণের দ্বারাই এই সকল শোচনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সুলতান আবদুল আজিজ এই সময় বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দুর্নিবার ভোগ-সুখপিপাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হইলনা। তুরস্কের তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক পুরুষ মেধহাত পাশা দেখিলেন, বিপদ ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। রুসিয়া অবসর বুঝিয়া নীরবে যুদ্ধ-সজ্জা করিতেছেন; সুতরাং তিনি অন্যান্য প্রধান অমা-ত্যের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, ধর্ম্মাচার্য্য মান্যনীয় শেখ-উল

ইস্লামের মত গ্রহণ পূর্ব্বক সুলতান আবদুল আজিজকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন; এবং ভূতপূর্ব্ব সুলতান আবদুল মজিদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরাদ আফেন্দিকে (مراد افندي) সিংহাসনে বসাইলেন। * কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সুলতান মোরাদের স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি বিবেচনা, এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালন রূপ গুরুতর কার্য্যের অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হওয়াতে, মন্ত্রী সমাজ ও সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক শেখ উল-ইস্লামের মতানুসারে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ৩১শে আগষ্ট, বর্ত্তমান সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ খান (سلطان عبدالحميد خان) তুরস্কের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন।

---

* মেধহাত পাশা, নুরীপাশা, জালাল পাশা প্রভৃতি ক্ষমতাশালী মন্ত্রীবর্গ, এক ভীষণ চক্রান্তের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা কতিপয় গুপ্তঘাতকের সাহায্যে ১৮৭৬ খৃঃ-অব্দের ৪ঠা জুন, সিংহাসনচ্যুত মহামান্য সুলতান আবদুল আজিজ খানের প্রাণসংহার করেন। তাঁহারা অন্যান্য রাজকুমারদিগের ও জীবন নাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে সে ভীষণ সঙ্কল্প পরিহার করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে এই রহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়াতে, মৃত সুলতানের সুযোগ্য পুত্র ইউসফ আজিজ উদ্দীন আফেন্দি, মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খানের প্রোৎসাহিত হইয়া, পিতার অন্যায় হত্যার জন্য হত্যাকারীদিগের বিরুদ্ধে সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তদনুসারে সুলতানের আদেশে

মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খান ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পিতা সুলতান আবদুল মজিদ খান, পুত্র রত্নকে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে, অতি সতর্কতার সহিত সুশিক্ষিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। পিতৃব্য সুলতান আবদুল আজিজ খানও স্নেহময় ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেননা। তদুপরি তিনি স্বয়ং অতি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ভবিষ্যদ্দর্শী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি। সুলতান আবদুল হামিদ খান শৈশবে ও যৌবনে উপযুক্ত সহচরদিগের সঙ্গ লাভ করিয়া, আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুপ্রশস্ত করিয়াছিলেন। ইহার উপযুক্ততা, বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান-গরিমা, সহিষ্ণুতা, সাহস, তেজস্বিতা, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যাদি

নিয়মিত রূপ অনুসন্ধান হইয়া, প্রকাশ্য আদালতে অপরাধী দিগের বিচার হয়; একজন খৃষ্টীয়ান জজ সেই বিচার আদালতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। উভয় পক্ষে উকীল ও কৌসুলি নিযুক্ত হওয়াতে, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার কার্য্য সম্পাদিত হয়। বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ দোষী প্রতিপন্ন হইলে, মেধহাত পাশা মদিনা নগরে, এবং অন্যান্য প্রধানবর্গ অন্যান্য স্থানে নির্ব্বাসিত হন। তদ্ব্যতীত কেহ কেহ মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত হইয়াছিল। এই ঘটনার বিচার কালে অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। উপরোক্ত কার্য্য পরম্পরায় সুবিজ্ঞ ও রাজনীতি বিশারদ পণ্ডিত প্রবর মেধহাত পাশার নাম চির-

সম্বন্ধে এই পুস্তকের অন্যস্থানে বিশদ ভাবে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। এক্ষণে আমরা বিখ্যাত রুষ-তুরস্ক যুদ্ধের বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে, একত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম কালে,মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খান কনষ্টাণ্টিনোপলের রত্ন-সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি অতি দুঃসময়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পিতৃব্যের রাজত্বকালে রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তৎ সমস্তই তখন বিদ্যমান; রাজ্যের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত। রুসিয়া স্বীয় বিশাল বদন বিস্তার করিয়া, তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত। অন্যান্য খৃষ্টান শক্তি সমূহের

কাল গভীর কলঙ্ক কালিমায় আচ্ছন্ন থাকিবে। নির্ব্বাসিত সচিব প্রবর ভগ্ন হৃদয়ে মদিনা নগরেই প্রাণত্যাগ করেন। কনষ্টাণ্টিনোপলের তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজদূত স্যার হেনেরী ইলিয়টের সঙ্গে, মেধহাত পাশার অকপট বন্ধুত্ব ছিল; এজন্য অনেকে মহামান্য সুলতান আবদুল আজিজের অন্যায় হত্যাকাণ্ড, বিটিশ রাজদূতের জ্ঞাতসারে হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। হত্যাকারীগণ তাঁহার নিকট সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। সুলতান আবদুল আজিজের হত্যাকাণ্ডের ১০ দিন পরে, তদীয় শ্যালক চরকশ পাশা, প্রকাশ্য দরবারে সুলতানের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হোসেন আবনী পাশাকে গুলি করিয়া হত্যা করেন; এবং তাঁহার সাহায্যকারী বলিয়া রশিদ পাশাকে ভীষণ তরবারির আঘাতে শমন

কেহ রুসিয়ার প্ররোচনায়, কেহ রুসিয়ার পূর্ত্ততায়, কেহ স্বাভাবিক জাতীয় বিদ্বেষে তুরস্কের প্রতিবাদী। ইংলণ্ডের বৃদ্ধ শকুনী গ্লাডষ্টোন ও তদীয় অনুজীবিগণ কর্তৃক তুরস্কের নিন্দাবাদ পূর্ণ প্রবন্ধ ও বক্তৃতা-জালে সমগ্র জগত সমাচ্ছন্ন ; রাজকোষে অর্থ নাই ; সৈন্যদিগের রীতিমতন শৃঙ্খলা নাই—এহেন বিপদ পূর্ণ দুর্য্যোগের সময় মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খান, ঘূর্ণায়মান রাজতরণীর কর্ণধার হইলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাজ্যের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিয়া লইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি উপযুক্ত সচিব বৃন্দের দ্বারা মন্ত্রী-সমাজ গঠন করিলেন। সৈন্যদিগের কিয়ৎ পরিমাণে সুশৃঙ্খলা-বিধান করিয়া, তদানীন্তন খ্যাতনামা বীরপুরুষদিগের অধীনে তাহাদিগকে স্থাপিত করিলেন। যুবক সুলতান দিবা রাত্রি

সদনে প্রেরণ করেন। তদ্ব্যতীত সামুদ্রিক মন্ত্রীকেও গুরুতর আঘাতে আহত করিয়া, স্বীয় ভীষণ ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করেন। ফলতঃ মহামান্য সুলতান আবদুল আজিজের সিংহাসনচ্যুতি ও হত্যাকাণ্ড, এবং মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খানের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত কনষ্টাণ্টিনোপলে এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সুদক্ষ, বিচক্ষণ, তেজস্বী ও অদ্বিতীয় সৌভাগ্যশালী মহামান্য খলিফা (আমিরুল মুমেনিন) সুলতান আবদুল হামিদ খান সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্রই সমুদয় বিপ্লবের অবসান হয়

কঠোর পরিশ্রম করিয়া, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ও শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যাপৃত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বসনিয়া ও হারজ গোবিনিয়ার খৃষ্টান প্রজাগণ তুরস্ক রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহি হইয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে মন্টোনিগ্রো নামক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যের অধিপতি প্রিন্স নিকিটা ও বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করেন। রুসিয়ার গুপ্তচরদিগের উত্তেজনায় এই বিদ্রোহ বহ্নি ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করে। বসনিয়া ও হারজ গোবিনিয়ার বিদ্রোহিগণ শাসন-প্রণালীর উৎকর্ষ প্রার্থী। প্রিন্স নিকিটা তুরস্কের করদ রাজা, তিনি সুলতানের নিকট আরও কিঞ্চিৎ রাজ্য চাহেন। রুসিয়ার গুপ্তচর গণ দেখিল, উপস্থিত বিদ্রোহিদিগের দ্বারা অধিক কিছু আশা করা যায়না। তাহাদের দাওয়া অতি সামান্য; সুলতান ইচ্ছা করিলেই ইহা পূর্ণ করিতে পারেন। গুপ্তচরগণ এজন্য সুলতানের অধীনস্থ সার্ব্বিয়ার অধিপতি প্রিন্স মিলানকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তাহারা নানা প্রকারে বুঝাইয়া, উচ্চ আশার ভাবি সফলতা দেখাইয়া, এই অপরিণামদর্শী যুবক নৃপতিকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেওয়াইল। সার্ব্বিয়াধিপতির অসন্তোষের কোনই কারণ ছিলনা; কিন্তু বর্ত্তমান গ্রীকরাজের ন্যায় আশার মোহময় স্বপ্ন দেখিয়া, তিনি আত্মবিমূঢ় হইলেন। প্রিন্স মিলান সমগ্র তুরস্কের অধীশ্বর হইবার আশায়, বুক বাঁধিয়া, মহাত্মা সুলতানের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিলেন। ৮০০০০ অশীতি সহস্র সৈন্য

তাঁহার পতাকা মূলে দণ্ডায়মান হইল। মুসলমান-বিদ্বেষী খৃষ্টিয়ান গণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। একজন উচ্চ শ্রেণীর রুসীয় সেনানী তাঁহার সৈন্যাপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক, মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তদ্ব্যতীত আরও নানা পদাভিষিক্ত বহুসংখ্যক রুসীয় অফিসার, ভিন্ন ভিন্ন দলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন। রুসীয় ভলেণ্টিয়ার গণ দলে দলে আসিয়া সার্ব্বিয়ার বল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এত কাণ্ড কারখানা হইতেছে, তবু কিন্তু তুরস্কের সহিত রুসিয়ার প্রকাশ্য ভাবে বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হয় নাই। সার্ব্বিয়াধিপতি বিদ্রোহী হইবার অল্পকাল পরেই, কতকগুলি বুলগেরীয় খৃষ্টান ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া, বহুসংখ্যক নির্দ্দোষ মুসলমানের প্রাণবধ করে। তাহাদের এই নিদারুণ ব্যবহারে নিরীহ মুসলমান প্রজা-বৃন্দ ভীত ও উত্তেজিত হইয়া, রাজকীয় বাসিবাজুক সৈনা-দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিল। দুর্দ্ধর্ষ বাসিবাজুক সৈন্যগণ মুসলমান প্রজা সাধারণের সহিত সম্মিলিত হইয়া,অতি কঠোর-তার সহিত বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থন হয়। বাসিবাজুক ও ককেশীয় সৈন্যগণ কয়েক খানি গ্রামে প্রবেশ করিয়া, খৃষ্টীয়ানদিগকে পশুবৎ হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের মূলেও রুসীয় গবর্ণমেণ্ট প্রচ্ছন্ন ভাবে কর সঞ্চালন করিতে-ছিলেন। রুসিয়ার গুপ্তচর দিগের উত্তেজনায়ই বাসিবাজুক সৈন্যগণ কঠোর ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু হত্যা'

কাণ্ডের অব্যবহিত পরেই, রুসীয় গবর্ণমেণ্ট ধার্ম্মিকের ন্যায়, তুরস্কের কল্পিত একটি মূর্ত্তি জন-সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। রুসিয়া ইউরোপীয় রাজশক্তি দিগকে বুঝাইলেন, তুরস্কের অধীনে খৃষ্টান প্রজাদিগের কোনও রূপেই অব্যাহতি নাই। ইংলণ্ডেও মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তুরস্কের চির-স্তন বিদ্বেষী, মুসলমান জাতির অদ্বিতীয় শত্রু, ভণ্ড চূড়ামণি বিড়াল তপস্বী রূপ মিঃ গ্লাডষ্টোন, এই সময় সশিষ্যে হুহুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মেষবৎ শৃঙ্গ নাড়ায়, গড্ডলিকা রূপী একদল ইংরেজ, তুরস্কের মুণ্ডপাত করিবার ব্যবস্থা করিল। গ্লাড্‌ষ্টোনের গগণ-ভেদী চীৎকার, অনল উদ্গারী শ্রবণ-ভৈরব বক্তৃতা, ক্ষিপ্ত অশ্ববৎ সবল আস্ফালন, উন্মত্ত শার্দ্দূলবৎ সদম্ভ কুর্দ্দন ইত্যাদি দর্শন করিয়া, অনেকেই তুরস্কের উপর খড়্গহস্ত হইলেন। সংবাদপত্রে সুদীর্ঘ প্রবন্ধাবলী ও রাশি রাশি পুস্তক-পুস্তিকা মুদ্রিত করতঃ গ্লাড্‌ষ্টোনী দল সাধারণ্যে বিতরণ করিতে লাগিল। গ্লাড্‌ষ্টোন দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগি-লেন, তুর্কী জাতিকে ইউরোপ হইতে একেবারে দূরীকৃত করিতে হইবে। ইউরোপে যাহাতে তুর্কীর কোনও রূপ সম্বন্ধ বা নাম গন্ধ থাকিতে নাপারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—তুরস্কের সুলতানকে যে কোনও প্রকারে উৎসন্ন দিতে হইবে। ইংলণ্ডের বহুসংখ্যক লোক, গ্লাড্‌ষ্টোনের যাদুকরী মন্ত্রে মুগ্ধ হন। দুঃখের বিষয়, রক্ষণশীল দলের লর্ড সালিসবেরি (ইংল-ণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী) পর্য্যন্ত গ্লাড্‌ষ্টোনের মত সমর্থন

করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান রাজমন্ত্রী বিচক্ষণ ও ভবিষ্যদ্দর্শী লর্ড বিকন্স ফিল্ড্ ও পররাষ্ট্র বিভাগীয় সুযোগ্য মন্ত্রী লর্ড ডার্বি, গ্লাড্ষ্টোনের অতিরিক্ত বাচালতা ও অলীক বাক্ জালে বিমুগ্ধ হইলেননা; তাঁহারা গ্লাড্ষ্টোনের নাড়ী নক্ষত্র জানিতেন; তাঁহার ভণ্ডামী ও অন্যায় গোঁড়ামী সম্বন্ধে মন্ত্রীদ্বয় বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন। আর রুসিয়ার কপটতা মূলক ধর্ম্ম-কাহিনী লর্ড বিকন্স ফিল্ডের কর্ণে আদৌ স্থান পাইল না। রুসিয়া পোলণ্ডে কিরূপ অমানুষিক অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়া বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন, তাহা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর স্মৃতি-পথে জাগরূক ছিল; সুতরাং তাঁহার মুখে ধর্ম্মের সুমোহন ধ্বনী শ্রবণ করিতে, য়িহুদী বংশাবতংশ ডিজরেলী সম্পূর্ণ রূপেই নারাজ হইলেন। কিন্তু গ্লাড্ষ্টোনের কুর্দ্দন, লম্ফন, চীৎকার ও গলাবাজি পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। লর্ড বিকন্স ফিল্ড্ মহামান্য সুলতানকে ধীর ভাবে অনুরোধ করিলেন যে, "নির্দ্দোষ ও নিরাশ্রয় লোকদিগের যাহারা প্রাণনাশ করিয়াছে, সতীর সতীত্ব ধন যাহারা অপহরণ করিয়াছে, আপনি তাহাদিগের উচিত বিচার করুন।" ফলতঃ এই সকল অত্যাচার-কাহিনীও রুসিয়ার কল্যাণে শতগুণ বর্দ্ধিত আকারে মানবমণ্ডলীর কর্ণকুহরে অজস্রধারে হলাহল ঢালিতেছিল। উষ্ণ মস্তিষ্ক গ্লাড্ষ্টোন তাহাতে বাতাস দিয়া, ঐ নরব গুলি পৃথিবীময় ছড়াইতেছিলেন। মন্ত্রীপ্রবর লর্ড বিকন্স ফিল্ড্, গ্লাড্ষ্টোনের ঈদৃশ কার্য্যকলাপ বড়ই

অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিলেন। ইংলণ্ডীয় জন-সাধারণের হট্টগোল একটু প্রশমিত হইলে, তাহাদের উষ্ণ মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত শীতলতা প্রাপ্ত হইলে, লর্ড বিকন্স ফিল্ড্ ও স্যার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ধীর ভাবে উপস্থিত বিষয়ের যথার্থ ঘটনা ও ইংলণ্ডের যথোচিত রাজনীতির ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহারা সার্ব্বিয়ার ধৃষ্টতা সর্ব্বসাধারণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন; এবং সার্ব্বিয়া যে অকারণে কেবলমাত্র দুর্জ্জয় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন। রুসিয়া যে এসকল ঘটনার পশ্চ ভাগে প্রচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত আছেন, আকার ইঙ্গিতে তাহাও প্রকাশ করিলেন। এই সকল ঘটনা স্বত্বেও, ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী সমাজ তুরস্কের শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করা উচিত মনে করিলেন। এসম্বন্ধে একটী বিশেষ দূত সভা বসিবে, স্থির হইল। ইউরোপের পঞ্চ প্রধান শক্তি ঐ দূতসভার জন্য এক একজন অতিরিক্ত দূত প্রেরণ করিলেন। ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে লর্ড সালিসবরি প্রতিনিধিরূপে গমন করিলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপলে দূতসভা আহূত হইল; ঐ সময় সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ মেধহাত পাশা, সুলতানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা সহজ ব্যাপার ছিলনা। দূতগণ সমবেত হইয়া, কতকগুলি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন, মনস্থ করিলেন। রুসীয় দূত প্রস্তাব

করিলেন যে, তুরস্কের মন্ত্রীদিগকে প্রথমে দূত-সভায় প্রবেশের অধিকার দেওয়া হইবে না। অন্যান্য দূতগণ ও এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। কিন্তু মেধহাত পাশা এ বিষয়ের দৃঢ় প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহার সুযুক্তি পূর্ণ সতেজ প্রতিবাদ, দূতদিগকে অবশেষে অবনত মস্তকেগ্রাহ্য করিতে হইল। রুসিয়ার কুটিলতা পূর্ণ অন্যায় প্রস্তাবগুলি শ্রবণ করিয়া মেধহাত পাশা বুঝিতে পারিলেন যে, উন্নতির দোহাই দিয়া শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করিয়া, প্রকারান্তরে তুরস্কের উপর রুসিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তিনি ভাবি অনিষ্টের আশঙ্কায়, তুরস্কের নবীন সম্রাট্ মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খান ও মন্ত্রী সমাজের অন্যান্য প্রধান পুরুষদিগের মত গ্রহণ পূর্ব্বক, ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। সমগ্র তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে জাতি ও ধর্ম্ম-ভেদ উঠিয়া গেল। জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রজামাত্রেই সরকারী কার্য্য পাইবার অধিকারী হইলেন। মহামান্য সুলতান স্বীয় অসীম ও অখণ্ড ক্ষমতা কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্কুচিত করিলেন। তুর্কীর রাজকীয় মহাসভা, ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্সের ন্যায় রাজস্ব সম্বন্ধে প্রভৃত ক্ষমতা লাভ করিলেন। প্রজাসাধারণের উন্নতিকর্ম্মে সুলতান ধীরভাবে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইলেন। কূটনীতি পরায়ণ রুসীয় গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সৎ হইলে, তিনি এইস্থান হইতেই প্রশংসাস্পদ হইতেন;

কিন্তু তুরস্কের কোনও রূপ উন্নতি সাধন তাঁহার অভিপ্রায় নহে; তুরস্কের সর্ব্বনাশ করিয়া, আত্মপ্রাধান্য বজায় রাখাই তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায়। এস্থলে সুলতান সহস্র প্রকার উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিলে, বা সহস্র প্রকার সংস্কারের বন্দোবস্ত করিলে, তাঁহার তৃপ্তি হইবে কেন? তুরস্কের শাসন কার্য্যে অযথা দোষ প্রদর্শন করিয়া, অপরাপর রাজশক্তির চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক, স্বীয় অন্যায় উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই তাঁহার এক মাত্র অভিপ্রেত। ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা, অনিষ্টের সহস্র পথ উন্মুক্ত করিতে সক্ষম। পৃথিবীর সম্মুখে তুরস্ককে অত্যাচারী, অপদার্থ, অনুপযুক্ত ও অসার প্রতিপন্ন করাই, দুর্নীতি পরায়ণ রুসীয় গবর্ণমেণ্টের প্রকৃষ্ট রাজনীতি। তাঁহার মুখে সুধার ভাণ্ড, অন্তরে ভীষণ গরল রাশি। রুসীয় দূত সুচতুর ইগনেটীফ্ দেখিলেন, যে প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী তাঁহার স্বরাজ্যে প্রচলিত নাই, সুবিজ্ঞ তুরস্ক রাজমন্ত্রী মেধহাত পাশা অগ্রেই তাহা প্রবর্ত্তিত করিলেন। শাসন-প্রণালীর উৎকর্ষ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সদুপায় অবলম্বন করিলেন, এক্ষণে উপায়? কুটিলের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই; দাগাবাজিতে সিদ্ধহস্ত রুসীয় দূত ইগ্‌নেটিফ্ দূত-সভায় প্রস্তাব করিলেন, "সুলতান স্বরাজ্যের শাসন সম্বন্ধে যে সকল উৎকর্ষ সাধনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, ঠিক সেইরূপ যে কর্ম্ম হইবে, তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং এক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ের প্রতিভূ থাকা চাই। অতএব যত দিন এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হয়, ততদিন সুলতানের

তুর্কী সৈন্যের পরিবর্ত্তে একদল বিদেশীয় সৈন্য বুলগেরিয়াতে থাকিবে।" দূত সভার প্রত্যেক সদস্যই এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। ইংলণ্ডীয় প্রতিনিধি লর্ড সালিস বারি ইতিপূর্ব্বেই রুসিয়ার যাদু-মন্ত্রে ভুলিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি ইগনেটিফের উপস্থিত প্রস্তাবটী সাদরে গ্রহণ করিলেন। জর্ম্মেণির সম্রাট্ উইলিয়ম, রুসীয় জার আলেকজ্যাণ্ডারের শ্রদ্ধেয় মাতুল, তৎপ্রেরিত দূত যে ইহার প্রতিবাদ করিবে, ইহা ত অসম্ভব। অষ্ট্রিয়ার ও ভাব গতিক ঐরূপ। ফরাসী একাকী কি করিবেন। যাহা হউক, এই অন্যায় ও অসঙ্গত প্রস্তাব শ্রবণ মাত্রে তুরস্ক-মন্ত্রী সভার সদস্য গণ ঘৃণায় ও অপমানে গর্জ্জিয়া উঠিলেন; তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন, "অপমান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।" লর্ড সালিস বারি প্রবল সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হইয়া, স্বয়ং সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং বলিলেন, "আপনি যদি রুসিয়ার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে ইংলণ্ড আপনাকে সাহায্য করিবেন না। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কে আপনাকে রক্ষা করিবে।" তখন যুবক সুলতান আবদুল হামিদ খান মেঘ-গম্ভীর স্বরে সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, "আমি অপরের সাহায্য-প্রার্থী নহি। বিপদ উপস্থিত হইলে আমার ভক্ত প্রজাবৃন্দ ও বিশ্বস্ত সৈন্যগণ আমাকে রক্ষা করিবে।"

দূতসভাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই তুর্কী সেনাপতি সুপ্রসিদ্ধ মার্শাল আবদুল করিম পাশা সার্ব্বিয়াতে প্রবেশ করিয়া সার্ব্বীয়-

দিগকে মেষযূথের ন্যায় পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করেন। হতাবশিষ্ট সার্ব্বীয় সৈন্যগণ পলায়ন করিয়া কোনও রূপে রক্ষা পায়। 'আলেক সিনাজ'নামক স্থানে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, তাহাতে রুসীয় সেনাপতি ও রুসীয় অফিসারদিগের দ্বারা পরিচালিত সার্ব্বীয় সৈন্যদল একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। প্রিন্স মিলান তুরস্কের সম্রাট্ হইবার আশায় যে সুখ-ময় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, উপর্য্যুপরি পরাজয়ে সে স্বপ্ন এক্ষণে ভঙ্গ হইল। তিনি নিজের ভবিষ্যৎ অতি ভয়ানক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর রাজকুমার মিলান বিনীত ভাবে সুলতানের চরণতলে সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ আসন্ন দেখিয়া সুলতান এই মৃতবৎ মৃগশিশুর উপর অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না; অবিলম্বে সন্ধি স্থাপিত হইল। কিন্তু মণ্টেনিগ্রিয়ার অধিপতি প্রিন্স নিকিটা রুসিয়ার উত্তেজনায় এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, তিনি কোন ক্রমেই সন্ধির পথে অগ্রসর হইলেন না।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড বিকন্স ফিল্ড্ আপন স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইলেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের প্রাচীন সুহৃদ্ তুরস্কের সঙ্গে পূর্ব্বাপর যথোচিত উদার ব্যবহার করিতে পারিলেন না। যাহা হউক তিনি প্রকাশ করিলেন, ১৮৭১ খৃঃ অব্দে মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোনের মন্ত্রীত্ব কালে তাঁহাকে স্তোভবাক্যে ভুলাইয়া রুসিয়া যেরূপে খিবা জয় করিয়াছেন, এক্ষণে আর তাহা হইবেনা। আমরা গ্রেট্‌ব্রিটেনের স্বার্থ

বজায় রাখিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইব। কিন্তু তখনও মুসলমান জাতির ভীষণ শত্রু, তুরস্কের ঘৃণিত প্রতিদ্বন্দ্বী, সুলতান নামে দগ্ধ হৃদয়, তুর্কাতঙ্ক রোগগ্রস্ত মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোন বিকট চীৎকারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনীত করিতেছিলেন। লর্ড বিকন্স ফিল্‌ড্‌ তাঁহার এরূপ অন্যায় চীৎকারে বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। ঐ সময় রুসীয় সংবাদপত্র সমূহ ইংলণ্ডের সৈন্য-সংখ্যা যৎসামান্য বলিয়া, বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধাবলী প্রচার করিতেছিল। রুসিয়ার সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ড যে, সম্পূর্ণ অসমর্থ, রুসিয়া প্রকারান্তরে তাহাই জানাইতেছিল। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তখন স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিলেন যে, "ইংলণ্ড যুদ্ধদানে ভীত নহেন, বরং সর্ব্বদাই প্রস্তুত; আবশ্যক হইলে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় রণ বিক্রম ও সমর শক্তির পরিচয় প্রদান করিবেন।" অতঃপর রুসীয় সম্রাট্‌ আলেকজ্যাণ্ডার মস্কৌ নগরে এক বক্তৃতা প্রদান করেন; তাহার মর্ম্ম এই যে, "অন্যান্য ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করুন আর নাই করুন, তিনি তুরস্কের বিপন্ন খৃষ্টানদিগকে উদ্ধার করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। তিনি একাকীই একার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন।" ধরিতে গেলে এই দিনই প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা হইল। এই দিবস হইতেই ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও রাজনৈতিক পুরুষগণ বুঝিতে পারিলেন যে, রুষ-তুরস্ক যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই।

দূতসভার কার্য্যে বিলম্ব হওয়াতে, তুরস্কের পক্ষে কথঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছিল। রুসিয়া ত বহুপূর্ব্ব হইতেই রণসজ্জা করিতে

ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ দলে আসিয়া সীমান্ত প্রদেশে সমবেত হইতেছিল। সুলতানের মন্ত্রীগণ* ও এই অবসরে সীমান্ত ক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণ করিয়া, প্রতিপক্ষের আক্রমণ রোধের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এসময় ও মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ, শান্তির কামনা করিতেছিলেন, তিনি সরল ভাবে সর্ব্বপ্রকার সংস্কার কার্য্যেই বাধ্য ছিলেন, কিন্তু স্বীয় অখণ্ড স্বাধীনতার উপর অপর কোনও রাজশক্তির হস্তক্ষেপ তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। ঈদৃশ অপমান সহ্য করিতে তিনি সম্পূর্ণই নারাজ ছিলেন। ছলগ্রাহী রুসিয়ার প্রতারণাময় বাক্‌-জালে তিনি কোনও ক্রমেই বাধ্য হইলেন না। রুসিয়ার ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত বিপরীত রাজনীতির নিকট, সুলতানের কোন প্রস্তাবই কার্য্যকরী হইল না। রুসিয়া সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন; তিনি আর এক সারক্যুলার জারি করিলেন; উহার মর্ম্ম এইযে, সুলতান স্বীয় সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া সন্ধির জন্য এক জন দূত সেণ্টপিটার্সবর্গে প্রেরণ করুন, রুসিয়া ও নিজের সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বলগেরিয়ায় ইতিপূর্ব্বে যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে, পুনরায় সেরূপ হইলে সন্ধি ভঙ্গ হইবে।" আশ্চর্য্যের বিষয়, ইউরোপের সকল গবর্ণমেণ্টই এই প্রতারণা-মূলক অন্যায় সারক্যুলারে স্বীকার করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব লর্ড ড্যার্ব্বি রুসিয়ার ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিলেন, এজন্য তিনি উপরোক্ত সারক্যুলারের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "উভয় গবর্ণমেণ্ট এককালে অস্ত্রত্যাগ

না করিলে, ইংলণ্ড এই সারক্যুলারে বাধ্য নহেন।" ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে লর্ড ডার্বির এই পত্র প্রকাশিত হয়। তৎপর রুষিয়ার অন্যায় প্রস্তাব পূর্ণ ঘৃণিত সারক্যুলার তুরস্কের রাজ দরবারে উপস্থিত হইল। তুরস্কের মন্ত্রীসমাজ উহার এক সুযুক্তি পূর্ণ উত্তর প্রদান করিলেন। গাম্ভীর্য্য, শিষ্টতা, সৌজন্য, সাহস ও সুযুক্তি পূর্ণ এরূপ সরকারী পত্র অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়াছে। তুরস্কের মন্ত্রীসমাজ এই প্রত্যুত্তরে আপনাদের গভীর রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইউরোপকে মুক্তকণ্ঠে তদানীন্তন তুরস্ক মন্ত্রীদিগের যোগ্যতার প্রশংসা করিতে হইয়াছিল।

উক্ত পত্রে সুলতান প্রথমতঃ আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করেন যে, ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা না করিয়াই, হঠাৎ একটি অন্যায় প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। তুরস্ক স্বাধীন রাজ্য, সুলতান এক জন স্বাধীন সম্রাট্, তাঁহার শাসন কার্য্যের উপর বিদেশীয় রাজন্যবর্গের অন্যায় হস্তক্ষেপ তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট সমূহ তুরস্ক সাম্রাজ্যের খৃষ্টানদিগের বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু সুলতান স্বীয় রাজ্যের যে সকল উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন ও করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহা কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া করা যাইতে পারে না। তিনি জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সংস্কার-বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। আইনের সম্মুখে তিনি সকলকে সমান করিয়া দিয়াছেন।

প্রতিনিধি প্রণালীর সুবিধা ও সকল শ্রেণীর প্রজাগণই সমভাবে ভোগ করিবে। খৃষ্টান ও মুসলমান বলিয়া প্রভেদ করিলে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত হইবে। তিনি এরূপ প্রভেদ সংঘটনে ইচ্ছুক নহেন। সুলতান স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া, প্রজাদিগের কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন, এক্ষেত্রে অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিলে, প্রজাগণ মনে করিবে, সুলতান ভয় প্রযুক্ত এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রুসিয়া যে প্রতিভূর উল্লেখ করিয়াছেন, অটোমান গবর্ণমেণ্ট কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হইতে পারেন না। সুলতান যুদ্ধ করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক। তিনি শান্তির কামনায়ই সর্ব্ব প্রকার উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। রুসিয়া সুলতানের সদভিপ্রায়ের উপর সন্দেহ প্রকাশ করাতে, মন্ত্রীগণ তাহার কঠোর প্রতিবাদ করিতেছেন। রুসিয়া অস্ত্রত্যাগ করুন, তুরস্ক ও অস্ত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য আছেন। বলগেরীয়ার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বিদেশীয় গুপ্তচর গণ দায়ী, সুলতানের তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। ফলতঃ তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই জলন্ত সত্য, ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত; যাহা হউক, ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ সুলতানের অঙ্গীকারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু রুসিয়ার প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স গর্শচাকফ সুলতানের পত্র প্রাপ্তি মাত্র আর একসারক্যুলার দ্বারা ইউরোপকে জানাইলেন যে, রুসিয়া আর যুদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে

পারেন না। তুরস্কের নিরুপায় খৃষ্টিয়ানদিগকে রক্ষা করা রুসিয়ার একান্তই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং রুসিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল খৃষ্টিয়ানদিগের ও নিজের স্বার্থ সাধন করিতেছেন না, বরং সমগ্র ইউরোপের স্বার্থ ও মহানুদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ২৪ শে এপ্রিল সম্রাট্ আলেক্জ্যাণ্ডার তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। জার আলেক্জ্যাণ্ডার তুরস্কস্থ খৃষ্টিয়ান দিগের প্রতি কপট প্রেম প্রদর্শন পূর্ব্বক, স্বীয় প্রজাদিগকে বুঝাইলেন যে, তিনি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার কপটতা মূলক স্তোভ বাক্যে হুজুগ-প্রিয় রুষ জাতি, মুসলমানের ধ্বংস সাধনে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইল। পক্ষান্তরে মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খান স্বীয় প্রজাদিগকে সংক্ষেপে জানাইলেন যে,রুসিয়ার অন্যায় ব্যবহারে তাঁহাকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অস্ত্রধারণ করিতে হইতেছে। তিনি শান্তির একান্ত পক্ষপাতী, এ যাবৎ কাল শান্তি রক্ষার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছেন; ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ধীর ভাবে তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু রুসিয়া তাঁহার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে প্রয়াসী, তুরস্ক সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। যাঁহারা ধর্ম্মপথে থাকিয়া ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করেন; মহাবিচারক পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে জয়ী করিয়া থাকেন। যে রাজ্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাহুবলে অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন,

দয়াময় জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাঁহার বিশ্বস্ত সৈন্যগণ আপনাদের শোণিত দান করিয়া তাঁহার ও মুসলমান জাতির অস্তিত্ব রাখিবার জন্য উহা রক্ষা করিবে, এবং পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবে না। যদি আবশ্যক হয়, তবে সুলতান স্বয়ং খলিফা ও ওসমান বংশীয় সুলতানদিগের যুদ্ধ-পতাকা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক, অকুতোভয়ে রণস্থলে গমন করিবেন। দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় গৌরব রক্ষার্থ তিনি প্রাণ দিতে অম্লান বদনে প্রস্তুত আছেন।" নিরপেক্ষ পাঠক! রুসিয়ার কপটতা ও কুতর্ক পূর্ণ অসার ঘোষণার সহিত, মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খানের সাহস ও বীরত্ব ব্যঞ্জক ন্যায়ানুমোদিত ঘোষণার তুলনা করুন। সুলতান এ অবস্থায়ও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন; কিন্তু শত্রু যখন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর, তখন তাঁহাকে ন্যায়তঃ বাধ্য হইয়া অস্ত্রধারণ করিতে হইল।

রুসিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা দেখিয়া ইউরোপ স্তম্ভিত হইলেন। ইংলণ্ডের উদার চেতা লোকেরা, সম্রাট্ আলেকজ্যাণ্ডারের অতি ঘৃণিত কপটতা-মূলক যুদ্ধ ঘোষণা শ্রবণ করিয়া, রুসিয়ার প্রতি ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। ইংলণ্ডীয় পররাষ্ট্র সচিব লর্ড ডার্ব্বি অতি উন্নত হৃদয়ের লোক ছিলেন; তিনি রুসিয়ার ঘোষণাপত্র দেখিয়াই এক খানি পত্র দ্বারা রুসীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, গ্রেট্ ব্রিটন রুসীয় সারক্যুলারের কিছুতেই অনুমোদন করেন না। রুসীয় রাজমন্ত্রী প্রিন্স

গশ্চাকক্ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, এরূপ কার্য্য পরিম্পরায় তাঁহার প্রভু ইংলণ্ডের উপকার করিতেছেন, তবে তাঁহার সে বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রান্তি পূর্ণ। তিনি ইহাও লিখিলেন যে, রুসিয়া এত শীঘ্র যুদ্ধ ঘোষণা না করিলে, তুরস্কের সুলতান ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের প্রস্তাব সকল অবশ্যই কার্য্যে পরিণত করিতেন। লর্ড ডার্ব্বি ক্রোধ ব্যঞ্জক ভাষায় লিখিলেন, যখন রুসিয়া মুখে স্তোভ দিয়া, অনবরত তুরস্কের সীমান্ত প্রদেশে সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন, তখন সুলতান কর্তৃক কিরূপে শাসন-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে? তরবারি দেখাইয়া তুরস্কবাসী খৃষ্টানদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন হইতে পারেনা। লর্ড ডার্ব্বি পত্রের উপসংহার এইরূপে শেষ করিলেন যে, রুসীয় গবর্ণমেণ্ট সমগ্র ইউরোপীয় শক্তির মতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যার পর নাই অন্যায় করিলেন। এই যুদ্ধের পরিণাম কত দূর গড়াইবে, ইহা কিরূপে কোথায় শেষ হইবে, কত দূর ব্যাপিয়া এই ভীষণ সমরাগ্নি-প্রজ্জলিত হইবে,তাহা অগ্রে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের জন্যই রুসীয় গবর্ণমেণ্ট দায়ী। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট রুসিয়াকে উপরোক্ত মর্ম্মে যে পত্র খানি লিখিয়াছিলেন, তদ্রূপ সারগর্ভ পত্র তাঁহারা বহুকাল যাবৎ কোনও বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখেন নাই। ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ ও ইউরোপের অনেক লোকই এজন্য বৈদেশিক মন্ত্রীর প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যুদ্ধ ঘোষণা হইবামাত্র মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ

খান তুরস্কের মহাসভাকে এ বিষয় জানাইলেন। মহাসভায় যে দিন সেই প্রতারণাময় ঘৃণিত ঘোষণাপত্র পঠিত হইল, সেই দিন মহাসভার খৃষ্টিয়ান প্রতিনিধিগণ একে একে দণ্ডায়মান হইয়া উহার প্রতিবাদ করিলেন। রুসিয়ার কার্য্যে একবাক্যে সকলেই দোষ প্রদর্শন করিলেন। ঐ দিবস কনষ্টাণ্টিনোপলের সমুদায় মসজেদে, মহামান্য সুলতানের জয়ের নিমিত্ত বিশেষ ভাবে প্রার্থনা হইল। তাড়িত বার্ত্তা যোগে মফঃস্বলের প্রধান প্রধান নগরে এই সংবাদ পৌঁছিলে, তত্তৎ স্থানেও উপাসনা ও প্রার্থনাদির যথোচিত অনুষ্ঠান হইল। কেবল মুসলমান গণের মস্‌জেদে নহে, য়িহুদীদিগের মন্দিরে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের খৃষ্টিয়ান দিগের গির্জ্জায় ঐ সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজক (পাদ্‌রী বা পুরোহিত) গণ, তাঁহাদের উদার স্বভাব স্ববিচারক সুলতানের জয়কামনায় উপাসনা করিলেন। পাঠক! রুসিয়া যে খৃষ্টিয়ানদিগের উদ্ধার কামনায় যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, সেই খৃষ্টিয়ান গণই রুসিয়ার পরাজয়-জন্য প্রার্থনা করিলেন; ইহা কি এক বিস্ময়কর অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে? রুসিয়ার ধূর্ত্ততা ও প্রতারণা মূলক ব্যবহার এই ঘটনা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

রুষ-তুরস্ক যুদ্ধ।

পাঠক গণ! ইউরোপের মানচিত্রে ঐ যে প্রুথ নদী দেখিতেছেন, উহা তদানীন্তন রুসিয়া ও তুরস্কের সীমান্ত প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত, এক্ষণে তুরস্কের সীমা-রেখা অনেক দক্ষিণে সরিয়া আসিয়াছে; সুতরাং প্রুথ নদের সহিত ইদানীন্তন তুরস্ক সাম্রাজ্যের কোন সংশ্রব নাই। ডানিয়ুবের মোহানা হইতে ঐ স্থান অধিক দুরবর্ত্তী নহে। যুদ্ধের কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই রুসীয় সৈন্য দল প্রুথ নদীর পূর্ব্ব তটবর্ত্তী কিসেনিফ্ (কিচেনিভ্) নগরে সমবেত হইতেছিল। যুদ্ধ ঘোষণা হইবামাত্র রুসীয় সৈন্য দল প্রুথ নদী পার হইয়া, তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিল। রুমেনিয়ার অধিপতি প্রিন্স চার্লস্ তুরস্কের অধীনস্থ কর প্রদ রাজা। রাজ নৈতিক নিয়-মানুসারে তিনি সৈন্য দ্বারা তুরস্কের সাহায্য করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। চার্লস্ প্রথমে চুপ করিয়াছিলেন; কিন্তু রুসিয়ার বিশাল সৈন্য দল প্রুথ নদী পার হইবামাত্র, এই বিশ্বাসঘাতক খৃষ্টিয়ান নরপতি প্রায় অশীতি সহস্র সৈন্য লইয়া, তাহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। রুমেনিয়ার খৃষ্টিয়ান প্রজাবর্গ ও রুসিয়ার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখা দেখি সার্ব্বিয়ার রাজা পূর্ব্বতন সন্ধি ভঙ্গ পূর্ব্বক, তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু অষ্ট্রিয়ার ভ্রূকুটীতে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইল। অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকুমার

মিলানকে স্পষ্টতঃ বলিলেন, "যদি তুমি সুলতানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তবে তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়া তোমাকে উৎসন্ন দিলেও আমরা আর কোন কথা কহিব না। অতএব নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য কর।" অতঃপর মিলান অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিরস্ত হইলেন।

এই সময় সার্ব্বিয়া-বিজয়ী সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ-বীর মার্সাল আবদুল করিম পাশা, তুর্কীর সমর বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মহামান্য সুলতান তাঁহাকেই প্রধান সেনাপতির গৌরবান্বিত পদ প্রদান পূর্ব্বক, দেড় লক্ষ সুশিক্ষিত ও এক লক্ষ অনিয়মিত (বাসি বাজুক) সৈন্য সহ ডানিয়ূব নদীর তীরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবদুল করিম পাশা ভিয়েনার সৈনিক বিদ্যালয়ের যোগ্যতম ছাত্র; ইতিপূর্ব্বে সমর ক্ষেত্রে তাঁহার বীর্য্যবত্তা ও রণ নৈপুণ্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল; এজন্য স্বয়ং সুলতান ও মন্ত্রীবর্গের বিশ্বাস ছিল যে, সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর ওমর পাশার ন্যায় ইনিও রুসীয়দিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তুর্কী সেনাপতি রুসীয় সৈন্যের আগমনের পূর্ব্বে না ডানিয়ূব নদীর উপরিস্থ সেতু গুলি ভগ্ন করিলেন, না রেলওয়ে লাইন গুলি নষ্ট করিলেন, না তুরস্কের প্রবেশ-দ্বার গুলি রীতিমতন বন্ধ করিলেন, না সুদৃঢ় দুর্গগুলিকে উপযুক্ত সেনানীদিগের অধীনে স্থাপিত করিয়া, রুসিয়ার সামরিক সুযোগ নষ্ট করিলেন; তিনি ইহার কোন উপায়ই অবলম্বন করিলেন না। ব্রেলিয়ার সেতুটী নষ্ট

না করা তাঁহার পক্ষে গুরুতর অন্যায় হইয়াছিল। ফলতঃ তিনি আংশিক রূপ বাধা প্রদান করিলেও, রুসীয় সৈনিক দল সহজে ডানিয়ুব নদী পার হইতে পারিত না। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুলতানের সুপ্রসিদ্ধ নৌ-সেনানী ইংরেজ কুলরত্ন হোবার্ট পাশা, প্রধান সেনানীর নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি কতক-গুলি কামানের বোট ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী লইয়া রুসীয সৈন্য-দিগকে নদী পার হইবার সময় বাধা দিবেন; জল ও স্থল দুই দিক হইতে বাধা দিলে, রুসীয় সৈন্য দল ডানিয়ুব নদী পার হইতে পারিত কি না, সে বিষযে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। রুসীয সম্রাট-আলেকজ্যাণ্ডার স্বয়ং ৩৫০০০০ সাড়ে তিন লক্ষ সৈন্য লইয়া ভীষণ বাত্যাবর্ত্তের ন্যায তুরস্কের অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন; উহার গতি রোধার্থ তুরস্কের ১৫০০০০ দেড় লক্ষ নিযমিত সৈন্যই যথেষ্ট ছিল; অনিয়মিত ১০০০০০ একলক্ষ সৈন্য বেশীর ভাগ। কিন্তু আবদুল করিম পাশা, হোবার্টকে বলিলেন, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য আমি বিশেষ রূপ সম্পাদন করিব। সে সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকুন। হোবার্ট পাশা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। যাহা হউক, রুসীয় সৈন্যগণ ঝড় বৃষ্টির জন্য তিন মাস কাল ডানিয়ুব নদীর তীরে বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকে। এই সময মধ্যে কেবল তুর্কী সৈন্য-গণ নদীর দক্ষিণ পারস্থিত ও রুসীয় গোলন্দাজগণ ঐ নদীর উত্তর পারস্থিত দুর্গসমূহ হইতে পরস্পরের উপর গোলা বর্ষণ করে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও প্রধান সেনাপতি, রুসীয়দিগকে বাধা দিবার পক্ষে কোনই উপায় অবলম্বন করিলেন না। অতঃপর

রুসিয়া এরূপ সুবিধা ত্যাগ করা অনুচিত মনে করিয়া, 'সিমিনিজা' নামক স্থানে সেতু নির্ম্মাণ করতঃ ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ২৮শে জুন, সুপ্রসিদ্ধ রুসীয় সেনাপতি জেনেরল জিমার মানের নেতৃত্বাধীনে ডানিয়ূব নদী পার হইল। রুসীয় সেনাপতিগণ স্থির করিয়াছিলেন, নদী পার হইবার সময় বাধা দিলে, ২০০০০ বিংশতি সহস্র সৈন্য এই স্থানেই খরচের খাতায় লিখিতে হইবে। ফলতঃ রীতিমত বাধা দিলে, প্রথমতঃ পার হওয়াই অসাধ্য ছিল; দ্বিতীয়তঃ পার হইলেও অন্ততঃ ৫০০০০ পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য ডানিয়ূবের বক্ষে বিসর্জ্জন দিতে হইত। সেনাপতি আবদুল করিম কিছুমাত্র বাধা প্রদান করিলেন না; এক খানি কামান-তরী নিকটে ছিল, তাহা অগ্রসর হইয়া ও একটী মাত্র গোলা নিক্ষেপ না করিয়া ফিরিয়া গেল। সামান্য কয়েকটা বন্দুকের গুলিতে সহস্রাধিক মাত্র রুসীয় সৈন্য হতাহত হইয়াছিল। সুরক্ষিত নিকপলিস নগর রক্ষার জন্য তিনি কোনও বন্দোবস্ত করিলেন না; তত্রত্য সৈন্যদিগকেও তিনি সতর্ক করিলেন না; সুতরাং রুসীয় সেনাপতি হঠাৎ আক্রমণ করিয়া ৬০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য, ১০০ কামান ও বিপুল যুদ্ধ সামগ্রী হস্তগত করিলেন। বল্‌কান পর্ব্বতস্থিত দুর্ভেদ্য শিপ্‌কা উপত্যকা রক্ষার জন্য ২।৩ রেজিমেন্ট উৎকৃষ্ট সৈন্য, কোনও উপযুক্ত সেনানীর অধীনে স্থাপিত করিলে, লক্ষাধিক রুসীয় সৈন্যের পক্ষে ও উহা ভেদ করা অসম্ভব ছিল, কিন্তু অরক্ষিত শিপ্‌কা উপত্যকা ১১৫০ মাত্র কসাক সৈন্য ভেদ করিতে সমর্থ

হয়। হায়! আবদুল করিম দুর্জ্জয় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির সর্ব্বনাশ সাধনে কিঞ্চিন্মাত্রও ইতস্ততঃ করিলেন না। রুসিয়ার প্রদত্ত বিপুল উৎকোচ রাশিতে উদর পূর্ণ করিয়া, এই বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহি সেনাপতি স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিলেন। তুর্কীদিগের এক জন সামান্য যোদ্ধৃ পুরুষ বর্ত্তমান গ্রীক্ যুদ্ধে যাহা করিয়াছেন, অদ্বিতীয় সমরশাস্ত্র বিশারদ প্রৌঢ় বয়স্ক বিচক্ষণ সেনাপতি আবদুল করিম পাশা, তাহার ও সিকি পরিমাণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেন না। এরূপ হতভাগ্য স্বদেশদ্রোহীর নরকেও স্থান নাই। ফ্রাঙ্ক প্রুসীয় যুদ্ধে মার্সাল বেজিন্ যাহা করিয়াছিলেন, রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে মার্সাল আবদুল করিম তাহার পুনরভিনয় করিলেন। আবদুল করিম পাশা শৌর্য্য-বীর্য্য, পরাক্রম, সাহস, রণ-পাণ্ডিত্য ইহার কোনও গুণেই হীন ছিলেন না; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বদেশদ্রোহিতায়ই তাঁহার সকল গুণ রাশি চিরকালের জন্য গভীর কলঙ্ক কালিমায় আচ্ছন্ন হইল। যাহা হউক, রুসীয়গণ ডানিয়ুব পার হইবার এক মাসের মধ্যেই, সুবে ডব্রুড্সা আক্রমণ ও অধিকার করিতে সমর্থ হন। মহাবীর গাজী ওসমান পাশা স্বীয় গুপ্তচর দিগের দ্বারা শত্রু পক্ষের গতি বিধি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হইতেন না; ইহা তাঁহার জন্য বড়ই অসুবিধা জনক ছিল, তিনি অগত্যা হটিয়া প্লেভ্না নগরে শিবির স্থাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে বল্কানের উত্তর দিকস্থ সমুদয় প্রদেশ (সমগ্র বলগেরিয়া)

রুসিয়ায় পদানত হইয়া পড়িল। রুষীয় সেনাপতি জেনেরল গোরিকো দুই ব্রিগেড্ অশ্বারোহী সৈন্য ও কতিপয় তোপ সহ, প্রধান সেনাপতি গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাসের বিশাল বাহিনীর অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন, তিনি সামান্য যুদ্ধের পর টির্ণোভা নগর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। তৎপর তিনি হক্ক্য়ী পাশের (درٔهمکوی) দিকে অগ্রসর হইলে, এক দল ক্ষুদ্র তুর্কী সৈন্য তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হন। পুনরায় তিনি শিপ্কা পাশের ছয়মাইল দূরবর্ত্তী কাজানলক (کزانلک) এর দিকে অগ্রসর হইলেন। এইস্থানে রুসীয় সৈনিক দলের সহিত তুর্কী দিগের প্রবল সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হয়। তুর্কীগণ অদ্ভুত শৌর্য্য বীর্য্য সহকারে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করে, তাহারা একবার জেনেরল প্রিন্স মিরস্কির সৈন্যদলকে ভীষণ আক্রমণে পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে বিশ্বাস ঘাতকতা, চক্রান্ত ও দাগাবাজীর নিকট প্রকৃত বীরত্ব ও প্রকৃত শৌর্য্য বীর্য্যের পরাজয় হইল; সুতরাং ঐ মাসের ১৮ই তারিখে উপরোক্ত উভয় সেনাপতির অধীনস্থ সৈন্য দল, বল্কান পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণ পার্শ্বে একত্র সম্মিলিত হইলেন। প্রবল সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় রুসীয় সৈনিক দল, পূর্ব্ব রুমেলিয়ার প্রশস্ত ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ সময় বলগেরীয় খৃষ্টানগণ, মুসলমানদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করাতে, নিরুপায় মুসলমান প্রজাগণ দলে দলে কনষ্টাণ্টি-

নোপলে প্রবেশ করিতে লাগিল। ফিলিপলিস্ ও আড্রিয়নোপলের মধ্যে যে রেলওয়ে লাইন ছিল, তাহাতে ট্রেণ চলাচল বন্ধ হইল; কনষ্টাণ্টিনোপলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সর্ব্বত্রই ভয়, আতঙ্ক ও আর্ত্তনাদ উপস্থিত। রাজধানীর সর্ব্বত্রই মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বর্ত্তমান গ্রীক্-তুরস্ক যুদ্ধে, বিজয়ী তুর্কী সৈনাগণ দমকো নগরী অধিকার করিলে, গ্রীক রাজধানী এথেন্সবাসী দিগের মধ্যে যেরূপ বিষম বিশৃঙ্খলা ও ভীতির সঞ্চার হয়, ঐ সময় কনষ্টাণ্টিনোপলবাসী দিগের ও অবিকল এই দশা উপস্থিত হইয়াছিল। আড্রিয়নোপল তুরস্কের মধ্যে দ্বিতীয় মহানগরী, এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। আড্রিয়নোপলের পতন হইলে কনষ্টাণ্টিনোপলেরও পতন অবশ্যম্ভাবী, আড্রিয়নোপল ও রুসীয় বিশাল বাহিনীর মধ্যস্থলে একমাত্র রউফ্ পাশা ২০০০০ বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া, বিপক্ষের গতি রোধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। সে বিশাল রুষ-বাহিনীর তুলনায় ২০ বিংশতি সহস্র সৈন্য, সমুদ্রস্থিত অগাধ জল রাশির তুলনায় সামান্য শিশির কণার ন্যায়। এস্কিসাগরা নামক স্থানে রুসীয় সৈন্য দল রউফ্ পাশাকে আক্রমণ করাতে, তিনি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বিপক্ষের সহিত যুঝিয়া, সৈন্য সংখ্যার অল্পতা বশতঃ কারবণারে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। এই সংবাদ তাড়িত বার্ত্তাবহ যোগে কনষ্টাণ্টিনোপলে পৌঁছিলে, মন্ত্রীগণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হইল। তাঁহারা কল্পনা বলে কনষ্টাণ্টিনোপলের

পতন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্থির করিলেন। পরম সমৃদ্ধি সম্পন্ন, সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় আধার স্বরূপ মুসলমান জাতির একমাত্র গৌরবের কেন্দ্র স্থল কনষ্টাণ্টিনোপল, আজ রুসিয়ার কর কবলিত হইয়া লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্তীকৃত হইবে, সুলতানের গৌরবান্বিত রাজ-প্রাসাদে রুসীয় ভল্লুক দম্ভ ভরে বিচরণ করিবে, মুহূর্ত্তের মধ্যে মহারাজধানীর সমুদায় ঐশ্বর্য্য রাশি রুসিয়ার হস্তগত হইবে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তুরস্কের বিচক্ষণ মন্ত্রী সমাজ অধীর হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খানের সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং বিনীত ভাবে বলিলেন, হে মহামান্য খলিফা। রুসিয়ার গতি প্রতিরোধ করিবার সকল উপায়ই ব্যর্থ হইয়াছে; অচিরে রাজধানী তাহাদের হস্তগত হইবে, অতএব আপনি বহুমূল্য সামগ্রী সম্ভার এবং রাজপরিবারবর্গ সহ সত্বরে রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বস্ফোরস্ পার হইয়া, স্বীয় আসিয়িক অধিকারে আশ্রয় গ্রহণ করুন। এই উপায় অবলম্বন করিলে এক্ষণেও জীবন, সম্পত্তি এবং পরিবার বর্গ নিরাপদ হইতে পারিবে; ইহা ব্যতীত অন্য উপায় কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। মন্ত্রীবর্গের ভীতি বিহ্বল অবস্থা দর্শনে, এবং তাঁহাদের অসঙ্গত প্রস্তাব শ্রবণে তেজস্বী যুবক সুলতান অবাক্ হইলেন। তিনি দেখিলেন, এ সময় বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী গণের ও বুদ্ধি শক্তি লোপ পাইয়াছে; আর আপনার পুরাতন বন্ধু ইংরেজদিগের নিকট কোনও রূপ সাহায্য প্রাপ্তির আশা আকাশ কুসুমের ন্যায় অসম্ভব; সুতরাং

তিনি স্বীয় অসাধারণ সাহস, অটল সহিষ্ণুতা, অমানুষিক বুদ্ধি শক্তি এবং স্বীয় চিরন্তন প্রভু ভক্ত ও স্বদেশ-বৎসল তুর্কী সৈনিক বৃন্দের উপর নির্ভর করিয়া, মন্ত্রীদিগের প্রস্তাব একেবারে অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিতে কোনও ক্রমেই সম্মত হইলেন না। বরং তিনি সমুদায় কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক, রুসিয়ার গতি প্রতিরোধ জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এই কার্য্যের সুন্দর ফল অতি শীঘ্রই দৃষ্ট হইল, এবং রুসীয় অগ্রগামী সৈন্য দলের বিচক্ষণ সেনাপতিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, প্রশস্ত ও বেগবতী ডানিয়ুব নদী এবং সমুন্নত গিরিরাজ বল্‌কানের প্রাকৃতিক বাধা হইতে, বিচক্ষণ সুলতান আবদুল হামিদ খানের বুদ্ধি, সংগ্রামনীতি ও প্রগাঢ় রাজনৈতিক কৌশল রূপ প্রতিবন্ধকতা শতগুণে কঠোর ও দুরতিক্রম্য। মহামান্য সুলতান সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধ মন্ত্রী রশিদ পাশাকে পদচ্যুত করিলেন, এবং প্রধান সেনাপতি আবদুল করিম পাশাকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সুলতান বলিয়াছিলেন, ইহারা সুবর্ণের আকাঙ্ক্ষী, সুতরাং সুবর্ণ দ্রব করিয়া ইহাদিগের মুখে ঢালিয়া দেওয়া হউক—যদ্দ্বারা ইহারা শীঘ্রই ভীষণ নবকাগ্নির ভক্ষ্য রূপে পরিণত হইবে। যাহা হউক, মস্তফা পাশা যুদ্ধ বিভাগীয় মন্ত্রী, আর মোহাম্মদ আলী পাশা প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া, রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইলেন। সুলতানের অনুপম সাহস ও বীর্য্যবত্তা অতি শীঘ্রই তাঁহার বিশ্বাসী ও সাহসী সৈন্য দলের হৃদয় সম্পূর্ণ

রূপে অধিকার করিলে, আক্রমণকারী শত্রু সৈনিকদিগের হৃদয়ে এক অসাধারণ বিভীষিকা উপস্থিত হইল। রুসীয় সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সমগ্র রুসীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি গ্র্যাণ্ড ডিউক অব নিকোলাস, একটী গুরুতর ভুল করিয়াছিলেন; সৈনিক বিভাগের পক্ষে একপ ভ্রান্তি বড়ই মারাত্মক। সেনাপতি প্লেভনার ন্যায় সুদৃঢ় দুর্গ স্বীয় আয়ত্তাধীন করিলেন না; জগদ্বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় যুদ্ধবীর গাজী ওসমান পাশা এ সুযোগ ত্যাগ করিবেন কেন? তিনি প্লেভনার অজেয় দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় দৃঢ় ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অন্যতম রুসীয় সেনানী জেনেরল ক্রুডনার প্রধান সেনাপতির নিদারুণ ভ্রম সহজেই বুঝিতে পারিলেন, এবং অনতিবিলম্বে উক্ত ভ্রম পরিহারে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তিন রেজিমেণ্ট সুদক্ষ সৈন্য, প্লেভনার দুর্ভেদ্য গিরি দুর্গ অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সৈন্য দল বিপুল উৎসাহের সহিত দুর্গের পার্শ্ববর্ত্তী একটী মুরচায় প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু মহাবীর ওসমান পাশা সত্বর পদে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে ভীষণ রূপে আক্রমণ করিলেন। সেই দারুণ আক্রমণে প্রবল রুসীয় বাহিনীর অধিকাংশ রণক্ষেত্রে পতিত হইল। তুর্কী তোপের প্রচণ্ড আঘাতে দৈত্যাকৃতি রুসীয় সৈন্যদিগের দেহযষ্টি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। রুসীয় সৈন্যদিগকে দূরীকৃত করিয়া বীরবর ওসমান পাশা মুর্চা গুলির সংস্কার ও দৃঢ়তা সম্পাদনে তৎপর হইলেন। এই কার্য্যে বীরেন্দ্র

কেশরী ওসমান পাশা এক জন অতি উচ্চ শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার অপেক্ষাও অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করিলেন। সিবাষ্ট পুলের আক্রমণে সুপ্রসিদ্ধ রুসীয় ইঞ্জিনিয়ারিং সেনাপতি জেনেরল টোডেল বেন্ যেরূপ স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন; প্লেভনার দুর্গ ও উপদুর্গ গুলির সংস্কার সাধনে বীরবর ওসমান পাশাও সেইরূপ বা তদপেক্ষা ও অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার নাম ও ইতিহাস-পৃষ্ঠে চিরকালের জন্য জ্বলন্ত অক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে। যুদ্ধকুশল সেনানী গাজী ওস্মান পাশা মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বতীয় দরিপথ গুলি হস্তগত করিয়া, বলগেরিযার রাজধানী সোফিয়া পর্য্যন্ত যাতায়াতের সুবিধা করিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোদায (لودار) নামক স্থানের উপদুর্গটীকে অধিকতর সুরক্ষিত করিয়া, স্বীয় সামরিক বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। রুসিয় জারের প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উচ্চ উপাধিধারী সৈনিক পুরুষদিগের ভ্রম বা সংগ্রাম বিদ্যায় অপরিপক্কতা নিবন্ধন, দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট ও অনাহারে জর্জ্জরিত দরিদ্র প্রজামণ্ডলীর শোণিত বিশোষক কোটি কোটি টাকা (যাহা প্রজাপীড়ক সম্রাট্ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছিল) একেবারে বিনষ্ট হইল। গাজী ওস্মান পাশা কর্ত্তৃক রুসীয় সৈন্য দলের পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণে রুসীয় সেনাপতি দিগের মস্তক ঘুরিয়া গেল। তাঁহারা ক্ষিপ্ত বণ্ডবৎ বৃথা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। সেনানীগণ অবিলম্বে ৩০০০০ ত্রিংশৎ সহস্র বিক্রান্ত সৈন্য ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান

লইয়া প্লেভনার বিরুদ্ধে গমন করিলেন। ৩০শে জুলাই তারিখে তাঁহারা প্লেভনা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইঁহারা পূর্ব্বকৃত গুরুতর ভ্রমের অপনোদন করিতে গিয়া, তদপেক্ষা ও গুরুতর ভ্রম করিয়া বসিলেন। সৈন্যদল ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতির অধীনে পরিচালিত হওয়াতে, সকলেই বিজয়শ্রীর অধিকারী হইবার জন্য, নিতান্ত আগ্রহ ও সত্বরতা সহকারে আক্রমণে ধাবমান হইলেন। সুতরাং একদল হইতে অন্যদল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইহাদিগকে এমন সঙ্কটময় এক পথে দুর্গে প্রবেশ করিতে হইবে, যাহার দুই পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ স্থানে তুর্কীদিগের বিশ্ব-দাহী কামান সকল ভীষণ রূপে মুখব্যাদান করিয়া আছে। এই অবস্থায় সোকাকোফ্সকি (Seka Koffs Kui) নামক সেনাপতি অন্য দলের সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়াই, তুর্কী সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। প্রথমতঃ আক্রমণকারীর উদ্দেশ্য সফল হইল; তিনি গুরুতর ক্ষতির সহিত একটী মুরুচা অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন। এই আক্রমণে তাহার সৈন্য-দলের অধিকাংশই ধরাশায়ী হইয়াছিল। অধিকন্তু তাঁহার এই কৃতকার্য্যতা তাঁহার নিজের ও রুসীয় সৈন্যদলের পক্ষে ভবিষ্যতের জন্য ভয়ঙ্কর অনিষ্টের সূত্রপাত করে। সেনাপতি জয়লাভে উন্মত্ত ও আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন; তিনি সহযোগী সেনাপতিদিগের মধ্যে কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যদিগকে একটু মাত্র বিশ্রাম করি-

বার অবকাশ না দিয়া, অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় মুরুচা আক্রমণ করিলেন। রুসীয় সৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শক্র সৈন্যের পরাজয় সাধনে চেষ্টা পাইল। কিন্তু তুর্কী সৈন্যদিগের দুর্দ্দার পরাক্রমের নিকট তাহাদিগের সাহস ও বীর্য্যবত্তা কিছুমাত্র কার্য্যকরী হইলনা। তুর্কী সৈন্যদিগের অব্যর্থ সন্ধানে দলে দলে রুসীয় সৈন্য মারা পড়িতে লাগিল। ৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর, রুসীয় সেনা দলের অধিকাংশ সৈন্য সমর-শায়ী হইল; এবং অবশিষ্টেরা দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু পলায়ন করিয়াও তাহারা অব্যাহতি পাইল না; তুর্কীদিগের ভীষণ কামান শ্রেণী অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণ করিয়া পলায়মান রুসীয় সৈন্যদিগকে দলে দলে নিপাতিত করিতে লাগিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ গোলা বর্ষণ চলিয়া ছিল। শান্তিময়ী রজনীর আগমনে তুর্কী গোলন্দাজ গণ অনল বৃষ্টি বন্ধ করিলে, হতাবশিষ্ট রুসীয় সৈন্য গণ নিশ্বাস ফেলিয়া রক্ষা পাইল। রজনীর অবসান হইলে দৃষ্ট হইল, সেই তেজোগর্ব্বিত বীরত্বাভিমানী বিশাল সৈন্য দলের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা-দের সেনানী ও অফিসারদিগের অধিকাংশ নিহত, যুদ্ধাস্ত্র সকল পরিত্যক্ত, প্রায় সকলেই অল্পাধিক রূপে আহত; তাহাদের বদন মণ্ডলে সে সাহস ও প্রতিভার লেশ মাত্র ও অবশিষ্ট নাই। সকলেই ভীত, সন্ত্রস্ত ও সঙ্গীয় আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবর্গের জন্য শোকাভিভূত। এই অবস্থায় তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে

বিভক্ত হইয়া ডানিয়ুব নদীর দিকে ভীত ও চকিত ভাবে পলায়ন করিতেছে। কেবল যে সেনাপতি সোকাকোকস্‌কির সৈন্য দলই এরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নহে; বরং এই আক্রমণে যে কয় দল সৈন্য অগ্রসর হইয়াছিল; তাহাদের সকলেরই একইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।

উপর্য্যুপরি রুসিয়ার ঈদৃশ ভীষণ পরাজয়ে, সমগ্র রুসীয় সৈন্য-দলের মধ্যে বিষম বিভীষিকা উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ ভগ্নোদ্যম, সেনাপতি দিগের মুখ মণ্ডল বিষাদের কালিমায় সমাচ্ছন্ন। স্বয়ং প্রধান সেনাপতি গ্র্যাণ্ড ডিউক অব নিকোলাস ও রুসীয় সম্রাট্ আলেকজ্যাণ্ডার ঘোর চিন্তাকুল হইলেন। অত্যল্প সময় মধ্যে তাড়িত বার্ত্তাযোগে এই পরাজয়-বার্ত্তা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, রুসিয়ার বন্ধু ও হিতাকাঙ্খী গণের মুখে চূণ কালি পড়িল; তাহারা বিষাদ ভরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। তুর্কী সৈন্যদিগের জয় নিবন্ধন ইংলণ্ডের বৃদ্ধ শকুনি মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোনের হৃদয় শত শত বৃশ্চিকে দংশন করিতে লাগিল। তাঁহার সহযোগী গণও ক্রোধ এবং অভিমানে আহত বিষধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের হৃদয় ক্ষেত্রে ঘোর অশান্তির প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইতেছিল। পক্ষান্তরে তুরস্কের শুভানুধ্যায়ীগণ, মহামান্য সুলতানের হিতকামীগণ, এমন কি—সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণ আপনাদের আমিরুল মুমেনিন, খলিফাতুল মোসলেমিন, খাদেমুল হোরামা এন্নল শরিফায়েন, নিখিল মুসলমান জাতির

এক মাত্র অবলম্বন ও আশা ভরসা স্থল মহামান্য আমিরুল মুমেনিন গাজী সুলতান আবদুল হামিদ খানের গৌরবান্বিত বিজয় লাভে, বিপুল আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহাদের হৃদয় কন্দরে উল্লাসের প্রবল উচ্ছ্বাস সমুত্থিত হইল। ধার্ম্মিক মুসলমান গণ মস্‌জেদে মস্‌জেদে মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের মঙ্গল কামনা করিয়া, দয়াময় আল্লাহ্‌তালার সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্লেভনার ভীষণ পরাজয়ে, রুসীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। রুসীয় কোম্পানির কাগজ ও নোট প্রভৃতির মূল্য হঠাৎ হ্রাস হইয়া গেল। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় রুসীয় সৈন্যগণ ডানিয়ুব নদী পার হইয়া, স্বদেশে পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তুরস্কের পক্ষে এই সময় স্বর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু হায়! বিশ্বাসঘাতক ও স্বদেশ-দ্রোহী প্রধান সেনাপতি আবদুল করিম পাশা যে সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন উপস্থিত সুযোগের সুফল লাভ করা তুর্কীদিগের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। বুলগেরিয়ার সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত নগর, দুর্গ এবং পার্ব্বত্য পথগুলি বিনাযুদ্ধে রুসিয়ার হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াতে, মহাবীর গাজী ওসমান পাশার পক্ষে উহা পুনর্গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহাবীর গাজী ওসমান পাশা স্বীয় সৈন্য ও রশদের অল্পতা হেতু, যুদ্ধে জয়ী হইয়াও শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, সুফল লাভের অধিকারী হইলেন না। এই সুযোগ নিবন্ধন রুসীয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণ অল্প

কালের মধ্যেই একত্র সম্মিলিত হইবার সুবিধা লাভ করিল; এবং নূতন সাহায্য-কারী সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষায় তাহারা প্লেভনার অদূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

রুসীয় অগ্রগামী সৈন্যদলের অধিনায়ক জেনেরল গোরকো, বিনা বাধায় দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে পাইয়া মনে করিয়াছিলেন, অতি সহজেই বল্‌কান পর্ব্বত পার হইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে উপস্থিত হইতে পারিবেন। গোরকোর অভাবনীয় বিজয় পরম্পরায় সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহার বীর্য্যবত্তা ও রণ-পাণ্ডিত্য-কাহিনী বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু প্লেভনা ক্ষেত্রে মহাবীর গাজী ওসমান পাশা রুসীয় সৈন্যের উপর বিজয়শ্রীর অধিকারী হওয়াতে, গোরকোর গৌরব-রশ্মি একেবারে পরিম্লান হইয়া গেল। সহযোগীদিগের ভীষণ পরাজয় বার্ত্তা, তখন ও বিজয়-মদে প্রমত্ত রুসীয় বীর গোরকোর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিলনা; সুতরাং তিনি বল্‌কান পর্ব্বতের দরী পথগুলি অধিকার করিয়া, রুমেলিয়ার প্রশস্ত ক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও অধিক দিন এ সুবিধা ভোগ করিতে হইল না। মহাতেজস্বী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সুলতান মহামান্য গাজী আবদুল হামিদ খান, মন্ত্রীবর্গের উপর নির্ভর না করিয়া, স্বয়ং সকল কার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করাতে, যুদ্ধের আকার অন্যরূপ ধারণ করিল। সুলতান সমুদায় কার্য্যের দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া, উপযুক্ত সেনাপতিদিগকে যথাযোগ্য পদে নিযুক্ত

করিলেন। সুলতান এক দিকে যেমন মার্শাল মৌহাম্মদ আলি পাশাকে আব্দুল করিম পাশার পদে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করত ডানিয়ূব তীরে প্রেরণ এবং গাজী ওসমান পাশাকে প্লেভনা রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; পক্ষান্তরে তেমনই অন্যতম সুযোগ্য ও সুদক্ষ সেনাপতি মহাতেজস্বী সোলেমান পাশাকে মণ্টোনিগ্রিয়া হইতে আনাইয়া আড্রিয়নোপলের সৈন্যাপত্যে বরণ করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জেনেরল গোরকো বল্‌কান পর্ব্বত পার হইয়া রুমেলিয়ার প্রশস্ত ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে, সেনাপতি রউফ পাশা তাঁহাকে বাধা প্রদান জন্য অগ্রসর হন; কিন্তু বিপুল রুস্ বাহিনীর গতিরোধে অসমর্থ হইয়া তিনি পশ্চাদিকে হঠিয়া যান। ঠিক্ এই সময় মহাবীর সোলেমান পাশা (১) আড্রিয়নোপল হইতে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত সৈন্যদিগকে বিশ্রামের অবসর

(১) সোলেমান পাশা ১৮৪০ খৃঃ অব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ক্রীট্ বিদ্রোহে ইনি যথেষ্ট বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, উক্ত বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ সৈনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়-পরিচালক-সমিতির ডাইরেক্টর হন; এবং ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে সার্ব্বীয় যুদ্ধে গমন করেন। তৎপর ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত সুবে হারজোগোবিনিয়া ও সুবে মণ্টোনিগ্রিয়ার বিদ্রোহী দমন কার্য্যে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া, প্রত্যেক যুদ্ধে

না দিয়া, ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় বিশাল রুস্ বাহিনীর উপর পতিত হইলেন।

মার্শাল সোলেমান পাশা ত্রিশ সহস্র বিক্রান্ত সৈন্য সহ, এস্কিসাগরা নামক স্থানে হঠাৎ বিজয়-গর্ব্বিত রুসীয় সেনাপতি জেনেরেল গোরকোকে আক্রমণ করিলেন। এই স্থানে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল, তাহাতে তুর্কী সৈন্যদিগের অদম্য পরাক্রমে রুসীয় সেনাপতি ভীষণরূপে পরাস্ত হইলেন। ৮০০০ আট হাজার রুসীয় সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হয়, আহতের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। যে রুসীয় সেনানী বিজয়-মদে মত্ত হইয়া, বিপুল সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধোপকরণ সহকারে কনষ্টাণ্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, বীরবর সোলেমান পাশার একই আক্রমণে তাঁহাকে জয়াশায় জলাঞ্জলি দিয়া, শিপ্কাপাশ হইতে পশ্চাদ্গমন করিতে হইল।

জয়ী হন। তৎপর আড্রিয়নোপলের প্রধান সেনাপতি পদে বরিত হইয়া শিপ্কা পাশের যুদ্ধে রুসীয়দিগকে কিরূপে পরাজয় করিয়াছিলেন, পাঠক গণ তাহা স্থানান্তরে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দুঃসাহসে নির্ভর করত সুরক্ষিত রুসীয় ব্যূহ আক্রমণ করিতে গিয়া, শেষ যুদ্ধে স্বীয় সজীয় অসংখ্য বীর পুরুষের শোণিতে সংগ্রাম ক্ষেত্র রঞ্জিত করেন। ২রা অক্টোবর ইনি মার্শাল মোহাম্মদ আলি পাশার পদে, সমগ্র ইউরোপীয় তুরস্কের প্রধান সেনাপতি পদে বরিত হন। যুদ্ধ শেষ হইলে, কতকগুলি দোষ চাপাইয়া ইহাকে কোর্ট মার্শালের (সৈনিক আদালতের) বিচারাধীন করা হয়। আট মাস পর্য্যন্ত মহা-

প্লেভনার ভীষণ পরাজয়ের পর, এস্কিসাগরার শোচনীয় পরাভব রুশিয়ার পক্ষে বড়ই গুরুতর ক্ষতিজনক হইয়া দাঁড়াইল। তুর্কীদিগের অদ্ভুত বীর্য্যবত্তা দর্শনে পৃথিবী চমৎকৃত হইল। রুশীয় গণ বিনা বাধায় ডানিয়ুব নদী পার এবং অতি সহজে বুলগেরিয়া করায়ত্ত ও বল্‌কান পর্ব্বত ভেদ করিয়া, তুর্কীদিগকে নিতান্ত অপদার্থ, কাপুরুষ ও সংগ্রামানভিজ্ঞ মনে করিয়াছিল। রুশীয় সেনাপতি গণ এজন্য তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধ করা অতি সহজ মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খান যুদ্ধ পরিচালনের সমস্ত ভার স্বহস্তে গ্রহণ করাতে, তুর্কী সৈন্যদিগের হৃদয়ে যে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালিত হইয়াছিল, রুশীয় সেনাপতিগণ তাহা একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু উপস্থিত দুই যুদ্ধে ভীষণরূপে পরাস্ত হওয়াতে, তাহাদের সে নিদারুণ ভ্রম অপসারিত হইল। তাঁহারা তুর্কী সৈন্যের অদম্য সাহস ও অদ্ভুত বীর্য্যবত্তা, এবং তুর্কী সেনাপতি-

---

ধুমধামে এই বিচার কার্য্য চলিয়াছিল; বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে ইঁহার প্রতি ১৫ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু মহামান্য আমিরুল মুমেনিন কারাদণ্ড রহিত করিয়া ইঁহাকে বোগদাদে নির্ব্বাসিত করেন। কিছু দিন পরে সুলতান তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া, কনষ্টাণ্টিনোপলে আগমনের আদেশ দেন। তিনি ভগ্নহৃদয়ে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ১৮৮৩খৃঃ অব্দে জীবন-লীলা শেষ করেন। এইরূপে মহাবীর সোলেমান পাশার জীবন নাট্যের পর্য্যবসান হয়।

দিগের অত্যদ্ভুত রণ-কৌশল দর্শনে অবাক্ হইলেন। হঠাৎ তাঁহাদের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিল, মস্তক ঘুরিয়া গেল। এতদ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইল যে, তুর্কী সৈন্যদিগের পূর্ব্বতন সাহস, রণ-পাণ্ডিত্য ও বীর্য্যবত্তা সম্পূর্ণরূপেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। রুসিয়া যে প্রথম প্রথম যুদ্ধে জয়ী হইয়া তুরস্ক রাজ্যে প্রবেশ লাভ, এবং ক্রমশঃ রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন, ইহা কেবল মুসলমান কুলাঙ্গার তুর্কাধম প্রধান সেনাপতি আবদুল করিম পাশার দারুণ বিশ্বাসঘাতকতার ফল। নচেৎ উহা রুসীয় সেনানীদিগের উচ্চতম রণপাণ্ডিত্য ও রুসীয় সৈন্যদিগের দুর্জ্জয় সাহস বা সংগ্রাম-পটুতার পরিচায়ক নহে। লোদায় ও প্লেভনা ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকারের সর্ব্বশুদ্ধ ৯০ নব্বই সহস্র মাত্র তুর্কী সৈন্যের সহিত, স্বয়ং রুসিয়ারজার ও সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি (সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) গ্র্যাণ্ড ডিউক অব নিকোলাস, তাঁহার সহযোগী প্রধান প্রধান সেনানী এবং দেড়লক্ষ রুসীয় ও ৮০ অশীতি সহস্র রোমেনীয় সৈন্যের দ্বারা যুদ্ধে কিছু মাত্র ফল দেখাইতে পারেন নাই। বরং রুসিয়া ও রোমেনিয়া হইতে সাহায্যকারী একলক্ষ নূতন সৈন্যের জন্য তাঁহারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, রুসীয় সৈন্য দলের এই সময় যেরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্যদল আগমনের পূর্ব্বে, যদি তুরস্ক পক্ষ হইতে বিশেষ উদ্যোগের সহিত আক্রমণ করা যাইত, তাহা হইলে

তাহারা নিশ্চয় পরাস্ত হইয়া, ড্যানিয়ুব নদীর পর পারে পলায়ন করিতে বাধ্য হইত; জেনেরল গোরকোর সৈন্যদলকে বোধ হয় সমূলে বিনষ্ট করা যাইতে পারিত। কিন্তু দুইটী গুরুতর কারণে তুর্কীদিগের পক্ষে তাদৃশ স্বর্ণ-সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। প্রথমতঃ সুদূর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সুলতান-সমীপে শীঘ্র শীঘ্র সংবাদাদি পাঠাইবার কোনই সুযোগ বা সুবন্দোবস্ত ছিল না; এজন্য মহামান্য সুলতান যথাসময়ে যুদ্ধের সংবাদ পাঠাইতে বা সেনাপতিদিগকে সময়োচিত উপায় অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ বা আদেশ প্রদান করিতে পারিতেন না। রশদাদি যোগাইবার বন্দোবস্ত ও সুবিধাজনক ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ মহামান্য সুলতান যুদ্ধের সমস্ত ভার কোনও একজন প্রধান সেনাপতির প্রতি ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন না। (১) আবদুল করিম পাশা এবং রশিদ পাশার বিশ্বাসঘাতকতাই ইহার একমাত্র কারণ। (২) উপরোক্ত কারণ বশতঃ রুসীয় অগ্রগামী সৈন্য-

---

(১) মার্শাল আবদুল করিম পাশার বিশ্বাসঘাতকতা নিবন্ধন, মহামান্য আমিরুল মুমেনিন হঠাৎ কোনও সেনাপতির প্রতি যুদ্ধের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে সাহসী হন নাই।

(২) কোন কোন ইতিহাস লেখক আবদুল করিম পাশার উৎকোচ গ্রহণের কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে

দলের সেনাধ্যক্ষ জেনেরল গোরকো, শিপকা পাশস্থিত স্বীয় সৈন্যাবাস দুর্ভেদ্য মুরুচা দ্বারা সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করিতে কোনও রূপ বাধা প্রাপ্ত হইলেন না। সেনাপতি নিরুদ্বেগে থাকিয়া, সাহায্যকারী সেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত শিপকাপাশস্থিত রুসীয় সৈন্য ও মহাবীর সোলেমান পাশার অধীনস্থ তুর্কী সৈন্যগণ বিনা যুদ্ধে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কখন কখন কেবল উভয় সৈন্যদলের উপস্থিতি

বার্দ্ধক্য নিবন্ধন তাঁহার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ লেখকের মতে আবদুল করিম পাশা ও রশিদ পাশা রুসীয়দিগের নিকট হইতে বিপুল উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, এই মহা সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। কোর্ট মার্শালের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া ইহারা উভয়ে লেস্‌বস্‌ দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়া ছিলেন। আবদুল করিম পাশা ১৮০৭ খৃঃ অব্দে (কাহারও কাহারও মতে ১৮১১ খৃঃ অব্দে) পূর্ব্ব রুমেলিয়ার অন্তর্গত কোনও নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ভিয়েনার সৈনিকবিদ্যালয়ে ইনি রীতিমতন শিক্ষা প্রাপ্ত হন। কয়েকটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ইনি অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক, যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু তুর্কী সৈনিক বিভাগের নূতন প্রকার সংস্কার ও নূতন প্রকার শিক্ষা দান তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত কার্য্য। ইহা দ্বারা তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্যের মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু রুস্‌-তুরস্ক যুদ্ধে তুর্কীর

ও অস্তিত্ব সূচক গোলাবৃষ্টি মাত্র হইয়াছিল; কিম্বা কোনও কোনও স্থলের প্রহরী সৈন্যদলের মধ্যে সামান্য সামান্যরূপ সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপর ১৬ই আগষ্ট তারিখে মহাবীর সোলেমান পাশা রুসীয়দিগকে শিপ্‌কা পাশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য বিপুল বিক্রমের সহিত জেনেরল গোরকোকে আক্রমণ করিলেন। বিপুল রুসীয় সৈন্যদল মুরুচা বেষ্টিত স্থানে সুরক্ষিত ভাবে, আর তুর্কীগণ খোলা-ময়দানে অবস্থিতি করিতেছিলেন; সুতরাং যুদ্ধ সম্বন্ধে তুর্কী সৈন্যদিগের কিছুমাত্র সুবিধা ছিলনা। পাঁচ দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষ হইতে এরূপ ভয়ঙ্কর গোলাবৃষ্টি হইয়াছিল যে, মৃত সৈনিক-পুরুষদিগের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ-সমষ্টিতে সংগ্রামক্ষেত্র ভীষণ নরকাকার ধারণ করিযাছিল। তুর্কী সৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও পরাক্রান্ত রুস-বাহিনীকে হটাইতে পারিল না। ৪০০০ চারি সহস্র বিক্রান্ত তুর্কী সৈন্য, স্বদেশ রক্ষার জন্য এইস্থানে দেহপাত করিয়াছিল। রুসীয়পক্ষে ইহা অপেক্ষা

সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি হইয়া, রুসীয় সৈন্যদিগকে বিনা বাধায় ডানিয়ুব নদী পার হইতে দেওয়ায়, তাঁহার সমুদায় যশঃ, সমুদায় বীরত্ব ও সমুদায় স্বদেশ-হিতৈষণা অতল জলধি-জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। উপর্য্যুক্ত কারণ পরম্পরায় তিনি "বিশ্বাস-ঘাতক" ও "স্বজাতিদ্রোহী" নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

অনেক অধিক লোক হতাহত হইয়াছিল। সোলেমান পাশা কৃতকার্য্য হইবার আশা না দেখিয়া, অতি সতর্কতার সহিত সসৈন্যে পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন। ঠিক এই সময় জেনেরল গোরকোর সাহায্যার্থ নূতন সৈন্যদল আগমন করাতে, সোলেমান পাশার মহান্ উদ্যম ও অমানুষিক বীরত্ব তাদৃশ ফলোপধায়িনী হইলনা। কিন্তু সোলেমান পাশার এই অকৃতকার্য্যতা, মহাবীর গাজী ওস্মান পাশা, কিম্বা প্রধান সেনাপতি মার্শাল মোহাম্মদ আলি পাশার কার্য্যের কোনও রূপ প্রতিবন্ধকতা জন্মায় নাই। ঐ সময় উপরোক্ত উভয় সেনাপতি ও গ্র্যাণ্ড ডিউক অব নিকোলাসের সৈন্যদলকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদের অধীনস্থ তুর্কী সৈন্যগণ শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশে কিছুমাত্র ত্রুটি না করিলেও, রুসীয় সৈন্যের অপর্য্যাপ্ত সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাঁহাদিগকেও পশ্চাৎ হটিয়া আসিতে হয়। এই সময় রুসীয় প্রধান সেনাপতির সাহায্যার্থ বিপুল রুস সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

রুস্ সৈন্যবিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত পরিচালক মহাবীর জেনেরল স্কোবেলফ ও এই সময় আসিয়া রণভূমিতে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে রুসীয় সাম্রাজ্যে তিনিই অদ্বিতীয় বীরপুরুষ ও অদ্বিতীয় রণ-পণ্ডিত ছিলেন। পক্ষান্তরে তিনি পৃথিবীর তদানীন্তন সৌন্দর্য্যশালী পুরুষদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহার কমনীয় দেহকান্তি দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইত। জেনেরল স্কোবেলফ্ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপ-

স্থিত হইয়াই, তুর্কীদিগের অপেক্ষা ও গুণাধিক সৈন্যসহ লোদায়্ নামক স্থান আক্রমণ করিলেন। অতি ভীষণ যুদ্ধের পর লোদায়্ তাঁহার হস্তগত এবং প্লেভনা যাইবার পথ বিমুক্ত হইল।

এই সময় যুদ্ধের আকার ভিন্নরূপ ধারণ করিল। উভয় পক্ষের উপযুক্ত পরিচালক গণ এই সময় উচ্চ অঙ্গের সংগ্রাম-নীতি প্রদর্শন করিয়া, সমগ্র জগত বিমুগ্ধ করিলেন। মহা-বীর জেনেরল স্কোবেলফ্ ও জগদ্বিখ্যাত যুদ্ধবীর গাজী ওসমান পাশা এই সময় গৌরবের উচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-ছিলেন। পৃথিবীর সমুদায় যুদ্ধকুশল বীরবৃন্দই মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই উপযুক্ত যুদ্ধ-কুশল বীর পুরুষদ্বয় পরস্পরের বিরুদ্ধে আপনাদের অসাধারণ সংগ্রাম-নীতির পরিচয় প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে জেনেরল স্কোবেলফ্ ১০০০০০ এক লক্ষ সৈন্য ও ২৫০টী তোপ লইয়া, প্লেভনার বহির্ভাগস্থিত মুরুচা গুলি আক্রমণ করিলেন। পাঠক! বিবেচনা করুন কি ভয়ঙ্কর আক্রমণ! এক লক্ষ সৈন্য ও আড়াই শত তোপের আক্রমণ কিরূপ বিরাট ব্যাপার, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। জগতের অতীত ইতিহাসে এরূপ আক্রমণের সংখ্যা অতি অল্পই দৃষ্ট হইবে। যাহা হউক, রুসিয়ার বিশ্বদাহী কামান কল দুই দিবস পর্য্যন্ত ভীষণ বেগে অনবরত গোলা বর্ষণ করিল। অপরপক্ষে তুর্কী পক্ষ হইতেও তাহার সমুচিত প্রত্যু-

ত্তর চলিল। ৮ই সেপ্টেম্বর জেনেরল স্কোবেলফ্ অবরুদ্ধ তুর্কী সৈন্যদিগের অধিকৃত প্রথম মুরুচার উপর ভীষণ বেগে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তুর্কী পদাতিকদিগের অব্যর্থ সন্ধানে সেই বিশাল রুস বাহিনীকে বিষম ক্ষতির সহিত পশ্চাদ্গমন করিতে হইল। তৎপর তুর্কী গোলন্দাজদিগের শ্রাবণের বারিধারাবৎ ভয়ঙ্কর গোলাবৃষ্টিতে, রুসীয় সৈন্যগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ইহার পর ক্রমান্বয় দুই দিন পর্য্যন্ত প্লেভনার উপর ভীষণ তোপ সমূহের গভীর বজ্রনিনাদে, আকাশ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইল। সেই ভীষণ ও ভয়াবহ কাণ্ড যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিই তাহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারেন। দুর্ব্বল হৃদয় বাঙ্গালি তাহার পরিমাণ কি দিয়া বুঝিবে? অমানিশার ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে ঘনঘন বিদ্যুৎ ক্রীড়ার সহিত, সহস্র সহস্র অশনিপাত এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অগ্নি-ক্রীড়া ও আতসবাজি আরম্ভ হইলে, পূর্ব্বোক্ত অন্ধকারের গাঢ়তা ও গগণ-বিদারী ভীষণ বজ্র নিনাদের ভীষণতা কিরূপ বৃদ্ধি পায়, এবং সেই স্থান কিরূপ বিভীষিকাময় হইয়া দাঁড়ায়, পাঠক কল্পনা চক্ষে একবার তাহা চিন্তা করুন। ঈদৃশ ঘটনা দ্বারা সেই সর্ব্বসংহারক মহাকাল-সমরের গুরুত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভাষায় সে ভীষণতা বুঝাইবার উপায় নাই।

তোপ-নিক্ষিপ্ত অনন্ত গোলক সমূহ নিবিড় ধূমপটল সমাচ্ছাদিত গভীর অন্ধকার রাশির মধ্যে, প্রদীপ্ত উল্কা পিণ্ডবৎ প্রতীয়-

মান হইতেছিল। সে ভীষণ গোলাপাতে বায়ুর গতিরোধ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই সর্ব্বসংহারক গোলাবর্ষণ বন্ধ হইল। তোপের সাহায্যে কৃত-কার্য্য হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া, রুসীয়গণ সঙ্গীনের সাহায্যে মুকচা অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কারণ,দুর্গাভ্যন্তরস্থিত তুর্কী সৈন্যের গোলাবর্ষণে তাহাদের তাদৃশ ক্ষতি হইবে বলিয়া ধারণা ছিলনা। যাহা হউক, তিন বিভিন্ন স্থান হইতে রুসীয় পদাতিক সৈন্যগণ মুকচার উপর উঠিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু মুকচার নিকটবর্ত্তী হইলে, লৌহ ও অগ্নিময় প্রাচীর তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ফলতঃ উহা আর কিছুই নহে, পর্ব্বতবৎ অটল ও অচল তুর্কী সৈন্যগণও তাহাদের বন্দুক নিঃসৃত লক্ষ লক্ষ জ্বলন্ত গুলি, অগ্নিময় প্রাচীরবৎ প্রতীয়মান হইতে ছিল। উহার সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্রই, রুসীয় সৈন্যদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইত, এবং তাহাদের সৈনিক-শৃঙ্খলা নষ্ট হইত; অর্থাৎ তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পশ্চাতে হটিয়া যাইত, ঐ স্থান হইতে আবার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইত। ফলতঃ রুসীয় সৈন্যগণের দুর্জ্জয় সাহস ও নির্ভীকতার শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়। রুসীয় সৈন্যগণ পতঙ্গবৎ দলে দলে ভূতলশায়ী হইতেছে, তবু হতাবশিষ্ট সেনা-দল নির্ভীক চিত্তে ক্ষিপ্তবৎ অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত নহে। ঐ রাত্রি এবং তৎপরবর্ত্তী সমস্ত দিবস ধরিয়া এই ভীষণ সংগ্রাম সমভাবে চলিয়াছিল। কৃষকদিগের কাস্তিকা মুখে ধান্যাদির

গাছ যেরূপ কর্ত্তিত হয়, তুর্কী সৈন্যদিগের অদ্ভুত শস্ত্র-সঞ্চালনে রুসীয় সৈন্য সেইরূপে দলে দলে পতিত হইতেছিল। রুসীয় নিহত সৈন্যদিগের মৃতদেহে মুকচার বহির্ভাগস্থিত খাতগুলি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আর রুসীয় সৈন্যদিগের দ্বারা এই যুদ্ধেই সর্ব্বপ্রথমে আপনাদের সহযোগী সৈন্যদিগের শবদেহগুলি পারাপারের হেতু স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল।

এই ভয়ঙ্কর অগ্নিক্রীড়া ও ভীষণ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে মহাবীর স্কোবেলফ্ 'সংগ্রাম-দেবতার' ন্যায় প্রতীয়মান হইতে-ছিলেন। সৈন্যদিগের প্রতি তাঁহার প্রভুত্ব সম্পূর্ণ রূপে অব্যাহত ছিল, তাঁহার আদেশ তখনও অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রতিপালিত হইতেছিল। বীরপুঙ্গব স্কোবেলফের মস্তক শূন্য, হস্তে ভগ্ন তরবারি, পরিহিত কোট ছিন্ন, তাঁহার সুন্দর বদনমণ্ডল তোপ-নিঃসৃত ধূম পটলে কৃষ্ণবর্ণ, সুদীর্ঘ গোপাবলী অগ্নিতে ঝলসিত। এই অবস্থায় ও তাঁহার বিশাল নেত্রযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দীপ্তিপ্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার গম্ভীর যোধরাবে সৈন্যদিগের হৃদয়ে সাহস উদ্দীপিত করিত। সেনানীর উচ্চ যোধরাব শ্রবণে প্রত্যেক সৈনিক পুরুষই তাঁহাকে আপন সমীপবর্ত্তী বলিয়া মনে করিত, এবং সোৎসাহে বিপক্ষের প্রতি আক্রমণে প্রধাবিত হইত। যখন কোন রেজি-মেণ্ট শত্রুর ভীষণ আক্রমণে বীতশ্রদ্ধ, দুর্ব্বল ও ভীত চিত্তে পলায়নের উদ্যোগ করিত, তৎক্ষণাৎ সেই অদীন-পরাক্রম

বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি স্কোবেলফ্ উৎসাহ-সূচক গভীর নিনাদ করত সেই স্থানে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার উপস্থিতিতে রোমেনিয়ার যুদ্ধানভিজ্ঞ নব সংগৃহীত সৈন্যগণ ও সোৎসাহে রণ রঙ্গে মত্ত হইত। ক্রমান্বয়ে ছয়বার পরাজিত ও অবমানিত সৈন্যদল, শত্রুপক্ষের উন্নত সঙ্গীণ এবং অগ্নিময় মহাসাগরের মধ্যে ঝম্প প্রদান করিবার জন্য সেনাপতির আদেশ প্রতীক্ষা করিত। ঐ সময় স্কোবেলফের জ্বলন্ত উৎসাহবাক্য প্রত্যেক সৈন্যের কর্ণগোচর হইত। শত্রুপক্ষের প্রতি আক্রমণ কালে মৃত্যু-ভয় পরিশূন্য মহাসেনানীকে স্বীয় সৈন্যদলের লম্বমান সঙ্গীণ হইতেও ছয় ফুট অগ্রবর্ত্তী দৃষ্ট হইত। কিন্তু সকলই বৃথা!! স্কোবেলফের অসম সাহসিকতা ও অমানুষিক চেষ্টা এবং তাঁহার সৈন্যগণের নির্ভয়তা, দুঃসাহস ও বীরত্ব—ইহার কিছুই জগন্মান্য মহাবীর গাজী ওসমান পাশা কর্ত্তৃক পরিচালিত, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ তুর্কী সৈন্যদিগের ভীষণ গোলাবর্ষণের নিকট তিষ্ঠিতে পারিল না। এই বহ্বাড়ম্বর পূর্ণ ভীষণ আক্রমণের ফলস্বরূপ তৃতীয় দিবসে, তুর্কীদিগের অধিকৃত একটী মাত্র মুরচা বিশাল রুসবাহিনীর অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু রুসীয়গণ বুঝিতে পারিয়াছিল, তুর্কী সৈন্যগণ কি ভয়ঙ্কর পদার্থ!!

অতঃপর আমরা পাঠকবর্গের তৃপ্তি সাধন জন্য লণ্ডন ডেইলিনিউস্রের বিশেষ সংবাদদাতা কর্ত্তৃক লিখিত যুদ্ধ বিবরণ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অনুবাদিত করিয়া এস্থলে সন্নিবেশিত

করিলাম। তুর্কীদিগের ঈদৃশ বীরত্ব-কাহিনী পাঠ করিয়া বোধ হয় কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

পাঠকবর্গের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, লণ্ডন ডেইলি-নিউস্ বিলাতের লিবারেল পক্ষীয় সর্ব্বপ্রধান সংবাদ পত্র। মিঃ গ্লাড্ষ্টোন-প্রমুখ লিবারেলবর্গ তুর্কীর চিরন্তন শত্রু, একথা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং লণ্ডন ডেইলিনিউসের সংবাদদাতা রুসিয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং যুদ্ধকালে রুসীয় দলেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহা সত্বেও উক্ত সংবাদদাতা লিখিতেছেন, যখন রুসীয়গণ ওসমান পাশাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হয়, তখন কুজ্ঝটিকায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন ছিল। জেনেরল ক্রুড্নার প্লেভনার দক্ষিণ দিক আক্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমাগত দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত বন্দুক ও কামানের ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছিল, এবং সেই নিবিড় কুজ্ঝটিকা রাশির মধ্য দিয়া রুসীয় গোলন্দাজদিগকে কখন কখন দেখা যাইতেছিল। কুজ্ঝটিকা প্রভাবে তাহাদিগকে কখন ভীষণ রাক্ষস ও কামান গুলিকে অতীব বৃহদাকার নল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল; কখন বা তাহাদিগকে ছায়ার ন্যায় দেখা যাইতে ছিল। আবার কখন বোধ হইতে লাগিল, যেন কামান ও গোলন্দাজগণ রক্তে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। সংবাদদাতা বলেন, এরূপ শ্রবণ বিদারক ভীষণ শব্দ তিনি আর কখনও শ্রবণ করেন নাই। রুসীয় তোপ শ্রেণী অনবরত অনল উদগীরণ করিতেছিল। পদাতিকগণও বন্দুক ছুড়িতে

ছুড়িতে অগ্রসর হইতেছিল। এই সময় তুর্কীদিগের কামান হঠাৎ বন্ধ হইল। বিপক্ষের অগ্নিক্রীড়া হঠাৎ বন্ধ হওয়াতে মনে করিলাম, তাহারা কি পরাজিত হইয়াছে? তাহাদের কামানগুলি কি হঠাৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে? কিম্বা তাহাদের গোলা বারুদ কি একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছে? তাহা না হইলে এরূপ ঘোরতর যুদ্ধের সময় হঠাৎ তাহাদের কামানগুলি কেন বন্ধ হইল। রুসিয়ার পক্ষে ইহা স্বর্ণ-সুযোগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তুর্কীদিগের অনল-ক্রীড়া বন্ধ হওয়া মাত্র জেনেরল ক্রুড্নার পরম উল্লাসের সহিত একদল পদাতিক সৈন্যকে তাহাদের সম্মুখস্থিত তুরস্ক মুকচা অধিকার করিতে আদেশ করিলেন। অলৌকিক সাহস সম্পন্ন রুসীয় সৈন্যদল জয়ধ্বনী করিতে করিতে একটী সুবিস্তীর্ণ মক্কা (মাকাই) ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাবিলাম, বল-দর্পিত তুরস্ক সৈন্যগণ এখন কোথায়? অদ্বিতীয় রণ-পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত ওসমান পাশাই বা কোথায়? রুসীয় পদাতিকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, মুরুচা ও নিকটস্থ; আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহারা মুকচা অধিকার করিবে; একজন তুর্কী সৈন্য ও দৃষ্ট হইতেছে না; তাহাদের কোনই সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না। পুনর্ব্বার রুসীয় সৈন্যদিগের জয়ধ্বনীতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনীত হইল। কিন্তু এই জয়ধ্বনি শেষ হইতে না হইতেই আমরা বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখিতে পাইলাম যে তুর্কী মুরুচার দক্ষিণ,

বাম, মধ্য ও পশ্চাৎ ভাগ হইতে হঠাৎ এককালে একটী সুবিস্তীর্ণ অগ্নি মণ্ডল দেখা দিল। সহস্র সহস্র বন্দুকের সাঁই সাঁই শব্দ, তদুপরি কামানের ভীষণ বজ্র নিনাদে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। এই অগ্নিমণ্ডল একবার যেন অগ্রসর হইতেছে, আবার পশ্চাৎ ভাগে সরিয়া যাইতেছে। পর্ব্বতাকার শ্বেত ধূম পটলে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল; তুর্কী সৈন্যদিগের বন্দুক নিঃসৃত গুলি সকল শিলাবৃষ্টির ন্যায় রুসীয় সেনাদলের উপর পতিত হইতেছিল। সেই অজস্র গুলিবর্ষণের মধ্যে মনুষ্য দূরে থাকুক, একটী খরগোশও জীবন রক্ষা করিয়া পলায়ন করিতে অক্ষম। প্রত্যেক দশটি গুলির মধ্যে একটী গুলিও যদি এক একটী রুসীয় সৈন্যের বধ সাধন করিতে সমর্থ হয়, তবু ও আক্রমণকারীদিগের সমূলে নিম্মূল হইবার সম্ভাবনা ছিল; রুসীয় সৈন্যগণ বুদ্ধিমূলক যুদ্ধচাতুর্য্যে ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ বা তুর্কী সৈন্যদিগের সমকক্ষ নহে, কিন্তু তাহাদের এক প্রকার পশুবৎ সাহস আছে, মৃত্যুকে তাহারা ভয় করে না। এই ভীষণ অগ্নি বৃষ্টির মধ্যেও তাহারা সেই দুঃসাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতিমুহূর্ত্তে শত শত সৈনিক পুরুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে, তবু তাহারা অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত নহে। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার উপর একখণ্ড কাগজ ধরিয়া রাখিলে তাহা যেমন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া যায়, রুসীয় সৈন্যগণ ও তুর্কী সৈন্যদিগের ভীষণ গোলাবর্ষণে সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল;

এই অবস্থায়ও তাহাদের কিয়দংশ মুরুচার উপর উঠিল; কিন্তু তথায় দণ্ডায়মান হইবার পূর্ব্বেই পক্ষীর ন্যায় দলে দলে মৃত অবস্থায় ভূতলশায়ী হইল। ঈদৃশ ভীষণ অনল বৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যের কি সাধ্য যে তিষ্ঠিতে পারে? রুসিয়ার সমুদায় উদ্যোগ বিনষ্ট হইল, সৈন্যদিগের সেই অমানুষিক বা পশুবৎ সাহসে কোনই কার্য্য হইল না, হতাবশিষ্ট অত্যল্প সংখ্যক রুসীয় সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। কে কোন্ দিকে দৌড়িতেছে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। ঐ সময় হঠাৎ ২৫০০ আড়াই হাজার সাহায্যকারী রুসীয় সৈন্য আগমন করাতে, পলায়মান সৈন্যগণ তাহাদের সহিত যোগদান করিয়া মুরুচার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু আমি অত্যল্প সময় পরেই দেখিতে পাইলাম, কয়েক শত মাত্র রুসীয় সৈন্য ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাবে মকা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। রুসীয় সেনাপতি জেনেরল ক্রুড্নার ও জেনেরল ক্রিলফ আক্রমণে অকৃতকার্য্য হইয়া, ভগ্নহৃদয়ে পলায়িত সৈন্য-দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। রুসীয় শিবির হইতে, তুর্কী-মুরুচা ১২০০ গজ মাত্র ব্যবধান ছিল, এই স্থানটুকু অগ্রসর হইতে, ৮০০০ আট হাজার রুসীয় সৈন্য অনন্ত শয্যায় শায়িত হইয়াছিল।

মধ্য-আসিয়া-বিজয়ী সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি জেনেরল স্কোবে-লফ্ বিংশতি সহস্র সৈন্য সহকারে বলগার দিক দিয়া, অগ্র-সর হইলেন। তাঁহার পদাতিকগণ কি ভয়ানক পদার্থ, তাহা

রুসীয়দিগকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে। একজন রুসীয় অফিসার বলিতেছেন, আমরা সংঘাতিকরূপে আহত হইলে আর যুদ্ধ করি না, কিন্তু তুর্কী সৈন্যদিগের যে পর্য্যন্ত দেহে শ্বাস থাকে, যতক্ষণ সে যুদ্ধক্ষেত্রে দেহপাত না করে কিম্বা বন্দীভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সিংহ বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া থাকে। স্কোবেলফ্-পরিচালিত সাহসী সৈনিকবৃন্দ উৎসাহের সহিত দৃঢ়পদ-সঞ্চারে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই বিপুল রুসীয়-বাহিনী এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হইতেছে যে, দূর হইতে বোধ হয় যেন একজন মাত্র মানুষ যাইতেছে। কিন্তু অবিলম্বে তাহাদের শ্রেণী ভঙ্গ হইল। ইহারা সোজাভাবে অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু তুর্কী গোলন্দাজদিগের ভীষণ গোলক প্রহারে সত্বরেই অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ধারণ করিল। আবার তুর্কী পদাতিকদিগের দ্বারা নিক্ষিপ্ত এত অধিক সংখ্যক বন্দুকের গুলি সাঁই সাঁই শব্দে বিমানদেশ আচ্ছন্ন করিয়া আসিতেছিল যে, বোধ হইতেছিল, যেন একখানি অগ্নিময় সুবিশাল চন্দ্রাতপ রুসীয়দিগের মস্তকোপরি নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আমি কিছুক্ষণ স্থির ছিলাম, কিন্তু এই অভূতপূর্ব্ব ভীষণ অনলক্রীড়া দর্শনে আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল; আর দূরবীক্ষণ যন্ত্র ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল, রোদন করিতে ইচ্ছা হইল, হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তুর্কীদিগের ভীষণ অগ্নি বৃষ্টির নিকট তিষ্ঠিতে না পারিয়া, রুসীয় সৈন্যগণ

পশ্চাদ্গমন করিল। সেনাপতি স্কোবেলফ্ তৎক্ষণাৎ আর দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য তাহাদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাদিগকেও অনতিবিলম্বে পলায়ন করিতে হইল। রুসীয় সেনাপতির পার্শ্বদেশে যে সকল অফিসার ছিলেন, তুর্কীদিগের অব্যর্থ সন্ধানে তাহারা একে একে ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অদ্য যেন কোনও অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে সেনাপতির জীবন রক্ষা হইতেছিল। তাঁহার হস্ত-স্থিত তরবারি একটী গোলার আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। তিনি নিজে উৎসাহ পূর্ণবাক্য উচ্চারণ করিয়া সৈন্যদিগের মধ্যে উপস্থিত হওয়াতে সৈন্যগণ পুনর্ব্বার অগ্রসর হইল। এবার তাহারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদ-সঞ্চারে মুর্চার নিকটবর্ত্তী হইল, অনেকে মুরচায় আরোহণ করিল। বোধ হইল, এইবার বিজয়লক্ষ্মী নিশ্চয়ই রুসিয়ার পক্ষাবলম্বিনী হইয়াছে। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ ভয়ঙ্কর ও শ্রবণ ভৈরব কামানধ্বনীতে হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে লাগিল। রুসীয় দল কিছুতেই সে অনলবৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা দ্রুতপদে পলায়ন করিল। নূতন সাহায্য-কারী সৈন্যদল সহ সেনাপতি স্কোবেলফের সঙ্গে এক্ষণেও ২৫০০০ পঁচিশ সহস্র সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তিনি তাহাদিগকে লইয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। চতুর্দ্দিক দিয়া রুসীয় সৈন্য-গণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে, তুর্কীদিগের কামান শ্রেণী মুহুর্মুহু বজ্র নির্ঘাদে ধরাতল কম্পিত করিতেছে, সেই ভীষণ

শব্দের মধ্যে তুর্কী সৈনাদিগের উৎসাহ পূর্ণবাক্য শ্রুত হওয়া যাইতেছে। তাহারা শত্রুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "ক্ষমতা থাকে ত দুর্গ গ্রহণ কর।" আহত রুসীয় সৈনাদিগের সকরুণ ক্রন্দন ও পলায়িতদিগের ভীতি-ব্যঞ্জক আর্ত্তনাদ, চতুর্দ্দিকে মহাবিশৃঙ্খল ভাব; দেখিয়াই হৃদয়ে এক অভাবনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু রণোন্মাদ মহাসেনানী স্কোবেলফের সাহস তখনও অন্তর্হিত হয় নাই; তিনি তখনও সুদৃঢ় পর্ব্বতের ন্যায় অটল। তিনি পলায়মান সৈন্যদিগকে আশ্বাস দিয়া, স্বয়ং সকলের অগ্রবর্ত্তী থাকিয়া, দৃঢ়পদ-সঞ্চারে দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেনাপতির উৎসাহ বাক্য শ্রবণ ও অনুপম সাহস দর্শনে সৈন্যগণ পুনরায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। নিকটেই একটী ক্ষুদ্র নালা, সেনাপতি উহা পার হইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু হঠাৎ সেনাপতি স্বীয় অশ্ব সহকারে তন্মধ্যে পতিত হইলেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে সেনাপতি দণ্ডায়মান হইয়া সৈন্যদিগকে আহ্বান করিলেন, তখনও ভয়ানক অনলবৃষ্টি!! কিন্তু সেনাপতি আজ সংগ্রাম-দেবতার ন্যায় অকুতোভয়ে এই অনলবৃষ্টির মধ্যে অগ্রসর হইতেছেন। শত শত সৈনিক পুরুষ প্রতি মুহূর্ত্তে ধরাশায়ী হইতেছে; এরূপ অবস্থায়ও অসীম সাহসী রুসীয় সৈন্যগণ মুরুচার উপরে উঠিল; তুর্কীগণ আর তাহাদিগকে হটাইতে পারিল না; বলাবহুল্য, মুরুচাটী রুসীয়দিগের অধিকৃত হইল। কিন্তু বহুসহস্র রুসীয় সৈন্য ও

সৈনিক অফিসারের মূল্যবান্ প্রাণের বিনিময়ে এই সামান্য মুরুচাটী জেনেরল স্কোবেলফ্ হস্তগত করিতে সক্ষম হইলেন।

যে মুরুচাটী রুসিয়ার অধিকৃত হইল, তদ্ব্যতীত আর দুইটী প্রধান মুরুচা অধিকার করিতে পারিলেই প্লেভনার পতন অবশ্যম্ভাবী, মহাবীর গাজী ওস্মান পাশা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। এক্ষণে শত্রুর করতলগত মুরুচাটী পুনঃ হস্তগত করিবার জন্য তিনি একান্ত উৎসুক হইলেন। সমস্ত দিবস ভীষণ যুদ্ধের পর কোথায় সৈন্যগণ বিশ্রাম সুখ লাভ করিবে—না তৎপরিবর্ত্তে প্রধান সেনাপতি রাত্রির মধ্যেই তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। এতদিন তুর্কীগণ আত্মরক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; আজ তাঁহাদিগকে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিতে হইবে, সুতরাং আয়োজন অতি গুরুতররূপ হইল। সূর্য্যোদয় হইবামাত্র তুর্কীগণ "আল্লাহো আকবর" ও "লাএলাহা-ইল্লাল্লাহো-মোহাম্মদর-রসুলোল্লাহ্" রবে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া রুসীয় সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ ঐদিন রুসীয়গণ প্লেভনার অপর কোন অংশ আক্রমণে ব্যাপৃত হইয়াছিল না; সুতরাং মহাবীর গাজী ওস্মান পাশা স্বীয় অধীনস্থ বিচক্ষণ সেনানী এবং অফিসারদিগের দ্বারা পরিচালিত বিপুল সৈন্যদল সহকারে রুসীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন। আজ তুর্কীগণ ভীষণ বজ্রের ন্যায় জেনেরল স্কোবেলফ-প্রমুখ রুসীয় সেনানীদিগের উপর পতিত হইলেন। এতদিন সাধারণের

ধারণা ছিল যে, তুর্কীগণ কেবল গড ও মুরুচাবন্দি স্থানে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেই মজবুত, সম্মুখ সমরে তাদৃশ পারদর্শী নহে, কিন্তু অদ্যকার আক্রমণে সাধারণের সে ভ্রম দূর হইল। যেরূপ ভয়ঙ্কর বেগে তুর্কী সৈন্যগণ রুসীয় বিশাল বাহিনীর উপর পতিত হইল, তাহাতে তাহারা চক্ষে ধাঁধাঁ দেখিল। তুর্কী গোলন্দাজদিগের অব্যর্থ সন্ধানে রুসীয় সৈন্যগণ পতঙ্গের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর জেনেরল স্কোবেলফ্ এ অবস্থায়ও সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। তিনি যেন মৃত্যুকে ভয় করেন না, এই ভাবে উৎসাহ-ব্যঞ্জক ভাষায় সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। রুসীয় সৈন্যগণও প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অসম সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ওস্মান পাশা ভীষণ বিক্রমে পাঁচ বার রুসীয় সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াও সৈন্যসংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। কিন্তু এই সর্ব্বসংহারক যুদ্ধে রুসিয়ার সৈন্যদল ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল। দুর্গ গ্রহণ কালে জেনেরল স্কোবেলফ্ ২০০০ সৈন্য হারাইয়াছিলেন; অদ্য এই আক্রমণে অল্প সময়ের মধ্যেই ৩০০০ রুসীয় সৈন্য মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। স্কোবেলফের অফিসারগণ ক্রমাগত নিহত হইতেছিলেন; তিনি সাহায্যের জন্য অন্যান্য সেনাপতিদিগের নিকট বারম্বার সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু বহু বিলম্বে এক রেজিমেণ্ট মাত্র সৈন্য আসিল। সে ভীষণ অনল প্রবাহের সম্মুখে

মহাবীর গাজী ওস্মান পাশা।
প্লেভনা সমরে
(জগদ্বিখ্যাত পৃথিবীর অদ্বিতীয় সেনাপতি)

তৃণবৎ একদল সৈন্যের সাহায্যে কি হইতে পারে? মহাবীর ওসমান পাশা পঞ্চম বার পশ্চাতে সরিয়া গেলে, বীরেন্দ্র কেশরী জেনেরল স্কোবেলফ্ কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন; কিন্তু এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইতে না হইতে সংবাদ আসিল, তুর্কীগণ 'লুপচার' দিক দিয়া আক্রমণ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ সেই শ্রান্ত-ক্লান্ত রুসীয় বীর স্কোবেলফ্ সেই দিকে গমন করিবামাত্র একজন চর আসিয়া সংবাদ দিল, ওসমান পাশা স্বয়ং ৬ষ্ঠ বার নিজে আক্রমণ করিয়াছেন। সেনাপতি সেই দিকে অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইলেন, সৈন্যগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। সেনাপতি তাহাদের গতিরোধ করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহারা প্রবোধ মানিল না। অগত্যা তিনি নিজেও পলায়ন তৎপর হইলেন। সেই বিপুল রুসীয় সৈন্যদলের মধ্যে এক সহস্র মাত্র লোক প্রাণ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইযাছিল। তুর্কীগণ শত্রুদিগের তিনটী কামান কাড়িয়া লইল। একজন সাহসী রুসীয় সেনানী কয়েক শত সৈন্য লইয়া আক্রান্ত স্থানের একাংশ রক্ষা করিতেছিলেন; তিনি কোনও ক্রমেই পলায়ন করিলেন না। বলা বাহুল্য, তিনি অবিলম্বে সসৈন্যে নিহত হইলেন। এই দুই দিনের ভীষণ যুদ্ধে ২৫০০০ সহস্র রুসীয় সৈন্যের উত্তপ্ত শোণিতে প্লেভনা ক্ষেত্র রঞ্জিত হইয়াছিল। তুর্কী পক্ষেও অন্যূন দশ সহস্র সৈনিক পুরুষ আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত নিদর্শন দেখাইয়া, অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হয়।

ইহার পর ক্রমাগত কয়েক দিন ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু গাজী ওস্মান পাশার সৈন্যদল সেই বিশাল রুস্-বাহিনীর সহিত যুদ্ধে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, অত্যল্প সংখ্যক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। হতাবশিষ্ট সৈনিকবর্গের মধ্যেও বহুসংখ্যক আহত এবং পীড়িত ছিল। পক্ষান্তরে গোলা ও বারুদ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আশঙ্কা এই যে, জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন রসদ ও ফুরাইয়া গিয়াছিল। শত্রুপক্ষের দ্বারা প্লেভনা নগরী এরূপ অবরুদ্ধ হইয়াছিল যে, বাহির হইতে রসদাদি প্রাপ্তির আশা একেবারে ছিল না। মহাবীর ওস্মান পাশার হৃদয়ক্ষেত্র চিন্তার গাঢ় মেঘে সমাচ্ছাদিত হইল। আহত ও পীড়িত সৈন্যদিগের আর্ত্তনাদে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আর ক্ষুদ্র প্লেভনা নগরী ত আজ ভীষণ শ্মশান! নগরের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী নিহত; তুর্কী সৈন্যদিগেরও অধিকাংশ সমরক্ষেত্রে শায়ীত। তাহাদের সমাধিপরম্পরায় ক্ষুদ্র নগরের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। অট্টালিকাদির অধিকাংশ ভগ্ন ও চূর্ণ বিচূর্ণীকৃত। অতি বড় সাহসী পুরুষগণ ও সে দৃশ্য দর্শন করিয়া ভয়ে অভিভূত হইত। (১)

---

(১) প্লেভনা-ক্ষেত্রে সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী সর্ব্বসংহারক মহাযুদ্ধ ঘটে। মোটের উপর এই চারিটী যুদ্ধেই রুশীয়গণ পরাজিত হইয়াছিল। রুসিয়ার প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান সেনাপতি এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। এস্থলে প্লেভনা-সমরে

প্লেভনার বীর-কেশরী গাজী ওস্‌মান পাশা স্বীয় প্রধান প্রধান সহকারী সেনানী ও অফিসারদিগকে সমবেত করিয়া এই শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন যে, এরূপ অবরুদ্ধ অবস্থায় আর কয়েক দিন থাকিলেই অনাহারে মরিতে হইবে। সুতরাং একবার শেষ চেষ্টা করিয়া, শত্রু-ব্যূহ ভেদ করত বাহির হইবার চেষ্টা করা যাউক। সকলেই তাঁহার এই সুযুক্তির সমর্থন করিলেন। পর দিন অতি প্রত্যুষে তুর্কী বীরগণ "আল্লাহো আকবর" শব্দে দশ দিক কাঁপাইয়া, রুসীয় সৈন্যগণকে ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় আক্রমণ করিল। শত্রু পক্ষের যে

ব্যাপৃত রুসিয়ার প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগের নাম ও সৈন্য সংখ্যার উল্লেখ করা যাইতেছে। পশ্চিম দিকে কমাণ্ডার ইন্‌চিফ্ বা সমগ্র রুসীয় সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাস, সর্ব্বোচ্চ ষ্ট্যাফ্ অফিসার জেনরল নিপোকোয়াত চেজকি। অবরোধকারী সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি রোমেনিয়ার রাজা প্রিন্স্ চার্লস্; দ্বিতীয় কমাণ্ডার জেনেরল টোডেল্‌বেন্ (প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং সেনাপতি); সর্ব্বোচ্চ ষ্ট্যাফ্ অফিসার জেনেরল প্রিন্স্ আমরিত ইন্‌স্কি; তোপখানার সেনানায়ক জেনেরল মুলার; অশ্বারোহী সেনাদলের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি জেনেরল আরনোল্‌ডি, সর্ব্বপ্রধান ইঞ্জিনিয়ার জেনেরল রিটলিঙ্গার; স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ডাক্তার কুচর। বিপুল রুসীয় সৈন্যদলের প্রথম অংশ—যাহা বিডওলার হইতে কানলি তাবিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল উহার প্রধান সেনাপতি জেনেরল চরনাত

সকল সৈন্য পরিখা খনন করিয়া উহার বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছিল; তুর্কীদিগের ভীষণ আক্রমণে তাহারা সকলেই অগ্নি মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী অগণ্য রুসীয় সৈন্য-সাগর মন্থন করিয়া বহির্গত হওয়া কি মানুষের সাধ্য? জগতের কোন বীর সেনাপতি বা বীর জাতিই এরূপ বিপুল সৈন্য-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইত না। মুহূর্ত্ত মধ্যে জেনেরল স্কোবেলফ্ পরিচালিত রুসীয় সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। অল্পসংখ্যক তুর্কী বীর, দীর্ঘকালীন ভীষণ সমর-ক্লেশে এবং অনাহারে একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল;

(তৃতীয় রোমানীয় ডিবিভজন ইহার অন্তর্গত) সৈন্যসংখ্যা পদাতি ২৮ পল্টন, অশ্বারোহী ২৮ রেসালা, তোপ ৭৮টী। দ্বিতীয় অংশ—যাহা কান্‌লি তাবিয়া হইতে রাভি শিউ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; উহার সেনাপতি জেনেরল ক্রুড্‌নার (নবম কোর) পদাতি সৈন্য ১৮।পল্টন, অশ্বারোহী ৪ রেসালা, তোপ ৮০টী। তৃতীয় অংশ—যাহা রাভি শিউ হইতে তল্‌চন্‌তজা ওয়াদি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; প্রধান সেনাপতি জেনেরল ইষ্টু (চতুর্থ কোর) পদাতি সৈন্য ১৩ পল্‌টন, অশ্বারোহী ৪ রেসালা, তোপ ৪৮টী; চতুর্থ অংশ—যাহা ওয়াদি তল্‌চন্‌তজা হইতে কারতু শাউন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; প্রধান সেনাপতি জেনেরল স্কোবেলফ্; পদাতি ২৭ পল্‌টন, অশ্বারোহী ৬ রেসালা, তোপ ৯৬টী; পঞ্চম অংশ—যাহা কারতু শাউন হইতে তর্‌নিনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; প্রধান সেনাপতি জেনেরল কাটিলাই (ইম্পিরিয়ালগার্ড কোর) পদাতি সৈন্য ২৬ পল্‌টন,

তাঁহারা সেই সাগর প্রবাহবৎ অগণিত রুস্ সৈন্যের সহিত অধিকক্ষণ যুঝিতে সমর্থ হইল না। বীরকুল-পূজ্য গাজী ওস্মান পাশা যখন দেখিলেন, আর কোনই উপায় নাই। যদিও কোনরূপে সেই বিশাল সৈন্য-প্রাচীর ভেদ করিয়া নিরাপদ স্থানে পঁহুছিতে পারেন, কিন্তু আহত ও পীড়িত সৈন্যদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারে অসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তিনি রুসীয়দিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে শ্বেত পতাকা উড্ডীন করিলেন। (১) রুসীয়গণ

অশ্বারোহী ২ রেসালা, তোপ ৫৪টী। ষষ্ঠ অংশ—যাহা উইদ নদীর পশ্চিম তটে তরনিনার সম্মুখ ভাগ হইতে বেউলরের সম্মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, প্রধান সেনাপতি জেনেরল গানুয্যকি (গ্র্যাণ্ড-রেউ কোর) পদাতি সৈন্য ৩০ পল্টন, অশ্বারোহী ২২ রেসালা ও তোপ ১২৬টী। মোট সৈন্য সংখ্যা ১৩২ পল্টন, ৬৬ রেসালা, এবং তোপের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮২টী। পাঠক, প্লেভনার বিষম অবরোধের বিপুল আয়োজন ও বিরাট আড়ম্বরের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। ইহার উপর স্বয়ং রুসিয়ার সম্রাট্ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। এই বিপুল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়া জগন্মান্য মহাবীর গাজী ওস্মান পাশার পক্ষে কিরূপ গৌরব জনক ছিল, তাহা চিন্তা করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতে হয়।

(১) প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যুদ্ধ বিশারদ সেনাপতিদিগের মত এই যে, মহাবীর মার্শাল গাজী ওস্মান পাশা প্লেভনা ক্ষেত্রে যেরূপ সুকৌশলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যদি ঐ সময় প্রধান সেনাপতি মার্শাল মোহাম্মদ আলি পাশা ডানিয়ুব নদীর তট পরিত্যাগ

তখন সাগর-প্রবাহের ন্যায় প্লেভনা-নগরে প্রবেশ করিল। মহাবীর স্কোবেলফ্-প্রমুখ রুস্ সেনানীগণ প্লেভনাকে একটী সুদৃশ্য নগরের পরিবর্ত্তে ভীষণ শবাগার বা কবরস্থান স্বরূপ দেখিতে পাইলেন। সে ভীষণ ও হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আতঙ্কে তাঁহাদের শরীর শিহরিয়া উঠিল।

জগন্মান্য মহাবীর গাজী ওস্মান পাশা আজ শত্রু করে স্বীয় ভীষণ তরবারি অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। আজ তিনি সসৈন্যে রুসিয়ার বন্দি!! মহাবীর জেনেরল স্কোবেলফ্, ওস্মান পাশাকে অশেষ সম্মান সহকারে গ্রহণ করিলেন। কেবল সামরিক নিয়মানুসারে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীয় সেনানী

পূর্ব্বক, প্লেভনার অবরোধকারী রুসীয় সৈন্যদিগের গমন-পথ রোধ করিয়া ফেলিতেন; আর মহাবীর সোলেমান পাশা শিপ্কা পাশে জেনেরল গোরকোর সহিত ভীষণ যুদ্ধে আপনার শোচনীয়রূপ বল ক্ষয় না করিয়া, বল্কানের অন্য কোন দর্রী পথ অবলম্বনে দক্ষিণ দিক হইতে রুসীয় সম্রাটের গমনাগমন-পথ রোধ করিতেন, তবে নিশ্চয়ই রুসীয় সম্রাট্কে প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগের সহিত কনষ্টাণ্টিনোপলে আগমন করিতে হইত; কিন্তু বিজয়ী বেশে নয়—বন্দী বেশে। রুসীয় সৈন্যদল প্লেভনায় যে ভাবে অবস্থিত ছিল; উপরোক্তরূপ বন্দোবস্ত হইলে তাহাদের মহাবিনাশ সাধন কিংবা আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত অন্য কোনই উপায় ছিল না। বিধাতার উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল, নচেৎ তুর্কী সেনাপতিগণ এরূপ গুরুতর ভ্রমে পতিত হইবেন কেন?

এবং সৈনিক পুরুষদিগের অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। বীরের প্রতি বীর যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে পারেন, রুসিয়ার গৌরব-কেতন বীর কুলচূড়ামণি উন্নতমনা জেনেরল স্কোবেলফ্, বীরেন্দ্রকেশরী ওস্মান পাশার প্রতি তাদৃশ উদার ও ভদ্র ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। প্রকৃত বীর ধর্ম্মই এই। গাজী ওস্মান পাশার আত্ম-সমর্পণ কালে রুসিয়ার মাননীয় সম্রাট্ আলেক্জ্যাণ্ডার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কিছু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন; প্লেভনার পতন-সংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে অচিরে তথায় উপস্থিত হইলেন। সমগ্র রুসিয়ার অদ্বিতীয় অধীশ্বর মহাপরাক্রান্ত ও মহাযুদ্ধ বিজয়ী জার আলেক্জ্যাণ্ডার, গাজী ওস্মান পাশাকে সন্দর্শন মাত্র আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন। তাঁহার যে তরবারি খানি গ্রহণ করা হইয়াছিল, সম্রাটের আদেশে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পিত হইল। সম্রাট্ শতমুখে তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিলেন, তাঁহার সহিত বন্দী শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিবেন দূরে থাকুক, তৎপরিবর্ত্তে একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিলেন। তিনি রাজকীয় অতিথিরূপে গৃহীত হইলেন। আজ তুরস্কের বীরেন্দ্রকেশরী গাজী ওস্মান পাশা শত্রু হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া যে উচ্চ সম্মান ও উচ্চ গৌরবের অধিকারী হইলেন; অনেক বড় বড় বীর পুরুষ যুদ্ধে জয়ী হইয়াও তাদৃশ সম্মান বা গৌরব লাভের অধিকারী হন নাই। রুসিয়ার সম্রাট আলেক্জ্যাণ্ডার ও মহাবীর জেনেরল

স্কোবেলফ্‌ আজ পরলোকে—কিন্তু তাঁহাদের সে উদারতা ও সহৃদয়তা ইতিহাস-পৃষ্ঠে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

প্লেভনার পতন হইল; সঙ্গে সঙ্গে তুর্কীর সমস্ত আশা ভরসা ও উন্মূলিত হইয়া গেল। আসিয়া খণ্ডের প্রধান সেনাপতি গাজী আহ্‌মদ মোক্তার পাশা ও অদ্ভুত বীরত্বের সহিত, রুসীয় প্রধান সেনানী প্রিন্স্‌ মাইকেল ও জেনেরল মেলিকফ্‌কে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বীয় সৈন্য সংখ্যার অল্পতা হেতু শেষ পশ্চাতে হটিয়া আসিতে বাধ্য হন। পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় রুসিয়া হইতে সাহায্যকারী সৈন্যগণ আসিয়া সেনাপতিদিগের দলপুষ্টি করাতে কার্স, বাটুম, আর্দ্দাহান ও বায়েজিদ প্রভৃতি নগরগুলি রুসিয়া ক্রমান্বয়ে অধিকার করিয়া সুপ্রসিদ্ধ "আর্জ্জরুম" নগর অবরোধ করেন। এই স্থানে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, তৎপর গাজী মোক্তার পাশা, কনষ্টাণ্টিনোপল মহানগরী রক্ষার জন্য, মহামান্য সুলতান কর্ত্তৃক রাজধানীতে আহূত হন।

গাজী ওস্‌মান পাশা রুসীয়দিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলে পর, রুসীয় বাহিনী কনষ্টাণ্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হয়। জেনেরল গোরকো এই আদেশানুসারে বল্‌কান পর্ব্বত হইতে নিম্নে অবতরণ করেন; এবং শনৈঃ শনৈঃ পাদ-বিক্ষেপে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। রুসীয় অন্যান্য সেনানীগণ এক সপ্তাহ কাল ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ৩রা জানুয়ারি তারিখে বুলগেরিয়ার রাজধানী "সোফিয়া" অধি-

মহাবীর গাজী আহমদ মোখ্‌তারপাশা।

(রুস তুরস্ক যুদ্ধে
জগদ্বিখ্যাত ও মিসরের বর্ত্তমান হাইকমিশনার)

কার করেন। ৯ই জানুয়ারি তারিখে শিপ্‌কা পার্শের যুদ্ধে ৩০ ত্রিংশৎ সহস্র তুর্কী সৈন্য, রুসিয়ার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করে। ১৫ই জানুয়ারি, পূর্ব্ব রুমেলিয়ার প্রধান নগর "ফিলিপ-পোলি" রুসিয়ার হস্তগত হয়। ইহার পর তুর্কীগণ স্বদেশ রক্ষার জন্য আর একবার শেষ চেষ্টা করাতে, তদুপলক্ষে একটী ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। তদনন্তর ৩১শে জানুয়ারি সন্ধি স্থাপিত হইবার প্রস্তাবে যুদ্ধ স্থগিত হয়। সন্ধির নিয়মাদি নির্দ্ধারণে কিছুকাল অতি-বাহিত হইয়া যায়; অনন্তর ৩১শে মার্চ্চ তারিখে "সেনষ্টি-ফানুর" সুপ্রসিদ্ধ সন্ধিপত্রে রুসিয়া ও তুরস্ক পরস্পর স্বাক্ষর করেন।

এই সন্ধিপত্র দ্বারা তুরস্কের যে প্রকার অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। সুতরাং এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বিরত থাকিয়া, আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। বলাবাহুল্য, এই সন্ধিপত্রের পর, বার্লিনে যে কংগ্রেস হয়, তদ্বারা রোমেনিয়া, সার্ব্বিয়া ও মণ্টেনিগ্রিয়া তুরস্ক হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে। মহামান্য সুলতান রোমেনিয়া হইতে বার্ষিক ৪০০০০ পাউণ্ড (৬৪০০০০৲ টাকা), সার্ব্বিয়া হইতে ২০০০০ পাউণ্ড (৩২০০০০৲ টাকা) এবং মণ্টেনিগ্রিয়া হইতে ১৫০০ পাউণ্ড (২৪০০০৲ টাকা) রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন। এতদ্ব্যতীত বসনিয়া ও হার্‌জ্‌ গোবিনিয়া প্রদেশ দ্বয় অষ্ট্রিয়ার অধিকার

তুরস্ক ও বুলগেরিয়া করদ রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইজারার বন্দোবস্তে সুপ্রসিদ্ধ ও সুন্দর সাইপ্রস্ দ্বীপটী গ্রহণ করেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রুসিয়া ১৪ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২২৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা তুর্কী গবর্ণমেণ্টের নিকট পাইবার অধিকারী হন। ইহার মধ্যে ৩ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৫০ কোটি টাকা ক্রমশঃ নগদ (১) এবং অবশিষ্ট টাকার পরিবর্ত্তে কার্স, বাটুম, আর্দ্দাহান, বায়েজিদ প্রভৃতি নগরাবলী সমন্বিত আর্ম্মেনিয়ার বিশাল ভূখণ্ড রুসিয়ার হস্তগত থাকিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

এই সন্ধির পরও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছে। মহামান্য সুলতান পূর্ব্ব রুমেলিয়া প্রদেশ বুলগেরিয়া ও থেসালি-প্রদেশ গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে বাধ্য হন। এই থেসালি ক্ষেত্রেই সুপ্রসিদ্ধ "গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধের" বীরত্বাভিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল. অতঃপর আমরা অন্যান্য কতিপয় প্রয়োজনীয় ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া, তৎপর এই মহাযুদ্ধের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

রুস্-তুরস্ক যুদ্ধের শেষ পরিণাম বার্লিন-কংগ্রেসে নির্দ্ধারিত হইল; তুরস্কের শোচনীয়রূপ অঙ্গচ্ছেদ ঘটিল। কিন্তু ইহাতেও ইউরোপীয় উদার মতাবলম্বী খৃষ্টীয়ান শক্তিপুঞ্জের

(১) আহ্লাদের বিষয় এই যে, মহামান্য আমিরুল মুমে-নিন গাজী সুলতান আবদুল হামিদ খান, সম্প্রতি রুসিয়ার সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন।

তুষ্টিসাধন হইল না। কিছু দিন পরে পূর্ব্ব রুমেলিয়া প্রদেশ— তুরস্কের শাসন-শৃঙ্খল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, বুলগেরিয়ার অধীন করা হইল; আর ধন ধান্য পূর্ণ সুন্দর "থেসালি" প্রদেশটী গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন। একে একে তুরস্ক রাজলক্ষ্মীর এক একটী আভরণ উন্মোচন করিয়া, কোন কোন রাজ্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও কোন কোন রাজ্যের নূতন সৃষ্টি বিধান করা হইল। মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খান ও বীরত্বাভিমানী তুর্কী জাতি নীরবে এ মনোবেদনা সহ্য করিতে লাগিলেন। সুলতান মনের আগুণ মনেই চাপিয়া রাখিয়া, স্বীয় বিনাশাবশিষ্ট বিশাল-সাম্রাজ্যের শাসন সৌকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রজা-বৃন্দের সুখ-সমৃদ্ধির প্রতি তাঁহার সমুদায় মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের আর্থিক অনাটন, সামরিক ত্রুটি, শিক্ষার অভাব, কৃষি-বাণিজ্যের দুর্গতি ইত্যাদি দূরীকরণ মানসে প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। যে গুরুতর ঋণ-জালে ওস্মানীয়া গবর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই ঋণ পরিশোধার্থ যথোচিত উপায় অবলম্বন করিলেন। মহামান্য সুলতানের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি শক্তি, অসাধারণ বিচক্ষণতা ও অতুলনীয় কার্য্যদক্ষতায়, সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে উন্নতির সূত্রপাত হইল। ধীরে ধীরে বিশাল ঋণরাশি পরিশোধ হইতে চলিল। তুর্কী জনসাধারণও আপনাদের জাতীয় জীবন-গঠনে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইল।

তুরস্কের উন্নতিতে ইউরোপীয় উদারমতাবলম্বী খৃষ্ট-শিষ্যদিগের চক্ষে কণ্টকবিদ্ধ হইতে লাগিল। তুরস্কে শান্তি স্থাপন হওয়া তাহাদের বাঞ্ছনীয় নহে। কতকগুলি নীচাশয় খৃষ্টীয়ান কুলাঙ্গার, তুরস্কের সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর হইয়া, তত্রত্য আর্ম্মানী প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। নির্ব্বোধ আর্ম্মানীগণ শান্তির সহিত তুরস্ক সাম্রাজ্যে বাস করিয়াও, পর ছিদ্রান্বেষী ইউরোপীয় খৃষ্টীয়ানদিগের প্ররোচনায়, রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিল। দুষ্ট লোকেরা তাহাতে বাতাস দেওয়াতে, দেশে ভয়ানক অশান্তির উদ্রেক হইল। আর্ম্মানী দিগের প্রতিবেশী পরাক্রান্ত কোর্দ্দ জাতি, আর্ম্মানী উত্তমর্ণ-দিগের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, কতকগুলি বৈদেশিক গুপ্তচরের উত্তেজনায় তাহারাও হঠাৎ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আর্ম্মানীদিগের প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল। তুরস্ক গবর্ণ-মেণ্ট প্রথমে সহজ ভাবে বিদ্রোহ-দমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু আর্ম্মনীদিগের দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তাহারা ক্রমেই রাজশক্তির ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। ওদিকে সমগ্র ইউরোপে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সর্ব্বাপেক্ষা গ্লাড্‌ষ্টোন-প্রমুখ একদল ইংরেজ তুরস্কের অত্যাচার-কাহিনী শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া জন-সাধারণের নিকট প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বিরাট সভা-সমিতি আহ্বান করিয়া তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের ঘোর-তর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজক তাহাতে যোগদান করিয়া, হট্টগোলের মাত্রা অনেক বাড়াইয়া

হিজ্ হাইনেস্ জওযাদ পাশা।
(ভূত পূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী)

তুলিলেন। চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অনেকে তুরস্কের অস্তিত্ব পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কেহ সুলতানকে পদচ্যুত করিয়া নির্ব্বাসিত করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল। বহুসংখ্যক সংবাদপত্র বিষাক্ত প্রবন্ধ উদ্গীরণ পূর্ব্বক, নির্ব্বোধ আর্ম্মানীদিগের হৃদয় [illegible] করিয়া তুলিল। বিভিন্ন রাজ্য প্রবাসী আর্ম্মানীগণ ও স্বজা[illegible]র দুর্দ্দশা কাহিনী শ্রবণে আহত বিষধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। কেহ কেহ তুরস্ককে নরহত্যাকারী রাক্ষসরূপে সাধারণ সমক্ষে দাঁড় করাইল। ফলতঃ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই আর্ম্মানী-অত্যাচার সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল। কিন্তু মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদের মস্তক এ অবস্থায়ও বিঘূর্ণিত হয় নাই। তিনি ধীর ও স্থির ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে তৎপর থাকিলেন। সুলতান কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমনের আদেশ দান করিলেন; পক্ষান্তরে কোর্দ্দদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্যও কর্ম্মচারীদিগের প্রতি দৃঢ় আদেশ প্রদত্ত হইল। কর্ত্তব্যপরায়ণ তুর্কী রাজকর্ম্মচারীগণ অতি দক্ষতার সহিত বিদ্রোহ দমন করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারীগণও কঠোররূপে দণ্ডিত হইতে লাগিল; নিরীহ প্রজাদিগকে অভয়-বাণীতে আশ্বস্ত করা হইল। কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি খৃষ্টান পুঙ্গব-গণ নিত্য নূতন নূতন গুজব তুলিয়া তুর্কীদিগের অত্যাচার-কাহিনী প্রচার করিতে লাগিল। ইহা সত্ত্বেও পরম জ্ঞানী ও অবিচলিত হৃদয় সুলতান, ঐ সকল অযথা চীৎকারে কর্ণপাত না

করিয়া, স্বীয় কর্তব্য কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। অনেক গোলযোগের পর আর্ম্মানীদিগের প্রতি অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য এক বিশেষ কমিটী গঠিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন খৃষ্টান রাজ্যের প্রতিনিধিগণ কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়া, তদন্ত আরম্ভ ক ...নের মেম্বরগণ বহু যত্ন, চেষ্টা ও অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর জানিতে পারিলেন, তদ্দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, আর্ম্মানীদিগের প্রতি অত্যাচার-কাহিনী সর্ব্বৈব-মিথ্যা। সামুনের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কোনই মূল নাই। তবে বিদ্রোহী আর্ম্মানীগণ বিদ্রোহ অপরাধে অনেক স্থানে শাস্তি পাইয়াছে সত্য; আর যে সকল কোর্দ্দ,আর্ম্মানীদিগের প্রতি উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাহারাও বিচারে দণ্ডিত হইয়াছে। কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইলে,অনেক উষ্ণমস্তিষ্ক ভণ্ড পরহিতৈষী খৃষ্টানই লজ্জা ও অভিমানে নীরব হইলেন। এই ঘটনার এই-স্থলেই যবনিকা পতন হইল না; কনষ্টাণ্টিনোপলের বিদ্রোহী আর্ম্মানীগণ এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়া, এক দিন হঠাৎ তত্রত্য "ওস্মানীয়া ব্যাঙ্ক"লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা ডাইনামাইটাদি দাহ্যপদার্থের সাহায্যে ব্যাঙ্কের বিশাল বাটী ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সুলতানের সুদক্ষ কর্ম্মচারীগণ এ গোলযোগও সহজে নিবারণ করিলেন। বিদ্রোহীদিগের অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। অতঃপর আর্ম্মানী গোলযোগের এক প্রকার অস্তিত্ব লয় প্রাপ্ত হইল।

আর্ম্মানী গোলযোগের জের মিটিতে না মিটিতে, খৃষ্টান গুপ্তচরদিগের উত্তেজনায় তুরস্কের শাসনাধীন ক্রীট দ্বীপের খৃষ্টান প্রজাগণ ভীষণ বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। তাহারা হঠাৎ কয়েকটী অরক্ষিত তুরস্ক সৈনিক-ঘাটী আক্রমণ করিয়া, তত্রত্য স্বল্প-সংখ্যক মুসলমান সৈন্যের মধ্যে কয়েকজনাকে সংহার করিয়া ফেলিল। তৎপর দলবদ্ধ হইয়া নিরীহ মুসলমান প্রজাদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। মহামান্য সুলতান, সৈনিক বলে বিদ্রোহীদিগের দর্পচূর্ণ করিবার অভি-প্রায় প্রকাশ করাতে, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ তাহার প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। তাহাদের প্রতিবাদ কেবল কাগজ কলম বা বাক্-বিতণ্ডায় পর্য্যবসিত হইল না, ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ জাহাজ সকল ক্রীট্ দ্বীপের সম্মুখে সমবেত হইল। ইহাদের বিরুদ্ধাচরণে সুলতান তথায় সৈন্য পাঠাইতে পারিলেন না; ওদিকে গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট, ক্রীটানদিগের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক, তথায় সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিলেন। গোলা বারুদ এবং রসদাদি দ্বারা গ্রীক্‌গণ, ক্রীটান বিদ্রোহীদিগের সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইউরোপীয় অন্যান্য রাজশক্তি গ্রীকের একার্য্যে প্রকাশ্য ভাবে প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু গ্রীক্ জানিনা কোন্ সাহসে তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ভিতরে ভিতরে কোনও প্রবল রাজশক্তির উত্তেজনা না থাকিলে, ক্ষুদ্রাদপি গ্রীক্ কোনওক্রমেই প্রবল পরাক্রান্ত ওস্মানীয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইতেন না। যাহা হউক, কর্ণেল ভেসা-

সের নেতৃত্বাধীনে বহুসংখ্যক গ্রীক্ সৈন্য ক্রীট্ দ্বীপে প্রেরিত হইল। গ্রীক্‌দিগের সাহায্য লাভ করিয়া ক্রীটের দুর্দ্দান্ত খৃষ্টান-গণ তত্রত্য মুসলমান প্রজাদিগের উপর ভীষণ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল। সে অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট একদিকে ক্রীটে সৈন্য প্রেরণ করিলেন, পক্ষান্তরে তাহাদের বিপুল সৈন্য খাস্ তুরস্ক সাম্রাজ্য আক্রমণ জন্য থেসালিক্ষেত্রে সমবেত হইল। যাহাহউক, এক্ষণে আমরা গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।
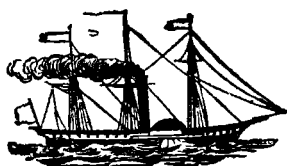
মহামান্য সুলতান গাজী আব্দুল হামিদ খান।
(বর্ত্তমান সময়ের ছবি)

গ্রীস্-তুরঙ্ক যুদ্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

যুদ্ধের পূর্ব্বাভাষ।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভ হইতে, ইউরোপের রাজনৈতিক গগন ক্রমশঃ ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। ইউরোপের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে যে এক খণ্ড কাল মেঘ দেখা দিয়াছিল, ভবিষ্যতে তাহা যে কি ভয়ঙ্কর ফল প্রসব করিবে, পূর্ব্বে তাহা অনেকেই অনুভব করিতে পারেন নাই। ভূমধ্য সাগরের বক্ষস্থিত ক্রীট্‌দ্বীপে যে মেঘ খণ্ডের উৎপত্তি, ধীরে ধীরে সেই মেঘ খণ্ড ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া সমুদ্রের উপকূল ভাগ—পরে গ্রীক্, থেসালি, ইপাইরস্, মাসিডোনিয়া প্রভৃতি প্রদেশ সমূহ আচ্ছন্ন করিল। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল; কিন্তু ক্রমেই ঘন ঘটার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিচক্ষণ ও বহুদর্শী ব্যক্তিগণ তখন হইতেই অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন যে, ক্রীট্ দ্বীপের সেই ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড একদিন ভয়ঙ্কর বাত্যাবর্ত্তের সূচনা করিবে। কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ১৭ই মার্চ্চের পূর্ব্বে তুরঙ্ক সাম্রাজ্য, তুর্কী-জাতি, তুর্কী শাসন-প্রণালী এবং তুরঙ্ক গবর্ণমেণ্টের নৈতিক, আর্থিক ও সামরিক অবস্থা সম্বন্ধে শত শত প্রকার প্রতিকূল সমালোচনা শ্রুত হওয়া যাইত। তুরঙ্ক কিছুকাল পূর্ব্বে, রুসিয়ার জার কর্ত্তৃক

"রুগ্ন বৃদ্ধপীড়িত" বলিয়া যে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ত সর্ব্বসাধারণ ইউরোপবাসীর মুখেই প্রতিধ্বনীত হইত। আর্ম্মেনিয়ার বিদ্রোহ-দমন-ব্যাপারে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া কোন কোন খৃষ্টীয়ান পুঙ্গব মহামান্য আমিরুল মুমেনিনকে যেরূপ জঘন্য ভাষায় গালি বর্ষণ করিয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইউরোপীয় সৌজন্যের পক্ষে বিষম লজ্জাজনক ব্যাপার। সুলতানকে অত্যাচারী, শোণিত পিপাসু, কসাই-চরিত্র, নর হত্যাকারী, দস্যু, দানব প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের ঘৃণিত বিশেষণে বিশেষিত করিতে ত্রুটি করে নাই। এমন কোন ঘৃণাজনক শব্দ নাই, যাহা সুলতানের প্রতি প্রযোগ না করা হইয়াছে। যিনি মুসলমান জগতের একমাত্র নেতা, যাঁহার সহিত পৃথিবীর ৩৬ কোটি মুসলমানের হৃদয়ের সম্বন্ধ, যাঁহার নাম মাত্র উচ্চারণ করিতে মুসলমান-হৃদয় ভক্তিরসে দ্রবীভূত হয়, যিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মের একমাত্র রক্ষক—এবং মক্কা, মদিনা, বয়েতলমোকদ্দস্‌, কারবালা, নজফ্‌, বোগদাদ প্রভৃতি ধর্ম্মস্থান সমূহের সম্মানিত সেবক; যিনি আরব, আজম, পশ্চিম এসিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপীয় তুরস্কের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যাঁহার ইঙ্গিতে মাত্রে লক্ষ লক্ষ মুসলমান, হৃদয়ের শোণিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত; যিনি মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, য়িহুদী, অগ্ন্যুপাসক প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকের শাসনকর্ত্তা, যিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মগুরু মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দরুদ) মোস্তাফার ও তদীয় খোল্‌ফায়ে রাশেদিনগণের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, যাঁহার

অধিকারে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকই জাতি বর্ণনির্ব্বিশেষে শান্তির সহিত বাস করিতেছে, এহেন জগন্মান্য ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, উদার হৃদয়, ন্যায় পরায়ণ সম্রাট্‌কে যাহারা গালিবর্ষণ করিতে পারে, তাহাদের ন্যায় নির্লজ্জ ও বে-আদব মনুষ্য পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। স্বধর্ম্মে গোঁড়ামী করিতে যাইয়া এরূপ নীচ প্রবৃত্তির অধীন হওয়া মনুষ্যত্বের লক্ষণ নহে। এরূপ নীচাশয় লোকদিগের অসংযত রসনা, সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেদিগের ঈদৃশ অপরাধ কতকটা মার্জ্জনীয় বটে, কিন্তু যাঁহারা রাজনীতিবিদ, চিন্তাশীল, উচ্চ শিক্ষাভিমানী ও উন্নতমনাঃ লোক বলিয়া যশস্বী, তাঁহাদের এরূপ নীচ ব্যবহার ও ধৃষ্টতা নিশ্চয় অমার্জ্জনীয়। মৃত গ্লাডষ্টোন সাহেব এই শ্রেণীর লোকের অগ্রণী ছিলেন।

গ্রীস্ তুরস্ক যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, তুর্কী সৈন্যদিগের সম্বন্ধে ইউরোপীয় জন-সাধারণের এরূপ ধারণা ছিল যে, তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা পূর্ণ সাধারণ বন্দোবস্ত ও শাসন প্রণালীর ন্যায়, সামরিক বন্দোবস্ত ও কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং অকর্ম্মণ্য। সেনাপতিগণ যুদ্ধ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ, সৈন্যগণ যুদ্ধ কার্য্যে অনুপযুক্ত ও অনভ্যস্ত; সামরিক বিভাগের বন্দোবস্ত শৃঙ্খলা শূন্য। ইহার উপর রসদের অভাব, ভারবাহী শকট ও পশ্বাদির অপ্রতুল, গোলা বারুদের অনাটন; আবার যুদ্ধ জাহাজগুলি একেবারে অকর্ম্মণ্য। সর্ব্বোপরি অভাব—রাজকোষে অর্থ নাই। মোটের উপর রাজ্যের সকল অবস্থাই শোচনীয়

অবস্থা‍েন্ন। তুরস্কের অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যগণ নিতান্ত অনুপযুক্ত ও অপদার্থ। তাহারা অনাহারে জীর্ণশীর্ণ, বেতন অভাবে উৎসাহ হীন ও ভগ্নহৃদয়। এই সকল সৈন্য কোন ও রূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। ইহাদের শরীরে সৈনিক-পরিচ্ছদ (উর্দী) নাই, পায়ে জুতা নাই, মস্তকে উপযুক্ত টুপি নাই। তোপ সমূহে মান্ধাতার আমল হইতে মরিচা ধরিয়া আছে। অশ্বচালিত তোপখানার জন্য অশ্ব নাই, বরং মুটে বা আমোদ-প্রিয় ক্রীড়াশীল বেকার গ্রাম্য বালকেরা উহা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে টানিয়া লইয়া যায়। অস্ত্রশস্ত্র সমস্তই অতি পুরাতন ও অকর্ম্মণ্য। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে সে সকল অস্ত্র ব্যবহারেরই অনুপযুক্ত। সৈন্যদিগের অদৃষ্টে দুবেলা আহার জুটেনা, ন্যূন পক্ষে ছয় ছয় মাসের বেতন বাকি। যখন তুর্কী সৈন্যের এরূপ অবস্থা সাধারণে প্রকাশ ছিল, তখন গ্রীক্‌গণ কেন না তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবে? নিজ শক্তি সামর্থ ও বাহুবলের উপর ত গ্রীকের যথেষ্ট ভরসা ছিলই, তাহার উপর ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের করুণ-কৃপা-কটাক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যে দুর্ব্বল ও উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত তুর্কীকে একই আক্রমণে লণ্ড ভণ্ড করিয়া, উহার অস্থি পঞ্জর চূর্ণ এবং বিপুল রাজ্যাংশ করতলস্থ করিতে কেননা বাসনা জন্মিবে? নবোত্থিত প্রুসিয়া কিরূপে ভীম পরাক্রম ফরাশী শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল, ক্ষুদ্র জাপান কিরূপে বিশাল দেহ চীনকে লণ্ডভণ্ড করিয়াছিল, গ্রীক্‌গণ তাহা জানিত; সেই

আশার কুহকিনী মন্ত্রে বিভোর হইয়া তাহারা তুরস্কের কণ্ঠচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হয়। গ্রীক্ স্বয়ং এবং তাহার পরামর্শ দাতা শুভানুধ্যায়ীগণ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, ৬০০০০ ষাটি হাজার গ্রীক্ সৈন্য সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেই, জরাজীর্ণ তুর্কীকে উৎসন্ন দেওয়া যাইবে। তুর্কীর পক্ষে স্বীয় আবশ্যকীয় মেষ ও গর্দ্দভ গুলি সংগ্রহ করাই ত অসম্ভব; একান্ত পক্ষে তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেও, রসদ এবং যুদ্ধ সামগ্রী নিয়মিতরূপে সরবরাহ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে। গ্রীসের প্রবল যুদ্ধ জাহাজ গুলি সমুদ্রে উপস্থিত থাকিতে, তুর্কীর কোন জাহাজই সৈন্য বা রসদাদি যুদ্ধক্ষেত্রে পঁহুছাইতে পারিবে না। বরং গ্রীক্-সমরপোত গুলি সমুদ্র তীরবর্ত্তী সমুদায় তুরস্ক নগর ও বন্দর তোপে উড়াইয়া দিয়া, ডার্ডনেলিস প্রণালীতে যখন স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিবে, এবং সালোনিকা হইতে কনষ্টাণ্টিনোপল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেলওয়ে লাইনগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবে, তখন তুর্কীর সকল আশা ভরসাই ফুরাইবে; সুতরাং তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।

ফলতঃ দুরাশাগ্রস্ত গ্রীস্, তুর্কী যুদ্ধ জাহাজ সমূহের শক্তি অনুভব করিতে না পারিয়া, তুর্কীকে মৃতবৎ জড়পদার্থ কল্পনা করিয়াছিল। সংবাদপত্র সমূহের অমূলক বর্ণনা ও ইউরোপীয় জনসাধারণের অযথা জনরবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, অদূরদর্শী গ্রীস্, স্বীয় পতনের পথ পরিষ্কার করিয়া লইল। ইউরোপীয় খৃষ্টান মণ্ডলী তুর্কীকে যেভাবে রঙ্গালয়ে উপস্থিত করিয়াছিল;

রঙ্গালয়ের যবনিকা উত্তোলিত হইলে তৎপরিবর্ত্তে তুর্কীর বীরত্ব ব্যঞ্জক ভীষণ চেহেরা দর্শকমণ্ডলীর নেত্রপথে পতিত হইল। সে মূর্ত্তি দর্শনে দর্শকবৃন্দের হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাহারা কি দেখিতে আসিয়া কি দেখিলেন? কোথায় জীর্ণশীর্ণ, রুগ্ন ও মৃতকল্প তুর্কী তাহাদের নেত্রপথে পতিত হইবে, তাহা না হইয়া হৃষ্ট-পুষ্ট-বলীষ্ঠ ও প্রকাণ্ডকায় বীরমূর্ত্তি নেত্রপথে পতিত হইয়া তাহাদিগকে ভীত, বিস্মিত এবং চমৎকৃত করিয়া তুলিল। দর্শকগণ যেন হঠাৎ স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত। এরূপ অভাবনীয় দৃশ্য দেখিতে হইবে বলিয়া তাহারা স্বপ্নে ও চিন্তা করেন নাই। ফলতঃ বায়ুবৎ দ্রুত গমনশীল প্রকাণ্ড আরবীয এবং উল্কা বা বিদ্যুদ্বৎ তীব্র গতি বিশিষ্ট বিরাটকায় তুর্কী অশ্ব সমূহ স্বীয় আরোহীদিগকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্রই, ইউরোপীয় পাঁচ খানি বৃহৎ সংবাদপত্রের বিচক্ষণ সংবাদদাতাগণ টেলিগ্রাফ যোগে তুর্কী সৈন্যদিগের বীরত্ব ব্যঞ্জক ভাব ও অদম্য উৎসাহ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ প্রেরণ করিয়া, নিদ্রিত ইউরোপকে জাগরিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন যে, প্রাচীন তুর্কী জাতির সাহস, বীরত্ব ও সংগ্রাম পটুতা তাহাদের বর্ত্তমান বংশধরদিগের মধ্যে, পূর্ণ ভাবে বিরাজমান। তুর্কীদিগের ন্যায় সুচতুর, সাহসী, রণদক্ষ, পরাক্রমশালী ও সবলকায় সৈনিক পুরুষ পৃথিবীতে বিরল। দুই সপ্তাহের পরীক্ষায় অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, তুর্কীর অতুলনীয় সাহস ও অনুপম বীরত্বের বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে

ইউরোপীয় সংবাদপত্র সম্পাদক ও তাঁহাদের সংবাদদাতাগণ যে সকল অমূলক সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্যতা বর্জ্জিত। তুর্কীগণ স্বকীয় বীরত্ব ও সংগ্রাম কৌশল দেখাইবার সম্পূর্ণ সুবিধা পাইয়া, প্রথম আক্রমণেই প্রদর্শন করিল যে, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বল এক অদ্ভুত শক্তি বিশিষ্ট। পৃথিবীর কোন জাতিই তাহাদের সহিত এ বিষয়ে তুলনায় যোগ্য নহে। ইউরোপীয় সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ তুরস্ক শিবিরে পঁহুছিয়াই, তুর্কী সৈন্যদিগের সহিত একত্রে আহার করিলেন। এই সকল সংবাদদাতা যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুর্কী সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। ইঁহারা ইউরোপীয় নিদ্রিত লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, তুর্কী সৈন্য সম্বন্ধে এযাবৎ যে সকল গুজব শুনা গিয়াছে, তৎসমুদায়ই অযথা কল্পনা মূলক। তুর্কী সৈন্যগণ বর্ত্তমান সময়ের অবস্থানুসারে পার্ব্বত্য ব্যাটারি, ফিল্ড্ ব্যাটারি এবং অশ্ব কর্ত্তৃক আকর্ষিত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তোপ সমূহ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত। অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজদিগের অবস্থা খুব উৎকৃষ্ট ও সমুন্নত। তুর্কী গোলন্দাজগণ নূতন আবিষ্কৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট তোপ সমূহকে এরূপ কৌশল ও শৃঙ্খলার সহিত নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং এমনই অব্যর্থ লক্ষ্য স্থির করিয়া শত্রুপক্ষের প্রতি গোলাবর্ষণ করে যে, দেখিলেই বোধ হয়—ইহাদিগকে অতি যত্ন ও সতর্কতা সহকারে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রভূত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয়ে ইহাদিগকে

এরূপ উন্নত আকারে শিক্ষিত করা হইয়াছে। যে সকল নূতন আবিষ্কৃত যুদ্ধাস্ত্রাদি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের নিকট অত্যন্ত গৌরবের সামগ্রী, তুর্কীদিগের নিকট উহা ছেলে খেলার উপকরণ বলিয়া উপেক্ষিত। ইউরোপীয় বহুদর্শী খৃষ্টান বীর পুরুষগণ যে সকল স্বদেশ বৎসল গ্রীক্ ধর্ম্মবীর, এবং অনুপম যোদ্ধা বলিয়া প্রতিষ্ঠাশালী গ্রীক্ সৈন্যদিগকে অজেয় ও তুর্কী জাতির বিধ্বস্তকারী উচ্চ শ্রেণীর যোদ্ধারূপে কল্পনা করিয়া, অটোমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারা তুর্কী সৈন্যদলের সম্মুখীন হইবামাত্রই, দুর্ব্বলচিত্ত পলায়নপর কাপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তুর্কী পদাতি সৈন্যের বীরত্ব ব্যঞ্জক সৈনিক চেহারা এক দিকে যেমন ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ, পক্ষান্তরে তাহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ ও অনুপম সংগ্রাম কৌশল-প্রকাশক উন্নত খেয়াল তেমনই অশেষ প্রশংসার যোগ্য। উহারা যুদ্ধের প্রথম দিনই একের পর অন্য গ্রীক্ মুরচাগুলি সঙ্গীণের সাহায্যে অধিকার করিতে সক্ষম হইল। এতদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, ভুবনবিদিত মহাবীর গাজী ওস্মান পাশার আবির্ভাব ও তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব সূচক জয়লাভে তুর্কী সৈন্যদিগের যে অকুতোভয়তা ও বীর্য্যবত্তা প্রমাণিত হইয়াছিল, উহার কোন উপকরণই এযাবৎ তুর্কীদিগের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। মেলুনা পাশের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তুর্কীদিগের জয়পরম্পরা নিতান্তই গৌরবজনক ছিল। পরবর্ত্তী ভয়াবহ যুদ্ধগুলি সাধারণতঃ পৃথিবীকে এবং

বিশেষতঃ গ্রীক্ জাতিকে বিংশতি শতাব্দীতে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তুর্কীগণ কি ভয়ানক পদার্থ!! দেশের দুর্গমতা বশতঃ তুর্কীগণ কেবল পদাতি সৈন্য ও পার্ব্বত্য তোপ শ্রেণীর দ্বারা আপনাদের কার্য্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। নিয়মিত গ্রীক্ সৈন্যের নিকট উপযুক্ত তোপখানা ছিলনা। তাহারা অনর্থক আত্মবিনাশ করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল। তাহাদের দুরাশার শোচনীয় পরিণাম হাতে হাতে ফলিয়াছিল। এই যুদ্ধে গ্রীকদিগের অসংখ্য যোদ্ধা সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল। তাহারা "মারাথন" ও "থার্ম্মপলির" বিজয়-কাহিনী স্মরণ করিয়া উৎসাহ ভরে, রণসাগরে ঝাপ দিয়াছিল, কিন্তু পরিণামে ফল বিপরীত হইল। গ্রীক্দিগের সৈন্য-সংখ্যা প্রথমে তুর্কীসৈন্যের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, কিন্তু তুর্কীগণ মেলুনা পাশের ভীষণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া, উক্ত স্থান, অধিকার করিবামাত্রই গ্রীক্দিগের সর্ব্বপ্রধান সৈনিক-আড্ডা লারিসা, এবং ভোলো এমন কি—রাজধানী এথেন্স যাইবার পথ তুর্কীদিগের জন্য বিমুক্ত হইয়া গেল। দমকো যুদ্ধের পর যদি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ তুরস্কের মহামান্য সুলতানকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে সবিনয়ে অনুরোধ না করিতেন, তবে মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশা কর্ত্তৃক পরিচালিত তুর্কী বাহিনী আর এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজধানী এথেন্স অধিকার করিতে সক্ষম হইত সন্দেহ নাই। মেলুনা পাশের যুদ্ধের পরই ইংলণ্ডের দূরদর্শী ও সংগ্রাম নিপুণ সৈনিক পুরুষগণ

সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যে, উপস্থিত যুদ্ধ অতি অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে।

যুদ্ধারম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই প্রমাণীকৃত হইল যে, গ্রীক্‌দিগের যুদ্ধোপকরণ গুলি তুর্কী যুদ্ধোপকরণের তুলনায় নিতান্ত সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর। গ্রীক্‌ সৈন্যদলের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব যে সকল ভৃতিভূক্‌ নূতন সৈন্য দ্বারা গঠিত ছিল, তাহাদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও অভিজ্ঞতা ছিল না। ঐ সকল সৈন্য কোনরূপ নিয়মেরও অধীন ছিল না। সৈন্য-দিগের কথা দূরে থাকুক, সৈনিক অফিসারদিগের ও অধি-কাংশ যুদ্ধ কার্য্যে অনভ্যস্ত এবং অশিক্ষিত ছিল। যোদ্ধৃপুরুষ-দিগের মধ্যে যে সকল গুণ ও শক্তি থাকা আবশ্যক, গ্রীক্‌ সৈন্য ও সেনানীদিগের মধ্যে তাহার কিছুই ছিল না। প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ ও রসদাদির সম্পূর্ণ অপ্রতুল ছিল। নিতান্ত ব্যস্ততার সহিত কষ্টে সৃষ্টে যে যৎকিঞ্চিৎ রসদ সংগৃহীত হইয়া-ছিল, তাহাও নিতান্ত কদর্য্য ও অকর্ম্মণ্য। ভারবাহী পশ্বাদির ও সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইয়াছিল। গ্রীক্‌গণ বুল-গেরিয়া ও মাসিডোনিয়ার খৃষ্টানবর্গের নিকট সাহায্য ও সহানু-ভূতির সম্পূর্ণ আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা যুদ্ধকালে মহা-মান্য আমিরুল মুমেনিনের অন্যান্য অনুগত ও বিশ্বস্ত প্রজার ন্যায় চুপ করিয়া ছিল। গ্রীক্‌গণ কল্পনা বলে শূন্য পথে 'কেল্লা' নির্ম্মাণ করিতেছিল, পরিণামে কল্পনাই সার হইল। গ্রীসের অনন্ত আশার দৌড় কত, পাঠকগণ একবার তাহা দেখাক

করুন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এদিকে আমি ৬০ হাজার রণোন্মত্ত সৈন্যের সাহায্যে মাসিডোনিয়া ও ইপাইরস্ অধিকার করিয়া লইব, ওদিকে সার্ব্বিয়া, বুলগেরিয়া ও মণ্টেনিগ্রিয়া ভীম পরাক্রমে তুরস্ক সাম্রাজ্যে আপতিত হইয়া, তুর্কী সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে। তৎপর যাহা ঘটিবে, তাহা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল হইবে না। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম ও আমেরিকা সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল যে, যদি ও ইহারা প্রকাশ্যভাবে সৈনিক সাহায্য না করুন, কিন্তু অন্ততঃ সৈন্য-দিগের ইউনিফরম পরিবর্ত্তন করাইয়া, উহাদিগকে ভলেণ্টিয়ার নিযুক্ত করত অবশ্যই গোপনভাবে আমাদিগের সাহায্য করিবেন। অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থাদির দ্বারা ত নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘটনাচক্রে ও দয়াময় জগদী-শ্বরের অপূর্ব্ব কৌশল প্রভাবে ব্যাপার অন্যরূপ হইয়া দাঁড়া-ইল। লীলাময়ের বিচিত্র লীলা কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে? তিনি কোন্ কৌশলে স্বীয় প্রিয়তম একেশ্বরবাদ অর্থাৎ ইস্লাম ধর্ম্মকে জীবিত রাখিবেন, তাহা কাহার ও বুঝিবার শক্তি নাই। যদি বিধাতার বিধান ইস্লামের অনু-কূল না হইত, তবে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী খৃষ্টানদিগের অত্যাচারে এতদিন ইস্লাম ধর্ম্মের অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইত। ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের প্রায় সকলেই দৃঢ় পারিবারিক সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ। কিন্তু লীলাময় খোদাতালা, সূক্ষ্মতম

রাজনৈতিক কৌশল প্রভাবে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব বিচ্ছেদ সঙ্ঘটন করিয়া রাখিয়াছেন। উপস্থিত ক্ষেত্রেও সেই কৌশলে দুরাশাগ্রস্তদিগের প্রবল আশালতা সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পর তুর্কী গবর্ণমেণ্ট যখন গ্রীসের নিকট যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবি করিলেন, তখন দৃষ্ট হইল যে, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট একেবারেই দেউলিয়া। রাজকোষে অর্থ নাই; রাজ্যের অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয়; প্রজাবৃন্দ ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত। এরূপ অর্থ সামর্থহীন ক্ষুদ্র রাজশক্তি যে অতুল বল বিক্রমশালী প্রচণ্ডতেজাঃ তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের সহিত রণরঙ্গে মাতিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার একান্তই দুর্ম্মতি বলিতে হইবে। রোমান ক্যাথালিক ধর্ম্মগুরু রোমের পোপ, ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের কতিপয় উষ্ণমস্তিষ্ক মেম্বর এবং ইটালির জেনেরল গ্যারিবল্ডি-তনয়-প্রমুখ কতকগুলি ভলেণ্টিয়ারের ক্রিয়াকলাপ ইহা অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। প্রধানতঃ ইহাদেরই উত্তেজনা বলে উৎসাহিত হইয়া গ্রীক্-রাজ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী লর্ড স্যালিস্‌বারি এতৎসম্বন্ধে বড়ই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি স্বীয় রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু লর্ড বিকন্স্‌ফিল্ডেরই পদানুসরণ করিয়াছিলেন। যাহাতে এই অনর্থকরী শোণিতপাত হইতে মনুষ্যকুল রক্ষা পায়, তৎপক্ষে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। যুদ্ধান্তে

ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া গ্রীস্ নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতা ও অবিমৃশ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। যেমন ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ফরাশী জনসাধারণের উগ্র উত্তেজনা ও আত্মদ্বন্দ্বাদির নিরাকরণ মানসে সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন জর্ম্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন; যেমন পঞ্জাবাধিপতি মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর, দুরন্ত শিখ-খালসা সৈন্যের উৎকট রণ-কণ্ডুয়ণ নিরাকরণ মানসে, শিখ প্রধানগণ তাহাদিগকে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন; সেইরূপ গ্রীক্‌দিগের উগ্র উত্তেজনা ও বিকট সমর-পিপাসা দূরীকরণ মানসে, গ্রীক্‌রাজ আত্মশক্তির পরিমাণ না বুঝিয়া ভীম কালান্তক সদৃশ তুর্কীর সহিত বলপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ফরাশী ও শিক জাতির পরিণামে যে দশা হইয়াছিল, প্রস্তাবিত যুদ্ধে গ্রীক্‌দিগেরও সেইরূপ বা তদপেক্ষা শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। প্রথমোক্ত দুই যুদ্ধে কতকটা সামঞ্জস্য ছিল। জর্ম্মণ অপেক্ষা ফরাশী বা ব্রিটিশ-সিংহ অপেক্ষা শিক জাতি সাহস, পরাক্রম, শক্তি সামর্থ্য বা সৈনিক বলে তাদৃশ দুর্ব্বল ছিল না, কিন্তু তুর্কীর তুলনায় গ্রীক্ জাতি অতিমাত্র নগণ্য ছিল। সুতরাং 'সুলতানতে ওস্মানীয়ার' সহিত গ্রীকের যুদ্ধ ঘোষণা কেবল ঔদ্ধত্য প্রকাশ নহে— বরং অতি গুরুতর অপরাধ ও অসম্ভব "বে-আদবি" ছিল সন্দেহ নাই। গ্রীক্‌রাজ যদি ন্যাসনাল সোসাইটির লোকগুলিকে শাসনে আনিয়া ধীর ভাবে কার্য্য করিতেন; স্বীয় সৈন্যগণকে সর্ব্বাগ্রে

তুর্কীদিগের অধিকারে অগ্রসর হইতে না দিতেন, তবে তাঁহার সামরিক প্রাধান্য ও রাজকীয় গৌরব এরূপ ভাবে বিনষ্ট হইত না। ফলতঃ গ্রীক্‌গণ প্রথমে যুদ্ধদানে অগ্রসর ও পরে প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধঘোষণা করাতে, স্পষ্টই অনুভূত হইয়াছিল যে, উহাদিগের পতনকাল আসন্ন। গ্রীক্ জাতি মহাবল পরাক্রান্ত তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছিল। যে তুর্কীর ভীষণ পরাক্রম সহ্য করা মহাবল পরাক্রান্ত রুসিয়ার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল, যাহার এক চপেটাঘাতে ভীম যোদ্ধা সার্ব্বীয় ও মণ্টেনিগ্রিয়-গণ অল্পদিনের মধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল; সামান্য গ্রীস্ তাঁহার নিকটে কোন ছার। গ্রীসের এইরূপ গায় পড়িয়া ঝগড়া বাঁধানো ব্যাপার ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ ও মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে তুর্কীর অধিকারে অগ্রসর হইয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার এরূপ হঠকারীতার জন্য তিনি নিজেই দায়ী। তুরস্ক প্রথম হইতেই নির্দ্দোষ, কিন্তু গ্রীসের বাড়াবাড়ি যখন চরমে উঠিল, গ্রীক্ সৈন্যগণ যখন সীমান্ত রেখা অতিক্রম করিয়া, তুরস্কের অধিকারে প্রবেশ করিল, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল। এই যুদ্ধের প্রারম্ভেই অনুভূত হইয়াছিল যে, তুর্কী সৈন্যগণ সহজেই গ্রীক্ রাজধানী এথেন্স নগর অধিকার করিতে সক্ষম হইবে। গ্রীক্‌গণ ক্রমাগত পরাজিত হইয়া ও নিতান্ত নিরন্ন এবং নিরাশ্রয়ের ন্যায়

আপনাদের মিথ্যা জয়সংবাদ ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যুদ্ধক্ষেত্রের সেই সকল মিথ্যা সংবাদ এথেন্সে পহুঁছিলে, বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ টেলিগ্রাম ওয়ালা রিউটার কোম্পানি, উহাতে একটু মাত্রা চড়াইয়া, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঐ মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রথম প্রথম তুর্কী সৈন্যের পরাজয়বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইয়াছিল। পরে যুদ্ধ ক্ষেত্রের সংবাদদাতাদিগের দ্বারা এবং তুর্কীর রাজকীয় সংবাদবাহী টেলিগ্রামযোগে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এক্ষেত্রে তুর্কীর বীরত্ব একবার অনুভব করুন। মহাবল পরাক্রান্ত রুশীয়গণ বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র এবং উপযুক্ত পরিচালক হীন তাতার ও তুর্কমানদিগের বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াও কত দীর্ঘকালে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; দিগ্বিজয়ী ব্রিটিশ সিংহ, সামান্য পার্ব্বত্য আফ্রিদি পাঠান-দিগের সহিত দীর্ঘকাল যাবৎ যুদ্ধ করিয়াও আংশিক কৃতকার্য্য মাত্র হইয়াছিলেন, আবার সুদানের মেহেদী-সৈন্যের সহিতও ক্রমান্বয় কয়েক বৎসর যাবৎ যুদ্ধ করিয়া বিপুল মিসর-সৈন্যের সাহায্যে, বৈজ্ঞানিক যুদ্ধোপকরণ বর্জ্জিত দরবেশ সৈন্যদিগকে পর্য্যুদস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন; মার্কিনের তুলনায় স্পেন অতি দুর্ব্বল; অথচ যে কিউবা দ্বীপ লইয়া স্পেনের সহিত মার্কিণের যুদ্ধ ঘটিল, তাহাও মার্কিণের গৃহ-প্রান্তে অবস্থিত; পক্ষান্তরে ফিলিপ্পাইন দ্বীপ ও স্পেন হইতে বহুসহস্র ক্রোশ

দূরে—সমুদ্র বক্ষে বিরাজমান। ইহা সত্বেও মার্কিণদিগকে যুদ্ধে কত বেগ পাইতে হইয়াছে। অর্থ সামর্থ্য ও রসদহীন হিস্পানীয় সৈন্যগণ কয় মাস যাবৎ মার্কিণের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিল; তাহা সকলেই অবগত আছেন। স্পেনের এক দিকে গৃহ-শত্রু বিদ্রোহী প্রজা, অন্য দিকে প্রবল বহিঃশত্রু মার্কিণগণ; এ অবস্থায়ও মার্কিণ শীঘ্র কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আবার চীন-জাপান যুদ্ধেও নব বলদর্পিত জাপানের, চীনকে পরাস্ত করিতে অনেক সময় কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিশ্ব-বিজয়ী তুর্কী সৈন্যগণ বিভিন্ন রাজ্যের ধর্ম্ম-বীর ও ভলেন্টিয়াবদিগের দ্বারা পরিপুষ্ট, বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত প্রায় সপ্ততি সহস্র গ্রীক্-সৈন্যকে দুই সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, সমগ্র থেসালি দেশ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গ্রীসের যুবরাজ স্বয়ং এবং গ্রীসের সমুদায় খ্যাত-নামা বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়াও তুর্কীদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা সকলেই প্রাণ লইয়া, অস্ত্র শস্ত্র ও রসদাদি ফেলিয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন। মহাবীর মার্শাল আদ্‌হাম পাশা হাসিতে খেলিতে এই যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ ৭।৮ জন জেনেরলের মধ্যে একজন মাত্র সেনাপতিই এই যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট ছিলেন। যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত তুর্কী সৈন্য "ডোমকো" নগর অধিকার এবং গ্রীক্‌দিগকে আর্থার পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে তাড়াইয়া না

দিয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত করিবার জন্য ইউরোপীয় কোন রাজশক্তিই অগ্রসর হন নাই।

১৮৭০।৭১ খৃঃ অব্দের ফ্রাঙ্ক-প্রুসীয় যুদ্ধে যে অবস্থা ঘটিয়াছিল; বর্ত্তমান গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধের পরিণাম ফল ও অবিকল সেইরূপ। উভয় যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত যুদ্ধে উভয় পক্ষে সৈন্যসংখ্যা অনেক অধিক ছিল; উপস্থিত যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ফ্রাঙ্ক-প্রুসীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে ফরাশী জাতির মধ্যে এরূপ উগ্র উত্তেজনা ও উৎকট উদ্দীপনা উপস্থিত হইয়াছিল যে, উহারা প্রুসীয় রাজধানী বার্লিনের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক, মহাচীৎকার ও কোলাহলের সহিত পারিস ও অন্যান্য নগরের রাজপথে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইত। এতদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকারে সামরিক উত্তেজনা প্রকাশ করিত। গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধের পূর্ব্বে এথেন্স্ নগরের রাজপথ এবং গলি সমূহেও গ্রীক্‌গণ "তুর্কী—তুর্কী" বলিয়া উচ্চৈশ্বরে চীৎকার করিত; এবং নানাপ্রকারে তুর্কীদিগের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করিত। গ্রীক্‌গণ পরস্পর বলিত, "এস ভাই, আমরা সশস্ত্রে থেসালি ক্ষেত্রে গিয়া সমবেত হই; তথা হইতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তুরস্ক রাজ্যে পতিত হইয়া, উহার ধ্বংস ও তুর্কীদিগের মহাবিনাশ সাধন করি।" গ্রীক্‌দিগের সেই উগ্র উত্তেজনা পূর্ণ বিকট চীৎকার, সদম্ভ আস্ফালন এবং বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে তুর্কীর ধ্বংস অনিবার্য্য বলিয়া প্রমাণিত করিতেছিল। কিন্তু তুর্কী সৈন্যগণ একই আক্রমণে প্রদর্শন

করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধবিদ্যায় তাহারা অতি উচ্চ ও গৌরবান্বিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহারা প্রকৃত সাহসী ও প্রকৃষ্ট যোদ্ধা। স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ রক্ষার জন্য তাহারা হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত দানে কিঞ্চিন্মাত্র ও কুণ্ঠিত নহে। যদিও ইউ-রোপীয় ন্যায়বাদী খৃষ্টানদিগের বাক্যানুসারে তাহারা নিয়মিত-রূপে বেতন পায় না, তাহাদের রসদের বন্দোবস্ত নিতান্ত জঘন্য, তথাপি ঐ সকল সৈন্যগণ আপনাদের স্বদেশ ও স্বজা-তির সম্মান-স্বাধীনতা এবং স্বীয় সম্মানিত অধীশ্বর মহামান্য আমিরুল মুমেনিন—আর সর্ব্বোপরি পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য, শত্রুদিগের সহিত এরূপ ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া-ছিল যে, পৃথিবীর কোনও জাতিই তাহাদের বীরত্বের উপর গৌরব লাভের উপযুক্ত নহে। এতন্নিবন্ধন গ্রীক্‌গণ প্রত্যেক যুদ্ধেই তুর্কীদিগের নিকট শোচনীয়রূপে পরাস্ত হইয়াছিল।

তুর্কী গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে ইউরোপীয় জন সাধারণের যে ধারণা ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রীক্ জাতি ও গ্রীক্-শক্তি সম্বন্ধে ইউরোপের সাধারণ ধারণা কিরূপ ছিল, একবার শ্রবণ করুন।

সমগ্র ইউরোপের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, স্বদেশ ও স্বজাতি-বৎসলতা এবং স্বধর্ম্মপরায়ণতা সম্বন্ধে গ্রীক্ জাতি জগতে অদ্বিতীয়। এবিষয়ে প্রাচীন গ্রীক্‌গণ সমগ্র জগতের শিক্ষা-গুরু। স্বদেশের গৌরব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইহারা অম্লান

বদনে জীবনোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত; ইতিহাস তাহার সাক্ষী। প্রাচীন গ্রীক্ জাতির শোণিত যখন ইহাদের ধমনীতে প্রবহমান, আর সেই পবিত্র গ্রীস্ ক্ষেত্রই যখন ইহাদের জন্ম-ভূমি, তখন পূর্ব্ব পুরুষদিগের সদ্‌গুণ ও সৎসাহস ইহাদের মধ্যে অবশ্যই বর্ত্তমান আছে। গ্রীক্ জাতি সামরিক কৌশলে অদ্বিতীয়, যুদ্ধবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত, বীরত্ব ও সাহসে অগ্রগণ্য। সুতরাং তাহারা রণপাণ্ডিত্য এবং বীর্য্যবত্তা প্রকাশে অতি উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। ইউরোপীয় সমরবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত-দিগের মধ্যে অনেকে গ্রীস্‌কে নব্য শিক্ষিত ও অভ্যুন্নত জাপা-নের সহিত, এবং তুরস্ককে জরাজীর্ণ চীনের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। এতদ্বারা স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল যে, যেমন ক্ষুদ্র জাপানের ভীষণ প্রতাপে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই চীনসৈন্য পরাজিত ও চীন সাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড হইয়াছিল; গ্রীক্‌গণও ইচ্ছা করিলে জরাজীর্ণ প্রাচীন তুরস্ককে সেইরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ ও পদদলিত করিয়া ফেলিতে পারিবে। আহা! ইউরোপীয় উদারচেতা খৃষ্টানমণ্ডলী আশার কতই মোহময়ী স্বপ্ন দেখিতেছিল! তাহাদের হৃদয় দুরাশার প্রবল উচ্ছ্বাসে কতইনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।! এস্থলে প্রস্তাবিত যুদ্ধের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী একখানি ইউরোপীয় সংবাদপত্রের মতামত কিয়ৎ পরিমাণে এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলে বোধকরি পাঠকবর্গের অতৃপ্তিকর হইবে না। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে, বিলাতের খ্যাতনামা সংবাদপত্র

'মর্ণিংপোষ্ট' কি লিখিতেছেন, শুনুন—"গ্রীসের সীমান্ত প্রদেশে বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হওয়া সম্বন্ধে "আমি গ্রীক্ জাতিকে নিবৃত্ত রাখিতে অক্ষম" গ্রীক্‌রাজের এরূপ উক্তি প্রয়োগ কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গ্রীক্‌গণ সর্ব্বদাই স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবনোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। ইহাদের হৃদয় প্রবল উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়াছে। সে উত্তেজনা কাহারও অনুরোধ উপরোধে দমিত হওয়া অসম্ভব। গ্রীসের রাজা যদিও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন; কিন্তু গ্রীসের প্রজা সাধারণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিছুতেই তাহাদের হৃদয়াবেগ নিবারিত হইবার নহে। তাহারা তুরস্ক হইতে, তাহাদের স্বজাতীয় ক্রীটানদিগের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। * * * * * * আর কিছু দিন পরে গ্রীক্‌কে ইপাইরস, সালোনিকা এবং ইজিয়ন্ সাগরের সমুদায় দ্বীপ শ্রেণীর উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে দেখিতে পাইব।"

ইহার মাসাধিক কাল পরেই মর্নিংপোষ্ট আপনার সুর কিরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন দেখুন। ৩০শে এপ্রিলের কাগজে লিখিত আছে, "গ্রীকের পরাজয় ত অবশ্যম্ভাবীই ছিল। গ্রীক্‌গণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আপনাদিগকে বীরজাতি বলিয়া সকল সময়ই আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক ইহারা দূরদর্শী নহে। যুদ্ধকার্য্যে ইহারা সুশিক্ষিত এবং অভ্যস্ত ছিল না। না উহাদের মধ্যে আপনাদের শত্রু পক্ষের (তুর্কীদিগের) ন্যায় সাহস ও সমর

সুরিয়া পাশা।

(মহামান্য সুলতানের প্রধান সেক্রেটারী)

নৈপুণ্য আছে, না সময়োচিত ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা আছে। গ্রীক্ সেনাপতি ও অফিসারগণ, তুর্কী সেনানীদিগের তুলনায় শিক্ষা-নবীস-ছাত্র সদৃশ। যে তুর্কীর শৌর্য্য-বীর্য্য ও পরাক্রম একাদিক্রমে ৬০০ ছয়শত বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পরাক্রান্ত শক্তিপুঞ্জ বিশেষরূপে অনুভব করিয়া আসিতেছেন, গ্রীক্‌গণ কোন্ সাহসে সেই তুর্কীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল?" ফলতঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর দুই একবার মাত্র সম্মুখ যুদ্ধ করিয়াই গ্রীক্‌গণ পলায়নপর হইয়াছিল। উহাদের অফিসারগণ আপনাদের অনুপযুক্ততা ও অক্ষমতার সংপূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। যদিও যুদ্ধ বন্ধের পূর্ব্বে গ্রীক্‌দিগের অনন্ত উৎসাহ ও উৎকট রণ-কণ্ডূয়নের সংবাদ শুনা গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা প্রায়ই সম্মুখ-সমরে অগ্রসর হয় নাই; প্রত্যেক যুদ্ধেই তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল। তুর্কীদিগের ভয়ে উহাদের হৃদয় এরূপ অভিভূত হইয়াছিল যে, কি নিয়মিত গ্রীক্ সৈন্য, কি নবসংগৃহীত অনিয়মিত সৈন্য, কি ধর্ম্মোন্মাদ ধর্ম্মবীরগণ, কি সাহায্যকারী বৈদেশিক ভলেণ্টিয়ারগণ সর্ব্ব-প্রকার সৈন্যদিগের সম্বন্ধেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, উহারা "যোদ্ধা" বা "সৈনিক" নামে বাচ্য হইবার সংপূর্ণ অযোগ্য। বরং উহাদিগকে বাজারস্থ হট্টগোলকারী সাধারণ জনগণের সহিত তুলনা করাই শ্রেয়ঃ। অফিসারগণ কোথায় সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাহা না করিয়া অতি চতুরতা ও সতর্কতার সহিত পূর্ব্বেই প্রাণ লইয়া

রণস্থল হইতে অদৃশ্য হইতেন। বলা বাহুল্য, এরূপ কাপুরুষগণের যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই বিড়ম্বনা ছিল।

গ্রীক্ সৈন্য ও তাহাদের অস্ত্র শস্ত্রাদির বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলে, পাঠকবর্গের কৌতুহল অবশ্যই নিবারিত হইবে। ফরাশিশ সৈন্যদলের পরিত্যক্ত অকর্ম্মণ্য মরিচা ধরা বন্দুক গুলিই গ্রীক্‌দিগের সম্বল। অধিকাংশ গ্রীক্ সৈন্যই ঐ বন্দুক দ্বারা সজ্জিত ছিল। অফিসারদিগের কার্য্য কলাপ দ্বারা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইয়াছিল যে, উহারা যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পুস্তকের ক, খ পর্য্যন্ত বোধ হয় পড়িতে পারে না। যুদ্ধকার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্রও অভিজ্ঞতা থাকিলে, তাঁহারা যুদ্ধের পূর্ব্বক্ষণেই পলায়ন করিয়া হাঁপ ছাড়িতেন না। যদিও তাঁহাদিগকে কথঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, কিন্তু যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ও সর্ব্বপ্রকার সামরিক কৌশলে পরিপক্ক তুর্কী সেনানীদিগের তুলনায় তাহারা শিক্ষার্থী বালক স্বরূপই ছিল। সামরিক কার্য্যের একক্ষুদ্র অঙ্গ মুরচাবন্দি ও উপযুক্ত সৈনিক ঘাটী স্থাপন কার্য্য পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। একটী মুরচা বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, অন্য মুরুচা হইতে যে সাহায্য লাভ করিবে, তাহার সুব্যবস্থা টুকু পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। ইউরোপের সাধারণ ধারণা ও সাধারণ বিশ্বাস এরূপ ছিল যে, এক একটী গ্রীক্ কয়েকটী তুর্কী সৈন্যের সমান। তাহাদের এরূপ বিশ্বাস ও ধারণা যে নিতান্তই হাস্যজনক ছিল, পরবর্ত্তী ঘটনা পরম্পরায় তাহা সুস্পষ্ট-

রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সেনাপতিদিগের আজ্ঞা প্রতি-পালন, সৈন্যদিগের পক্ষে অতি গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য। এই সৈনিক কর্ত্তব্য পালনে গ্রীক্‌দিগকে অতি অল্পই তৎপর দেখা গিয়াছে। নিয়মিত সৈন্যের ত এই অবস্থা। আর অনিয়মিত সৈন্য——যাহাদিগকে প্রজাসাধারণের মধ্য হইতে নূতন ভর্ত্তি করা হইয়াছিল, উহারা কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ ও বাক্-বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়া, সৈনিক ক্যাম্প-গুলিকে গ্রাম্য গল্পের আড্ডায় পরিণত করিযাছিল। এরূপ ক্ষেত্রে সেনাপতিগণ কোথায় গাম্ভীর্য্যের সহিত স্বীয় আদেশ প্রতি-পালন জন্য তাহাদিগের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করিবেন, এবং তাহাদের বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা বন্ধ করিয়া দিবেন, তাহা না করিয়া, তর্কশাস্ত্রের অনুসরণ করত সেই অযথা কলহকারী "বে-আদব" সৈন্যদিগকে ধীরভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, এবং তাহাদের আস্পর্দ্ধা বাড়াইয়া দিতেন। যখন তাহারা আপনা-দের আদেশের গুরুত্ব ও উপকারিতা বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন, তখন হয়ত এই হট্টগোলকারী বিশৃঙ্খল লোকগুলি "ঐ তুর্কী আসিল, ঐ তুর্কী আসিল" শব্দে চীৎকার করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত। যে পর্য্যন্ত কোনও নিরাপদ স্থানে না পঁহুছিত, সে পর্য্যন্ত তাহারা দৌড়িতে ক্ষান্ত হইত না। ঐ স্থানে পঁহুছি-য়াই আবার পূর্ব্ব তর্কের অবশিষ্টাংশ মীমাংসায় তৎপর হইত। নবগৃহীত ও ভলেণ্টিয়ার শ্রেণীর গ্রীক্ সৈন্যদিগের কার্য্য-কলাপ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, নিয়মিত

শিক্ষিত সৈন্যের পরিবর্ত্তে যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ নবগৃহীত সৈন্য ও অশিক্ষিত ভলেণ্টিয়ারদিগের উপর নির্ভর করা কোনও রাজশক্তিরই উচিত নহে। বরং উহারা কার্য্যক্ষেত্রে শত্রুদলের অপেক্ষাও অধিকতর সর্ব্বনাশ করিয়া বসে। জ্ঞানী শত্রুর নিকট যে ক্ষতির আশঙ্কা নাই, নির্ব্বোধ মিত্রের নিকট সে ক্ষতির আশঙ্কা সংপূর্ণরূপে পরিবিদ্যমান। বহুদর্শী ও অবস্থাভিজ্ঞ মহামান্য আমিরুল মুমেনিন ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন বলিয়া, যে সকল মজাহেদিন (ধর্ম্ম-যুদ্ধার্থী) যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগের নিকট বিনয়-নম্র বচনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর পাঠাইয়া ছিলেন যে, গ্রীসের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রাজকীয় সৈন্যই প্রয়োজনের অতিরিক্ত রহিয়াছে। তোমরা নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে স্ব স্ব গৃহে অবস্থান কর। রাজকীয় সৈন্যদলই গ্রীসের দর্প চূর্ণ করিয়া বিজয় লাভ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট এই প্রকৃষ্ট নীতির বিপরীতে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও যুদ্ধানভিজ্ঞ নব সংগৃহীত অনিয়মিত সৈন্য, ধর্ম্মের নামে যুদ্ধকারী "খৃষ্টান মজাহেদিন" ও ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভলেণ্টিয়ারদিগের উপর সংপূর্ণ ভরসা করিয়া, আপনাকে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। উহাতে যে কেবল গ্রীক্ যোদ্ধাগণই পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে। বরং গ্রীসের সুনাম, বীরত্ব, জাতীয় গৌরব ইত্যাদির সহিত অসংখ্য নিরীহ প্রজার ধন, মান ও জীবন নষ্ট হইয়াছে।

শত বৎসরেও গ্রীসের ক্ষতি পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ। যদিও নিয়মিত গ্রীক্ সৈন্যের শৃঙ্খলা কিয়ৎ পরিমাণে অক্ষুন্ন ছিল, কিন্তু অনিয়মিত সৈন্যদিগের বিশৃঙ্খল ভাব, ভীতিব্যঞ্জক আর্ত্তনাদ এবং শ্রেণীভঙ্গরূপে ইতস্ততঃ পলায়ন-ব্যাপারে তাহাদেরও উৎসাহ, সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছিল। লোকেরা বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখিয়াছিল যে, অনিয়মিত গ্রীক্ সৈন্যগণ যখন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া কোনও নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আশ্রয় লইত, তখন তাহারা সচকিত ভাবে সিগারেটের ধূম পান করিত, এবং কোন বৃক্ষ-পত্রের পতন শব্দ শুনিলেও, উন্মাদের ন্যায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া সেই দিকে গুলিবর্ষণ পূর্ব্বক, তাহাদের স্ব পক্ষীয় শত শত লোকের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিত।

গ্রীক্ ও তুর্কী দুই প্রতিপক্ষ দলের শত্রুতা যখন চরমে উঠিয়াছিল, উভয় পক্ষ যখন যুদ্ধের জন্য ক্ষিপ্তবৎ হইয়া গিয়াছিল, তখন কোন্ পক্ষ প্রথমে শত্রুদলকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অনিয়মিত গ্রীক্ সৈন্যগণই সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধদানে অগ্রসর হইয়া, তুর্কীর অধিকার আক্রমণ করে। এতদ্দ্বারা তুর্কীদিগের প্রতিহিংসা-বহ্নি এরূপ প্রবল ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে যে, তদ্দ্বারা পরিণামে গ্রীক্জাতি পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হয়। গ্রীসের সৈন্যনাশ, অর্থনাশ, সম্মান ও যশঃনাশ—ইত্যাদি অধঃপতনের সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, তুরস্ক গবর্ণমেণ্টই প্রথমে প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গ্রীক্‌দিগের অন্যায় বাড়াবাড়ি ও অযথা আস্ফালনে, অতুলনীয় যোদ্ধা ও বীরত্বাভিমানী তুর্কী সৈন্যগণের হৃদয় যেরূপ উদ্বেলিত ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিলনা। গ্রীক্‌দিগের বহ্বাস্ফোটে তুর্কী সৈন্যগণ এরূপ বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, আর বিলম্ব করিলে তাহারা অবাধ্য হইয়া মহাঅনর্থের সূত্রপাত করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, মহামান্য আমিরুল মুমেনিন যখন দেখিলেন, গ্রীক্‌দিগের রণ-কণ্ডূয়ন কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে; কোন রূপেই সোজাপথে আসিবার নহে—তখন অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া, গ্রীসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

যুদ্ধের পূর্ব্বে গ্রীক্‌দিগের মধ্যে কিরূপ উৎকট উত্তেজনা লক্ষিত হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইয়াছে; এক্ষণে গ্রীক্‌দিগের উচ্চ কল্পনা ও যুদ্ধের প্রবল ইচ্ছা সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গ্রীক্‌দিগের সংপূর্ণ ইচ্ছা হইয়াছিল যে, যে প্রকারেই হউক, তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তাহাদের প্রচণ্ড আঘাতে জরাজীর্ণ তুরস্ক যে মৃৎপাত্রের ন্যায় ভগ্ন হইয়া যাইবে, এ বিশ্বাস গ্রীক্‌দিগের হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরুক ছিল। গ্রীসের পূর্ব্বগৌরব পুনরানয়ন করিতে পারিবে বলিয়া, তাহাদের নিশ্চয় ধারণা

জন্মিয়াছিল। যুদ্ধের প্রসঙ্গ ব্যতীত গ্রীক্‌দিগের মুখে অন্য কোন কথাই ছিলনা। গ্রীক্, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নিকট এইমাত্র কামনা করিতেছিল যে, তাঁহারা যেন এসম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করেন। গ্রীক্‌দিগের ভরসা ছিল, তাহাদের যুদ্ধ জাহাজ গুলি তুরস্কের অধিকৃত দ্বীপ সমূহ অতি সহজেই অধিকার করিতে সক্ষম হইবে। আর গ্রীক্ সৈন্যগণ মাসিডোনিয়ার বিদ্রোহী খৃষ্টানদিগের সাহায্যে ঐ প্রদেশ অনায়াসে অধিকার করিয়া লইবে। উত্তর দিকে বুলগেরিয়া ও সার্ব্বিয়া ভীষণ যুদ্ধে তুর্কীদিগকে বিষম বিপন্ন করিয়া তুলিবে। তুর্কী যুদ্ধ জাহাজগুলি একেবারে অকর্ম্মণ্য থাকার বিশ্বাসে, গ্রীক্‌গণ ইহাও ভাবিয়াছিল যে, আমাদের যুদ্ধ জাহাজ সমূহ তুর্কীর অধিকৃত ইজিয়ন সাগরীয় দ্বীপব্যূহ অধিকার করত ভীম পরাক্রমে ডার্ডেনেলিস্ প্রণালীতে প্রবেশ লাভ করিবে, এবং পার্শ্ববর্ত্তী দুর্গ সমূহকে বিধ্বস্ত ও নীরব করিয়া, মর্ম্মরা সাগরে প্রবেশান্তর কনষ্টাণ্টিনোপলের অদূরে নঙ্গর করিবে; তৎপর সেন্‌ষ্টিফানুর সুবিখ্যাত সন্ধির ন্যায় তুর্কীর সহিত নিজের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও লাভজনক সন্ধি করা যাইবে। এতদ্দ্বারা তুরস্কের আর মাথা নাড়িবার শক্তি থাকিবে না।

গ্রীক্‌দিগের মধ্যে অনেকেই তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ছল অন্বেষণ করিতেছিল। তাহাদের মতে বার্লিন সন্ধিপত্রের ১১ ধারায় গ্রীক্‌কে ইপাইরস ও মাসিডোনিয়ার যে অংশ ছাড়িয়া দিবার উল্লেখ

ছিল, ১৮৮০ খৃঃ অব্দে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট সেই ভূভাগের সমগ্র অংশ গ্রীস্‌কে দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন; সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা বিশেষ সুবিধা জনক। সন্ধির সর্ত্তানুসারে করফু দ্বীপের বিপরীত দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া সালোনিকা উপসাগর পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগ—অর্থাৎ থেসালি প্রদেশের উত্তরাংশস্থিত যে বিস্তৃত ভূভাগে আলাসোনা, জানিনা, প্রভেসা প্রভৃতি নগরাবলী অবস্থিত—উহা গ্রীক্‌দিগের ন্যায্য প্রাপ্য হইয়াছিল। গ্রীসের সেই ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য ইউরোপীয় রাজন্য-বর্গকে অনুযোগ করা যাইতে পারে। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ ও আপনাদের মীমাংসায় তুর্কীকে বাধ্য করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ১৮৮১ খৃঃ অব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলে যে কন্‌ফারেন্স্ বসিয়াছিল, তদনুসারে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট গ্রীক্‌কে মাত্র থেসা-লির এই পরিমাণ অংশ প্রদান করেন; যাহার উপর ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ১৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বিবাদে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন।

একদিকে গ্রীক্‌দিগের অন্যায় বাড়াবাড়ি ও 'বে-আদবি'—অন্যদিকে ক্রীটের বিদ্রোহিদিগের সাহায্যে তত্রত্য নিরীহ মুসলমানদিগের হত্যাকাণ্ড দর্শনে তুর্কীগণ ও বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে গ্রীক্‌জাতি ক্রমাগত কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত তুরস্কের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া, ইংরেজ, ফরাসী ও রুস জাতির সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করে, তাহাদের

অস্বাভাবিক আস্পর্দ্ধা দর্শনে তুর্কীদিগের ক্রোধে আবিষ্মৃত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তুর্কী তোপখানার একজন উচ্চশ্রেণীর অফিসার, তদীয় মিসর দেশস্থ জনৈক আত্মীয়ের নিকট এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, "ইউরোপের খৃষ্টীয়ানমণ্ডলী বিস্ময়াপন্ন আছেন যে, ওস্‌মানীয়া গবর্ণমেণ্ট ঈদৃশ অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে বিপুল যুদ্ধ সামগ্রী ও রসদাদি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করিল! আর কিরূপে এত অনায়াসে অসংখ্য সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইল—যদ্দ্বারা ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে সমুদায় ছাউনি সৈনিক-সাগরে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। তুর্কী সৈন্যদিগের মধ্যে উত্তেজনার কোন সীমা পরিসীমা নাই। কেবলমাত্র এই পর্য্যন্ত লিখিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, প্রত্যেক অস্ত্র ধারণক্ষম ব্যক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে যুদ্ধের জন্য এরূপ ভাবে প্রস্তুত যে, মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের আদেশ পঁহুছিবামাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হয়; এবং স্বীয় সমধর্ম্মাবলম্বী উৎপীড়িত ভ্রাতাদিগের—যাহারা দুর্ব্বৃত্ত গ্রীক্, ক্রীটান এবং তাহাদের গুপ্ত সাহায্যকারি-দিগের অত্যাচারে ধনে-প্রাণে মারা গিয়াছে; তাহাদের অন্যায় হত্যাকাণ্ডের সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহণ করে। উপ-রোক্ত অত্যাচারিদিগের বিরুদ্ধে এখানকার বালক, যুবক, বৃদ্ধ—এমন কি, স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত যুদ্ধের পক্ষপাতী। যাহাতে অতি শীঘ্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সকলেই তদ্বিষয়ে সম্যক্ প্রয়াসী।"

কৌন কোন অবস্থাপন্ন মুসলমান স্বীয় ব্যয়ে ভলেণ্টিয়ার সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। আলাসোনা নগরে যে সকল তুর্কী সৈন্য উপস্থিত ছিল, তাহাদের বদনমণ্ডলে উৎসাহ ও উত্তেজনার পূর্ণ ছটা প্রকাশ পাইত। মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের আদেশ প্রতিপালন করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত করিতে তাহাদের একান্ত আগ্রহ। আমি সামরিক অভিজ্ঞতা দ্বারা একথা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা যে, যুদ্ধ ঘোষণা হইলে গ্রীক্‌দিগের উপর তুর্কীর জয়লাভে একটুকু মাত্র বিলম্ব হইবে—তুর্কী সৈন্যদিগকে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইতে যতটুকু বিলম্ব।

গ্রীক্-সীমান্ত প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান তুর্কী সেনাপতি মহাবীর মার্শাল আদ্‌হাম পাশা, নিতান্ত ধীরতা ও সতর্কতার সহিত, গ্রীক্‌দিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। গ্রীক্‌দিগের একদল সুসজ্জিত সৈন্য ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে, এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল; তাহারা ক্রমে অগ্রবর্ত্তী হইয়া থেসালি ও মাসিডোনিয়ার সীমান্ত-রেখা অতিক্রম করে; তৎপর তুরস্কের অধিকৃত একখণ্ড আরণ্য-ভূমি বেষ্টন করিয়া লয়। এই অস্ত্রধারী লোকগুলির গাত্রে সরকারী ইউনিফর্ম্ বা কোনরূপ সরকারী সৈনিক-চিহ্ন বর্ত্তমান ছিলনা—যদ্দ্বারা উহাদিগকে রাজকীয় নিয়মিত সৈন্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। উল্লিখিত কারণ বশতঃ তুর্কীগণ তাহাদিগকে নিতান্ত নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে-

ছিল। তুর্কীগণ স্থির করিয়াছিল, যে পর্য্যন্ত এইরূপ "ভুই-ফোঁড়" সৈন্যদলে গ্রীক্‌গবর্ণমেণ্টের সরকারী চিহ্নধারী কোনও সৈন্য দৃষ্ট না হইবে, সে পর্য্যন্ত গ্রীক্‌দিগের দ্বারা প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা স্বীকৃত করা হইবে না। ১৬ই এপ্রিল শুক্রবারের এই ঘটনা। যখন অনিয়মিত ও অশিক্ষিত গ্রীক্ সৈন্যদল সীমান্ত-রেখা অতিক্রম করিয়া তুরস্ক সীমায় প্রবেশ করে, তখন লণ্ডনের কোনও খ্যাতনামা সংবাদপত্রের জনৈক বিশেষ সংবাদদাতা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, গ্রীক্‌দিগের যে সকল অনিয়মিত সৈন্য, দলে দলে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের সম্মুখস্থিত তুর্কী সৈন্যগণ আশাতীত রূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিল। তাহারা কেবল মাত্র আত্মরক্ষা ও শান্তিরক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, যাবৎ রাজকীয় নিয়মিত সৈন্যগণ পূর্ব্বাগত সৈন্যদিগের সহিত যোগদান না করিবে, তাবৎকাল উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রকৃত বৈরাচরণ বা প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা স্বীকৃত করা হইবে না। যদি রাজকীয় সৈন্যগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে প্রকৃত যুদ্ধ বলিয়া উহাকে স্বীকৃত করা যাইবে। কিন্তু ধর্ম্মোন্মাদ গ্রীক্‌গণ উৎকট উত্তেজনা বলে এরূপ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা কাহারও সদুপদেশে কর্ণপাত করিতে বাধ্য ছিল না। গ্রীক্‌দিগের সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ যাট সহস্র সৈন্য থেসালি-সীমায় যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত। এই বিশাল সৈন্যদল পশ্চিমে আর্টানগর হইতে পূর্ব্বে সমুদ্র

পর্য্যন্ত সমগ্র সীমান্তস্থল ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল ; সুতরাং উহারা অভিমানে ও গর্ব্বে কোন কথাই গ্রাহ্য করিল না। প্রথম আক্রমণকারী সৈন্যদিগের মধ্যে যে কতকগুলিকে ধৃত করিয়া তুর্কী 'হেড্‌কোয়াটার' আলাসোনায় আনা হইয়াছিল, তাহারা স্বীকার করিয়াছিল যে, আমরা নিয়মিত গ্রীক্ সৈন্যদিগের অধীনে থাকিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলাম। যদিও ইহা যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষে উপযুক্ত কারণ ছিল, কিন্তু বারকুলপূজ্য তুর্কীগণ উহাকেও যুদ্ধ ঘোষণার উপযুক্ত কারণ বলিয়া স্বীকৃত না করিয়া, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শেষ সীমা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। অতঃপর গ্রীক্‌দিগের ক্রমশঃ তীব্র গতিতে অগ্রসর হইবার বিবরণ সহ, মহাবীর মার্শাল আদ্‌হাম পাশা ১৬ই এপ্রিল তারিখে মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের দরবারে এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। উক্ত টেলিগ্রামের স্থূল মর্ম্ম এই যে, সীমান্তে আর শান্তিরক্ষা করা যাইতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত দৃঢ়তার সহিত অনুমতি প্রার্থনা করিলেন যে, এক্ষণে গ্রীক্‌দিগের প্রতি আক্রমণ ও তাহাদের অধিকারে অগ্রসর হইবার অনুমতি প্রদান করা হউক ; আমরা অগ্রসর হইয়া "লারিসা" (১) নগরে আপনাদের মুকুটা প্রতিষ্ঠিত করি। সেনাপতির এই প্রার্থনা

(১) লারিসা থেসালি প্রদেশের প্রধান নগর। এই নগর এক অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মুসলমান এই নগরে বাস করেন।

মন্ত্রী সমাজ কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হইল। কিন্তু মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এই আদেশকে আরও কিছুকাল স্থগিত রাখিল। অবশেষে ১৭ই এপ্রেল তারিখে সুলতানের যুদ্ধ বিষয়ক "ফরমাণ" প্রচারিত হইল। উক্ত "ফরমাণ" অনুসারে গ্রীক্‌দিগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল; এবং গ্রীক্‌দিগের মাসিডোনিয়ায় অগ্রসর হওয়া, এই যুদ্ধের প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

তুরস্কের তদানীন্তন রাজদূত মাননীয় আসেম বে—যিনি গ্রীক্ রাজধানী এথেন্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহাকে কনষ্টাণ্টিনোপলে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল। পক্ষান্তরে কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ গ্রীক্ রাজদূত প্রিন্স্ মিস্রো পোর্ডিটুকে আদেশ প্রদান করা হইল যে, তিনি 'রাহাদারির' পরওয়ানা লইয়া যেন শীঘ্র কনষ্টাণ্টিনোপল পরিত্যাগ করেন। টেলিগ্রাম পঁহুছামাত্র আসেম বে গ্রীসের পররাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী এম এস্ক্তোযিয়্কে বিদায়ী অভিবাদনের সঙ্গে সঙ্গে, ফরাশী ভাষায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। "গ্রীক্‌গণ যে স্বীয় রাজ্য সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া তুরস্ক রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এজন্য গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট ও ওস্মানীয়া গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পরস্পর দৌত্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ গ্রীক্ রাজদূত এবং গ্রীক্ কন্সুল্‌দিগকেও আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন অতি সত্বরে ওস্মানীয়া সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করেন। এইরূপে এথেন্স

নগরস্থ তুর্কী রাজদূতকেও সদলবলে কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই আদেশ প্রচারের দুই সপ্তাহের মধ্যে, গ্রীক্ প্রজাদিগকে ওস্মানীয়া সাম্রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে তুরস্ক প্রজাদিগকেও আদেশ দেওয়া যাইতেছে, তাঁহারাও যেন ঐ সময়ের মধ্যে গ্রীক্ রাজ্য হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে।"

১৭ই এপ্রিল তারিখে সুলতানতে ওস্মানিয়ার প্রতিনিধি স্বরূপ বৈদেশিক রাজদূতদিগের নামে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের এক এক সার্কুলার জারি করা হইল। উহাতে বর্ণনা করা হইল যে, এক সপ্তাহ পূর্ব্বে গ্রীক্গণ 'ক্রিনিয়ার' নিকটস্থ তুর্কী অধিকার আক্রমণ করিয়াছে, আর নবাগত গ্রীক্ সৈন্যগণ নূতন ভাবে তুরস্ক অধিকার আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। উক্ত সার্কুলারে এরূপ আশাও করা হইয়াছে যে, ইউরোপায় শক্তিপুঞ্জ এক মতাবলম্বী হইয়া ন্যায়চক্ষে ও ন্যায়বিচারে গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টকেই এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করিবেন। ইহার উপরও তুর্কী গবর্ণমেণ্ট শান্তির জন্য একান্ত প্রয়াসী। এমন কি, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট যদি এক্ষণেও আপনার সৈন্যদিকে থেসালির সীমা ও 'ক্রাস্তিস্' দ্বীপ হইতে ফিরাইয়া লইয়া যান, তবে ওস্মানিয়া গবর্ণমেণ্ট ও স্বীয় যুদ্ধোন্মুখ সৈন্যদিগকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিতে বাধ্য আছেন।

তুর্কী গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বিষয়ক ঘোষ্‌ণাপত্রের বিরুদ্ধে, গ্রীক্ মন্ত্রিসমাজ নিম্ন-লিখিতরূপ স্মারক-লিপি (এয়াদ-দাস্ত্)

প্রচার করিলেন যে, "গ্রীকরাজের বৈদেশিক মন্ত্রি এথেন্স নগরীস্থ তুর্কী রাজদূতের দ্বারা অদ্য এক স্মারক-লিপি প্রাপ্তে সম্মানিত হইলেন; উহার মর্ম্ম এই যে, গ্রীক্‌দিগের প্রকাশ্য ভাবে তুর্কীর সহিত শত্রুতাচরণ নিবন্ধন উভয় রাজ্যের দৌত্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা হইল। ওস্‌মানিয়া গবর্ণমেণ্ট পরস্পরের দৌত্য সম্বন্ধ বিচ্ছেদের জিম্মাদার গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট হইবেন মনে করিয়া, স্বয়ং চতুরতা প্রকাশ করাতে, গ্রীক্‌ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ-রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। তুর্কী সৈন্যগণের সীমান্ত প্রদেশে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হওয়াই এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একমাত্র কারণ। ২৮শে মার্চ্চ তারিখে 'হলিয়াস্‌ নবি' থানায় যে সাময়িক ঘটনা ঘটিয়াছিল, গ্রীক্‌ গবর্ণমেণ্ট ৩০শে মার্চ্চ তারিখে এক বাচনিক স্মারকলিপির দ্বারা তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে ঐরূপ অন্যায় বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আশা করিয়াছিলেন যে, ওস্‌মানিয়া গবর্ণমেণ্ট সত্বরেই এবিষয়ে মনোনিবেশ পূর্ব্বক এরূপ অনিষ্টকারিতা নিবারণ করিবেন। কিন্তু ওস্‌-মানিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহার পরিবর্ত্তে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অধিক দিনের কথা নয়, বিগত পরশ্ব দিনের ঘটনা এই যে, গ্রীক্‌গণ তুর্কিদিগকে কোন কার্য্যের দ্বারা অসন্তুষ্ট বা উত্তেজিত না করা সত্ত্বেও, তুর্কী সৈন্যগণ সহসা অগ্রসর হইল এবং 'আর্কালেপনের' সীমান্তবর্ত্তী থানাটী অধিকার করিতে চেষ্টা করিল। গ্রীক্ সৈন্যদিগের প্রতিবন্ধকতা

নিবন্ধন উহারা এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইল। গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট এই ঘটনাকে নীরবে লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না, কেননা ইহার পূর্ব্বে গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট পরস্পরের সৌহার্দ্দসূচক দৌত্য-সম্বন্ধ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তৎসম্বন্ধে মন্তব্য স্থির করিয়া-ছিলেন, নিশাবসানে কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ গ্রীক্ দূত সংবাদ পান যে, ইপাইরস্ প্রদেশস্থ 'ইউসালের' কেল্লা সমূহে, ঐ দিন প্রাতঃকালে গ্রীক্ দিগের 'ইটিয়াম' নামক মুরুচা হইতে ৫ টার সময় গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়। আর 'মেকডুনিয়া' নামক যে জাহাজ খানি 'আম্বি্সিয়া' উপসাগর হইতে রওয়ানা হইয়াছিল, গ্রীক্গণ গোলাবর্ষণ দ্বারা উহা জলমগ্ন করিয়া দিয়াছে। এই সকল কার্য্যকলাপ দ্বারা জানা যায় যে, ওস্মানিয়া গবর্ণ-মেণ্ট যে জিম্মাদারী গ্রীক্দিগের উপর রাখিয়াছিলেন, উহার ভিত্তি কিরূপ দুর্ব্বল ছিল। এরূপ গুরুতর কার্য্যের জিম্মাদারী গ্রীকের ন্যায় অসার ও বিপথগামী গবর্ণমেণ্টের উপর দেওয়া কোনও ক্রমেই সঙ্গত নহে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যে সকল রাজদূত ও কন্সল্ গ্রীক্ রাজ্যে নিযুক্ত ছিলেন, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নামে নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে এক স্মারক-লিপি প্রচার করিলেন। কেন না গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট ২০শে জুন (১৮৫০ খৃঃ অব্দ) বার্লিন কংগ্রেসের মীমাংসানুসারে উক্ত সনের ১৬ই এপ্রিল তারিখে অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের সহিত ঐক্য মতাবলম্বন করিয়াছেন। এজন্য গ্রীক্ স্থল ও জল সেনাপতিদিগকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে

যে, ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে—বিশেষতঃ যে সকল বিষয় উক্ত কংগ্রেসের মীমাংসার অন্তর্গত ছিল, তাহা পালনের প্রতি যেন বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা হয়।

১। "গ্রীসের সীমায় বহুসংখ্যক জাহাজ একত্রে সমবেত হইতে পারিবে না।"

২। "যুদ্ধের সহিত নিঃসম্পর্কিত বৈদেশিক পতাকা, শত্রু পক্ষীয় বাণিজ্য জাহাজেব তত্ত্বাবধান করিবে।"

৩। "যুদ্ধের সহিত নিঃসম্পর্কিত বাণিজ্য দ্রব্য শত্রু-পক্ষের পতাকার তত্ত্বাবধানাধীন হইলেও উহা হস্তগত করা হইবে না।"

৪। "যে অবস্থায় কাহারও ক্ষতি কারক বা আপত্তি জনক না হয়, ঐ অবস্থায় রাস্তা রোধ করা সিদ্ধ হইবে।"

সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট এরূপও আশা করিলেন যে, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের যত্নে, তাঁহাদের প্রজাগণ এই যুদ্ধে নিঃসম্পর্কিত থাকিবে। রুসীয় গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় শক্তি-পুঞ্জের নিকট যে নোট প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহার মর্ম্ম এই যে, উভয় প্রতিপক্ষের মধ্যেই যিনি প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন, জয়ী হইলেও তাঁহাকে যুদ্ধের ফলভোগ করিতে দেওয়া হইবে না। ক্রীট সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত পূর্ব্বে করা হইয়াছে, তাহাই অক্ষুণ্ন থাকিবে; তাহার কোনও রূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। উক্ত সাকুর্লারে এ কথারও উল্লেখ ছিল যে, প্রয়োজন হইলে শক্তিপুঞ্জ এই যুদ্ধ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারি-

বেন।" কিন্তু যে পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কোন একপক্ষ, শক্তিপুঞ্জকে মীমাংসার জন্য আহ্বান না করেন, তাবৎকাল কেহ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না।"

তুর্কী সংবাদপত্র সমূহে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল যে, যে পর্য্যন্ত ওস্মানীয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টের দৌত্য সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকলাপ মুলতবী থাকিবে। যে সকল গ্রীক্‌প্রজা তুর্কী প্রজাদিগের নিকট ঋণী আছে, উহাদিগকে তুরস্করাজ্য পরিত্যাগের পূর্ব্বে, উক্ত ঋণ আদায় সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ জামিন দিতে হইবে। যে সকল গ্রীক্‌প্রজা তুরস্ক সাম্রাজ্যে বসবাস করিতে ইচ্ছা করে, উহাদিগকে কেবল তুর্কী প্রজারূপে তুর্কী আইন কানুন ও কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত পালন করিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ বসবাসাকাঙ্ক্ষিদিগের এক স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত করা যাইবে। যে সকল গ্রীক্‌প্রজা তুর্কী কন্সলের দপ্তরে, ব্যাঙ্কে, চিকিৎসা বিভাগে ও রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য করিতেছে, তাহারাও ইচ্ছা করিলে তুর্কী প্রজারূপে থাকিতে পাবে; অন্যথা স্বদেশে চলিয়া যাইতে হইবে। যে সকল গ্রীক্ স্বদেশে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা আপনাদের স্ত্রী পরিবার সঙ্গে লইয়া যাউক। যে সকল জাহাজে গ্রীক্ পতাকা উন্নীত থাকিবে, উহা ডার্ডেনেলিস্ ও বস্‌ফোরস্ প্রণালীতে প্রবেশ করিতে পাইবে না। আর যে সকল গ্রীক্ জাহাজ এই

ঘোষণার পূর্ব্বে ইউরোপীয় বন্দর সমূহ হইতে এই স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে, উহাদিগকে মেয়াদ শেষান্তে, তুর্কী রাজকর্ম্মচারিদিগের তদারকে উহাতে কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য না থাকা সাব্যস্থ হইলে, যাত্রার আদেশ দেওয়া যাইবে। তুর্কী জাহাজ সমূহের ও গ্রীক্-সমুদ্র ত্যাগ করিয়া তুরস্কের বন্দরা-বলীতে ফিরিয়া আইসা উচিত। কনষ্টাণ্টিনোপলে বহুসংখ্যক গ্রীক্ বাস করে, উহাদিগকে রাজধানী পরিত্যাগ করিবার জন্য দুই সপ্তাহের উপর আরও এক সপ্তাহ সময় দেওয়া যাই-তেছে। গ্রীক্ অধিবাসী ও তাহাদের জাহাজগুলি যদি এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তুরস্কের এলাকা হইতে চলিয়া না যায়, তবে উহাদিগকে এই রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া যাইবে। ওস্মানিয়া গবর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগ, সামুদ্রিক বিভাগ, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিভাগ, পোলিস বিভাগ এবং তোপখানা বিভাগকে এই আদেশ জানান গিয়াছে।

ইহার পর বিভিন্ন রাজ্যস্থ রাজদূতগণ সমবেত হইয়া, ওস্-মানীয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিলেন যে, যে সকল গ্রীক্প্রজা তুর্কী গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও কন্সল্ বিভাগে কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগকে স্ব স্ব পদে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হউক। আর একান্তই যদি তাহা-দিগকে পদচ্যুত ও দেশ তাড়িত করেন, তবে যেন তাহা-দিগের প্রতি দয়ার ব্যবহার করা হয়। কারণ একমাত্র রাজ-ধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে ৪০ চল্লিশ সহস্র ও সমস্ত ওস্মানীয়া

সাম্রাজ্যে প্রায় দুই লক্ষ গ্রীক্ বসবাস করে। রাজদূতদিগের আবেদন শ্রবণে মহামান্য আমিরুলমুমেনিনের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলে এই ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যে সকল গ্রীক্ শান্তির সহিত বাস করিতে চাহে, তাহাদিগের প্রতি কোনও প্রকার কঠোর ব্যবহার করা উচিত নহে; কারণ যুদ্ধ উভয় পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে; প্রজাবর্গের সহিত যুদ্ধ হাঙ্গামার কোন সম্বন্ধ নাই।

মনির পাশা।
(মহামান্য সুলতানের খাস পারিষদ ও দোভাষী)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তুরস্ক ও গ্রীসের সামরিক শক্তি, এবং তুর্কী সৈন্যের যুদ্ধসজ্জা।

এস্থলে সর্ব্বপ্রথমে ওস্মানীয়া গবর্ণমেণ্ট ও গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টের সামরিক শক্তি এবং স্থল ও জল সৈন্যের সংখ্যা প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান আইনানুসারে, ২০ বিংশতি বৎসর বয়স্ক মুসলমান পুরুষ মাত্রেই সৈনিক পরিচর্য্যা করিতে বাধ্য। এই কার্য্যের সীমাও ২০ বৎসর কাল; সুতরাং ২০ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাহারা যুদ্ধ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে আইনের বশতাপন্ন। মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণ, সৈনিক পরিচর্য্যা হইতে বিমুক্ত। ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত প্রজাদিগকে সৈনিক পরিচর্য্যার পরিবর্ত্তে বার্ষিক ৬ শিলিং (বর্ত্তমান বাজারে প্রায় ৪৲ চারি টাকা) হিসাবে ট্যাক্স্ মাত্র দিতে হয়। ওস্মানীয় সৈন্যদল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; যথাঃ—স্থল ও জল সৈন্য। স্থল সৈন্যগণ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ নিজাম অর্থাৎ নিয়মিত শিক্ষিত সৈন্য। দ্বিতীয় রদিফ,

ইহারা নিয়মিত সৈন্য বটে, কিন্তু নিয়মিতরূপে সুশিক্ষিত নহে। ৩য় রিজার্ভ অর্থাৎ বিশেষ ভাবে স্বতন্ত্র রক্ষিত সৈন্য।

তুরস্কের স্থল শক্তি—

এই তিন শ্রেণীর সৈন্য মধ্যে পদাতিকের সংখ্যা ৬৪৮ পল্টন, ইহার মোট সংখ্যা ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার। অশ্বারোহী সৈন্যগণ ২০২ স্কোয়াড্রণে বিভক্ত, উহাতে ৫৫ হাজার ৩ জন সৈন্য আছে। তোপখানা সমূহে ১৩৫৬টী ভীষণ তোপ, এবং ৫৪ হাজার ৭ শত গোলন্দাজ সৈন্য আছে। ইঞ্জিনিয়ারদিগের ৩১ কোম্পানিতে ৭ হাজার ৪ শত লোক নিয়োজিত রহিয়াছে। মোট সৈন্য সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৭ লক্ষ ২০ জন। "হামিদিয়া" নামক অতিরিক্ত সৈন্যদল ও কোর্দ্দ ভলেণ্টিয়ারগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী ও যুদ্ধাস্ত্র ব্যতীত ৭ লক্ষ মার্টিন রাইফল বন্দুক রাজকীয় অস্ত্রাগারে জমা আছে। ইহা নূতন প্রণালীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্দুক। এই বন্দুকে বহুসংখ্যক টোটা সংযোজিত থাকে; এবং ইহাতে নির্ধূম বারুদ ব্যবহৃত হয়। (১)।

---

(১) গ্রীক্-তুরক্ষ যুদ্ধকালে তুরস্কের তোপ ও বন্দুকাদির সংখ্যা এইরূপ ছিল; যুদ্ধান্তে ওস্মানীয়া গবর্ণমেণ্ট ক্রুপের উৎকৃষ্ট তোপ ও নানা প্রকার নূতন প্রণালীর উৎকৃষ্ট বন্দুক অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। অধিকাংশ তোপ, বন্দুক, টোটা প্রভৃতি জর্ম্মেনীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কারখানা সমূহ হইতে আনীত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত কনষ্টাণ্টিনোপলের কারখানা সমূহেও অনবরত যুদ্ধাস্ত্র সকল প্রস্তুত হইতেছে।

নৌ-শক্তি—

প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ ১, তৃতীয় শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ ১, সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধান ও প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত যুদ্ধ জাহাজ ৭, প্রথম শ্রেণীর ক্রুজার জাহাজ ৯. ঐ ২য় শ্রেণীর ২২, ঐ ৩য় শ্রেণীর ২৯, প্রথম শ্রেণীর টর্পিডো তরী ১৯, ঐ ২য় শ্রেণীর ৭, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ জাহাজের সমষ্টি ৯৫ খানা। নিয়মিত জল সৈন্য ১২০০০ হাজার।

উপরে কেবল শান্তি সময়ের সৈন্যসংখ্যা নির্দ্দেশ করা গেল। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ১৮ লক্ষ পরাক্রান্ত যোদ্ধা, মহামান্য আমিরুল মমেনিনের অর্দ্ধচন্দ্র বিখচিত পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে। নূতন আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে আশা করা যায় যে—তুর্কী, আরব, কোর্দ্দ, বার্ব্বার, সার্কেশিয়ান্, আল্-বেনিয়ান্, যাযাবর অর্থাৎ ভ্রমণশীল আরব ও তুর্কমান প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্য হইতে অত্যল্প কাল মধ্যেই অন্যূন ৫০ লক্ষ মজাহেদিন অর্থাৎ ধর্ম্মবীর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

গ্রীসের সামরিক শক্তি—

গ্রীস দেশের অধিবাসিদিগের মধ্যে যাহাদের বয়ঃক্রম ২১ বৎসরের উপর, তাহারা গবর্ণমেণ্টকে সৈনিক-সাহায্য করিতে আইনতঃ বাধ্য। ১৯ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এইরূপ সৈনিক পরিচর্য্যা করিতে হইবে। ইহার মধ্যে ২ বৎসর ছুটী বলিয়া বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং ২২ বৎসর হইতে

২৯ বৎসর পর্য্যন্ত আবশ্যক মতে পুরুষ মাত্রকেই যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইবে।

গ্রীসের সামরিক আড্ডা মোট ২৪০টী। পদাতি সৈন্য ১৬০৩৯, অশ্বারোহী ১১৪৬, গোলন্দাজ সৈন্য ২২৮৭, ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের লোকসংখ্যা ১৪২৩, সাধারণ সৈন্য ৫০১, সামরিক পুলিস ৩২২৯ সর্ব্বশুদ্ধ সৈন্যসংখ্যা ২৪৮৭৭ জন মাত্র। ইহার মধ্যে ১৮৮০ জন অফিসার ও ভুক্ত। সামরিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২২টী। যুদ্ধকালে একলক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে। কেবল মাত্র রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা ১০৪৫০ জন। এতদ্ব্যতীত জাতীয় সৈন্য স্বতন্ত্র, যাহার সংখ্যা ১৪৬০০০ বলিয়া কাগজপত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সংখ্যা সম্বন্ধে খুবই সন্দেহ। কারণ, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত যুদ্ধে সমুদয় রাজকীয় নিয়মিত ও অনিয়মিত সৈন্য, সৈনিক পুলিস ও সাধারণ পুলিস ইত্যাদি মিলাইয়া ৬০ হাজারের অধিক সৈন্য থেসালি-ক্ষেত্রে সমবেত করিতে পারেন নাই।

গ্রীসের নৌ-শক্তি—

যদিও গ্রীসের সামরিক নৌ-শক্তি তুরস্ক অপেক্ষা অনেক কম, তথাপি ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস মতে উহা ওস্মানীয়া গবর্ণমেণ্টের নৌ-শক্তি অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ও শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু কার্য্যকালে তাহাদের বিশ্বাস ভ্রম পরিপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। গ্রীক্দিগের জাহাজের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেশের তত্ত্বাবধান জন্য লৌহমণ্ডিত যুদ্ধ জাহাজ ২, প্রথম শ্রেণীর ক্রুজার ৩, তৃতীয় শ্রেণীর ক্রুজার ১৭, প্রথম শ্রেণীর টর্পিডো তরী ৬, তৃতীয় শ্রেণীর টর্পিডো তরী ১১, মোট জাহাজ সংখ্যা ৩৯ খানি। নৌ-সৈন্য বিভাগে ১৮৫ জন অফিসার, ২৪৭ জন্য পরিচারক, ৫৮৭ জন নিম্নপদস্থ অফিসার, ১৯৪৩ জন লস্কর (খালাসী) এবং ৫৩৩ জন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সর বরাহকারী সৈন্য; সর্ব্বশুদ্ধ ৩১৬৫ জন। (১)

---

(১) এস্থলে তুর্কী ও গ্রীক্ যুদ্ধ জাহাজ সমূহের অন্য তালিকানুরূপ বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। তুর্কী যুদ্ধজাহাজ সমূহের মধ্যে 'মস্উদিয়া', 'হামিদিয়া' ও 'আসারে তওফিক' সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ যোগ্য। মস্উদিয়ার ওজন ৯১২০ টন। এই জাহাজ খানি ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে (মহামান্য সুলতান আবদুল আজিজ খানের রাজত্ব কালে) নির্ম্মিত হয়। ইহাতে ১২টী আর্ম্মষ্ট্রং, ৩টী ক্রুপ, ৬টী দ্রুত গতিশীল, আর ৭টী মেশিন তোপ সংযোজিত আছে। এই জাহাজ খানি লৌহ নির্ম্মিত। উপরোক্ত ৩ খানি জাহাজের গতিই প্রতি ঘণ্টায় ১৩ মাইল করিয়া। হামিদিয়ার ওজন ৬৭০০ ও আসারে তওফিকের ৫৬০০ টন। হামিদিয়া জাহাজে ১০টী ২৬, ২টী ১৫ ও ১৬টী ৯ সেণ্টিমিটর নালের (দশমিক ৩৯৩৭১ ইঞ্চিতে এক সেণ্টিমিটর হয়) তোপ এবং ২টী মেশিন তোপ স্থাপিত। আসারে তওফিকে ৮টী ২৪, ২টী ২১ সেণ্টিমিটর নালের, ৫টী দ্রুত গতিশীল, আর ৭টী মেশিন তোপ স্থাপিত। এই দুই খানি জাহাজের সমুদায় বৃহৎ বৃহৎ তোপই ক্রুপ সাহেবের বিখ্যাত

মহামান্য সুলতানের সামরিক মন্ত্রীর উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা—

ক্রীটের খৃষ্টানদিগের ক্রমিক বিদ্রোহ ও পুনঃ পুনঃ শোণিত-পাতে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের ক্রীট্ দ্বীপ অবরোধ, ক্রীটকে

কারখানার নির্ম্মিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আর যে ৪ খানি যুদ্ধ জাহাজ ১৮৬৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৯৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেক খানির ওজন ৬৪০০ টন করিয়া। ঐ জাহাজ চতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে 'আজিজিয়া', 'মহ্মুদীয়া', 'আবখানিয়া' ও 'ওস্মানীয়া'। প্রত্যেক জাহাজের ইঞ্জিন-শক্তি ৩৭৩৫ অশ্ববলের সমান। ইহাদের গতি প্রতি ঘণ্টায় সামুদ্রিক ১২ মাইল (প্রত্যেক সামুদ্রিক মাইলে ৬০৮৭ ফিট হইয়া থাকে। এই টীকার পরবর্ত্তী যেস্থানে মাইলের উল্লেখ হইবে, তথায় সামুদ্রিক মাইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রচলিত মাইল অপেক্ষা ইহার দূরত্ব প্রায় ২৭০ গজ অধিক) এই জাহাজ চতুষ্টয় ক্রূপের বিশ্বদাহী তোপ সমূহ দ্বারা সজ্জিত। প্রত্যেক জাহাজে ২টী ২৬, ৮টী ১৫ এবং ৬টী ১০ সেন্টিমিটর নালের, ৪টী দ্রুতগতিশীল, আর ৭টী মেশিন তোপ বর্ত্তমান। আবার প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে এক এক খানি টর্পিডো তরী সংযোজিত। 'আবদুল কাদের' নামক অতি বৃহৎ ও ভীষণ যুদ্ধ জাহাজের ওজন ৭৮৭৩ টন। ইঁহার ইঞ্জিন-শক্তি ১১৫০০ অশ্ববলের সমান। এই যুদ্ধ জাহাজ খানি নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং সামুদ্রিক যুদ্ধে অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন। এই জাহাজের তোপগুলিও অতি বৃহৎ এবং ভীষণ।

স্বাধীনতা প্রদান জন্য সংপূর্ণ উদ্যোগ, কোন কোন রাজশক্তির সহিত মহামান্য সুলতানের মতানৈক্য ও মনোমালিন্য, কোন কোন রাজশক্তির সহিত প্রকাশ্যভাবে শত্রুতা এবং কতিপয় নরপতির পরস্পর একতাবলম্বন, মহামান্য আমিরুল মুমে-

---

২০০০ হইতে ২০৮০ টন ওজনের আর ৭ খানি ক্রুট শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ আছে; ইহাদের নাম যথাক্রমে 'ফতেহ্ বোলন্দ' 'মকদমা এ-খাএর', 'আওন আল্লাহ্', 'মইন জফর', 'এজলালিয়া', 'আসারে শওকত' ও 'নজম্ শওকত'। এই জাহাজ কয়খানির গতি প্রতি ঘণ্টায় ১১ মাইল হইতে ১৩ মাইল পর্য্যন্ত। বৃহৎ বৃহৎ আর্ম্মষ্ট্রং, ক্রুপ ও মেশিন তোপ সমূহ দ্বারা এই ৭ খানি জাহাজ সজ্জিত। ইহাদের সঙ্গেও এক এক খানি টর্পিডো তরী আছে। 'হেফজ্ রহমান' নামক যে জাহাজ খানি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহার ওজন ২৫০০ টন। উহাতে আর্ম্মষ্ট্রং তোপ সকল আছে। ঐ জাহাজ খানির গতি প্রতি ঘণ্টায় ১২ মাইল। 'ফতেহ্-ইস্লাম' ও 'মমদুহিয়া' নামক কামান-তরী ২ খানির ওজন ৩৩০ টন করিয়া। আবার 'হাসির' নামক একখানি লৌহ-তরী আছে, উহার ওজন ৪০০ টন। উহাতে ক্রুপের ১২টী, দ্রুতগতিশীল ২টী এবং মেশিন তোপ ২টী আছে।

এই সকল যুদ্ধ জাহাজ ব্যতীত উপকূলভাগের তত্ত্বাবধান ও প্রহরী কার্য্যে নিয়োজিত বহুসংখ্যক যুদ্ধতরী, শত্রুপক্ষীয় টর্পিডো তরীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছে। এগুলি নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত। ইহাদের মধ্যে ২ খানি জর্ম্মাণ

দিনকে আসন্ন গোলযোগের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত সতর্ক ভাবে প্রস্তুত হইতে বাধ্য করিল। মহামান্য সুলতান "ইল্-দিজ" রাজ-প্রাসাদে বিভিন্ন বিভাগের সমুদায় মন্ত্রী ও রাজ্যের

কারখানায় ও ১ খানি কনষ্টাণ্টিনোপলের কারখানায় তৈয়ার হইয়াছে। ইহাদের গতি ঘণ্টায় ১৯ মাইল হইতে ২২ মাইল পর্য্যন্ত। টর্পিডো তরী বিধ্বংসকারী আরও দুই খানি লৌহ-তরণী আছে, উহা জর্ম্মেণীর কিল বন্দরে নির্ম্মিত, এবং ঘণ্টায় ১৫ মাইল পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ১৫ খানি প্রথম শ্রেণীর, ৭ খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ও ১ খানি ৩য় শ্রেণীর টর্পিডো তরী আছে। এগুলি সমস্তই নূতন প্রণালীতে, নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সংযুক্ত হইয়া জর্ম্মেণীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর টর্পিডো তরীগুলি সংপূর্ণরূপে বর্ত্তমান যুগের সামুদ্রিক যুদ্ধোপযোগী।

মার্কিণ ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের ৫ম তোপখানার অফিসার লেপ্টেনাণ্ট ডব্লিউ হামি-ল্টন, ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে সমগ্র পৃথিবীস্থ প্রধানতম রাজশক্তিগুলির নৌ-সামরিক শক্তির যে তালিকা মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা হইতে তুরস্ক ও গ্রীসের নৌশক্তি সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিশদ বৃত্তান্ত এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

তুর্কী-নৌ-সামরিক শক্তি—

প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ ১ খানি, ইহাতে ১০টী প্রকাণ্ড ও ১০টী হাল্কা তোপ আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ ৮ খানি, ইহাতে ৭৫টী প্রকাণ্ড ও ১৫০টী হাল্কা তোপ আছে। উপকূল ভাগ রক্ষাকার্য্যে নিযোজিত জাহাজ ৯ খানি, ইহাতে ৩৬টী প্রকাণ্ড ও ৭১টী হাল্কা তোপ আছে।

প্রধান প্রধান সিভিল কর্ম্মচারী, এবং স্থল ও জল যুদ্ধ বিভাগীয় উচ্চ শ্রেণীর অফিসারদিগকে সমবেত করিয়া এক মহাদরবার করেন। দরবার শেষ হইলে তদানীন্তন সামরিক মন্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করত ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা প্রদান করিলেন; উক্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম পর পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা গেল।

লৌহ নির্ম্মিত ক্রুজার ৬ খানি, ইহাতে ৪৪টী প্রকাণ্ড ও ৩২টী হাল্‌কা তোপ সংযোজিত। অন্য শ্রেণীর ক্রুজার ২খানি, উহাতে ২৯টী প্রকাণ্ড ও ১৬টী হাল্‌কা তোপ আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কামান-তরী ১২ খানি। টর্পিডো তরী বিধ্বংসকারী লৌহতরণী ৬ খানি, প্রথম শ্রেণীর টর্পিডো তরী ১২ খানি, ঐ তরী দ্বিতীয় শ্রেণীর ২ খানি, ঐ তরী তৃতীয় শ্রেণীর ৪ খানি, পুরাতন ধরণের বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ (যাহা এক স্থানে নঙ্গর করিয়া আছে) ৩ খানি, যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহারের উপযুক্ত যাহা প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, এরূপ বাণিজ্য জাহাজ ৫৪ খানি; পুরাতন শ্রেণীর জাহাজ ১২ খানি; রসদাদি পঁহুছাইবার কার্য্যে নিযুক্ত জাহাজ ৮৬ খানি। এই হিসাবে মোট জাহাজের সংখ্যা ২৩৫ খানি দাঁড়ায়। উপরোক্ত জাহাজ সমূহের অফিসার সংখ্যা ৩৯২, জাহাজের লস্কর বা খালাসী ২০৬০০, নৌ-সামরিক অফিসার ৮৬, শান্তির সময় নৌ সৈন্য সংখ্যা ১২৪০, যুদ্ধকালে নৌসৈন্য সংখ্যা ২২২৭৬, তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্যে নিয়োজিত সৈন্য ৩৬০০০ হাজার। বলাবাহুল্য, এই তালিকা প্রস্তুত হওয়ার পরেও ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগ হইতে এপর্য্যন্ত ওসমানীয়া গবর্ণমেণ্ট,

"হে ইস্লামের প্রতিনিধিগণ! হে সুলতানতে ওস্মানিয়ার পরিচালক ও সদস্যবর্গ! আপনারা অবগত আছেন যে, এসময় কতকগুলি লোক কিরূপ গোলযোগ ও হাঙ্গামা উপস্থিত করিয়াছে; আর আমাদের শান্তিময় পবিত্র রাজ্যে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া,জনসাধারণের সুখ-শান্তি কিরূপে

নৌ-সামরিক বিভাগের অনেক উন্নতি বিধান করিয়াছেন। অনেকগুলি নূতন যুদ্ধ জাহাজ জর্ম্মেণী ও কনষ্টাণ্টিনোপলের সামরিক ডকে নির্ম্মিত হইয়াছে। এক্ষণে ও নূতন নূতন যুদ্ধ জাহাজের নির্ম্মাণ কার্য্য দ্রুতগতি চলিতেছে। "মথ্ছুছিয়া" কোম্পানির প্রায় সমুদায় বাণিজ্য-জাহাজ গুলিকেই, যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তোলা হইয়াছে।

গ্রীক্-নৌ-সামরিক শক্তি—

সরকারী বিভাগানুসারে গ্রীক্ যুদ্ধ জাহাজের বহর কয়েক অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশ—যাহা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ বা তাহাদের আক্রমণ রোধার্থ ব্যবহৃত হয়। এই বিভাগের ৩ খানি লৌহ রণতরী সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। উহাদের নাম 'হাইড্রা' 'এস্পেটাসি' ও 'সারা'। এই ৩ খানি জাহাজের নিম্মাণ প্রণালী একই প্রকার। প্রত্যেক জাহাজের ওজন ৪৮৮৫ টন। দৈর্ঘ ১০৫ মিটর, চওড়াই ১৬ মিটর এবং গভীরতা ৬ মিটর। (এক মিটর ৩৭ হইতে ৩৯ ইঞ্চি বা ৩ ফুটের কিছু উপর) ইঞ্জিন-শক্তি ৬৭০০'অশ্ব-বলের সমান। এই জাহাজ ত্রয়ের গতি প্রতি ঘণ্টায় ১৭ মাইল। ইহা ডবল ইস্পাত নির্ম্মিত; ঐ ইস্পাত ৩৫

নাশ করিতেছে। এজন্য আমাদের মহামান্য আমিরুল্ মুমেনিন ঐ সকল শান্তিনাশক লোকদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদানজন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সকলেরই প্রতীতি জন্মিবে যে, করুণাময় আল্লাহতালার ইচ্ছায় সুলতানতে ওস্মানীয়া সর্ব্বদা স্থায়ী থাকিতে পারিবে। অতঃপর

সেণ্টিমিটর পুরু। প্রত্যেক জাহাজের সম্মুখভাগে ২টী ও পশ্চাদ্ভাগে ১টী প্রকাণ্ড তোপ স্থাপিত। এতদ্ব্যতীত ৫টী করিয়া ১৫ সেণ্টিমিটর, ১টী ১০ সেণ্টিমিটর নালের, ৪টী হাল্কা, ১০টী দ্রুতগতি বিশিষ্ট এবং ১টী করিয়া মেশিন তোপ আছে। এই ৩ খানি জাহাজই ১৮৮৯ হইতে ১৮৯০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণীতে 'মিয়ান্লেস্' নামক ক্রুজার, 'মাইলকেল' ও 'ফিকিট্রিবা' নামক রশদ বাহী তরী, ৪ খানি কামান-তরী, 'কনাবেজ' নামক যুদ্ধ জাহাজ এবং ১২ খানি টর্পেডো তরী গণনীয়। ইহার একখানিও লৌহ-নির্ম্মিত নহে। মিয়ানলেসে ৪টী সুদীর্ঘ ক্রুপতোপ, ৬টী হাল্কা তোপও ২টী মেশিন্ তোপ আছে। দুই খানি টর্পিডো তরী ও ইহার অধীনে পরিচালিত হয়। এই ক্রুজার খানির ওজন ১৭৭০ টন, গতি প্রতি ঘণ্টায় ১৫ মাইল। এঞ্জিন-শক্তি ২২০০ অশ্ব-বলের সমান। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে এই জাহাজ খানি নির্ম্মিত হয়। কামান-বাহী তরী চতুষ্টয়ের প্রত্যেক খানিতে ১টী ১২ সেণ্টিমিটর নালের ক্রুপতোপ আছে। অবশিষ্ট তরীগুলিতে কেবল মেশিন তোপ ব্যবহৃত হয়। ১৮৮১ ও ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে যে সকল টর্পিডো তরী তৈয়ার হইয়াছে, উহা কিয়ৎ পরি-

মহামান্য সুলতান দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন যে, আপনারা তাঁহারা মহৎ উদ্দেশ্য সাধন-পক্ষে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইবেন। আর আপনাদের প্রিয়তম ধর্ম্ম, সম্মানিত বাদশাহ, গরীয়সী জন্মভূমি ও গৌরবান্বিত রাজত্ব

মাপে পুরাতন। কিন্তু প্রত্যেক খানির গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২০ মাইল।

এতদ্ব্যতীত উপকূল ভাগের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত কতকগুলি জাহাজ আছে। উহার মধ্যে 'বাএলু জেযারজেস্' তরী খানি লৌহমণ্ডিত ও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উহার দৈর্ঘ্য ৭৫ মিটর, প্রস্থ ১১ মিটর এবং গভীরতা প্রায় ৫ মিটর। ওজন ১৭৫ টন। সামুদ্রিক গতি ঘণ্টায় ১২ মাইল। এঞ্জিন-শক্তি ২১০০ অশ্ব বলের সমান। ২টী ২১ সেণ্টিমিটর নালের ক্রুপতোপ, ৪টী হাল্কা তোপ এবং ২টী মেশিন তোপ দ্বারা ইহা সজ্জিত। এই জাহাজ খানি ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইলেও, এ পর্য্যন্ত যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহারের উপযুক্ত রহিয়াছে।

'আমবিকিয়া' ও 'একসিন' নামক কামান-তরী দুই খানির প্রত্যেক খানিতে ১টী ২৬ সেণ্টিমিটর নালের ক্রুপতোপ এবং ২টী মেশিন তোপ আছে। আমবিকিয়া ১৮৮১ আর একসিন ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা লৌহ-নির্ম্মিত জাহাজ নহে; ইহার গতিও পুরাতন লৌহ জাহাজ গুলির ন্যায়। উপকূল ভাগের তত্ত্বাবধান জন্য ৩ খানি লৌহতরী আছে, উহাদের নাম যথাক্রমে 'এগয়্যালি', 'মুম্বেসিয়া' ও 'নাপকসিয়া'। ইহার প্রত্যেক খানির ওজন ৩০০০ টন। এতদ্ব্যতীত ৬ খানি প্রথম শ্রেণীর ও ২ খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর

রক্ষার জন্য প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন; এবং স্ব স্ব ধন-প্রাণ এইকার্য্যে উৎসর্গীকৃত করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইবেন না।" যুদ্ধ মন্ত্রীর বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত সভা-

---

টর্পিডো তরী, এবং নর্ডন লিফ্‌টের নির্ম্মিত ১ খানি পুরাতন যুদ্ধ জাহাজ আছে।

'হেলাস' নামক নূতন ক্রুট, আর 'ভল্‌গা' নামক পুরাতন ক্রুট্‌ (যাহা ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল) আর ১ খানি ক্ষুদ্র জাহাজ, নৌ-বিভাগীয় অফিসারদিগের শিক্ষা কার্য্যের জন্য নিযুক্ত আছে। নবনিয়োজিত অফিসারদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হেলাস জাহাজে ১৫ সেণ্টিমিটর নালের ২টী ক্রুপ-তোপ, ১টী দ্রুতগতিশীল তোপ, আর ২টী মেশিন তোপ আছে। এতদ্ব্যতীত আরও ১২ খানি ক্ষুদ্র কামান-তরী আছে। 'এমফিট্রিয়া' নামক একখানি রাজকীয় বজরা আছে; উহা গ্রীক্‌রাজ নিজে ব্যবহার করেন। উপরোক্ত কামান-তরীর মধ্যে ৫ খানি ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ও ৭ খানি ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত তালিকা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গ্রীক্‌দিগের জাহাজের সংখ্যা, তুর্কী জাহাজ-সংখ্যার তুলনায় যৎসামান্য মাত্র। আর গ্রীক্‌দিগের জাহাজগুলি বর্ত্তমান সামুদ্রিক যুদ্ধের পক্ষে ও তাদৃশ উপযোগী নহে।

গ্রীক্‌দিগের নৌ-সৈন্যের সংখ্যা ৩১৬৫; অফিসার সংখ্যা ১৮৫ ও লস্কর বা খালাসী সংখ্যা ১৬৪৩ জন মাত্র। এতদ্ব্যতীত নিম্ন পদস্থ অফিসার এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আরও কতকগুলি কর্ম্মচারী আছে।

মণ্ডলী উৎসাহ, উত্তেজনা ও ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহাদের বদনমণ্ডল রক্তিমাভ ধারণ করিল। তৎপর সকলে একভাবে মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের সম্মান, গৌরব, তেজ-বীর্য্য, ক্ষমতা এবং উন্নতি-কামনায় প্রার্থনা করিলেন। আর অসীম উৎসাহ, অসাধারণ উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সহিত নিতান্ত সম্মান ও ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে ইস্লামের শক্তি, উন্নতি এবং সুলতানতে ওস্মানীয়ার গৌরব রক্ষার জন্য হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলেন (মনাজাত করিলেন)।

আদেশ প্রচার এবং সৈন্যদিগের যাত্রা—

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে, রদিফ্ সৈন্যের ৭১ পল্টন গ্রীস-সীমান্তে যাইবার জন্য, তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইল। ঐ সকল সৈন্যকে এসিয়া মাইনর হইতে রোডষ্টো ও সালোনিকার পথে গন্তব্য স্থানে পঁহুছাইবার বন্দোবস্ত করা গেল। আরও বন্দোবস্ত হইল যে, সারলো হইতে ১০০ খানি ট্রেণযোগে এই সকল সৈন্যদল সালোনিকায় পঁহুছিবে। ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ২ পল্টন সৈন্য বুলগেরিয়ার সীমা হইতে রওয়ানা হইয়া, সালোনিকার পথে বিট্রুনিয়াতে যাত্রা করে। ক্রুপের ১৮টী তোপ্ স্পেশিয়াল ট্রেণে প্রেরিত হয়। আনাটোলিয়া হইতে সৈন্যদিগকে পঁহুছাইবার জন্য ১৮ খানি ট্রেণ নিযুক্ত করা গেল; উহার প্রত্যেক ট্রেণে ৩৯ খানি করিয়া গাড়ী যোজনা করা হইয়াছিল। পর্ব্বত বিদারী ভীষণ তোপগুলি মায় গোলন্দাজ সৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী,

রোডষ্টো ও সালোনিকার পথে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইল। মার্চ্চ মাসে কনষ্টাণ্টিনোপল ও এসিয়াটিক প্রধান প্রধান সৈনিক আড্ডা সমূহে মহাআড়ম্বর সহকারে কুচ কাওয়াজ (প্যারেড্) হইতে লাগিল। ঐ সময় সৈন্য বা যুদ্ধ সামগ্রী শূন্য কোন রেলগাড়ীই দৃষ্ট হইত না। কেবল রেল নহে, জাহাজ সকল ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে ওস্মানীয় সৈন্যদলকে বহন করিয়া আনিয়া, সালোনিকায় অবতরণ করাইতেছিল। এদিকে গ্রীসের প্রত্যেক সীমান্তস্থলে নিতান্ত সতর্কতা ও বহুদর্শিতার সহিত এইরূপ আয়োজন করা হইতে-ছিল; ওদিকে সার্ব্বিয়া ও বুলগেরিয়ার সীমান্ত প্রদেশও নিরাপদ মনে না করিয়া, উহার ও এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান সৈন্য সংস্থাপন দ্বারা এরূপ সুরক্ষিত করা হইল যে, যদি মস্তকোত্তোলন করে, তবে যেন তৎ-ক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করা যায়। এইরূপ সুবন্দোবস্ত দ্বারা মহামান্য আমিরুল মুমেনিন স্পষ্টতঃ প্রমাণিত করিলেন যে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এসিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সমগ্র সৈন্যদল একত্রীকৃত এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন। রসদ সরবরাহের বন্দোবস্ত ইহা হইতেও প্রশংসনীয় ছিল। ট্রেণের পর ট্রেণ, জাহাজের পর জাহাজ, রসদ বোঝাই হইয়া সীমান্তের দিকে যাইতেছিল। নৌ-সৈন্য বিভাগে, স্থল-সৈন্য-বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর সুবন্দোবস্ত ও আড়ম্বর দৃষ্ট হইয়া

ছিল। সমুদায় যুদ্ধ জাহাজের প্যারেড্ ও অনেকগুলির সংস্কার কার্য্য দ্রুতগতি চলিতে লাগিল।

১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত ১৯ পল্টন সৈন্য স্পেশিয়াল ট্রেণযোগে সালোনিকায় (১) পঁহুছিল। 'ম্যাজগদ' এবং 'ষেষ্ট্রু' (মর্ম্মরা সাগরের পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী) নামক স্থানের পল্টন ও সালোনিকার দিকে রওয়ানা হইল। ১৪ খানি ষ্টীমার যোগে তুর্কী সৈন্যদলের একাংশ মায় যুদ্ধোপকরণ 'জঙ্গে আস্মদ' (মর্ম্মরা সাগরের পূর্ব্বোপকূলে অবাস্থত), হইতে রোড্ষ্টোতে (মর্ম্মরা সাগরের উত্তর উপকূলস্থ সুবিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর) পঁহুছিল। যে সকল সার্কেশিয়ান সৈন্য 'আস্মদে' অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা রোড্ষ্টোর পথে সালোনিকায় যাইতে আদিষ্ট হইল। 'মদিনা', 'তাবেফ্' ও 'সা-আদত' নামক তিন খানি বাষ্পীয় জাহাজ রিজার্ভ সৈন্যদল লইয়া রোডষ্টো নগরে পঁহুছিল। ওস্মানীয় গবর্ণমেণ্টের বারবর-দারির (রসদাদি সরবরাহকারী) জাহাজগুলি 'কাপলান', 'বাবুল' ও 'আতিবুলি হইতে রিজার্ভ সৈন্যদল লইয়া সালোনিকার ঘাটে নঙ্গর করিল। 'সোরায়্যা' নামক বৃহৎ ষ্টিমার

(১) সালোনিকা নগর সালোনিকা উপসাগরের তীরে অতি প্রকাণ্ড ও উৎকৃষ্ট শহর। বাণিজ্যের জন্য এই নগর সবিশেষ খ্যাত। ইউরোপীয় তুরস্কের মধ্যে ইহা সমৃদ্ধিতে দ্বিতীয় স্থানীয়। এই নগরের লোকসংখ্যা প্রায় ১৭৫০০০।

খানি সালোনিকা হইতে ও সমানীর সৈন্য বহন করিয়া লইয়া গিয়া 'কাটি নায়' অবতরণ করাইতে লাগিল। ব্রিগেডিয়ার জেনেরল সোলেমান শোকরী পাশা সৈন্যদিগকে সীমান্ত প্রদেশে পাঠাইবার ভার প্রাপ্ত হইয়া 'সরলপ' (সালোনিকার উত্তর দিকে রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বে) হইতে সালোনিকায় পঁহুছিলেন। এখান হইতে কতিপয় তোপখানা "আলাসোনায়" প্রেরিত হইল। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, আলাসোনা নগরেই সর্ব্বপ্রথমে তুর্কী সৈন্যের হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হইয়াছিল। সালোনিকার নিকটস্থ সমুদ্রকে যুদ্ধ জাহাজ সমূহ দ্বারা সুরক্ষিত করা হইল। ৪ রেজিমেন্ট অশ্বারোহী সৈন্য 'মনষ্টারিয়া' (সালোনিকার উত্তর পশ্চিম দিকে, রেলপথের পার্শ্বে সুবিখ্যাত নগর) হইতে আলাসোনায় প্রেরিত হইল। মধ্য-ছুছিয়া কোম্পানির জাহাজ, 'বে-আলি ছায়েব পাশা' 'হুরিকুলিয়া' (কৃষ্ণ সাগরের তটবর্ত্তী) হইতে ১০৫২ জন সৈন্য, বহুসংখ্যক গোলা-বারুদের সিন্দুক এবং ২৩২টী যুদ্ধাশ্ব লইয়া রোডষ্টো অভিমুখে রওয়ানা হইল; আর যুদ্ধ বিভাগ হইতে ১০ হাজার ৮ শত মাসর রাইফল বন্দুক রেলযোগে রওয়ানা হইয়া গেল। কনষ্টান্টিনোপলের সামরিক কারখানা সমূহে সুবিশেষ উদ্যোগ ও আড়ম্বরের সহিত, দিন রাত্রি যুদ্ধোপকরণ সকল প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইস্পাত মণ্ডিত রণতরী 'আছারে তওফিক' আর রসদ বিভাগের (বারবরদারীর) লৌহ মণ্ডিত জাহাজ 'মখছুম খায়ের', 'আজলালি' এবং টর্পিডো

জাহাজ 'শাহিন' নুতন ভাবে মেরামত ও নুতন যন্ত্রাদি সংযুক্ত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত ও প্রস্তুত হইল। 'হামিদিয়া' নামক ইস্পাতমণ্ডিত প্রথম শ্রেণীর সুবৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ খানি সামুদ্রিক প্রয়োজন সাধন জন্য সজ্জিত হইল। ক্রীট যাত্রী যুদ্ধ জাহাজের বহর (যাহাতে লৌহ রণতরী মস্ উদিয়াও ভুক্ত ছিল) যুদ্ধ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া, যাত্রার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশা, থেসালি যাত্রী সৈন্যদলের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি (কমাণ্ডার ইন্‌চিফ্) নিযুক্ত হইয়া সালোনিকা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা এড্‌জুটাণ্ট মেজর ডাক্তার আহ্‌মদ বে, মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের এডিকং (পার্শ্বচর) ব্রিগেডিয়ার জেনেরল তাল-আত পাশা, এবং লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল কেনান বে, কর্ণেল নুরী বে ও 'আহম্মদ বে' তাহার সঙ্গে যাত্রা করিলেন।

৫ই এপ্রেল তারিখে 'তায়েফ্' নামক ষ্টিমার, সার্কেশিয়ান পল্টন:: ব্যতীত, রসদের জন্ত প্রচুর ময়দা, আটা প্রভৃতি এবং 'আসমদ' হইতে রদিফ্ সৈন্য লইয়া রোড্‌ষ্টোতে পহুঁছিল। অন্য ৩ খানি ষ্টিমার ম্যাগেজিনের ১৩০ সিন্দুক ও ১৪০টী যুদ্ধাশ্ব এই নগরে আনিয়া পঁহুছাইল। দ্বিতীয় দর্জা (দল) সৈন্যের জন্ত ৭ হাজার মাসর রাইফল (যথিরাজার অত্যুৎকৃষ্ট বন্দুক), তোপ খানার পাঁচজন অফিসারের তত্ত্বাবধানে প্রেরিত হইল। ঐ সকল রাইফল 'আলি বরুসা'

ফিল্ড্ মার্শাল মহাবীর গাজী আদহাম পাশা।
(থেসালি বিজয়ী জগদ্বিখ্যাত সেনাপতি)

'বাবা আশকি', 'ডিমোটিকা' ও 'ক্রিজক' প্রভৃতি স্থানের দৈনিক আড্ডা সমূহে প্রয়োজন মতে দেওয়ার জন্য, কর্তৃপক্ষ আদেশ করিলেন।

মধছুহিয়া কোম্পানির 'নজদ', নামক ষ্টিমার যুদ্ধ সামগ্রী ও রসদ লইয়া রোডষ্টোর দিকে যাত্রা করিল। মর্ম্মরা সাগরের উত্তর দিকস্থ রোড্‌ষ্টো, আর আবশ্যক হইলে 'আরগলি' নামক নগর, সামরিক বন্দর রূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। 'মোরাওলি' ও 'সালোনিকার' মধ্যে প্রত্যহ ৫ খানি ট্রেণ যাতায়াতের বন্দোবস্ত করা গেল। 'হোদেদা' নামক জাহাজ 'স্মর্ণা' (১) হইতে সৈন্যদল লইয়া রোডষ্টোতে রওয়ানা হইল।

দ্বিতীয় ডিভিজানের সৈন্যদিগকে মাসর রাইফল প্রদত্ত হওয়াতে, তাহাদের মার্টিন হেনেরী বন্দুকগুলি রদিফ্ সৈন্যের ব্যবহারার্থ সালোনিকায় পাঠাইবার জন্য কর্তৃপক্ষগণ আদেশ-লিপি পাঠাইলেন।

উপস্থিত যুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি মার্শাল আবদুল্লা পাশা ১৫ই এপ্রিল তারিখে সালোনিকায় পঁহুছিলেন।

---

(১) স্মর্ণা এসিয়া মাইনরের প্রধান নগর। এই নগর বিপুল জনপূর্ণ ও অতি বৃহৎ। এসিয়িক তুরস্কের মধ্যে ইহা সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান। এই নগরের আর এক নাম আজমীর। স্মর্ণা নগরে জগদ্বিখ্যাত গ্রীক্ অন্ধ মহাকবি হোমারের সমাধি আজিও বর্ত্তমান আছে।

তাঁহার আগমনোপলক্ষে সম্মান ও আনন্দসূচক বাদ্য বাদিত হইল; এক পল্টন সৈন্য, সৈনিক কায়েদা (নিয়ম) অনুসারে রেলওয়ে ষ্টেসনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। মহাসেনানী সালোনিকায় কিছু কাল অবস্থান করিয়া, 'সালোনিকা-মনষ্টার' রেলওয়ে যোগে নিকটবর্ত্তী ষ্টেসনে অবতীর্ণ হইয়া, আলাসোনা নগরে রওয়ানা হইলেন। ১৮ই তারিখে তিনি তথায় পঁহুছিয়া, সৈন্যদিগের গণনা কার্য্য সমাধা করিলেন। গ্রীসের সীমান্ত পর্য্যন্ত যাতায়াতের রাস্তাগুলি সংস্কার করিবার জন্য সালোনিকার কর্ত্তৃপক্ষ-দিগের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইল। ভূমধ্যসাগর যাত্রী প্রথম ডিভিজনস্থ যুদ্ধ জাহাজের টর্পিডো তরী গুলির পরীক্ষা, সন্তোষজনকরূপে পরিগৃহীত হইল। 'বাবল' নামক ষ্টিমার, কৃষ্ণসাগর হইতে ৭ শত রদিফ্ সৈন্য লইয়া মর্ম্মরা সাগরাভিমুখে রওয়ানা হইল। ইস্পাত মণ্ডিত যুদ্ধ জাহাজ 'মস্উদিয়া' মেরামতের জন্য ডকে প্রবিষ্ট হইল। 'আছারে জদিদ' নামক জাহাজ এক পল্টন সৈন্য, ৮৪টী যুদ্ধাশ্ব এবং বিপুল সামরিক সরঞ্জাম রোডষ্টো নগরে পঁহুছাইয়া দিল। মাসর রাইফলের জন্য ২ গাড়ী কার্ত্তুস্ (টোটা) এড্রিয়নোপলে পঁহুছিল। কর্ণেল জামাল বে এক রেজিমেণ্টের, এবং জেনেরল ওমর রুশদি পাশা গ্রীক্ সীমান্তস্থিত চতুর্থ ডিভিজানের কমাণ্ডার নিযুক্ত হইলেন। লেপ্টেনাণ্ট মোহাম্মদ ইউনুস আফেন্দি, ভ ইস্ এডু মিরাল

হাসান রুমী পাশা প্রথম ডিভিজানস্থ যুদ্ধ জাহাজ সমূহের এড্-মিরালের এডিকং নিযুক্ত হইলেন। কাপ্তেন আনওয়ার বে, নৌ-সৈন্য বিভাগের অফিসার ও কাপ্তেন হক্কি বে, সামরিক নৌ-সৈন্য বিভাগের অফিসার এবং বিগেডিয়ার জেনেরল হক্কিপাশা, সীমান্তস্থিত সৈন্যের এক ডিভিজানের কমাণ্ডার নিযুক্ত হইলেন।

'আছরে জদিদ','সা-আদত','তায়েফ' ও 'আদানা' জাহাজ, 'ছুরিহেছার' এবং কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি স্থানের সৈন্যদিগকে রোডষ্টোতে পঁহুছাইবার জন্য নিযুক্ত হইল। মাসর রাইফলের ৪ হাজার ৩ শত সিন্দুক টোটা, ২য় ডিভিজান সৈন্যের জন্য রেলযোগে 'আলিবরগছ' ও 'ডিমোটিকায়' রওয়ানা করা গেল। ষ্টিমার 'হাসান পাশা' দুই খানি টর্পিডো [illegible] সহ মেরামত-জন্য ডকে প্রবিষ্ট হইল। ৭ কোম্পানি [illegible] মাইনার্স (যে সকল সৈন্য মৃত্তিকা খনন, জঙ্গল পরিষ্কার ও রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য করে) সালোনিকা হইতে আলা-সোনায় রওয়ানা হইল। ৯ই এপ্রিল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ব্রিগেড্ সৈন্যদিগের নিকট ৩২০৮০টী মাসর রাইফ[illegible] পঁহুছিয়াছিল। অতঃপর গ্রীস্ সীমায় নানা উপায়ে (রেলওয়ে ও ষ্টীমার যোগে এবং প্রয়োজন মতে পদব্রজে) এত অধিক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল যে, কনষ্টাণ্টিনোপল্ হইতে আলাসোনা পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগে যেন সৈনিক প্রবাহ উচ্ছ[illegible] উঠিয়াছিল; যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, কেবল অপূর্ব্ব সাম[illegible] পরিচ্ছদ পরি-

হিত বলদৃপ্ত সৈনিকদল উৎসাহ সহকারে স্ফীতবক্ষে রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, দেখিতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বিশাল সৈন্যদল এরূপ বিনাড়ম্বরে, নীরবে, ধীরভাবে কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল যে, ইহারা যে সকল প্রদেশ বা জনপদের উপর দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল, তত্রত্য অধিবাসিগণ পর্য্যন্ত ইহাদের গমন সংবাদ জানিতে পারে নাই। সামরিক বিভাগের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ইন্স্পেক্টর জেনেরল, জেনেরল আহ্মদ হালমিপাশা, বহুসংখ্যক ডাক্তার, এপথিকারী, কম্পাউণ্ডার ও ঔষধ প্রস্তুতকারী (দাওয়াছাজ) লোক সঙ্গে লইয়া আলাসোনায় রওয়ানা হইলেন। কানআন বে, বদ্রি বে, আমিন বে প্রভৃতি রাস্তা ও সেতু ইত্যাদি সংস্কার বিভাগের উচ্চতম অফিসারগণ, সামরিক বিরাট আয়োজনের সুবন্দোবস্ত সাধন-জন্য আলাসোনা নগরে গমন করিতে আদিষ্ট হইলেন।

এস্থলে সুবিখ্যাত লণ্ডন টাইমস্ সংবাদপত্রের যুদ্ধক্ষেত্রস্থ বিশেষ সংবাদ দাতা মিঃ,সি,সি, বিগহেমের লিখিত হৃদয়াকর্ষক বিবরণের কিয়দংশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ করিব। তিনি স্বীয় "ওদদি টার্কিস্ আর্ম্মি ইন্ থেসালি"নামক গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিবরণ বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সুবিখ্যাত সংবাদদাতা যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুর্কী সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং ইনি সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া-

ছেন, তাহা সত্য ও প্রমাণিত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। তাঁহার লেখার উপর আমাদের কোনও রূপ মন্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

"আমি সালোনিকায় পঁহুছিয়া প্রথমে যাহা দর্শন করিতে যাই, তাহা নগরের বহির্ভাগস্থিত বৃহৎ তুর্কী সৈনিক হাস্পাতাল। উহাতে ৪০০ পীড়িত সৈন্যের শয্যাদি বিস্তৃত ছিল। ঐ সকল শয্যা রোগী দ্বারা পূর্ণ না থাকিলেও, নূতন শয্যাদির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার পক্ষে প্রচুর আয়োজন করা হইতেছিল। কারণ, থেসালি যাত্রী বিশাল সৈন্যদলের জন্য, এই স্থানকে ঔষধের ভাণ্ডাররূপে নির্দ্দিষ্ট করিবার মনস্থ ছিল। এই হাস্পাতালের বন্দোবস্ত, উচ্চতম ইউরোপীয় হাস্পাতালের বন্দোবস্ত অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। পীড়িতদিগের কুঠরীগুলি সুসজ্জিত ও ডাক্তারদিগের বন্দোবস্ত উচ্চশ্রেণীর ছিল। ইহার কারণ এই যে, তুর্কী জাতি সাধারণতঃ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।

এই হাস্পাতাল একটী সুদৃশ্য মহামেলা (Exhibition) স্বরূপ প্রতীয়মান হইত। সৈনিক ডিভিজান সমূহের ও যুদ্ধক্ষেত্রের হাস্পাতালগুলি এরূপ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল না। আর ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, ওসমানীয়া ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর স্যার এডগার ভিনসেণ্টের পক্ষ হইতে, রেড্ ক্রেসেণ্ট (হেলাল আহমর্ অর্থাৎ লালবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্র) সোসাইটীকে (১)

(১) ক্রীটের বিপন্ন মুসলমানদিগের জন্য চাঁদা সংগ্রহার্থ রাজ-

যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইবার এই ফল হইয়াছিল যে, বহুসংখ্যক আহত সৈন্য—যাহারা চিকিৎসা ও শুশ্রূষা অভাবে হয় মৃত্যুমুখে পতিত হইত, নচেৎ চিরকালের জন্য 'বেকার' হইয়া থাকিত,—তাহারা শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করতঃ কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিয়াছিল। আমি সালোনিকার সৈনিক হাসপাতাল দেখিবার সময় এ বিষয়ের সূক্ষ্মরূপ সন্ধান লইতেছিলাম যে, যে সকল সৈন্য এখান হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কি পরিমাণ পীড়িত ও অকর্ম্মণ্য সৈন্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়া হয়। কিন্তু অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারিলাম, তাহাতে আমাকে একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিল। দুই শত সৈন্যের মধ্যে গড়ে এক জনের অধিক পীড়িত ছিল না। এই বিশাল সৈন্যদল এসিয়া মাইনরের বিভিন্ন অংশ হইতে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল। হয় ত পদব্রজে এই সুদীর্ঘ পথ আত[illegible] করিয়াছিল; কিম্বা পশ্বাদি, পার করিবার রেলগাড়ীতে এ[illegible] সুদীর্ঘ প্রবাস শেষ করিয়াছিল।

ধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে এই স[illegible]র প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভার বহুসংখ্যক শাখা মিসরদেশ [illegible] [illegible]ভার বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ওসমানী [illegible] ডাইরেক্টর মিঃ এড্‌গার ভিন্‌সেণ্টের নিকট চাঁদার টাকা [illegible] হইত। এই সভার পক্ষ হইতে বহুসংখ্যক ডাক্তার [illegible] ঔষধ, যুদ্ধাহত তুর্কী সৈন্যদিগের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কার্য্যের সংপূর্ণ ভার ওসমানীয়া ব্যাঙ্ক নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহার পর এক দিন কিম্বা দুই দিন তাহাদিগকে জাহাজেও কাটাইতে হইয়াছিল। জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হওত রাস্তায় বিশ্রাম না করিয়া, পদব্রজে বা রেলগাড়ীতে তাহারা স্বীয় গন্তব্য স্থানে পঁহুছিয়াছিল।

এতদ্দ্বারা একথা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, সৈন্যদিগের স্বাভাবিক শক্তি সংপূর্ণরূপেই অক্ষুণ্ণ ছিল। ইহার নিঃসংশয়িত কারণ এই যে, তুর্কী সুবা সমূহের সাধারণ অর্থাৎ কৃষক শ্রেণীর মুসলমানগণ স্বভাবতঃ সুস্থ ও সবলকায়। বোধ হয় ইহাও একটী প্রধান কারণ এই যে, রসনা তৃপ্তিকর সুস্বাদু আহার্য্যের জন্য তাহারা তাদৃশ ব্যাকুল নহে। সুতরাং তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ অতি সামান্য জিনিসেরই প্রয়োজন; অর্থাৎ রুটী ও জল এই দুই দ্রব্যই তাহাদের জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই সকল সৈন্যকে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল। উপাদেয় রুটী বা পোলাও, মাংসের ঝোল (সুরুয়া) এবং তুর্কীদিগের অতি প্রিয়তর পদার্থ তামাক প্রয়োজনানুরূপ দেওয়া হইত। এজন্য সৈন্যদিগের সুস্থতার কারণ পরিষ্কার রূপেই অনুমিত হয়। * * * * * *

সাধারণতঃ জীর্ণ শক্তির অভাবে যে সকল পীড়া জন্মে, সালোনিকাস্থ সৈন্যদিগের মধ্যে অনেকে সেই রোগে, এবং কেহ কেহ চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিল। কিন্তু (খৃষ্টানদিগের ন্যায়) সমর্ষি রোগ আদৌ দৃষ্ট হইত না। আমার বিবেচনায় রোগী-

দিগের মধ্যে শতকরা একজনও গর্ম্মিরোগে আক্রান্ত ছিল কিনা সন্দেহ। ডাক্তারগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে বিলক্ষণ 'হুসিয়ার' ছিলেন। সাধারণতঃ চিকিৎসাকার্য্যে তাঁহাদিগকে পারদর্শী বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসায় তাদৃশ পরিপক্ক ছিলেন না। হাসপাতালের কর্ম্মচারিগণ বিনম্র, সুচতুর এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। হাসপাতালে ঔষধাদি প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকিত। দুঃখের বিষয়, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, তাহারই—অর্থাৎ ডাক্তারের সংখ্যা কম ছিল। হাস্পাতালের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ ও যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদিগের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত উৎকৃষ্টরূপ হওয়া আবশ্যক; উপস্থিত ক্ষেত্রে তৎপক্ষে কথঞ্চিৎ ত্রুটি লক্ষিত হইয়াছিল। তুর্কীগণ ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ রূপে অবগত আছেন, আর ইহাও জানা আছেন যে, কিরূপে এ সকল অভাব পূরণ করা উচিত। * * * *

দ্বিতীয়তঃ নিম্ন-লিখিত বিষয় গুলি বিশেষরূপ আলোচনার উপযুক্ত। সালোনিকার রেলওয়ের কার্য্য ও সৈন্যদল সমবেত করা সেই আলোচ্য বিষয়। কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে দিদিগোচ্চা হইয়া সালোনিকা পর্য্যন্ত যে একহারা রেলের রাস্তা গিয়াছে, ঐ লাইন কেবলমাত্র ১০ মাস পূর্ব্বে খোলা হইয়াছিল। আর লাইনে গাড়ী প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে ছিলনা। নিতান্ত চেষ্টা ও উদ্যোগ করিয়াও এই রেলওয়ে কোম্পানি (এই রেলওয়ে লাইন একটী অষ্ট্রিয় কোম্পানি দ্বারা নির্ম্মিত।)

দিবসে পাঁচ বারের অধিক গাড়ী রওয়ানা করিতে পারেন নাই। তথাপি পূর্ণ এক মাস কাল অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত সৈন্যদিগকে সমবেত করিবার প্রয়োজন ছিল, সেই কালের মধ্যে এই অতিরিক্ত যাত্রী (সৈন্য) দিগের যাতায়াত নিবন্ধন সাধারণ যাত্রীদিগের যাতায়াতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা জন্মে নাই। কেবলমাত্র একটী আকস্মিক ঘটনা দ্বারা ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ ছিল। সৈন্যদিগকে বৃহৎ বৃহৎ পশ্বাদি-গাড়ী, কিম্বা পশ্বাদি পার করিবার গাড়ীতে চড়ান হইত। প্রত্যেক গাড়ীতে ৪০ জন সৈন্যের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এক-এক খানি গাড়ীতে ৮টী অশ্ব কিম্বা ৪টী ময়দানী তোপের স্থান সঙ্কুলান হইত। এক এক ট্রেণে ২০ খানি করিয়া গাড়ী সংযোজিত করা যাইত। এজন্য উহাতে বারবরদারির পশ্বাদি ব্যতীত পুরা এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য যাইতে পারিত। এই হিসাবে পূর্ণ এক ডিভিজান সৈন্য এক সপ্তাহের কমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিবার সম্ভাবনা ছিলনা। ফলতঃ প্রত্যেক বিষয়ে খেয়াল করিলে, এই সকল বন্দোবস্ত বিশেষ প্রশংসা-জনক ছিল বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে, সন্দেহ নাই। হাসপা-তালের বন্দোবস্ত দ্বারা যুদ্ধ কোন্ প্রণালীতে চালান হইবে, দর্শকদিগের মনে তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপ ধারণা জন্মিত।

এক্ষণে আমাদিগকে ঐ স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক, যথায় গ্রীকগণ আপনাদের যুদ্ধোপকরণ সকল জমা করিয়া-ছিল। সাধারণ ধারণানুসারে সমুদ্রই গ্রীক্দিগের রসদাগার

ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সামুদ্রিক বন্দরগুলি হইতে রসদ সরবরাহের কাজ চলিত। ঐ সকল বন্দর ইজিয়ন সাগরের তটে, উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তন্মধ্যে ভোলো, হিলসাইয়েং, আমিয়া, এষ্টেল্‌ডা প্রভৃতি বন্দরগুলি গ্রীক্‌দিগের সৈনিক ডিপোর কাজ দিত। অগ্রসর ও পশ্চাৎ পদ হওয়ার সুবিধানুসারে ঐ সকল বন্দরে রসদ ও সৈন্য সকল অবতরণ করা হইত। গ্রীক্‌দিগের রসদ পঁহুছাইবার পথ নিষ্কণ্টক ছিল। ঐ পথে শত্রুপক্ষ হইতে আক্রমণের কোনরূপ আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু তুর্কীদিগের সালোনিকা, এলাসোনা এমন কি, লারিসা পর্য্যন্ত রসদ পঁহুছাইবার পথ আশঙ্কা জনক-ছিল। তুর্কীদিগের যেমন সালোনিকা, গ্রীক্‌দিগের তেমনই পাইরস বন্দর রসদ সরবরাহের সর্ব্বপ্রধান আড্‌ডা ছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন সময়ই এথেন্স হইতে স্থলপথে যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ প্রেরিত হয় নাই।

* * * *

যদ্যপি গ্রীক্‌দিগের রসদ চলাচলের পথ রোধ করা যাইত; আর উহাদিগকে আপনাদের অধ্যুষিত স্থান হইতে দূরীকৃত-করা হইত; তাহা হইলে তুর্কীদিগের সুবিধার ইয়ত্তা ছিল না। উক্ত বিষয় হয় ত তুর্কীদিগের খেয়ালে আইসে নাই, কিম্বা উপযুক্তরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, গ্রীক্‌গণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পশ্চাতে হটিতে হটিতে একটী না একটী বন্দির প্রাপ্ত হইয়া,

তাহাতে কিছুকাল আশ্রয় গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল; এবং তুর্কীদিগের পঁহুছিবার পূর্ব্বেই দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাইবার সুবিধা পাইয়াছিল। আবার বিবিধ খাদ্য দ্রব্য পূর্ণ বিশাল রসদ ভাণ্ডার প্রাপ্ত, তথায় আহার ও বিশ্রাম লাভ করতঃ নব বলে বলীয়ান হইয়া, পুনরায় যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল। যদি তুর্কীগণ তাহাদের পলায়ন-পথ ও রসদ সরবরাহের সুযোগ নষ্ট করিয়া দিত, তবে ভীত ও পলায়মান গ্রীক্ সৈন্যদিগের কি যে দুর্দ্দশা ঘটিত, তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

তুর্কীপক্ষ হইতে যে সকল বন্দোবস্ত করা হইত, তাহা দেখিবার ও জানিবার পক্ষে আমার সবিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল। ঐ সুযোগের জন্য আমি ব্রিটিশ কন্সল জেনেরল মিঃ ব্লণ্ট সি, বি, মহোদয়ের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। ইনি ক্রিমীয় যুদ্ধের সময় হইতে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে, তুরস্ক সাম্রাজ্যে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। এই সুযোগ্য পুরুষ ক্রিমীয় যুদ্ধে লর্ড লিওকণের অনুবাদক ছিলেন। সেই সময় হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সুলতানতে ওস্মানীয়ার যে খানে যে জ্ঞাতব্য ও হৃদয়াকর্ষক ঘটনা ঘটিয়াছে, তিনি তথায়ই উপস্থিত হইয়া, উহার প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়াছেন, এবং অপরিসীম যত্ন, চেষ্টা ও অতুলনীয় অভিজ্ঞতা প্রভাবে, তুর্কী সুবা সমূহের অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বর্ত্তমান পদোচিত জনগ্রাম তাহাতে

সম্পূর্ণরূপেই বিদ্যমান। মিঃ ব্লণ্ট সালোনিকীয় সৈন্যের ফিল্ড্ মার্শাল মাননীয় কাজেম পাশা ও তত্রত্য গবর্ণর রেজা পাশার সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। উল্লিখিত দুই মহাত্মাও আমাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা যেমনই দয়ালু, তেমনই অতিথিপরায়ণ ছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য আদেশ প্রাপ্তি সম্বন্ধে বড়ই বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে লণ্ডন ও কনষ্টাণ্টি-নোপলে টেলিগ্রাম পাঠাইতে পাঠাইতে মহামান্য সুলতানের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া গেল। এই আদেশের মর্ম্ম যথাসময়ে আমাকে জানান হইল। আমাকে ইহাও অবগত করান গেল যে, আমি আলাসোনায় যাইতে পারি; কিন্তু যুদ্ধ-সম্বন্ধে যে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিব, সৈনিক আইনানুসারে উহা পরীক্ষা করা হইবে। আর আমাকেও ঐ কানুন প্রতিপালনে বাধ্য থাকিতে হইবে। উহা অতি প্রয়োজনীয় ও ন্যায়ানু-মোদিত সর্ত্ত ছিল বলিয়া, আমি তৎক্ষণাৎ উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। সৌভাগ্য বশতঃ হরমন চিরি নামক একজন পোলাণ্ডবাসীকে আমি আমার দ্বিভাষীরূপে পাইয়াছিলাম; এই ব্যক্তি পৃথিবীর প্রায় সকল প্রকার ভাষাই বলিতে পারিত। অশ্ব ও অশ্ব চালক সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করিলাম যে, এলাসোনায় পঁহুছিয়া তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারিব।

অতঃপর আমি ৩১শে মার্চ্চ তারিখে "নসরত" নামক সুলতানী টর্পিডোতরীতে আরোহণ করিয়া "কিট্রনিয়াতে"

রওয়ানা হইলাম। ফিল্ড্ মার্শাল কাজেম পাশার অনুগ্রহেই আমি এই সংগ্রাম-তরীতে গমন করিতে পাইয়াছিলাম। প্রত্যূষ সময়ে যখন টার্পিডোতরী খানি ঘণ্টায় ১২ মাইল হিসাবে চলিতেছিল, তখন কাপ্তেন আমাকে "কারাবুই" অন্তরীপ দেখাইয়া বলিলেন, এইস্থানে অবরোধকারী তোপ সমূহের জন্য পোস্তাবন্দি করা হইয়াছে। এই অন্তরীপ হইতে সমুদ্রোপকূলরক্ষার জন্য, টর্পিডোতরী সমূহের ক্রমিক অবস্থান আরম্ভ হইয়াছিল। * * * *

সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ থাকাতে পথে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। বেলা ৯টার সময় আমি কিট্ নিয়াতে পঁহুছিলাম। এইস্থানে আমার গমন জন্য ঘোড়ার বন্দোবস্ত করা ছিল। এক্ষণে আমার প্রহরী স্বরূপ আরদালির কার্য্যে জাবতীয়া (১) নিযুক্ত করা হইল। সার্কেশিয়ান অশ্বারোহী সৈন্যদলের একজন লেপ্টেনাণ্ট আমার সহযাত্রী ছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক অলিম্পস্ পর্ব্বতের উত্তর দিকস্থ উচ্চভূমির উপর দিয়া আলাসোনার দিকে রওয়ানা হইলাম; এখান হইতে আলাসোনা ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী ছিল। যেপথ দিয়া আমি গমন করিতেছিলাম, ঐ ভূখণ্ড নিতান্ত উর্ব্বরা ও সৌন্দর্য্যশালিনী বোধ হইল। বৃহৎ বৃহৎ উপত্যকাগুলি সবুজবর্ণের নানাবিধ শস্য, ঘাস ও চিড় নামক

(১) জাবতীয়া—পুলিশ প্রহরী।

বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। বেগবতী পার্ব্বত্য নদীগুলি সজোরে নিম্নদিকে চলিয়া যাইতেছিল, উহার তটদেশস্থ সতেজ বৃক্ষাবলীর অনুপম শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। অত্রত্য অধিবাসিগণের প্রায় সকলেই রোমাণবর্ণের 'ওলাক' বংশীয় লোক। এইজাতীয় কৃষকদিগের পরিধানে নীলবর্ণের জ্যাকেট ও ঢিলা পা'জামা দৃষ্ট হইল। ইহার অধিকাংশই রাস্তা ও পুল নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা তুর্কী ভাষা বলিতে পারিত, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহারা বেশ সুখ সচ্ছন্দতার সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহারা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছে যে,

*   *   *   *   *   *

"যে প্রকার রসদ পঁহুছাইবার বন্দোবস্ত তখন হইতেছিল, দশ বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। আর ইহাও বলিয়াছিল, আমরা যে কাজ কর্ম্ম করিতেছি, ইহার পারিশ্রমিক ঠিক সময়ে—অথচ পূর্ণভাবে পাইয়া থাকি। আর বারবরদারির জন্য যে সকল পশ্বাদি গ্রহণ করা হয়, তাহার ন্যায্য ভাড়াও রীতিমত প্রাপ্ত হই।" পথে আমরা গ্রীক্ অধিবাসী পূর্ণ ২।১টী গ্রাম দেখিতে পাইয়াছিলাম। উক্ত গ্রীক্‌দিগকে অধিকতর নিস্তব্ধ ও কিয়ৎ পরিমাণে ভয়চকিত বোধ হইল। কিন্তু ইহাদিগের ভাবভঙ্গিতে এরূপ কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইলনা যে, সুযোগ পাইলে বিদ্রোহ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারে। অন্যান্য স্থানের তুলনায় এঅঞ্চলের রাস্তা সমূহে সৈন্য সংখ্যা

অস্ত্র দৃষ্ট হইল। কেননা, ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার নিয়মিত রাস্তা ছিল না। কিন্তু 'লাট্রিনাতে' শস্য, বিস্কুট ও জুতার বড় বড় ভাণ্ডার ছিল। আর ২৩ সহস্র নূতন সংগৃহীত সৈন্যকে, যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল।

ঐ দিন সন্ধ্যার একটু পরে আমি আলাসোনা নগরে পঁহু-ছিলাম। স্থানীয় গবর্ণর আমার বাসের জন্য উপযুক্ত গৃহের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তিনি আমার সহিত বড়ই সরল এবং সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইউস্কোব নগর ও ওরদর নদীর পথে সালোনিকায় আসিবার সময় সার্ভিয়ার সীমান্তবর্ত্তী 'রিষ্ট ওয়াটজিনে' আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, আর কিট্রিনিয়া ও আলাসোনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে রাজ্যের যে অবস্থা ছিল, তদ্দ্বারা—এবং কালাব্রিয়া কিম্বা সরফিজের সাধারণ রাস্তা দিয়া আগমনকারী লোকদিগের বাচনীক যাহা অবগত হইয়া-ছিলাম, তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, মাসি-ডোনিয়াতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা কল্পনা ও খেয়া-লের বহির্ভূত। একান্ত পক্ষে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলেও, অতি সত্বরতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত তাহা নিবারণ করা যাইবে।"

তৃতীয় অধ্যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্কী সৈন্যের অবস্থা।

তুরস্ক ও গ্রীসের সীমা দুই শত মাইল দীর্ঘ। এই সীমা ইজিয়ন্ সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া, সোজা পশ্চিম মুখে ২০ মাইল পর্য্যন্ত গিয়া আলাসোনা পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে। তথা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণ দিকে সরিয়া, আর ২০ মাইল পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। তৎপর 'ডস্‌কৃটার' নিকট ঠিক সোজা ভাব ধারণ করিয়াছে। এখান হইতে আবার ৩০ মাইল 'মেটিজার' দিকে গিয়াছে। সেখান হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মোড় ফিরিয়াছে। তৎপর 'কালারাণ্টস্' হইতে সোজা দক্ষিণ দিকে গিয়া, 'আর্টা' নগরের নিকটে 'আম্ব্রুসিয়া' উপসাগরের উপকূল ভাগ স্পর্শ করিয়াছে।

১৮৮১ খৃঃ অব্দের নির্দ্দেশিত সীমা, যাহা এক উচ্চ পাহাড়ের ক্রমিক অবস্থান দ্বারা বিভাগ করিতেছে, উহা সঙ্কীর্ণ উপত্যকাবলীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। পার্ব্বত্য দরীপথগুলির অধিকাংশই তুর্কীদিগের অধিকার ভুক্ত। পিণ্ডস্ নামক যে পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহা এই সীমান্ত রেখাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। তুর্কী অধিকারের পূর্ব্বাংশকে 'মাসিডোনিয়া' (মেক্ ডুনিয়া) ও পশ্চিমাংশকে 'আলবেনিয়া' কহে। আর পূর্ব্বপশ্চিমাংশ টুকু,

—যাহা আইওনিয়ন সাগর ও সীমান্তের মধ্যে অবস্থিত, উহার নাম 'ইপাইরস।'

গ্রীসের অধিকৃত থেসালি প্রদেশও তিনটী সুবায় বিভক্ত। উহাদের নাম যথাক্রমে লারিসা, ত্রিখালা ও আর্টা। সুবা-ত্রয়ের মধ্যে ত্রিখালা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও আর্টা অতি ক্ষুদ্র। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সুবা সমূহের দক্ষিণে সুলতানের ওস্‌মানীয়ার সীমান্ত রেখা ছিল। এই নূতন গ্রীকাধিকার হইতে বহুসংখ্যক তুর্কী অধিবাসী, ওস্‌মানীয়া অধিকারে চলিয়া গিয়াছে। মাসিডোনিয়া ও ইপাইরস হইতেও গ্রীক্ সম্প্রদায় ভুক্ত অনেক লোক গ্রীসের অধিকারে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা জন্মভূমিত্যাগী তুর্কীদিগের অপেক্ষা অনেক কম। মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই প্রতীতি জন্মিবে যে, পূর্ব্ব পশ্চিমে একটী সোজা রেখা টানিলে, ওস্‌মানিয়া সাম্রাজ্যের যে অংশ সুবে লারিসা ও ত্রিখালার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, উহার উপরের দিক্ বিস্তৃত ও নীচের দিক্ সঙ্কীর্ণ। ঐ ভূভাগের পরিমাণ ফল ৬৫০ বর্গ মাইল। ঐ ভূখণ্ড ৩ অংশে বিভক্ত। পূর্ব্বাংশের নাম 'এলীসোনা', পশ্চিমাংশের নাম 'ড্রুয়েক' এবং দক্ষিণাংশের নাম 'ডমাসি।' এই অনতিবিস্তৃত ভূখণ্ডে তুর্কীদিগের বিশাল সৈন্যদল সমবেত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, স্থানটী শত্রুপক্ষের দুই পার্শ্ব হইতে আক্রমণ রোধের পক্ষে উপযুক্ত ছিল।

এস্থলে সৈন্তদিগের বিভাগ ও সংখ্যাদি নির্দ্দেশ করিলে, পাঠকবর্গের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

৪ কোম্পানিতে ১ ব্যাটালিয়ন, সৈন্য সংখ্যা ৭৫০
৪ ব্যাটালিয়নে ১ রেজিমেণ্ট ,, ৩০০০
২ রেজিমেণ্টে ১ ব্রিগেড্ ,, ৬০০০

একটী পূর্ণ ডিভিজানের মোট সৈন্যসংখ্যা ১২৫০০ উহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

২ ব্রিগেড্ অর্থাৎ ১২০০০ সিপাহি।
১ স্কোয়াড্রণে ১২০ জন অশ্বারোহী সৈন্য।
৩ ব্যাটারির প্রত্যেক ব্যাটারিতে ৬টী তোপ ও ৮০ জন তোপচালক গোলন্দাজ সৈন্য। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ডিভিজানে অন্যান্য প্রকারের প্রায় ২৪০ জন সৈন্ত থাকে।

কিন্তু যুদ্ধকালে প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক ডিভিজানে ১০০০০ অপেক্ষা অধিক সৈন্য থাকে না। কেননা রসদ পঁহুছাইবার কার্য্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধান ও প্রহরীর কার্য্যে কতক সৈন্ত নিয়োজিত থাকে। আবার শেলাখানা ও কমিশেরিএট্ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ও অনেক সৈন্য নিয়োজিত রাখিতে হয়।

অশ্বারোহী সৈন্তদিগের এক রেজিমেণ্টে ৫ স্কোয়াড্রণ অর্থাৎ ১০০০ সৈন্ত ও ৩ ব্যাটারির এক তোপখানা হয়। মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশার বিশাল সৈন্যদল যে সকল ডিভিজানে ও যে সকল সেনাপতির অধীনে স্থাপিত হইয়াছিল, পর পৃষ্ঠায় তাহার একটী তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

ডিভিজান নং	সেনাপতির নাম	সেনাপতির অবস্থান স্থান।
প্রথম	হাজী খএরী পাশা	ডোয়েঙ্ক।
দ্বিতীয়	নেশাত পাশা	এস্কাম্পা।
তৃতীয়	মমদুহ্ পাশা	এলাসোনা।
চতুর্থ	হায়দর পাশা	ঐ।
পঞ্চম	হাক্কি পাশা	ডসক্টী।
ষষ্ঠ	হামদি পাশা	লেপ্টা কঁরিয়া।
১ স্বাধীন ব্রিগেড্	মোহাম্মদ পাশা	আলাসোনা।

অশ্বরোহিদিগের ডিভিজান—

(১৫ স্কোয়াড্রণ)	সোলেমান পাশা	আরমান্সি।
তোপখানা (১২ ব্যাটারি)	রেজা পাশা	আলাসোনা।

এক্ষণে প্রধান ছয় ডিভিজানের বিস্তৃত বিবরণ লেখা যাইতেছে, এতদ্দ্বারা তুর্কীর বিপুল সৈন্যসজ্জা সম্বন্ধে পাঠকদিগের সহজে ধারণা জন্মিবে।

প্রথম ডিভিজানের হেড্ কোয়ার্টার আলাসোনা হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিক্‌বর্ত্তী ডোয়েঙ্ক নামক স্থানে ছিল। এই ডিভিজানের কমাণ্ডার জেনেরল হাজী খএরী পাশার অধীনে দুই ব্রিগেড্ সৈন্য, তন্মধ্যে এক ব্রিগেডের পরিচালক তাহের পাশা ও দ্বিতীয় ব্রিগেডের সেনাপতি জালাল পাশা ছিলেন। সৈন্যসংখ্যা পদাতিক ১২০০০, অশ্বারোহী ১৬০০, ময়দানী তোপ ৩৬, পার্ব্বত্য তোপ ৬, বারবরদারীর পশু সংখ্যা ২৬২৮।

দ্বিতীয় ডিভিজানের হেড্ কোয়ার্টার এস্কাম্বা নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল; প্রধান সেনাপতি কমাণ্ডার জেনেরল নেশাত পাশার অধীনে ১ম সেনাপতি মোহাম্মদ পাশা, ২য় আবদুল আজিজ পাশা, ৩য় মেজর জেনেরল জালাল পাশা (ইনি যুদ্ধে শহিদ হইয়াছিলেন), এড্জুটাণ্ট জেনেরল আলি কওজী পাশা। আর একটী স্বতন্ত্র ব্রিগেড্ এই ডিভিজানের অন্তর্গত ছিল; উহার সেনানী ব্রিগেডিয়ার জেনেরল হাফেজ পাশা ছিলেন; এই অশীতিপর বৃদ্ধ মহাতেজস্বী সেনাপতি মেলুনা পাশের ভীষণ সংগ্রামে শহিদ হইয়াছিলেন। এই মহাবীরের বীরত্ব-কাহিনী যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। এই ডিভিজানের সৈন্য সংখ্যাদি প্রথম ডিভিজানের সমান।

তৃতীয় ডিভিজানের হেড্ কোয়ার্টার খাস এলাসোনা নগরে ছিল। কমাণ্ডার জেনেরল মমতুহ্ পাশার অধীনে প্রথম ব্রিগেডের সেনাপতি শতাহের পাশা ও দ্বিতীয় ব্রিগেডের সেনাপতি মীর আলাই এস্হাক বে ছিলেন। সৈন্যাদির সংখ্যা প্রথম ব্রিগেডের সমান।

চতুর্থ ডিভিজানের ও হেড্ কোয়ার্টার আলাসোনা নগরেই ছিল। কমাণ্ডার জেনেরল হায়দর পাশার অধীনে, ১ম সেনাপতি নইম পাশা ও ২য় সেনাপতি মীর আলাই রোস্তম বেক ছিলেন। সৈন্যাদির সংখ্যা প্রথম ডিভিজানের সমান।

পঞ্চম ডিভিজানের হেড্ কোয়ার্টার দুক্কা (দেশ খাক্কা) নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। কমাণ্ডার জেনেরল হাক্কি

পাশার অধীনে জেনেরল শকরি পাশা ও এস্লাম বেক দুই বিভাগের সেনাপতি ছিলেন। সামরিক শক্তি পদাতিক ১২৯০০, অশ্বারোহী ১৬০০, ময়দানী তোপ ২৪, পার্ব্বত্য তোপ ৬। এই সংখ্যার মধ্যে নক্সা নবীশ ও ইঞ্জিনিয়ারগণও ভুক্ত।

৬ষ্ঠ ডিভিজানের হেড্ কোয়ার্টার 'লেপটু কারিয়ার' ছিল। কমাণ্ডার জেনেরল হাম্দি পাশার অধীনে দুই ব্রিগেড সৈন্য ছিল। প্রথম ব্রিগেডের সেনাপতি হাসান তহসিন পাশা ও দ্বিতীয় ব্রিগেডের সেনাপতি হাস্নী পাশা ছিলেন। সামরিক শক্তি প্রথম ডিভিজানের সমান।

এতদ্ব্যতীত হোসেনী পাশার অধীনে ৭ম ডিভিজান ৪ঠা মে তারিখে আলাসোনায় পঁহুছে। আবার প্রায় ঐ তারিখেই আর একটী ব্রিগেড্ ডমক্টাতে পঁহুছিয়াছিল। ৮ম ডিভিজান (এই ডিভিজান যুদ্ধে যোগদান করে নাই) ২০শে মের পূর্ব্বে এলাসোনায় পঁহুছে নাই। এই সকল ডিভিজান ব্যতীত, দুইটী প্রবল ডিভিজান ইপাইরসে অবস্থিতি করিতেছিল। উহার এক ডিভিজান 'জানিনা' নগরে ও অন্য ডিভিজান 'লেমুরুস' নগরে প্রস্তুত ছিল। সাআদউদ্দীন পাশা প্রথম ডিভিজানের এবং ওস্মান পাশা দ্বিতীয় ডিভিজানের উপর সৈন্যাপত্যে বরিত ছিলেন। ইপাইরসের গবর্ণর জেনেরল আহ্মদ হফ্জি পাশা এই দুই ডিভিজানের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। ইঁহার সঙ্গে নিজের খাস তোপখানাও স্বতন্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যদল ছিল। ড্রোমোকোর যুদ্ধ

পর্য্যন্ত মাসিডোনীয় এবং ইপাইরসীয় সৈন্যের মধ্যে কোনও-রূপ সংস্রব ছিল না। উক্ত যুদ্ধের পর ইপাইরসস্থ প্রবল সৈন্যদলও মহাবীর গাজী আদহাম পাশার অধীনে স্থাপন করা হয়। যুদ্ধের মধ্য অবস্থায় আদহাম পাশার আদেশ ঈজিয়ন্ সাগর হইতে 'মেটনজ' নামক স্থান পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইত; উহার পশ্চিমাংশের সমুদায় বন্দোবস্ত 'জানিনা' নগরস্থ কর্ত্তৃপক্ষদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইত। নৌ সামরিক বিভাগীয় মন্ত্রী হাসান পাশা, সর্ব্বপ্রধান এড্‌মিরাল (আমীর উল্-বহ্‌র) নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধে "সালোনিকা" নগরে তুর্কীদিগের যুদ্ধোপকরণা-দির প্রধান আড্ডা ছিল। তথা হইতে উহা রেলযোগে কাভেরিয়া ও সোরভুহ্ হইয়া মনষ্টারে পঁহুছিত। সৈন্যদলের পূর্ব্বদিকস্থ 'সদর মোকাম' আলাসোনা নগরে ছিল, আর পশ্চিমাংশের প্রধান আড্ডা জানিনা, কিট্রিনিয়া, কালাওয়ে-রিয়া, সোরভুহ্, সরফিজি প্রভৃতি স্থানে হইয়াছিল।

* * * * * *

সৈন্য ও সরঞ্জামাদি ঐ সকল স্থানে অত্যধিক পরিমাণে না থাকার কারণ এই যে, যাহাই তথায় জমা হইত, তাহাই যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দিকে চলিয়া যাইত। সুতরাং ঐ সকল মোকামে উহা প্রচুর পরিমাণে জমা করিবার কোনই আবশ্যক ছিল না।

বাস্তবিক লারিসা ও ত্রিখালার মধ্যবর্ত্তী যেস্থানে তুর্কী সৈন্য দল অবস্থান করিত; তাহার জন্য গ্রীকদিগের সর্ব্বপ্রধান সৈন্য

সংস্থান-স্থান, নিতান্তই ভীতি-প্রদ ছিল। একথা সত্য যে, মহা-সেনানী আদহাম পাশার রসদ-চলাচলের পথে এতাদৃশ গ্রীক্ সৈন্য বর্ত্তমান ছিল না—যদ্দারা সমুদ্রের দিক্ হইতে শত্রু-পক্ষের আক্রমণ রোধ হইতে পারে কিন্তু ঐ পথে তুর্কী সৈন্যদিগের সকল সময়ই গতিবিধি ছিল। আর গ্রীক্ সৈন্যের অল্পতা ও তুর্কীদিগের ভরসার অন্যতম কারণ। কয়েকটী হেতু বশতঃ প্রবল গ্রীক সৈন্যদলকে সমুদ্রতটে অবতীর্ণ করা অসম্ভব ছিল। আলাসোনার দক্ষিণে দুই ডিভিজান সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। আবার উহার আশে পাশেও আর সাড়ে আড়াই ডিভিজান সৈন্য অবস্থিতি করিত। আলাসোনা হইতে ১০ মাইল উত্তরে 'ওরমানলি' নামক গ্রামে তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যদল অবস্থিতি করিতে-ছিল। আর ৫ম ও ষষ্ঠ ডিভিজান ২০ মাইল দূরে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে অবস্থানস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল। পার্ব্বত্য দরীপথ গুলি অধিকসংখ্যক সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দুর্গ সমূহের সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণ করা গিয়াছিল। যে সকল স্থান হইতে তোপখানার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করা সম্ভবপর ছিল, ঐ সকল স্থানে পার্ব্বত্য ও ময়দানী তোপ সমূহ স্থাপন করা হইয়াছিল। যদিও শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্য-বেক্ষণ জন্য দস্তুরমত কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল না, তথাপি সীমান্তস্থল হইতে এক বা দুই মাইল দূরে পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি স্থানে স্থানে অল্পসংখ্যক সৈন্য স্থাপন করা হইয়া-

ছিল। সেই ব্যাটালিয়ন ব্যতীত সমুদায় সৈন্যই তাম্বুতে অবস্থিতি করিত। কেবলমাত্র দুই ডিভিজানের সৈনিক অফিসারগণ নগর ও গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বার-বরদারি ও কমিশেরিএটের সমস্ত দ্রব্যাদি এলাসোনা হইতে আসিত; কেবল ৫ম ও ৬ষ্ঠ ডিভিজানের রসদাদি রেলযোগে প্রেরিত হইত।

সমুদায় বন্দোবস্তই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যাটালিয়ন, স্কোয়াড্রণ ও ব্যাটারির জন্য রসদ পঁহুছাইবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভারবাহী পশু নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যদিগের মধ্য হইতে লোক নির্ব্বাচিত করিয়া, এইকার্য্যে নিয়োজিত করা হইত। 'লপটু করিয়া' ও 'ডমস্কা'তে ছোট ছোট হাসপাতাল ছিল। আর এলাসোনা নগরে এক বৃহৎ হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। পার্ব্বত্য নির্ঝর সমূহ হইতে মশক পূর্ণ করিয়া পানীয় জল আনয়ন করা হইত। নগরের প্রান্তবাহিনী নদীর জলপান করিতে সৈন্যদিগের প্রতি নিষেধ ছিল। প্রত্যেক সৈন্যের যুদ্ধসজ্জা অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাহার সঙ্গে থাকিত। প্রত্যেকের নিকট ১০০ টোটার কম কখনও থাকিত না। আর এরূপ কোনই সৈন্য দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, যাহার নিকট বন্দুক ছিল না। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত, যুদ্ধাস্ত্রাদি পরিষ্কার করা ও টোলাখানার বন্দোবস্ত প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে হইত। প্রায় অবস্থায়ই ডিভিজানের

ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত বড়ই সুবিধা-জনক হইয়াছিল। ডিভিজানের কমাণ্ডারগণ অশ্বারোহী সৈন্ত ও তোপখানার ব্যবহার খুব কমই করিয়াছেন। টেলিগ্রাফ বিস্তার, রাস্তা সংস্কার ও এই শ্রেণীর অন্যান্য কার্য্যের আদেশাদি সৈন্তদিগের হেড্ কোয়ার্টার (সদর মোকাম) হইতে জারি হইত। বাস্তবিক জর্ম্মণ প্রণালীর ব্যবহার এযাবৎ কেবল ব্যাটালিয়ন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।

সপ্তম, অষ্টম ডিভিজান ও দ্বিতীয় ডিভিজানের প্রথম ব্রিগেডস্থ সৈন্যদিগের নিকট স্নাসর রাইফল বন্দুক ছিল। তদ্ব্যতীত আর সমুদায় সৈন্ত মার্টিণ হেনেরী বন্দুক এবং সুদীর্ঘ সঙ্গীণ ব্যবহার করিত। আমেরিকার কারখানা সমূহে নির্ম্মিত নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বন্দুক ও অনেকগুলি ছিল। সৈনিক পরিচ্ছদ যথা—মস্তকে তুর্কী টুপী, গাত্রে নীলবর্ণ পিরাণ ও পরিধানে পাজামা। সাধারণতঃ প্যেণ্টলেনের (পাতলুনের) উপর এক প্রকার পটি ব্যবহৃত হইত। সৈন্যদিগের পায়ে এক প্রকার কোমল পাদুকা ছিল। এই পাদুকা বুট হইতেও বিশেষ উপকারী এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এই পাদুকা শীঘ্র ছিন্ন হয় না। সৈন্তদিগের পায়ে ফোস্কা পড়িতে কচিৎ দৃষ্ট হইয়াছে। সৈন্তদিগের অনেকের নিকট সুদীর্ঘ কোটও ছিল। স্কন্ধোপরি ঝুলাইয়া রাখিবার কার্ত্তুসদান (টোটাধার) এবং জলপান করিবার বোতল সকলের নিকটই ছিল। সৈন্যদিগের প্রয়োজনীয়

দ্রব্যাদি তাহারা নিজে বহন করিয়া লইয়া যাইত। আল্‌বেনিয়ান সৈন্যগণ তুর্কী টুপী পসন্দ করিত না, এজন্য তাহাদের জন্য তুর্কী টুপির পরিবর্ত্তে এক প্রকার সাদাটুপি, সৈনিক পরিচ্ছদের অন্তর্গত ছিল। সৈন্যদিগের প্রায় সমুদায় উর্দ্দীই নূতন ছিল; এবং উহা হয় কনষ্টান্টিনোপল নচেৎ রোডষ্টো হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। কেবল মাত্র বাকায়দা অর্থাৎ নিয়মিত বা নিজাম সৈন্যের মধ্যেই পুরাতন উর্দ্দী ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে সমগ্র সৈন্যের এক তৃতীয়াংশও নিজাম সৈন্য ছিল না। অস্ত্র সকল অতি পরিষ্কার ছিল।

* * * * *

পদাতি সৈন্যের অধিকাংশ রদিফ কিম্বা রিজার্ভ শ্রেণীর ছিল; ইহার মধ্যে আনাটোলিয়া ও ইউরোপীয় তুরস্কের কৃষক শ্রেণীর লোকই অধিকতর দৃষ্ট হইত। এই সকল সৈন্যের বয়ঃক্রম ৩০ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে। নূতন ভর্ত্তি করা সৈন্য ও ভলেণ্টিয়ারগণ যুদ্ধ শেষ হইবার কিছু পূর্ব্ব হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে পঁহুছিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রায় সমুদায় ব্যাটালিয়ন সৈন্য খাস শহর কিম্বা জেলা সমূহ হইতে তলব করা হইয়াছিল। * * *

আল্‌বেনিয়ান সৈন্য ১০ কিম্বা ১২ ব্যাটালিয়নের অধিক ছিল না। পদাতিক সৈন্যদিগের মধ্যে তুর্কী সম্প্রদায়ের সংখ্যাই অধিক ছিল।

অশ্বারোহী সৈন্যাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ সার্কেশিয়ান ও বুলগেরীয় 'লুমাক' সম্প্রদায়ের ছিল। কোর্দ্দ অশ্বারোহী কচিৎ মাত্র দৃষ্ট হইত। নবগঠিত 'হামিদিয়া' সৈন্যদলের এক রেজিমেণ্টও এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই। অশ্বারোহী সৈন্যদিগের উর্দ্দী নিম্ন-লিখিতরূপ ছিল যথা—মেষচর্ম্মের কালবর্ণ টুপি, একটী ছোট নীলবর্ণ জ্যাকেট, পা-জামা এবং সুদীর্ঘ বুট। ইহা ব্যতীত একখানি সোজা তরবারিও একটী ঝুলাইয়া রাখিবার বন্দুক। ইহার উপর কার্ত্তুসের পটি ও ব্যবহার করিত। সাধারণতঃ পদাতিক সৈন্য অপেক্ষা তাহারা তরুণবয়স্ক ছিল। ইহাদের বয়ঃক্রম ২০ বৎসর হইতে ৩ বৎসরের অধিক ছিল না। এই সকল যুবক উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ছিল, সন্দেহ নাই। ইহারা আপনাদের অশ্বগুলির প্রতি সবিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিত। অশ্বগুলিও প্রথম শ্রেণীর ছিল। * * * *

অশ্বগুলিকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হইত।

তোপখানার সংখ্যা অনেক এবং তোপগুলি খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসঙ্গীয় অশ্বসাদীদিগের শিক্ষা ভাল ছিলনা। প্রত্যেক ব্যাটারিতে ৬টী তোপ, ৮০ জন গোলন্দাজ সৈন্য ও ৬০টী অশ্ব ছিল। তোপগুলি প্রায় সেণ্টিমিটর অর্থাৎ ৩ ইঞ্চির ক্রুপ মেণ্টলি প্রণালীর—অতি উৎকৃষ্ট অবস্থায়—পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ছিল।

* * *

সাধারণতঃ ১২ পাউণ্ড (।৬ সের) ওজনের গোলা তোপ-গুলিতে ব্যবহৃত হইত। আর চৌদ্দ পাউণ্ড ওজনের শ্রাপ-নল গোলা পরকশন কিম্বা টাইমফিউজ দ্বারা ছোড়া হইত। অশ্বগুলি প্রধানতঃ রুসিয়া কিম্বা হঙ্গেরী দেশের ছিল। * * সুলতানতে ওস্‌মানীয়ার বিভিন্ন অংশ হইতে আগত তোপ পরিচালক সৈন্যগণ, আপনাদের কর্ত্তব্যকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট-রূপে সম্পাদন করিত। কিন্তু তোপখানার কার্য্যে ইহারা তাদৃশ পরিপক্ক ছিল না। প্রত্যেক ব্যাটারিতে একজন অপেক্ষা অধিক পরিপক্ক ও সুশিক্ষিত অফিসার কচিৎ দৃষ্ট হইত। অশ্বারোহী সৈনিক ডিভিজানের সঙ্গে অশ্ব চালিত তোপখানার ৩ ব্যাটারি ছিল। ঐ সকল তোপে ৯ পাউণ্ড ওজনের গোলা ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ঐ তোপ শ্রেণীর সঙ্গে উপযুক্ত অশ্ব ছিল না ; এজন্য গোলন্দাজগণ গাড়ীর অগ্রে অগ্রে চলিত, কিম্বা গাড়ীগুলির উপরে চড়িয়া যাইত। এতন্নিবন্ধন গাড়ী গুলির গতি দ্রুত ছিলনা। এতদ্ব্যতীত ৩ ব্যাটারি পার্ব্বত্য তোপ অশ্বতর (খচ্চর) দ্বারা চালিত হইত। এই তোপগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, ইহার গোলাবর্ষণ কার্য্য উপযুক্তরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত চলিত না। ১৮টী 'হাইটার্‌স্‌' শ্রেণীর তোপ 'সরফিজে' পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু উহার প্রয়োজন না হওয়াতে আর অগ্রসর হয় নাই। তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যের তুলনায়, উহার প্রবল তোপখানা যুদ্ধের এক প্রধান ও মজবুত অঙ্গ ছিল। কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্যদলের ন্যায় তোপ

পাশার ও পূর্ণভাবে ব্যবহার হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা রেজা পাশার অধীনে স্থাপিত তোপখানাই উৎকৃষ্টরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। রেজা পাশা একজন মহাতেজস্বী ও উপযুক্ত গোলন্দাজ সেনাপতি। (তাঁহার উপযুক্ততা পাঠকগণ যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাইবেন।)

যুদ্ধক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা কম ছিল। যে সকল রাস্তা ও পুল নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা হয় পদাতিক সৈন্যগণ নচেৎ স্থানীয় অধিবাসিগণ প্রস্তুত করিয়াছিল। টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত ভাল ছিল না; ডাকের বন্দোবস্ত বড়ই অসুবিধা-জনক ছিল। সরকারী এবং রেড্ ক্রেসেন্ট সোসাইটীর ডাক্তারী বন্দোবস্তের মধ্যে, রেড্ ক্রেসেণ্ট সোসাইটীর বন্দোবস্ত উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু কুচ করিবার সময় সামরিক ডাক্তারের অভাব হইত। * * *

অপিচ যুদ্ধ সরঞ্জাম, সৈন্যদিগের খাদ্য দ্রব্য ও অশ্বাদির দানা ঘাসের বন্দোবস্ত অতি উচ্চশ্রেণীর ছিল। জেনেরল ষ্ট্যাফের অফিসারগণ আপনাদের কার্য্যে সুপরিপক্ক ছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্যকার্য্য প্রশংসনীয়রূপে সম্পাদন করিতেন। কিন্তু ডিভিজানের হেড্ কোয়ার্টারস্থিত অফিসারগণ আপনাদের কার্য্যে ততদূর পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। নক্সা-নবিসী ও হেলিওগ্রাফের ব্যবহার খুব কমই হইয়াছিল। সামরিক গোব্বার মেশিন্ তোপ এবং ফৌজি রেলের অস্তিত্বই দৃষ্ট হয় নাই।

এস্থলে গ্রীক্ সৈন্যদিগের অবস্থাও কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণনা করা একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করিতেছি। সংবাদপত্র সমূহের দ্বারা এবং যে সকল সামরিক সংবাদদাতা ও অফিসার গ্রীক্ সৈন্যদলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনা দ্বারা যত-দূর জানা গিয়াছে, তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইল।

আর্টা, ত্রিথালা ও লারিসা নগরে দুই দুই ব্রিগেড্ গ্রীক্ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। কালমবাকা, রপসানি ও ভোলো বন্দরে ইহা অপেক্ষা অল্পসংখ্যক সৈন্য অবস্থিতি করিত। গ্রীক্ সৈন্যের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ হাজার অনুমান করা গিয়াছে। কিন্তু সাহায্যকারী সৈন্য ক্রমাগত আসিতেছিল, এবং যুদ্ধ শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে ক্রমশঃ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এজন্য সৈন্যদিগের ঠিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে নাই। কিন্তু কোন অবস্থায়ই গ্রীক্ সৈন্যের সংখ্যা তুর্কী সৈন্যদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল না।

গ্রীক্ পদাতি সৈন্যদলের অধিকাংশ রিজার্ভ সিপাহি ছিল। উহাদের মধ্যে নাগরিক ও গ্রাম্য লোক এরূপ অনেক ছিল, যাহাদের মধ্যে সামরিক অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় নাই। আবার তাহারা যুদ্ধবৃত্তিকে পসন্দও করিত না। 'যোয়য়ুনী' বা 'ইউজনী' নামধেয় পার্ব্বত্য ও হাল্‌কী সৈন্যগণ অব-শ্যই উৎকৃষ্ট ছিল। ইহাদিগকে যুদ্ধকার্য্যে কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষিত বলিয়াও বোধ হইত। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা ১০ হাজারের অধিক ছিল না। অশ্বারোহী সৈন্যগণ সর্ব্বপ্রকারেই

অনুপযুক্ত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ইহারা কিছুমাত্র কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারে নাই। গ্রীক্‌দিগের তোপখানার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম দৃষ্ট হইয়াছিল। যদিও তোপ, গোলন্দাজ সৈন্য এবং অশ্বসংখ্যা অল্প ছিল, কিন্তু এই বিভাগের সৈন্য ও অফিসারগণ উত্তমরূপ শিক্ষিত ছিলেন। প্রায় স্থলেই ইহারা তোপ পরিচালনে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। * *

ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির সংখ্যা অতি অল্প ছিল। রসদ সরবরাহ, বারবরদারি এবং টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত নিতান্তই জঘন্য দৃষ্ট হইয়াছিল। চিকিৎসা বিভাগ প্রধানতঃ বৈদেশিক লোক-দিগের হস্তে থাকাতে, উহা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট বোধ হইয়া-ছিল। বিভিন্ন দেশের যে সকল লোক গ্রীক্‌দিগকে যুদ্ধ কার্য্যে উত্তেজিত করিবার জন্য আগমন করিয়াছিল, তাহাদের এবং ইপাইরসবাসী ভলেন্টিয়ারের সংখ্যা খুব অল্পই ছিল। ইহারাও নিয়মিত বা অনিয়মিত সৈন্যদিগের ন্যায় যুদ্ধ কার্য্যে অদূরদর্শী ছিল। 'এথিক স্যাটোরিয়া' সভার সৈন্যগণ একে-বারেই অশিক্ষিত, এমন কি—যোদ্ধার পরিবর্ত্তে ঐদলে লুণ্ঠন-কারী লোকই অধিক দৃষ্ট হইত। * *

* * * *

যে পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত গ্রীক্ সৈন্যদিগকে ইহা-দের শৃঙ্খলা বিধানে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যাহা আজকাল অব্যবহার্য্য, ফরাসী সৈন্যদিগের পরিত্যক্ত সেই শ্রেণীর গ্রাস বন্দুকই গ্রীক্‌দিগের একমাত্র সম্বল ছিল। অশ্বারোহী

সৈন্যগণ 'গোয়াবিণ' ব্যবহার করিত। ক্রুপ শ্রেণীর যে সকল তোপ গ্রীক্‌দিগের ছিল, তাহা অনেকাংশে উত্তম। গ্রীক্‌গণ ফরাশী সৈন্যের স্থায় উর্দ্দী ব্যবহার করিত। 'ইউযোনীয়' নামক তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদ ব্যতিরেকে তুর্কী টুপি সকলেরই ছিল। সৈন্যগণ ঢিলা পাজামা ও সুদীর্ঘ কামিজ ব্যবহার করিত। কর্ণেল এস্মোলনস্কি ও কর্ণেল মাওরুমাইকলস্ থেসালিতে এবং কর্ণেল মান্নু ইপাইরসে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত গ্রীক্ জেনেরল ছিলেন। কিন্তু ষ্ট্যাফ্ অফিসারদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই মনোমালিন্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একতার নাম গন্ধও ছিল না। এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, প্রধানতঃ এই কারণ প্রযুক্তই গ্রীক্ সৈন্যদিগের সাহস ও বীর্য্যবত্তা অতি শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়াছিল।

মার্শাল আদ্‌হাম পাশা ও তদীয় ষ্ট্যাফ্—

এলাসোনা একটী সুদৃশ্য নগর। এই নগর একটী উর্ব্বর ময়দানের মধ্যে, প্রখর তরঙ্গময়ী তরঙ্গিণী তটে অবস্থিত। নানাবিধ তরু লতা সমাকীর্ণ উপত্যকার সঙ্কীর্ণ মুখের উপর স্থাপিত। এই নগরের মস্‌জেদ সমূহ হইতে উচ্চস্থানে একটী খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির বর্ত্তমান। উক্ত মন্দির একটী উচ্চ টিলার উপর স্থাপিত। মন্দিরটী ১৫০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহাতে প্রাচীন কালের অতি অপূর্ব্ব ও সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট বহুতর কারুকার্য্য এবং সুদৃশ্য চিত্রাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। * * * *

আমি ঐ মন্দিরস্থ একটী প্রকোষ্ঠের (কামরায়) গবাক্ষ হইতে, তুর্কী সৈন্যের অবস্থান স্থান দেখিয়াছিলাম। আর ঐ স্থান হইতে আমি পূর্ব্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, গ্রীক্-তুরস্কের সীমা নির্দ্দেশক ক্রমোন্নত পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলাম। আমার বামদিকে—অথচ কথঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে অলিম্পাস্ পর্ব্বতের বরফাচ্ছাদিত শীর্ষদেশ দৃষ্ট হইতেছিল। আর দক্ষিণ দিকে—অতি দূরে পিণ্ডস্ পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া যেন আকাশ স্পর্শ করিতেছে, বোধ হইল। পূর্ব্ব দিকে ৫ মাইল অপেক্ষাও নিকটে মেলুনা পাশেই যুদ্ধের আরম্ভ ও সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ সমর ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। আর নিম্নে—দক্ষিণ দিকে 'এস্কম্পা' নামক উপত্যকা, আর উহা অপেক্ষা অগ্রে—কিন্তু বহুদূরে 'ডমাসি' নামক উপত্যকা মাসিডোনিয়ার শেষ দক্ষিণ সীমা নির্দ্দেশ করিতেছিল।

মহামান্য সুলতানের একজন এডিকং (মোসাহেব) এর সঙ্গে আমি এলাসোনায় আসিয়াছিলাম। সুলতানের চারিজন এডিকং মার্শাল আদহাম পাশার সঙ্গে নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল; ইঁহারা একছার ইল্‌দিজ প্রাসাদে (মহামান্য সুলতান সকাশে) রিপোর্ট প্রেরণের ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন।

* * * * *

আমি যে এডিকঙ্গের সঙ্গে আসিয়াছিলাম, তাঁহার নাম নজীব বে। ইনি সৈন্যদলস্থ উপযুক্ত ও কার্য্যপটু অফিসারদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। যদি ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও উপযুক্ততানুসারে

অদৃষ্টও প্রসন্ন হয়, তবে ভবিষ্যতে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় ইঁনি আমাকে আদহাম পাশার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। মহা-সেনানী যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদীয় সদয়-কোমল ব্যবহারকে আমি সর্ব্বদা তুর্কী সৌজন্যের উচ্চতম নিদর্শন বলিয়া স্মরণ রাখিব। আদহাম পাশার বয়ঃক্রম এ সময় পঞ্চাশৎ বৎসর। দেহ মধ্যমাকার ও সুগঠিত। তাঁহার দাড়ী ও গোঁপ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। সেনাপতির চক্ষু ও বদনমণ্ডল হইতে দয়া—অথচ দৃঢ়তার পূর্ণ ছটা প্রকাশ পাইতেছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মধ্যে সদাপ্রফুল্লতা যেন চির বিরাজমান ছিল। * * * *

প্রথমতঃ ইঁনি পদাতি সৈন্যের অফিসার নিযুক্ত হন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের রুস্-তুরস্ক যুদ্ধে ইঁনি এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করেন যে, কর্ণেল হইতে একেবারে ব্রিগেডিয়ার পদে অভিষিক্ত হন। তৎপর গ্রিভট্জা মুরুচার যুদ্ধে অমানুষিক বীরত্বের জন্য অত্যধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যুদ্ধান্তে উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার অন্তর্গত 'ওস্কোপের' শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি যত দিন ঐ সম্মানিত পদে নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন তাঁহার সুবিচার ও সদয় ব্যবহার, তদীয় সাহস, সংগ্রাম-পটুতা এবং বীরত্বের ন্যায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তৎপর তিনি বৈরুতের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তদনন্তর ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃঃ অব্দের

ভীষণ শোণিতপাতের পর, আৰ্ম্মেনিয়ার অন্তর্গত জৈতুন বিভাগের ফৌজি কম্যাণ্ডার নিযুক্ত হন। অতঃপর যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে ক্রীট্ দ্বীপের সৈনিক গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে মাসিডোনিয়াস্থ ওস্মানীয় সৈন্যদলের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁনি সৈনিক বিভাগের ফিল্ড্ মার্শাল। যুদ্ধে জয়ী হইয়া 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর চিহ্নিত সুবর্ণপদক (তমগা) লাভ করিয়াছেন; ইহা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর কোন তমগা ওস্মানীয় সাম্রাজ্যে প্রচলিত নাই। যদিও প্রধানতঃ পদাতি সৈন্যের উপর ইঁহার কর্তৃত্ব ছিল; তবু তোপখানার প্রতি একান্ত আনুরক্তি দৃষ্ট হইত। ইঁনি প্রথম হইতেই কেবল মাত্র তোপের উপর স্বীয় কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে ভরসা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ইনি প্রত্যেক কার্য্যেই বিশেষরূপ যত্ন প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

* * * * *

আদহাম পাশা অতি সামান্যরূপ ফরাশী ভাষা জানেন। ইঁহার উপযুক্ততা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সংশয় নাই; কারণ থেসালির সমুদায় যুদ্ধে ইঁনি স্বপক্ষের ক্ষতি না করাইয়া যে কেবল শত্রুপক্ষকে পর্য্যদস্ত করিয়াছিলেন, তাহা নহে; বরং স্বীয় সৈন্যদলের মধ্যে নিজের জাঁকজমক ও প্রাধান্য, এবং মহামান্য সুলতানের নিকট স্বীয় বিশ্বস্ততা ও সম্মান সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য,

তাঁহার শত্রুদল সর্ব্বদাই তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিল; অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার সুনামের উপর কলঙ্কারোপিত হয়—ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়, তৎপক্ষে তাহারা অনবরত প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্তু তিনি অসাধারণ প্রতিভা বলে সেই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, গৌরবের উচ্চ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। একথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, উপস্থিত যুদ্ধে প্রধান সেনাপতিকে এক ঘণ্টার জন্যও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া হয় নাই। সৈন্যদলের প্রত্যেক বিষয়ের কৈফিয়ত ইল্‌দিজ রাজ-প্রাসাদে প্রেরণ করিতে হইত। যে পর্য্যন্ত তথা হইতে আদেশ এবং সম্মতি না আসিত, সে পর্য্যন্ত কোন বিষয় কার্য্যে পরিণত হইত না।

* * * * *

কিন্তু যদি মার্শাল আদহাম পাশাকে কিউরোপাটকিনের (১) সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সফুলত পাশাকে (সয়ফুল্লা পাশাকে) এই যুদ্ধের স্কোবেলফ্ (২) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

---

(১) কিউরো পাটকিন একজন সুবিখ্যাত রুসীয় জেনেরল। ইঁনি মধ্য এসিয়া ও ককেশস্ প্রদেশের যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণে রুসিয়ার সৈনিক বিভাগীয় প্রধান মন্ত্রী।

(২) ইঁনিও মধ্য এসিয়া বিজয়ে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সবিশেষ যশস্বী হন। তৎপর ১৮৭৭ ও ৭৮ খৃঃ অব্দের রুস তুরস্ক যুদ্ধে—প্লেভনার মহাসমরে উপস্থিত ছিলেন।

সফুলত পাশা প্রধান ষ্ট্যাফ্ অফিসার ছিলেন। অনেকে ভণ মলটকির (১) সহিত ইঁহার তুলনা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইঁনি তদপেক্ষাও অধিকতর সম্মানের পাত্র। ইঁহার মধ্যে সুষ্ঠুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিবার এবং নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিবার প্রচুর উপকরণ বিদ্যমান ছিল।

* * * * * *

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সফুলত পাশা অত্যন্ত বিদ্বান্ এবং যুদ্ধ বিদ্যায় অধিকতর পরিপক্ক ছিলেন। কিন্তু আদহাম পাশার মধ্যে অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা, উচ্চতম সাহস ও প্রধান সেনাপতির উপযুক্ত দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল।

সফুলত বে (ইঁনি সাধারণতঃ এই নামে অভিহিত হইতেন) যুদ্ধের প্রারম্ভে কর্ণেল ছিলেন। ইঁহার বয়ঃক্রম ৪৪ কিম্বা ৪৫ বৎসর। ইঁনি দৃঢ়কায় ও বলীষ্ঠ। ইঁহার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল ও কেশদাম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু হইতে যেন অনন্ত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। ইঁনি সারকেশিয়ার জন্ম-

---

গ্রেভনার বিজয় কার্য্য ইঁহা দ্বারাই সমাধা হয়; উহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(১) একজন খ্যাতাপন্ন জর্ম্মণ সেনাপতির নাম। যিনি ১৮৭০ ও ৭১ খৃঃ অব্দের ফ্রাঙ্ক প্রুসীয় মহাযুদ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। সিডান ক্ষেত্রের মহাসংগ্রামে প্রবল পরাক্রান্ত ফরাসী সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া, পৃথিবীতে অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেণ্টপিটার্সবর্গ ও মস্কো নগরে ইঁহার শিক্ষালাভ হইয়াছে। ফরাশিশ, জর্ম্মণ ও রুসীয় ভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। ইঁনি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এথেন্স্ নগরে ওস্মানীয় ফৌজি এটাচি ছিলেন। তৎপর ক্রমান্বয় লারিসা ও ভোলো নগরের তুর্কী কন্সল নিযুক্ত হন। এই দুই পদে নিযুক্ত থাকা কালীন ইঁনি সমগ্র গ্রীসদেশের অবস্থা ও ভাষা এরূপ ভাবে অবগত হন যে, উপস্থিত যুদ্ধে আদহাম পাশার পক্ষে উহা অসীম উপকারী হইয়াছিল। ফারসালার যুদ্ধের পর ইঁনি প্রধান ষ্ট্যাফ্ অফিসার নিযুক্ত হন। লারিসা অধিকৃত হইলে, তথাকার গবর্ণর ও সৈন্যদিগের উপর জেনেরল নিযুক্ত হইয়া "পাশা" উপাধিতে ভূষিত হন। একজন প্রথম শ্রেণীর জেনেরলের মধ্যে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, ইঁহার মধ্যে তৎসমস্ত উপাদানই বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক বিষয়েই ইঁনি পরিপক্ক ও বহুদর্শী। ইল্দিজ রাজ-প্রাসাদের অমাত্যগণ যদি ইঁহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তবে ইঁনি শীঘ্রই আশানুরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি ও উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। ইনি একজন প্রফুল্ল চিত্ত ও কোমল হৃদয় ব্যক্তি।

আনওয়ার বে—ইঁহাকেও পরে পাশা পদে উন্নীত করা হইয়াছিল। ইঁনি ভোলোর গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আনওয়ার বে এবং সাবেত বে-ইঁহারা দুই জনেই ষ্ট্যাফের কর্ণেল, অথচ কার্য্যপটু ও উচ্চশিক্ষিত অফিসার ছিলেন। ইঁহারা

ফরাসী এবং জর্ম্মাণ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন। যুদ্ধের সময় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কার করিয়া, যথেষ্ট সুফল দেখাইয়াছিলেন। তোপখানার অধ্যক্ষ মহাবীর রেজা পাশার বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসরের অধিক ছিলনা। ইনি অতি অল্প দিন মাত্র বার্লিন নগরে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইনি একজন উপযুক্ত ও পরিশ্রমী জেনেরল। ইনি সুচতুর, তেজোয়ান্ এবং বহুদর্শী গোলন্দাজ ছিলেন। ইনি স্বীয় অধীনস্থ অর্থাৎ ব্যাটারির কমাণ্ডারদিগকে বিশেষরূপে জানিতেন। অশ্বারোহী সৈন্যদলের সেনাপতি সোলেমান পাশা আমার নিকট কোনও প্রকারেই ঐরূপ উন্নত পদের উপযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হন নাই। * * *

ডিভিজানস্থ জেনেরলদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ হামদি পাশা সর্ব্বাপেক্ষা সংগ্রাম পটু ও উপযুক্ত ছিলেন। মমহুদ্ পাশা, হায়দর পাশা এবং হাক্কি পাশার কার্য্যে আমি তাদৃশ যোগ্যতা দেখিতে পাই নাই। নেশাত পাশা ও থাএরী পাশার বিষয় আমি তাদৃশ অবগত নহি। কিন্তু ইহারা নিজের সম্পূর্ণরূপ দায়িত্বে যুদ্ধ করিয়া, তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ডোমকোর যুদ্ধে ইঁহাদের কার্য্যে কিয়ৎ পরিমাণে ত্রুটি লক্ষিত হইয়াছিল। মহমুদ্ বে ও গয়দম কোদো পাশার অবস্থা পরে লিপিবদ্ধ করিব। তদ্ব্যতীত মহামান্য সুলতানের এডিকং নজিব বে এবং মস্তকা নাজেকু বে উচ্চশ্রেণীর সৈনিক অফিসারদিগের মধ্যে সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারা নিতান্ত বুদ্ধিমান,

সুচতুর ও উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা প্রাপ্ত লোক ছিলেন। কিন্তু ইহাদের জিম্মার যে কার্য্য ছিল, তাহা সামরিক কার্য্যাপেক্ষা অধিকাংশ রাজনৈতিক বিষয়ক।

উপরোক্ত অফিসারবর্গ ব্যতীত আমার বিবেচনায় আর ২০ বিংশতি জন অফিসারও এরূপ ছিলেন না, যাঁহারা ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। * * * ডিভিজানের সেনাপতিদিগের সামান্য সামান্য কার্য্যেও মহা-সেনানী আদহাম্ পাশাকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। আর যে স্থলেই ডিভিজানস্থ সেনাপতিগণ স্বীয় দায়িত্বে কোনও কার্য্য করিয়াছেন, সে স্থলেই কোন না কোনরূপ ত্রুটি লক্ষিত হইয়াছে।

ষ্টাফ্ অফিসারগণ ব্যতীত, অবশিষ্ট সৈনিক অফিসারের কার্য্যে অধিকাংশ সম্ভ্রান্তবংশীয় দরিদ্র লোক নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদিগকে সাধারণতঃ নম্রস্বভাব ও উন্নতমনাঃ লোক বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু কেহ কেহ এরূপ কার্য্যদর্শী পুরাতন সৈনিক-পুরুষ ছিলেন,—যাঁহারা সৈনিক বিভাগে ৩০ বা ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে করিতে কাপ্তেন ও মেজর পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিলেন। * * সৈন্যদিগের উপর ইঁহাদের সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইঁহাদের সাহস ও ধৈর্য্য গুণাদির বিষয় বর্ণনা করা অসাধ্য। * * আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তদ্দ্বারা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইয়াছে যে, তাঁহাদের মস্তিষ্কে ভয় কখনও স্থান লাভ করিতে পারে না। ভয় কি জিনিস, তাঁহারা তাহা জানেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

যুদ্ধের প্রারম্ভ।

এক দিকে গ্রীক্‌সৈন্য ও গ্রীসদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধের ইচ্ছা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, উহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। অন্য দিকে সাহসী ও বলদৃপ্ত তুর্কী সৈন্যগণ বিপক্ষের যুদ্ধোন্মত্ততা ও আস্ফালন দেখিয়া উগ্র উত্তেজনায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ৬ই এপ্রিল সমুদয় তুর্কীসৈন্য, সীমান্ত ক্ষেত্রে সুসজ্জিত ও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হওত প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া, ভীষণ গোলা বর্ষণ দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র অন্ধকার করিয়া তুলিল।

৯ই এপ্রিল গ্রীক্‌দিগের ন্যাসনাল সোসাইটীর সৈন্যগণ সীমান্ত-রেখা পার হইয়া, মাসিডোনিয়া আক্রমণ করে। তৎপর তুর্কী মুরুচা 'ইলিয়াস্ পয়াকটের' উপর তরবারি চলে। উহার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১০ই এপ্রিল মার্শাল আদহাম পাশাকে লারিসার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ এ আদেশ কিছুকাল স্থগিত থাকিল। ইহার ৫ দিবস পরে তুরস্কের মন্ত্রী সমাজ, কনষ্ট্যান্টিনোপলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ করিয়া, যুদ্ধ পরিচালন সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত স্থির, অর্থাৎ যুদ্ধের আদেশ প্রদান করেন।

ঐ সময় গ্রীক্‌রাজদূত প্রিন্‌স্ মিপ্রো গোর্ডভিটো কনষ্টাণ্টি-নোপল হইতে স্বীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট গ্রীকদিগকে আক্রমণ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং থেসালির গ্রীক্ সেনাপতিকে যেন সত্বরে এ সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ইহার পর তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের প্রকাশ্য ঘোষণা প্রচার করেন, আর গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টও তাহা স্বীকার করিয়া লন। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট ১৮৮৫ ও ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের দুই রিজার্ভ সৈন্যদলকে যুদ্ধার্থ তলব করেন। বার্দ্ধক্য নিবন্ধন ইহাদিগকে সৈনিক পরিচর্য্যা হইতে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছিল। ইহাদের সংখ্যা ১৮০০০ নির্দ্দেশ করা হইত। ইহাদের নিকট সামরিক উর্দ্দী কিম্বা বন্দুকাদি কিছুই ছিলনা। রাজকর্ম্মচারিগণ প্রাইভেট কারখানা সমূহে আবেদন করিল, কিন্তু বন্দুক পাওয়া গেল না; অবশেষে ফরাশী সৈন্যদিগের পরিত্যক্ত পুরাতন বহুসংখ্যক বন্দুক—যাহা ন্যাসনাল সোসাইটী ৭½ শিলিং দরে ক্রয় করিয়াছিল—গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল অকর্ম্মণ্য বন্দুক ক্রয় করিয়া রিজার্ভ সৈন্যদিগকে প্রদান করিলেন। তদ্ব্যতীত সৈন্যদিগের উর্দ্দী সকল ধারে ক্রয় করিবার জন্য অনেক স্থানে চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহা কোথাও পাওয়া গেল না।

এথেন্‌সে বিদ্রোহ—যখন এথেন্‌স্ নগরে সংবাদ পঁহুছিল যে, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট রিক্রুট (Recruit) সৈন্যদিগকে যুদ্ধাস্ত্রাদি সরবরাহ করিতে পারেন না, তখন তথায় এক বিষম

উত্তেজনা লক্ষিত হইল। ত্রিক্রুট সৈন্যদল যুদ্ধাস্ত্রাদির কারখানা ও দোকান সমূহে গিয়া প্রবেশ করিল। তথায় যে অস্ত্র যাহার হাতে পড়িল, সে তাহাই বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিল। এমন কি 'পাত্রাস' বন্দরে ফরাশিদিগের যে নৌকা খানিতে অস্ত্র বোঝাই ছিল,হাঙ্গামাকারী লোকগুলি ঐ নৌকা খানি হস্তগত করিয়া উহার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিল; এবং পরস্পরের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইল। ঐ দিবস বিপ্লবের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। নগরের প্রধান প্রধান কারবারের স্থানগুলি বন্ধ হইয়া গেল। রাজধানীর স্থানে স্থানে লুণ্ঠনাদি কার্য্য চলিতে লাগিল; সর্ব্বত্র যেন মহা অরাজকতা উপস্থিত। ওদিকে দলে দলে লোক রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মহাকোলাহলে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনীত করিয়া তুলিল। এই হট্টগোলকারী লোকগুলি গ্রীক্‌রাজ এবং রাজপরিবারদিগের প্রতিমূর্ত্তি সকলের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিল। দোকান সমূহের সম্মুখে যে সকল রাজকীয় চিহ্নাদি বর্ত্তমান ছিল, তাহাও তুলিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল; তৎপর তাহারা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিতে লাগিল। এমন কি, সাধারণ বিদ্রোহের পূর্ব্ব লক্ষণ স্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইল। কিন্তু এই সময় মন্ত্রী সমাজের বিপক্ষদলের নেতা এম রালির প্রবোধ বাক্যে ইহারা কথঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন যে, আমি এখনই রাজাকে বলিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিব রালির প্রস্তাবানুসারে দ্বিতীয় দিবস প্রত্যুষে মন্ত্রী সমাজের

সদস্যগণ সমবেত হইলেন। যাহা হউক, এই গোলযোগের মধ্যে সমুদয় দেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় সাহায্যকারী ভলেণ্টিয়ার এবং এথেন্স্ নগরীস্থ স্থায়ী সৈন্তদিগের ৩০০০ তিন সহস্র যোদ্ধ্ পুরুষ, তৎক্ষণাৎ ভোলো বন্দরাভিমুখে যাত্রা করিল। উদ্দেশ্য, উহারা যেন ঠিক সময়ে সীমান্ত ক্ষেত্রে পঁহুছিতে পারে। উহাদের যাত্রাকালে, বহুসংখ্যক লোক তথায় উপস্থিত হইয়া, উৎসাহসূচক উচ্চ নিনাদে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিয়া তুলিল। তাহাদের সজোর করতালিধ্বনীতে যুদ্ধোন্মত্ত সৈন্তদিগের উৎসাহ-বহ্নি দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ সূচক তোপ এবং বন্দুক ধ্বনীও হইল।

ভোলো এবং প্রভেসা বন্দর—

মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন যে, গ্রীক্‌রাজ্যে (বিশেষতঃ থেসালি প্রদেশে) 'ভোলো' একটী উৎকৃষ্ট, সুরক্ষিত এবং সুবৃহৎ সামরিক বন্দর। উহা পূর্ব্বদিকস্থ যুদ্ধ জাহাজ সমূহের এক প্রধান ও প্রয়োজনীয় আড্ডা। পূর্ব্বদিকে যেমন ভোলো, পশ্চিম দিকে তেমন 'প্রভেসা' আর একটী প্রয়োজনীয় সামরিক বন্দর। প্রোভেসা প্রদেশ, প্রোভেসা নগর ও উহার চতুর্দ্দিকস্থ দুর্গগুলি তুরস্ক সুলতানের অধিকৃত বটে, কিন্তু গ্রীক্‌দিগের যুদ্ধ জাহাজ সকল তত্রত্য সমুদ্রে প্রাধান্য স্থাপন করাতে, জলপথে গ্রীক্‌দিগেরই একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল; সুতরাং প্রোভেসা নগর সুলতানের পক্ষে তাদৃশ প্রয়োজনীয় ছিল না। ভোলো

বন্দর এরূপ সুবিধাজনক যে, বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান সকল উহার খাড়ীর ভিতর অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। ভোলো উপসাগর একটী ক্ষুদ্র খাড়ী বিশেষ। উহার তটস্থ ভূভাগ সমুদ্রের দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ঐ খাড়ীর এক দিক মাত্র উক্ত নামধেয় উপসাগরের সহিত সংযুক্ত, তদ্ব্যতীত আর তিন দিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। বর্ণিত স্থানের পার্শ্বেই ভোলো নগর অবস্থিত। সকল দিকেই নেত্রতৃপ্তিকর সবুজ বর্ণ বৃক্ষাদি ঘন সন্নিবিষ্ট, আর দক্ষিণ দিকে সুন্দর অলিম্পস্ পর্ব্বত বিরাজিত। উহার উন্নত শীর্ষগুলি এমন সুন্দর দৃষ্ট হয় যে, তজ্জন্য ভোলো নগরকে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এখান হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চ পিণ্ডস্ পর্ব্বত বরাবর পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। উহা দূর হইতে ঘণ্টা ঘরের ন্যায় দৃষ্ট হয়; 'টর্ণাভস্' নগর উক্ত পর্ব্বতোপরি অবস্থিত।

১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যার সময় তুর্কীগণ 'আনালেপস্' নামক স্থান অধিকার করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু যে গ্রীক্ সৈন্যদল 'নেজেরুস্' হইতে পঁহছিয়াছিল, তাহারা তুর্কিদিগের আক্রমণে বাধা প্রদান করিল। অগত্যা দুই দলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। তুর্কীগণ পাহাড়ের উপর হইতে গ্রীক্দিগের প্রথম আক্রমণ সহজেই রোধ করিয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে গ্রীক্দিগের প্রচণ্ড গতি নিবারণ করিতে পারিল না। এতন্নিবন্ধন আর কিছু কালের জন্য গ্রীক্ সৈন্যগণ 'ক্লান্ট্রানি'

'করাদিদা', 'হিজয়াস' 'এথেন্সিসিয়াস' ও 'ইলইয়াসের' উপর আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইল; উপরোক্ত স্থানগুলি নেজে-রুসের আশ পাশে অবস্থিত। কিছুকাল যুদ্ধ স্থগিত থাকার পর, প্রভাত হইবামাত্র পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

১৭ই এপ্রিল শনিবার প্রত্যুষে মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশা, মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের দরবারে টেলিগ্রাম করিলেন যে, নেজেরুসের পশ্চিম দিকস্থ 'আনালেপস্' পর্ব্বতের উপর দুই প্রতিপক্ষদলে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার পরেই তুর্কী সৈন্যগণ 'পর্ণার' ও 'দেলমেটিকোর' উচ্চস্থানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আলাসোনার নিকটস্থ স্থান সমূহে তুর্কী ও গ্রীক্ সৈন্যদলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধ সীমান্ত প্রদেশের ১০ মাইল দীর্ঘস্থান ব্যাপিয়া চলিতেছিল; আর দাবানলের ন্যায় ক্রমেই ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু "করয়্যা" নামক স্থানেই যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কঠোরতা অনুভূত হইয়াছিল। ষষ্ঠ ডিভিজানের কমাণ্ডার জেনেরল হামদি পাশা, স্বীয় ষ্টাফ্ সহ উপযুক্ত স্থানে অবস্থিতি করিয়া, সৈন্যদিগকে পরিচালন এবং অতি সতর্কতা ও দক্ষতার সহিত, শত্রুপক্ষের সমর কৌশলের উত্তর প্রদান করিতেছিলেন। উভয় পক্ষের সৈন্যদলই দুই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন ও ১ মাইল দূরবর্ত্তী থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। প্রত্যুষ ৮ টার সময় নিয়মিত গ্রীক্ সৈন্যগণ সীমান্ত রেখা পার হইয়া, তুর্কী

য়াটীর দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে; ঐ সময় মাত্র ৪ পল্টন তুর্কী সৈন্য এরূপ ভীমতেজে উহাদিগকে আক্রমণ করিল, যেমন ব্যাঘ্র ছাগপালের উপর কিম্বা বাজ পক্ষী তাহার শিকারের উপর পতিত হয়। হামদি পাশার তোপ শ্রেণী একটী ক্ষুদ্র টিলার উপর হইতে দুই হাজার গজ দূরবর্ত্তী গ্রীক্ তোপ গুলির উপর ভীষণ ভাবে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। গ্রীক্‌গণ কোনক্রমেই সেই ভীষণ তোপ বৃষ্টি ও আক্রমণের গতিরোধ করিতে না পারিয়া, অতি সত্বরতার সহিত পলায়ন পূর্ব্বক সীমান্ত রেখা পার হইয়া, কোনওরূপে প্রাণরক্ষা করিল। বাস্তবিক আসন্ন ভয়ঙ্কর যুদ্ধের তুলনায় গ্রীক্‌দিগের পক্ষে এই যুদ্ধটী "বিসমেল্লা" অর্থাৎ সূচনা স্বরূপ মাত্র ছিল; কিন্তু ইহাতেই তাহাদের গুরুতর ভ্রম প্রকাশ হইয়া পড়িল। পলায়িত সৈন্যগণ পর্ব্বতের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল। তাহারা দুই ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় নূতন উদ্যমে ওস্মানীয় মুরুচা আক্রমণ করিল। যদিও উপরোক্ত ভীষণ যুদ্ধে তুর্কীদিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সাহস ও উৎসাহ পূর্ণ হৃদয় এক্ষেত্রে যেপ্রকার দৃঢ়তা এবং সমর-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা অশেষ প্রকার প্রশংসার যোগ্যও চিরস্মরণীয় ঘটনা।

কিছুকাল পর্য্যন্ত ভীষণ গোলাবৃষ্টি চলিতে লাগিল। গ্রীক্‌গণ আপনাদের অবস্থানীয় মুরুচা, প্রস্তরাদি দ্বারা এরূপ দৃঢ় ও পরাক্রান্ত সৈন্যদল দ্বারা ঈদৃশ সুরক্ষিত করিয়া লইয়াছিল যে,

তুর্কীগণ ঐ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলনা। যুদ্ধ ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিয়া, নেজেরুসের পশ্চিম দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এমন কি "রেক-লুর্সি", "রেচর্সি", "এথিনিস্‌ ইয়াস্‌", "হাসন মেলুনা", "গ্রেটে-জোভেলি", "বুগাজী" প্রভৃতি মুরুচা গুলিতে এক পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষের অনল বৃষ্টির উত্তর প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু দূর হইতেই এই ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। এই যুদ্ধে "বুগাজি" পাশের মুখ হইতে দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী এক উচ্চ মৃৎ বা প্রস্তরময় প্রাচীরের বিশেষরূপ ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল যে, তোপসমূহের গগন বিদারী ভীষণ ধ্বনিতে ভূপৃষ্ঠ, ভূমিকম্পের কম্প সদৃশ প্রবলভাবে কম্পিত হইতেছিল। ঐ সময় মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশা ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, আগামী কল্য প্রত্যুষে গ্রীক্‌দিগকে আক্রমণের অনুমতি দেওয়া যাইবে। সেনাপতির এই আদেশ শ্রবণমাত্র উৎসাহোৎফুল্ল তুর্কী সৈন্তগণ আনন্দে অধৈর্য্য হইয়া এরূপ উচ্চশব্দে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া তুলিল যে, বোধ হইল যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রত্যেক সৈন্ত দূরবর্ত্তী অপর সৈন্যকে বিপুল আনন্দের সহিত যাইয়া এই সুসংবাদ প্রদান করিতেছিল যে, "এক্ষণে শত্রুর দেশে অগ্রসর হইবার জন্য মহামান্য সুলতানের আদেশ হইয়াছে।" যদিও ঐ সময় আকাশ পরিষ্কার ছিল; কিন্তু শীতের বড়ই প্রবল প্রতাপ অনুভূত হইত। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী ছিল, উহার পরিষ্কার আলোকে যতদূর সম্ভব, অনলক্রীড়া করা হইল। এই

অনল বৃষ্টি অৰ্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত পূর্ণতেজে চলিয়াছিল। উভয় সৈন্য-দলের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র নদী ব্যবধান; অথচ সমগ্র রাত্রিই যুদ্ধ ক্ষেত্র সরগরম ছিল। ঐ রাত্রির মধ্যেই পঞ্চম ডিভিজানের কমাণ্ডার জেনেরল নেশাত পাশা "পারনাপজ" পর্ব্বত অধিকার করিয়া লইলেন। পক্ষান্তরে ৬ষ্ঠ ডিভিজানের কমাণ্ডার জেনেরল মনির পাশা "তহে হেসার" নামক পার্ব্বত্যপথে প্রবেশ করিবার জন্য সজ্জিত হইলেন। চতুর্থ ডিভিজানের কমাণ্ডার হয়দর পাশা মেলুনা পাশকে প্রায় করায়ত্ত করিয়া লইলেন। আনা লেপ-সের নিকটে, গ্রীক্ এবং তুর্কীদিগের মধ্যে ক্রমাগত ভীষণভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধের সাধারণ অবস্থা দৃষ্টে বোধ হইত যে, গ্রীক্গণ তুর্কীদিগের অপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইবে। এই সময় তুর্কিদিগের সাময়িক হাসপাতাল গুলি এরূপ কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছিল এবং তৎসমুদায়ের এরূপ সুচারু বন্দোবস্ত দৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহার সুখ্যাতি করা এক প্রকার অসাধ্য। এই হাসপাতালের সমস্ত কার্য্যই বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতেছিল। ডাক্তারগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে নিবিষ্ট চিত্ত; আহত সৈন্যদিগের জন্য খট্টাদি প্রস্তুত; পরিষ্কার শয্যাদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বর্ত্তমান।

মেলুনা পাশের ভীষণ যুদ্ধ—

শনিবারের জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, ভীষণ গোলা বর্ষণে প্রলয় কালের ন্যায় অনুভূত হইয়াছিল। অতঃপর ১৮ই এপ্রেল রবি-বার উপস্থিত হইল। উষার নবোদিত অরুণ কিরণে চতুর্দ্দিক

উদ্ভাসিত হইতে না হইতেই, মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশা, উচ্চৈঃশ্রবাবৎ স্বীয় প্রকাণ্ড অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের সাধারণ আদেশ প্রদান-জন্য, স্বীয় সৈন্য দলের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন; এবং বেলা ১০টার পূর্ব্বে বিস্ময়কর তেজের সহিত পাশা মহোদয় স্বীয় সৈন্যের এক রেজিমেণ্ট মেলুনা পাশের পার্শ্ব (দামন) দিয়া পরিচালিত করিলেন। এই সৈন্যদলের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনেরল হাফেজ পাশা ছিলেন, এই বৃদ্ধ ও বহুদর্শী সেনাপতি সুবিখ্যাত ক্রিমীয় যুদ্ধ এবং ১৮৭৭।৭৮ খৃঃ অব্দের রুস্-তুরস্ক যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া সবিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'এস্কম্পা' নামক স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এইস্থানের তুর্কী তোপ সমূহ প্রতি মিনিটে ছয় ছয়টী ফায়ার করিত। উভয় পক্ষের সৈন্য-দলই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ বারুদ-গোলা খরচ করিতে লাগিল। কিন্তু এই কঠিন যুদ্ধে উভয় পক্ষের মাত্র ১৫০ জন সৈনিক পুরুষ মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইয়াছিল।

গ্রীক্ সৈন্যদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং সাহস ও বীরত্ব উদ্দীপ্ত করণার্থ, সুরা দেবীর যথেষ্ট পরিমাণে সদ্ব্যবহার করা হইতেছিল। সৈন্যদিগের মধ্যে গ্লাসের পর গ্লাস চলিতেছিল। বড় বড় অফিসারগণ উৎসাহ সূচক "সাবাস-সাবাস" চীৎকারে সৈন্যদিগের হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার করিতেছিলেন। এই অবস্থায় পুরুষ সিংহ মহাবীর মার্শাল আদহাম-পাশা পুরোভাগে পাঁচ রেজিমেণ্ট সৈন্য এবং দুই পার্শ্বে অশ্বারোহী সৈন্যদল

স্থাপন পূর্ব্বক "আল্লাহো আকবর" ধ্বনীতে গিরি কন্দর কাঁপা-ইয়া পার্ব্বত্য দরীপথে গিয়া পঁহুছিলেন ।: ইহার বিপক্ষে প্রায় ১৫০০০ গ্রীক্ সৈন্য সুশৃঙ্খল ভাবে আপনাদের সেনাপতিদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে শ্রেণীবদ্ধ রূপে দণ্ডায়মান ছিল। মার্শাল আদহাম পাশা ঐস্থানে অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সাধারণ সৈন্যের ন্যায় ভূমিতলে উপবেশন করিলেন; আর তদীয় ষ্ট্যাফ্ যথা নিয়মে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিল । প্রধান সেনাপতি মহোদয়ের বদন মণ্ডল হইতে বুদ্ধিমত্তা, বীর্য্যবত্তা ও উচ্চ সাহসের সুস্পষ্ট বিভা প্রকাশ পাইতেছিল। অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নিত বিজয় পতাকা বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া যেন তুর্কী জাতির বিজয় সংবাদ প্রচার করিতেছিল। গ্রীক্‌দিগের পক্ষে এই মেলুনা পাশ আত্মোৎসর্গের উপযুক্ত রঙ্গভূমি ছিল সন্দেহ নাই। তাহাদের সাহস, শৌর্য্য-বীর্য্য ও পরাক্রম প্রকাশেরপক্ষে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত স্থান আর ছিলনা। কারণ, তুর্কীগণ এই পার্ব্বত্য দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম পূর্ব্বক একবার থেসালির সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিলে তাহাদের দুর্নিবার গতি রোধ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। বাস্তবিক গ্রীক্‌গণ ও মেলুনা ক্ষেত্রে তেজবীর্য্য প্রকাশে কিছু-মাত্র ত্রুটি করে নাই। তাহারা মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, স্বীয় সঙ্গীয়দিগের পতনে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, এরূপ বীর পুরুষের ন্যায় সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছিল যে, তদপেক্ষা অধিক বীরত্বের আশা কোনও সৈন্য-দলের নিকটই করা যাইতে পারেনা। তোপ সমূহের ভীষণ গর্জ্জন

ও বন্দুক সমূহের গভীর আওয়াজ পর্ব্বত কন্দরে প্রতিধ্বনীত হইয়া, রণক্ষেত্রের ভীষণতা শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছিল: একটী বন্দুক বা তোপের আওয়াজ চারি পাঁচটী ও একটী জয়ধ্বনীর ৪।৫টী প্রতিধ্বনী শ্রুত হওয়া যাইত। সমুদয় রণ-ক্ষেত্র গভীর ধূমমণ্ডলে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

এই সময় তোপখানার সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি ভীমকায় রেজা পাশা, কতিপয় ভীষণ তোপ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। রেজা পাশা একজন সুচতুর, সুদক্ষ এবং অসম সাহ-সিক বীর পুরুষ। রেজা পাশা যুদ্ধের:প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এরূপ কার্য্যকুশলতা ও রণদক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কোন সুপরিপক্ক ইউরোপীয় তোপ পরিচালকের নিকটও ইহা অপেক্ষা অধিক আশা করা যাইতে পারেনা। ইনি ইহাই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, তোপ পরিচালনে আজিও তুর্কীগণ ইউরোপের শীর্ষস্থানীয়। যদিও যুদ্ধক্ষেত্র অসংখ্য পর্ব্বতমালায় সমাকীর্ণ এবং দুরতিক্রমা ও দুরারোহ ছিল, কিন্তু যেরূপেই হউক, তিনি তোপ-গুলিকে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক, আড়াই মাইল দূর হইতে এরূপ লক্ষ্য স্থির করিয়া গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলেন যে, একটী গোলাও ব্যর্থ হইয়াছিল না। প্রত্যেক গোলাই শত্রুপক্ষের পংক্তি মধ্যে পতিত হইয়া, তাহা-দের ধ্বংস সাধন করিতে লাগিল। তুর্কী পক্ষের গোলাঘাতে গ্রীক্ তোপখানা গুলি এক প্রকার নীরব হইয়া গেল। যেস্থানে গ্রীক্‌গণ ইতিপূর্ব্বে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল, তুর্কীদিগের

চারি পল্টন সৈন্ত জেনেরল মমহুহ্ পাশা কর্তৃক পরিচালিত হইয়া, সেইদিকে অগ্রসর হইল। বিজয়োন্মত্ত তুর্কী সৈন্তের ভীষণ গোলা বর্ষণে গ্রীক্ দিগের মুহূর্ত্তকাল রণক্ষেত্রে তিষ্ঠান ভার হইল। ফলতঃ আর কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইলে, সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র শত্রুশূন্য দৃষ্ট হইল। যাহারা পলায়ন করিল, কেবল তাহারাই রক্ষা পাইল; আর যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলনা, তাহারা অচিরে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মহাসেনানী মার্শাল আদ্‌হাম পাশা তৎক্ষণাৎ মেলুনা পাশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া, সৈন্তদিগকে গ্রীক্ দিগের পশ্চাদ্ধাবন জন্ত প্রেরণ করিলেন। গ্রীক্‌গণ তখন সেই সঙ্কীর্ণ গিরিপথের অপর পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অপরাহ্ণ ৫ টার সময় তুর্কী সৈন্তগণ মেলুনা পাশ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া, তত্রত্য সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে ইস্‌লামের জয় গর্ব্বিত অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নিত পতাকা উড্ডীন করিল। তৎক্ষণাৎ সমুদয় তুর্কী সৈন্ত সেই পতাকার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া পরম উৎসাহ সহকারে জয়ধ্বনী করিল। গ্রীক্‌গণ দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্তায় হতভম্ব হইয়া রহিল। ঈদৃশ লজ্জাজনক পরাভবের পর ও, গ্রীক্ সৈন্যগণ তুর্কীদিগের অধিকৃত কয়েকটী মুরুচা পুনরায় আক্রমণ করিল; কিন্তু তুর্কী সৈন্যদিগের অব্যর্থ গোলা বর্ষণে তাহাদিগকে শীঘ্রই পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইল। সেই ভীষণ গোলা বর্ষণ প্রভাবে তাহারা প্রাণরক্ষার্থ যে

যেখানে পাইল, আশ্রয় গ্রহণ করিল। তুর্কীগণ যদিও ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসিত ছিল, এবং শত্রু পক্ষের বিনাশ সাধন করিতে করিতে তাহাদের হস্ত, ও চলিতে চলিতে তাহাদের পদদ্বয় অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি তাহাদের বদন মণ্ডলে শ্রান্তি-ক্লান্তি ও বিমর্ষতার ছায়া মাত্র ও প্রতিভাত হইয়াছিলনা। তাহাদের সেই উৎসাহ পূর্ণ ভাব দেখিয়া বোধ হইত, যেন কোন বরযাত্রী দল পরম আনন্দে বিবাহোৎসবে গমন করিতেছে। গ্রীক্দিগের দ্বিতীয় আক্রমণে তুর্কী সৈন্য দিগের উৎসাহ-বহ্নি যেন দ্বিগুণতর প্রজ্জলিত করিয়া দিল; আর উহারা ধর্ম্ম-মূলক উৎসাহ বা উত্তেজনা এবং ধর্ম্ম যুদ্ধে (জেহাদে) মোহ হইয়া, যেন চেতনা পরিশূন্য ভাবে উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহ আকবর" ধ্বনী করিতে করিতে শত্রুপক্ষকে উপর্য্যুপরি আক্রমণ পূর্ব্বক, তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিল। গ্রীক্গণ যে পর্য্যন্ত যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পলায়ন না করিল, সে পর্য্যন্ত তুর্কী সৈন্যগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল না। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই প্রচুর সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল। বে-সরকারি রিপোর্ট অনুসারে জানা যায় যে, ৩০ জন তুর্কী সৈন্য এই যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেন (শহিদ হন)। আহতের সংখ্যা ৫০ জন। পক্ষান্তরে একটী পাহাড়ের উপরই গ্রীক্দিগের শতাধিক মৃতদেহ দৃষ্ট হইয়াছিল। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ১০০০ গ্রীক্ ও ২০০ তুর্কী সৈন্য এই যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল। আহতের সংখ্যা ঠিক্ জানা যায় নাই। সন্ধ্যার সময়

আলাসোনা হইতে সাহায্যকারী অশ্বারোহী, পদাতিক এবং গোলন্দাজ সৈন্যদল আসিয়া পঁহুছিলে, উভয় প্রতিপক্ষ সৈন্য দল পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। গ্রীক্‌দিগের মস্তকোপরি মৃত্যু যেন ক্রীড়া করিতে লাগিল। মহাবিক্রমশালী তুর্কী সৈন্যগণ সঙ্গীণ দ্বারা গ্রীক্‌দিগের আক্রমণ রোধ করতঃ মেলুনা পাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান জনশূন্য করিয়া লইল। প্রধান পার্ব্বত্য পথ ব্যতীত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈনিক-ঘাটীতে গ্রীক্‌গণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা অধিকার করিতে এখনও বাকি ছিল। অনবরত ৩৬ ঘণ্টা কাল-ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধে তুর্কী সৈন্যগণ নিতান্তই শ্রান্ত, ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহারা যখন প্রবল বেগে পলায়মান প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবিত হইল, তখন দর্শকগণ কিছুতেই মনে ধারণা করিতে পারিলনা যে, ইহারা শ্রান্ত-ক্লান্ত বা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণাতুর। তাহারা এ অবস্থায় ও পরম উৎসাহ এবং আনন্দ সহকারে স্বীয় সেনাপতিদিগের আদেশ পালন ও শত্রু হননে তৎপর ছিল। অবশিষ্ট গ্রীক্ সৈনিক-ঘাটী কয়টী ও হস্তগত করিবার জন্ত পুনরায় তিনটী তোপখানা যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনীত হইল। যদিও বন্ধুরতার জন্য এ স্থানটী নিতান্তই দুর্গম ছিল; কিন্ত বিক্রান্ত তুর্কী সৈন্যগণ তোপ গুলিকে হাতে হাতে ধরিয়া বা আকর্ষণ করিয়া, উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্ব্বত শৃঙ্গে উত্তোলন করতঃ গ্রীক্-দিগের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। তোপ নিঃসৃত বৃহৎ বৃহৎ বো-

গুলি কাটিয়া কাটিয়া গ্রীক্ সৈন্যদলের উপর মহা প্রলয়ের সূচনা করিতে লাগিল ; গ্রীক্ সৈন্যগণ অসম সাহসিকতা এবং দৃঢ়তা প্রকাশ করা সত্ত্বেও, স্বীয় অধ্যুষিত স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অসংখ্য গ্রীক্ সৈন্যের উত্তপ্ত শোণিতে রণক্ষেত্র প্লাবিত হইল। এইস্থলে একটী অত্যাশ্চর্য্য চিত্তবিনোদক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে—যদ্দ্বারা তুর্কী সৈন্যদিগের অনুপমেয় সাহস, বীর্য্যবত্তা এবং রণপাণ্ডিত্যের কথঞ্চিৎ পরিমাণ অনুভব করা যাইতে পারে। ঘটনা এই যে, মেলুনা পাশের ভীষণ সংগ্রামে, ৪ জন পদাতি সৈন্য স্বীয় পল্টনের ধাওয়ার সময়, মূল সৈন্যদল হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। তাহারা মূল সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া বশতঃ কিছুমাত্র চিন্তিত বা ভীত না হইয়া, আপনাদের অদ্ভুত সাহস ও বীর্য্যবত্তার জলন্ত প্রমাণ দেখাইয়া, শত্রুপক্ষের শ্রাবণের বারিধারাবৎ গোলা গুলির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। আজ যেন তাহারা এক অলৌকিক বিদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিবান্। সহস্র সহস্র গুলি গোলায়ও তাহাদের সে তীব্র গতি রোধ হইলনা। দেখিতে দেখিতে একজন সৈনিক পুরুষ বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে ভূতলশায়ী হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট ৩ জনের তবু ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহারা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে; পরক্ষণেই আর একজন নির্ভীক সৈনিক পুরুষ গুলির আঘাতে মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়ীত হইল। অবশিষ্ট দুইজন সৈন্য তবুও অগ্রসর হইতেছে; মৃত্যু ভয় কাহাকে বলে, তাহারা যেন

তাহা জানেনা। অকস্মাৎ একটী জলন্ত গোলক আসিয়া তৃতীয় সৈনিক পুরুষকে মৃত্যুগ্রাসে পাতিত করিল। কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তি তাহাতেও দৃক্‌পাত না করিয়া, সংগ্রাম-দেবতার ন্যায় অগ্রসর হইতেছে। ইহার শরীরে তিনটী গুরুতর আঘাত লাগিলেও তদীয় প্রচণ্ড গতিরোধ হয় নাই। এই অসম সাহসিক প্রচণ্ড তেজাঃ বীরপুরুষ বন্দুক ছুড়িতে ছুড়িতে শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অবশেষে এই ব্যক্তি বিপক্ষের অধিকৃত স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, গ্রীক্ সৈন্য দল সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্বর্ত্তী তুর্কী সৈন্যগণ সাগর-প্রবাহের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইয়া, গ্রীক্ সৈন্যদিগকে বিতাড়িত ও তাহাদের অবস্থান-স্থান অধিকার করিয়া লইল।

এই যুদ্ধে তুর্কী সেনাপতিগণ প্রভূত পরিমাণ গোলা বারুদ খরচ করিয়াছিলেন। তাহার ফল স্বরূপ শত্রু দলকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া পশ্চাদ্গমন করিতে হইয়াছিল।

ইউনস্ আফেন্দির আক্রমণ—

ঠিক সন্ধ্যার সময় ইউনস্ আফেন্দির অধীনস্থ দুই পল্‌টন সৈন্যের উপর আদেশ প্রদত্ত হইল যে, তাহারা যেন গ্রীক্ সৈন্য দলের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সম্মুখ হইতে পশ্চাতে হটাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, সৈন্যগণ ক্ষুধার্ত্ত এবং পিপাসিত ছিল; ঘোরতর যুদ্ধের পর বিশ্রাম লাভ না করাতে অবসন্ন,এবং অনবরত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহাদের দেহ ধূলায় ধূসরিত ও কর্দ্দমাক্ত ছিল। ইউনস্ আফেন্দি একজন উপযুক্ত

ও সংগ্রাম-নিপুণ তুর্কী অফিসার ছিলেন। যুদ্ধের উপস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেননা; সুতরাং একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় তিনি পুনঃ অগ্রসর হইলেন। ইউনস্ উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় অধীনস্থ সৈন্যদিগকে বলিতে লাগিলেন, "হে সমর নিপুণ সাহসী সৈন্যগণ! আমি তোমাদিগকে আদেশ দিতেছি না যে, তোমরা শত্রুদলকে পুনঃ আক্রমণ কর, কিন্তু যাহার হৃদয়ে দয়াময় আল্লাহতালার প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ থাকে, সে স্বয়ং এই কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সম্মুখ দিকে অগ্রসর হউক।" ইউনস্ আফেন্দির এ আওয়াজ ঠিক গভীর বজ্র-নিনাদবৎ পক্ষান্তরে অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক শক্তি বিশিষ্ট ছিল। তাঁহার পবিত্র আহ্বান শ্রবণমাত্রে সৈন্যদিগের হৃদয় উৎসাহ ভরে নৃত্য করিয়া উঠিল। তখন তাহারা এরূপ বলবিক্রম ও ভীষণ যোধরাবের সহিত পরম করুণাময় আল্লাহ তালার প্রশংসা-গীতি গাইতে গাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল যে, কেহই তাহাদের সে ভীমগতি রোধে সমর্থ হইল না। প্রবল সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় তুর্কী সৈন্য প্রবাহ শত্রুপক্ষের উপর পতিত হইল। কেবল যে সৈনিক পুরুষগণই এরূপ উত্তেজনার বশীভূত হইয়াছিল তাহা নহে; বরং ইস্লামের জাতীয় সহানুভূতি, ধর্ম্মের অকাট্য বন্ধন ও সত্য অনুরাগ দ্বারা মুসলমান গাড়োয়ান, সহিস, কুলি, ভিস্তি প্রভৃতি সর্ব্ব শ্রেণীর পরিচারকগণও প্রবল উত্তেজনা-বশে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সৈন্যদিগের সহিত এই সকল ভৃত্যমণ্ডলী একত্রে মিলিত হইয়া,

এরূপ প্রচণ্ডবেগে অগ্রসর হইল যে, যদি হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ ও তাহাদের সম্মুখে পতিত হইত, তবু সে ভীষণ আক্রমণের গতি রোধ করিতে পারিত না। গ্রীকগণ মৃত্তিকা ও প্রস্তর দ্বারা যে দুর্ভেদ্য ও দুরতিক্রম্য উপদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, বে-কায়দা (অনিয়মিত) তুর্কী সৈন্যগণ তাহা অধিকার করিবার জন্য ভীমবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিশ্ব-দাহী কামান সকল পথ পরিষ্কার করিয়া চলিল। এই ভীম তেজা তুর্কী সৈন্যগণ প্রবল বর্ষা ও প্রচণ্ড আতপ তাপ উপেক্ষা করিয়া দুর্ব্বার তেজে অগ্রসর হইতে লাগিল। অতঃপর তাহারা গ্রীক্ মুরুচার নিকটে পঁহুছিয়া হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ করিল। গ্রীক্ সৈন্যগণ ৩০ গজ হটিয়া যাইতে না যাইতে তুর্কীদিগের ভীষণ তরবারি সমূহ তাহাদের মুণ্ডপাত করিতে আরম্ভ করিল। তরবারির একই আঘাতে পদাতিকগণ দ্বি খণ্ড ও অশ্বারোহী-গণ চারিখণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তুর্কীগণ অতি উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। তাহারা পরম উল্লাসের সহিত জয়ধ্বনী করিতে করিতে, ও আনন্দ সূচক জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে, শত্রুদলের বলক্ষয় করিতেছিল। এসময় তুর্কী তোপখানা একেবারে নীরব ছিল; কিন্তু পদাতিক সৈন্যদিগের শাণিত সঙ্গীণ গুলি স্বীয় ভীষণ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে বিরত ছিলনা। শত শত গ্রীক্ সৈন্যকে বেয়নেট দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বধ করা হইতেছিল। স্বয়ং ইউনস্ আফেন্দিও আজ সংহার-মূর্ত্তিতে রণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, শত্রুদলের মহাবিনাশ

সাধন করিতেছিলেন। এ অবস্থায় গ্রীক্ সৈন্যগণ আর কত-ক্ষণ তিষ্ঠিবে? তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। যদিও গ্রীক্ সৈন্যগণ তুর্কীদিগের এই ভীষণ আক্রমণ রোধ করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিল, জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, রণক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিয়াছিল; এবং সমস্ত দিন শত্রুদলের আশে পাশে থাকিয়া, তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু হতভাগ্য গ্রীক্জাতি এবং তাহাদের হিতৈষী ও সাহায্যকারী খৃষ্টান-পুঙ্গবদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ, তুর্কী সৈন্যদিগের অদম্য বেগ তাহারা কিছুতেই রোধ করিতে পারিলনা। অগত্যা পলায়ন ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর রহিলনা। দেখিতে দেখিতে গ্রীক্দিগের সমস্ত গুলি সৈনিক ঘাটিই তুর্কীদিগের হস্তগত হইল; এবং তুর্কীদিগের অর্দ্ধচন্দ্র বিখচিত বিজয়-বৈজয়ন্তী তথায় বায়ুভরে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তুর্কী তোপ গুলি এই সময় আবার আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। তাহাদের ভয়ঙ্কর গোলা বর্ষণে গ্রীক্ তোপ গুলি একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছিল। তুর্কী-দিগের অস্ত্র পূর্ণ শিলা গোলক সমূহ ভীষণ বজ্রপাতের ন্যায় গ্রীক সৈন্যদলে পতিত হইয়া, তাহাদের মহাসংহার সাধন করিতেছিল। তুর্কীগণ অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণ দ্বারা তিনটী গ্রীক্ মুরচা হস্তগত করিয়া লইল; আর দুইটীকে একেবারে ভস্ম স্তূপে পরিণত করিল। এই ভয়াবহ কাল সময়ে ১৬ জন তুর্কী সৈন্য শহিদ ও ১৯ জন আঘাত প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে

গ্রীক্‌দিগের হতাহত সংখ্যা অগণ্য ছিল। সমুদায় পাহাড় ও ঘাটী-গুলি গ্রীক্‌ সৈন্যদিগের উত্তপ্ত শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে গ্রীক্‌ সৈন্যদিগের মৃত দেহ পরম্পরায় ভূ-পৃষ্ঠ আচ্ছাদিত ছিল। গ্রীক্‌গণ দ্রুত পলায়ন কালে আপনাদের হত এবং আহত সৈন্য দিগকেও লইয়া যাইবার অবসর পায় নাই। ন্যায় পরায়ণ তুর্কীগণ তাহাদের প্রতি যেরূপ সদয় ও সকরুণ ব্যবহার করিয়াছিল; ইউরোপীয় খৃষ্ট-শিষ্যদিগের নিকট সেরূপ দয়া ও সৌজন্যের আশা কিছুতেই করা যাইতে পারেনা।

এস্থলে প্রকাশ করা অসাময়িক নহে যে, গ্রীক্‌ সৈন্যগণ মৃত তুর্কী সৈন্যদিগের প্রতি নিতান্ত ঘৃণিত ব্যবহার করিত। তাহারা যুদ্ধে নিহত তুর্কী সৈন্যদিগের বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া, অতি শোচনীয় ভাবে তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইত। কিন্তু তুর্কীগণ মনুষ্যত্বের বহির্ভূত কোনওরূপ ব্যবহার করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ছিল। ইস্‌লাম ধর্ম্ম তাহাদিগকে সেরূপ শিক্ষা দেয় নাই। তাহারা স্বীয় শত্রু গ্রীক্‌দিগের মৃতদেহ গুলি (যাহার প্রতি তাহাদের সমধর্ম্মাবলম্বী, স্বদেশ-বাসী ও সহযোগিগণ নির্দ্দয় ব্যবহারের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছিল, অর্থাৎ তাহাদের শরীর হইতে একমাত্র পাতলুন ও কামিজ ব্যতীত আর সমস্ত বস্ত্র ও উর্দ্দী উন্মোচন করিয়া লইয়া এক প্রকার উলঙ্গাবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছিল) শীঘ্র শীঘ্র বৃক্ষের ছায়ায় আনয়ন পূর্ব্বক, বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিল। তৎপর স্বপক্ষীয় মৃত সৈনিকদিগকে যে ভাবে

সম্মানের সহিত কবরস্থ করিয়াছিল, সেই ভাবে শত্রুপক্ষের অসংখ্য মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া, আপনাদের দয়া, সৌজন্য ও সহৃদয়তার প্রকৃষ্ট পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয় নাই।

ব্রিগেডিয়ার জেনেরল হাফেজ পাশার শাহাদত—

মেলুনা পাশের ভীষণ সংগ্রামে তুর্কীগণ গৌরবান্বিত বিজয়শ্রীর অধিকারী হইয়াছিলেন সত্য, তাঁহাদের অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য ও গ্রীকদিগের অসংখ্য সৈনিক পুরুষ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল সত্য, গ্রীকদিগের অধিকৃত সমগ্র গিরিপথ তুর্কীগণ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই যুদ্ধে একজন খ্যাতনামা মহা বীর সেনাপতির অতি মূল্যবান্ জীবন প্রদীপ যে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, সেক্ষতি অসাধারণ। তুর্কীর সমুদায় লভ্যের তুলনায় সেক্ষতি বড়ই গুরুতর ও মারাত্মক। কিন্তু পক্ষান্তরে উক্ত মহাসেনানী সম্মুখসংগ্রামে অদ্ভূত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, স্বদেশ, স্বধর্ম্মাবলম্বী ও স্বজাতির মুখ যে ভাবে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ক্ষতির বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতে হয়। মুসলমান বীর পুরুষের পক্ষে ধর্ম্ম যুদ্ধে দেহপাত করার ন্যায় গৌরবের বিষয় আর নাই। উপস্থিত যুদ্ধে যিনি স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বীয় প্রভু মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের গৌরব রক্ষার্থে আত্ম বলিদান করিয়াছিলেন, তিনি সকল বিষয়েই অসাধারণ সৌভাগ্যশালী পুরুষ। আমরা একদিকে তাঁহার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না; পক্ষান্তরে তাঁহার বীর্য্যবত্তা, স্বদেশ বৎসলতা, স্বধর্ম্মপ্রবণতা, কর্ত্তব্য-

নিষ্ঠা ও প্রভু পরায়ণতার বিষয় স্মরণ করিতে করিতে আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া যাই। তিনি অতি বার্দ্ধক্যে—অশীতি বৎসর বয়সে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সুতরাং তাহার মৃত্যুতে তাদৃশ আক্ষেপের কারণ নাই। ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে তাঁহার সেই অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী চিরদিন বক্ষে ধারণ করিবে। আমরা যাঁহার বীরত্ব-কহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি, তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনেরল মহাবীর হাফেজ পাশা। ইনি ক্রিমিয়া, হারজ্ গোভিনিয়া, সার্ভিয়া ও সুপ্রসিদ্ধ রুস্-তুরস্ক যুদ্ধে স্বীয় অদ্ভুত সমর-শক্তির পরিচয় দিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। উপস্থিত যুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় ডিভিজানের কমাণ্ডার জেনেরল নেশাত পাশার অধীনে এক ব্রিগেড্ সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মেলুনা পাশের ভীষণ সংগ্রাম কালে তিনি মহোল্লাসে, উন্মুক্ত শিরে সৈন্যদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন। যদিও ইহার বয়ঃক্রম ৮০ অশীতি বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু তদীয় অলন্ত উৎসাহও অদ্ভুত বীরত্বের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হইয়াছিলনা। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সময় তাঁহার দেহ-রক্ষক বডিগার্ডঅগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনা করিল, সেনাপতে! বারিধারার ন্যায় গুলি বৃষ্টি হইতেছে, শত্রুগণ আপনাকে লক্ষ্য করিয়া মুহুর্মুহু বন্দুক ছুড়িতেছে, এ অবস্থায় আপনি অশ্ব হইতে অবতরণ করুন। তচ্ছ্রবণে পাশা মহোদয় উত্তর করিলেন, আশ্চর্য্য! যখন আমি ভীষণতর রুষ-তুরস্ক যুদ্ধেও কখন অশ্ব হইতে অবতরণ করি নাই, তখন এই সামান্য গ্রীক্ যুদ্ধে কোন্ প্রাণে অশ্ব হইতে অবতরণ করিব? অগ্রসর

হও, তোমরা উৎসাহের সহিত অগ্রসর হও!' এই কথা বলিয়া তিনি সদম্ভে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার বাম বাহুর উপর একটী গুলি আসিয়া লাগিল। তাঁহার দেহ রক্ষকগণ পুনরায় বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিল, মহাত্মন্! এক্ষণেও আপনি অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হউন; এবং সৈন্যদিগের অন্তরালে অবস্থান করুন। তচ্ছ্রবণে তিনি ক্ষিপ্ত সিংহবৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "স্বদেশের জন্য মস্তক খুলিয়া দিয়াছি, ধর্ম্মের জন্য প্রাণও দেহ সমর্পণ করিয়াছি; খোদার কার্য্যে তোমরা হস্তক্ষেপ করিওনা; সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদন কর; এবং শত্রুদলকে বিতাড়িত কর।" তৎপর তিনি 'আল্লাহ আকবর' শব্দে চতুর্দ্দিকে কাঁপাইয়া ভীমতেজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য-দিগকেও মেঘ-গম্ভীর স্বরে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। এই সময় আর একটী গুলি আসিয়া তাঁহার বাহুমূল ভগ্ন করিল। মহাবীর এ অবস্থায়ও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া দ্বিগুণ তেজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমান্বয়ে দুইটী গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার গতি নিবৃত্ত হইলনা। আজ তিনি মৃত্যুঞ্জয় রূপে সমর-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু তৃতীয় গুলি—যাহা তাঁহার কালস্বরূপ ছিল, উহা মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া কণ্ঠনালী ভেদ করিল। এই ভীষণ আঘাতে তিনি অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইয়া, মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয়

গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুর মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বেও "হে সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহতালা! তুমি তুর্কীদিগকে জয়ী কর।" এই করুণ রসাত্মক কাতর প্রার্থনা তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইবামাত্র, তদীয় প্রভুভক্ত অশ্ব তাঁহাকে উদরের নিম্নে আশ্রয় প্রদান করিল। সেনাপতির পতনে তুর্কী সৈন্যগণের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি রুদ্ধকণ্ঠে তখনও বলিতেছিলেন, "বৎসগণ! শত্রুগণের প্রতি লক্ষ্য কর, প্রভুর কার্য্যের অনুসরণ কর; বিপদকালে সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্‌তালা এবং স্বদেশকে ভুলিওনা।" তুর্কীগণ তাঁহার সেই শেষ উপদেশ বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, গ্রীকগণকে ভীম-তেজে আক্রমণ করিল। হাফেজ পাশা অশ্বচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইবামাত্র তাঁহার চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার পার্থিব কার্য্য শেষ হইয়াছিল, তদীয় মহান্ আত্মা আর সামান্য চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকিবার জন্য বিলম্ব করিলনা। মহাবীর স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য, শোণিত রঞ্জিত সুন্দর সামরিক পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক, সর্ব্বসুখ-সম্পদের আকর, অমর বাঞ্ছিত সুরলোকে গিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী মজাহেদিন গণের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

ধন্য মহাবীর হাফেজ পাশা! ধন্য তোমার স্বদেশ বৎসলতা!! ধন্য তোমার স্বর্গ-স্পৃহা!!! যত দিন তোমার ন্যায় বৃদ্ধগণ তুর্কী বালকগণের শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন,

যত দিন তুরস্ক ভূমিতে তোমার ন্যায় সুসন্তানের অভাব হইবেনা, ততদিন তুরস্কের গৌরব-সূর্য্য কদাচ অস্তমিত হইবার নহে। তোমার ন্যায় একটী বীর পুরুষও তুরস্ক সাম্রাজ্যে বর্ত্তমান থাকিতে, তুরস্কের কোন ভয় নাই। নিখিল পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান মণ্ডলী তোমায় চিরদিন ভক্তির সহিত স্মরণ করিবে ; তোমার অমানুষিক গুণে মুগ্ধ হইয়া চিরন্তন তুর্কীদ্বেষী লণ্ডন ডেইলি নিউস্ পত্রও অন্তরের ভাব গোপন রাখিতে না পারিয়া, মুক্তকণ্ঠে তোমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন ; ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে ? ধন্য তোমার স্বদেশ প্রেমিকতা ! ! আজ তোমার নামে আমরাও গৌরবান্বিত। তুমি পৃথিবীস্থ মুসলমানদিগের পদ-মর্য্যাদা ও গৌরবরাশি কি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছ, ইতিহাস চিরদিন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তোমার পবিত্র শোণিতবিন্দু সমূহ হইতে, সহস্র সহস্র তুর্কী বীরের অভ্যুত্থান হইবে সন্দেহ নাই। হে মহাভাগ ! আমরা তোমার পবিত্র আত্মার মঙ্গল কামনা করিতেছি।

যুদ্ধক্ষেত্রে মার্শাল আদহাম পাশা ও তদীয় ষ্ট্যাফ্—

কোনও খ্যাতনামা সংবাদপত্রের জনৈক সংবাদদাতা তুর্কী সৈন্যদলে উপস্থিত ছিলেন, তিনি মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশার অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যেস্থানে মহাসেনানী আপন ষ্ট্যাফ্ সহ দণ্ডায়মান ছিলেন, ঐ স্থান বহুজনাকীর্ণ রঙ্গালয়ের ন্যায় আমোদ-জনক বলিয়া স্নমান প্রতী

হইতেছিল। ফলতঃ মহাসেনানী স্বীয় ষ্টাফ্‌সহ এক বিস্ময়কর দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিলেন। ষ্টাফ্ অফিসারদিগকে বহ্বাড়ম্বর পূর্ণ স্বর্ণ খচিত বহুমূল্য সৈনিকপরিচ্ছদে এমনই সুন্দর দেখাইতেছিল যে, দর্শকগণ সে দৃশ্য দেখিয়া বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। বীর্য্যবন্ত তুর্কী সৈন্যগণ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ষ্টাফের চতুর্দ্দিকে নিতান্ত 'আদবের' সহিত দণ্ডায়মান ছিল। ডুলিবাহকগণ আহত সৈন্যদিগকে আনয়নে ব্যস্ত, আর্দ্দালিগণ বিদ্যুৎবৎ তীব্র গতিতে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মহা সেনানীর নিকট সংবাদ আনয়ন, এবং মহা সেনানীর আদেশ রণ-ক্ষেত্রস্থ সেনাপতিদিগের নিকট পঁহুছাইতে তৎপর। ওদিকে আহত সৈন্যদিগের সাহায্যকারী সৈন্যগণ; নীরবে অথচ নিতান্ত সুশৃঙ্খলা ও সতর্কতার সহিত ধীরভাবে আহত সৈন্যদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিরাপদ স্থানে আনয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। উহাদের সুন্দর মুখমণ্ডল ধূলিকণা, বালুকা এবং বারুদের ধূম রাশিতে হয় গাঢ় মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, নচেৎ ঝলসিয়া গিয়াছিল। উহাদের অনেকেরই চেহেরা ও বস্ত্রাদি শোণিতাক্ত ছিল। মহাবীর আদহাম পাশা নিতান্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা—পক্ষান্তরে অসাধারণ সতর্কতার সহিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও উপস্থিত অবস্থানুসারে সেনাপতিদিগের নিকট আদেশ প্রেরণ করিতেছিলেন। মহাসেনানীর কার্য্যকলাপে, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ত্রুটী লক্ষিত হয় নাই। কি অদ্ভুত সাহস!

কি অপূর্ব্ব সংগ্রাম নৈপুণ্য!! কি অবিচলনীয় দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতা!!! মহাসেনানী আদহাম পাশা স্বকীয় উচ্চ সাহস, অতুলনীয় যুদ্ধাভিজ্ঞতা ও বীর্য্যবত্তা দ্বারা ইউরোপীয় সংগ্রাম বিভাগে এক দ্বিতীয় ওসমান পাশার আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছিলেন। মার্শাল আদহাম পাশা আদেশ প্রদানের সত্বরতা, যুদ্ধ বিষয়ক পারদর্শিতা ও উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ সম্বন্ধে যেরূপ অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছিলেন; বহু যুদ্ধে উপস্থিত পরিপক্ক সংবাদ দাতাগণ তাহা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। সংবাদদাতা বলেন, আমি যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে আগত এরূপ অসংখ্য চিঠি-পত্র দর্শন করিয়াছি (যাহা আরদালিগণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রস্থ সেনাপতি ও অফিসার-দিগের নিকট হইতে আনয়ন করিত), যাহার উপর শোণিত-চিহ্ন দৃষ্ট হইত, এবং কোন কোন কাগজ শোণিতদ্বারা উজ্জ্বলভাবে রঞ্জিত থাকিত। কেবল সৈন্যগণ নহে—বরং অফিসারগণ ও দুই দিন পর্য্যন্ত অনবরত অনাহারে ও অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এমন কি, ইহাদিগের বস্ত্র পরি-বর্ত্তন বা হস্ত মুখ প্রক্ষালনের অবসর পর্য্যন্ত হয় নাই।

মেলুনাপাশের যুদ্ধের শেষাবস্থা—

যাহাহউক, মহাবীর ইউনস আফেন্দি সায়ংকালে যে শত্রু-পক্ষের প্রতি ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন—যাহাতে তুর্কী সৈন্যগণ অদ্ভুত পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করিয়া শত্রুদলকে একে-বারে বিদলিত ও বিমর্দ্দিত করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই কৃত-

কার্য্যতার পর সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। দুই দিবা রাত্রি ক্রমাগত অনাহারে অনিদ্রায় ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সৈন্যগণ যে একটু বিশ্রাম লাভ করিতে পাইল, ইহাও পরম সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রান্ত-ক্লান্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ বিজয় জনিত সুখ-নেশায় বিভোর হইয়া, গভীর নিদ্রায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ সমগ্র রাত্রি পরম কারুণিক খোদাতালার প্রশংসা কীর্ত্তনে অতিবাহিত করিল; এবং কখন সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদত্ত হইবে, উৎকণ্ঠিত ভাবে তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রি ৮টার সময় মেলুনাপাশ ব্যতীত টুর্ণাভাস্‌ও লারিসা যাইবার অন্যান্য রাস্তা গুলিও তুর্কী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। এই সময় ওস্‌মানীয় তোপ গুলি প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামসহ এরূপ ভাবে সজ্জিত ছিল যে, আদেশ প্রাপ্তিমাত্র যেন গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিতে পারে। গ্রীক্‌গণ আপনাদের আশ্রয়-স্থানীয় বস্ত্রাবাস গুলি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাতে, তুর্কীগণ উহা অধিকার করিয়া তন্মধ্যে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল। পর দিন অতি প্রত্যূষে 'জরকোস' নামক স্থান আক্রমণের আয়োজন করা হইল। পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে ১১ জন গ্রীক্ সৈন্য বন্দী হয়; তন্মধ্যে একজন ইটালী দেশ বাসী লোক ছিল। ঐ ব্যক্তি গ্রীক্ ভাষা পর্য্যন্ত জানিত না। উপস্থিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০০ এক সহস্র গ্রীক্ সৈন্য নিহত হইয়াছিল, আহতের সংখ্যা সঠিক্ জানা যায় নাই। তুর্কীদিগের মধ্যেও

কতিপয় সৈনিক পুরুষ সম্মুখ সমরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু গ্রীক্‌দিগের তুলনায় উহা অৎসামান্য মাত্র। গ্রীক্ সৈন্যগণ অতঃপর বিশৃঙ্খল অবস্থায় লারিসার দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর, রণক্ষেত্রের দৃশ্য বড়ই ভীষণ বলিয়া বোধ হইতেছিল। যেদিকে নেত্রপাত করা যাইত, সেই দিকেই গ্রীক্ সৈন্যদিগের শোণিতাক্ত কর্দম ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহাংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত টোটা, সৈন্যদিগের ছিন্ন উর্দ্দী ও বম গোলার টুকরা সকল স্থানে স্থানে নিপতিত দৃষ্ট হইতেছিল। বম গোলা সকল ফাটিয়া ফাটিয়া ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। তুর্কী তোপখানা গুলি বিপক্ষের যেরূপ ক্ষতি সাধন করিয়াছিল, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বোধ হইয়াছিল যেন কোন প্রচণ্ড তুফাণ গ্রীক্‌দিগের উপর আপতিত হইয়া, উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্তীকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

যুদ্ধান্তে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাইত, গ্রীক্ সৈন্যগণ ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে লারিসার দিকে পলায়ন করিতেছে দৃষ্ট হইত। বম নিক্ষিপ্ত ভীষণ গোলা সকল গ্রীক্ সৈন্যদিগের মধ্যে পতিত হওয়াতে, সৈন্য ও অফিসারদিগের হস্ত পদাদি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইত। পলায়িত গ্রীক্ সৈন্যদিগের ও অনেকে এই ভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ৩৫ হাজার গ্রীক্ ও ২৪ হাজার তুর্কী সৈন্য যোগদান করিয়াছিল।

এস্থলে লণ্ডন টাইম্‌স্ সংবাদপত্রের সংবাদ দাতার লিখিত বিবরণ হইতে, গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

কারযুনা ও কারয়্যার প্রতি গ্রীক্‌দিগের আক্রমণ—

৫ই এপ্রিল তারিখে তুর্কী সৈন্যদলের প্রথম ডিভিজান "মুলুগষ্টা" নামক স্থানে আপনাদের হেড্ কোয়ার্টার স্থাপন করেন। এই স্থান "ডুয়েস্ক" হইতে ৫।৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। আবার দ্বিতীয় ডিভিজানে এক ব্যাটারি তোপ ও তিন ব্যাটালিয়ন সৈন্য আসিয়া যোগদান করাতে, উক্ত ডিভিজানের অভাব পূর্ণ হইল। দ্বিতীয় দিবস তোপখানার সৈন্যদিগের জন্য অপরিমিত বুট (পাদুকা) আসিয়া পঁহুছিল। যে সকল নূতন পার্ব্বত্য ব্যাটারি "সরফিজে" হইতে আসিয়াছিল, তাহা এলাসোনা নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিল। প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিজান হইতে অর্দ্ধ ব্রিগেড্ করিয়া সৈন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইল।

প্রত্যহ শেষ বেলায় আমি অশ্বারোহণে মেলুনা পাশে গমন করিতাম। তথায় যেন এক প্রকার নীরবতা ও নিঝুমতা দৃষ্ট হইত। তত্রত্য তুর্কী সৈনিক চৌকির সেনানায়ক লেপ্টেনাণ্ট ইউনস্ আফেন্দি চা পান করিবার জন্য, আমাকে গ্রীক্ অধিকারস্থ গ্রীক্ অফিসারদিগের নিকট লইয়া যাইতেন। আর তথায় যুদ্ধের চিত্র গ্রহণ করা হইত,

যাহা দেখিয়া গ্রীক্ অফিসারগণ ক্ষুব্ধ হইতেন। ইউনস্ আফেন্দি ২০ বিংশতি বৎসরকাল সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু আশানুরূপ পদোন্নতি না হওয়াতে মনক্ষুন্নাবস্থায় দিনাতিবাহিত করিতেছিলেন। যদিও ইহার মধ্যে অনেক প্রকার সদ্‌গুণ বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু পক্ষান্তরে একজন দুর্দ্দান্ত কোর্দ্দি অপেক্ষাও অধিকতর শোণিত-পিপাসু ছিলেন। মেলুনা পাশের যুদ্ধে বিংশতি জনাপেক্ষাও অধিক সংখ্যক গ্রীক্‌কে তিনি স্বহস্তে নিহত করিয়াছিলেন। (১) যখন আমি সীমান্তে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন ভ্রমণার্থে কখন কখন গ্রীকাধিকারের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গমন করিতাম। তথা হইতে লারিসা নগর স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইত। কিন্তু একটী পাহাড়ের ব্যবধান জন্য 'টুর্ণাভস' নগর দেখা যাইত না। আমি প্রায়ই গ্রীক সৈন্যদিগকে নিয়ন্ত ময়দানে প্যারেড করিতে দেখিতাম। ইউরোনীও আল্‌বেনিয়ান সৈন্যদিগের নৃত্য বড়ই হৃদয়াকর্ষক এবং দর্শনযোগ্য ব্যাপার ছিল। ইহারা আপনাদের দুর্গের সীমা মধ্যে, একে অপরের হস্তধারণ পূর্ব্বক পরস্পর মুখামুখী হইয়া বংশীবাদন পূর্ব্বক নৃত্য করিত। আমি ভোর সময়, ভিন্ন ভিন্ন ডিভিজান ও ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-চৌকিতে

(১) ইউনস আফেন্দি কিরূপ বীর পুরুষ, তাহা এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) কিম্বা জেরার-বিন্-আজওয়ারের কিঞ্চিৎ শোণিত ইহার ধমনীতে প্রবাহিত আছে বলিয়া বোধ হয়।

পরিভ্রমণ করিতাম; আর সন্ধ্যার সময় সফুলত পাশা, নজীব বে কিম্বা নগরের শাসনকর্ত্তার সহিত আহার করিতাম।

১০ই এপ্রেল তারিখে লণ্ডনস্থ মর্নিংপোষ্ট সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ হ্যামিল্টন ওল্ডন, এলাসোনা নগরে আসিয়া পঁহুছিলেন। সেই দিন হইতে যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে একত্রে ছিলাম। কর্ণেল ভণ সোনবর্গ নামক এক জর্ম্মান সৈনিক আফসার ৬ই মে তারিখে আমার সহিত আসিয়া সম্মিলিত হন। এলাসোনায় আমাকে একখানি বাসগৃহ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু লারিসায় ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম। ফারসালায়ও একখানি গৃহ নিজে বন্দোবস্ত করিয়া লই। ভোলোতে হোটেলে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। আহারের জন্য সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখীর মাংস, অন্ন ও এক প্রকার তীব্র সুরা প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কোন কোন স্থানে—বিশেষতঃ ফারসালাতে রুটী অতিকষ্টে পাওয়া যাইত।

ফারসালায় পঁহুছা পর্য্যন্ত সৈন্যদিগের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব খুব কমই দৃষ্ট হইয়াছিল। যৎসামান্য রোগী যাহা দৃষ্ট হইত, তাহা কদর্য্য জলপানের দোষে। আবার তাদৃশ রোগ ইউরোপীয় লোকদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমি কিম্বা মিঃ ওল্ডন একদিনের জন্যও পীড়িত হই-নাই। এক্ষণে যুদ্ধের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে। ৯ই এপ্রেল আমি যে সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাকে গ্রীকদিগের কারয়ুনার উপর আক্রমণ বলা সুসঙ্গত নহে।

কারযূনা, এলাসোনা হইতে প্রায় ৬০ মাইল পশ্চিমে এবং সীমান্ত হইতে একটু উত্তরে অবস্থিত। কিন্তু বাস্তবিক আক্রমণকারিগণ কখনও এই স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে নাই। উল্লিখিত আক্রমণের মোটামুটি অবস্থা এই যে, ৮ই এপ্রেল রাত্রিকালে প্রায় ১৫০০ লোকের একটী দল (যাহাতে প্রধানতঃ করফু দ্বীপ ও আলেক্ জাণ্ড্রিয়া নগরবাসী বহু সংখ্যক গ্রীক্ এবং অনেকগুলি ফেরারী গ্রীক্ সৈন্য ভুক্ত ছিল) কালমবাকা হইতে "এথনিক এটিরা" সভার উত্তেজনা ও সাহায্যে রওয়ানা হয়, এবং 'বাকটিন্ন' নামক স্থানে সীমান্ত রেখা পার হইয়া তুর্কীর অধিকারে প্রবেশ লাভ করে। ঐস্থানে সীমান্ত রক্ষক যে তুর্কী লেপ্টেনাণ্ট মাত্র ৩০ জন সৈন্যসহ অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি ইহাদিগকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন এবং সীমান্তস্থিত গ্রীক্ সেনানীদিগের নিকট এ কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। ইহারে উত্তরে গ্রীক্ অফিসারগণ জানাইলেন যে, ইহারা রাজকীয় সৈন্য নহে, সুতরাং ইহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে আমাদের কোন ক্ষমতা নাই। এসময় ইহাদের অধিকাংশ লোক সীমান্ত রেখা পার হইয়া তুরস্কাধিকারে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। যাহাহউক ইহারা অতি শীঘ্রই তুর্কীর পঞ্চম নেশানগী রেজিমেণ্টের সম্মুখীন হইল; এবং পরস্পর সম্মুখীন হইবামাত্রই যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। কোন্ পক্ষ হইতে প্রথমে গুলি বর্ষণ হইয়াছিল, সম্ভবতঃ এবিষয়ের মীমাংসা কোনও কালেই হইবেনা। কিন্তু পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য ভূমিতে সমস্ত রাত্রিই যুদ্ধ

চলিয়াছিল। যুদ্ধ করিতে করিতে তুর্কীগণ ক্রমশঃ পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছিল। তুর্কীগণ যে দুইটী কেল্লা পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিল, গ্রীক্‌গণ উহা অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল; আর দুর্গরক্ষক সৈন্যদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

ভোর সময় যখন গ্রীক্‌গণ ৩।৪ মাইল অগ্রসর হইয়াছিল, তখন ডমক্টাস্থিত ৫ম ডিভিজানীয় তুর্কী সৈন্যদিগের ৬ষ্ঠ চিহ্নিত রেজিমেণ্টের ৩ কোম্পানি সৈন্যের সহিত ইহাদের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সৈনিক আড্ডার সৈন্যগণও পশ্চাদ্দিক হইতে উহাদিগকে আক্রমণ করিল। ঐ সময় উপরোক্ত অগ্রগামী গ্রীক্ সৈন্যগণ সামরিক শিক্ষা ও সৈনিক কায়দা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিল। উহাদের প্রধান অংশ তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে হটিয়া গেল, কিন্তু ৫০।৬০ জনের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইয়া উহাদের শোচনীয় পরিণাম ব্যক্ত করিতে লাগিল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ সীমান্তস্থলে পঁহুছিয়া কোনওরূপে আত্মরক্ষা করিল। সৈন্য সংখ্যার অল্পতা হেতু তুর্কীগণ, পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে বিরত হইল। ৮ জন তুর্কী বন্দী কালম্বাকায়, এবং একজন করফু দ্বীপবাসী গ্রীক্ সৈন্য বন্দী হইয়া এলাসোনা নগরে আনীত হইল।

১০ই এপ্রেল তারিখে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই; কিন্তু ১১ই তারিখে ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা আর দুইটী তুর্কী কেল্লা অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত করিল, আর পর্ব্বত শৃঙ্গের পার্শ্বে পার্শ্বে পুনরায় সামান্যরূপ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ব্রিগেডিয়ার

ইস্লাম পাশা, এবং সফুলত বে এলাসোনা হইতে অশ্বারোহণে তথায় আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা এই সময়ের মধ্যে উপযুক্তসংখ্যক সৈন্য সমবেত করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা অগ্রসর হইয়া এই বিগ্রহকারী লোক গুলিকে প্রায় দুই মাইল পশ্চাতে তাড়াইয়া দিলেন। এতদ্দ্বারা উপস্থিত গোলযোগের এক প্রকার নিরাকরণ হইল। অতঃপর আমরা এলাসোনায় থাকিয়া মনে করিলাম, গ্রীক্ গবর্ণমেণ্ট এই অন্যায় যুদ্ধ সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়া, গোলযোগের কারণ দূরীভূত করিবেন। কিন্তু ১৩ই ও ১৪ই তারিখে নিয়মিত গ্রীক্ সৈন্যগণ ডমাসির পূর্ব্বদিকবর্ত্তী গুমামনাষ্ট্রির নিকটে তুর্কী অধিকার হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসিল। অর্দ্ধ রাত্রির সময় সীমান্তের তুর্কী শাস্ত্রী, পাহাড়ের উন্নত শৃঙ্গ হইতে নিম্নস্থ ঘাটিতে কতকগুলি লোক দেখিতে পায়। তখন শাস্ত্রী তাহাদিগকে তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, গ্রীক্ ভাষায় উত্তর প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রী অগত্যা স্বীয় অফিসারকে ডাকিয়া আনে, তিনি কথঞ্চিৎ গ্রীক্ ভাষা অবগত ছিলেন। গ্রীক্পক্ষ হইতে উত্তর পাওয়া হইল যে, এক কোম্পানি সৈন্য পথ ভুলিয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর গ্রীক্ সৈন্যগণ স্বস্থানে চলিয়া গেল। যখন এই সংবাদ এলাসোনায় পঁহুছিল, তখন ইহাকে কোনওরূপ গুরুতর ব্যাপার বলিয়া ধারণা জন্মে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রিতেও অবিকল পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় ঘটনাসংঘটিত হওয়াতে, তুর্কীদিগের প্রশ্নের উত্তরে গ্রীক্

সৈনিক অফিসার জ্ঞাপন করিলেন যে, যেখানে তাহারা অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেস্থান তুরস্কের অধিকৃত নহে। যখন তুর্কীগণ গুলি করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল, তখন সেই গ্রীক্ অফিসার স্বীয় সৈন্যদল লইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু প্রাতঃকালে যখন ওস্মানীয় সৈন্যগণ ঘাটীর শিরোভাগে প্রস্তরময় উপদুর্গ (ধুস্) তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল, তখন স্থানীয় গ্রীক্ সৈনিক অফিসার (যিনি তুর্কীদিগের অপেক্ষা অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া উপযুক্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন) তুর্কীদিগকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, যদি তোমরা দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ না কর, তবে আমি সৈন্যদিগকে গুলি চালাইতে আদেশ প্রদান করিব। কারণ, বার্লিন নগরের সন্ধি অনুসারে তথায় ধুস্ তৈয়ার করা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। আমি ১৫ই এপ্রিল তারিখে এই সকল সংবাদ শুনিতে পাইলাম। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, কেবল এথিনিক সোসাইটীই নহে—বরং গ্রীক্গবর্ণমেণ্ট নিজেও যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগী। অতঃপর ১৭ই এপ্রিল সকালে আমি যখন সংবাদ পাইলাম যে, গ্রীক্গণ ১৬ই তারিখে 'করন্যা' নামক স্থানের উপর পুনরায় আক্রমণ করিয়াছে, তখন আমাকে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বোধ হইলনা।

আমি ও মিঃ ওলডন দুই জনাই 'কারন্যা' যাইবার জন্য তুর্কী কর্তৃপক্ষের আদেশ গ্রহণ করিলাম। আর মহাসেনানী আদহাম পাশা নিতান্ত অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক, আমাদের সঙ্গে

যে একজন তুর্কী অফিসারকে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও সমভিব্যাহারে লইলাম। এলাসোনা হইতে করয়্যা ২০ মাইল দূরবর্ত্তী ছিল, অথচ আমরা ২২ ঘণ্টায় এই পথ অতিক্রম করিলাম। তোপ সমূহের গভীর গর্জ্জনে স্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে, ইহা সামান্ত যুদ্ধ নহে। যে ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা অলিম্পাস্ পর্ব্বতে যাইয়া শেষ হইয়াছে, আমাদের গমনের রাস্তা সেই পর্ব্বতের নিম্ন দেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। পর্ব্বতের নিম্নেই "করয়্যা" নামক গ্রাম দেখিতে পাইলাম—যথায় জেনেরল হামদি পাশার অধীনস্থ সৈন্তদলের প্রধান অংশ অবস্থিতি করিতেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐসময় হামদি পাশার সমুদয় তোপ আসিয়া পঁহুছিয়া ছিলনা, মাত্র ৪টী তোপ তাঁহার নিকটে ছিল। বেলা দ্বি-প্রহরের পর হইতে এই তোপ চতুষ্টয় দ্বারা গোলা বর্ষণ আরম্ভ হইল।

কারয়্যার ব্যাপার ও ঠিক কারযুনার ঘটনার ন্যায়ই ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, এবার গ্রীক্‌দিগের নিয়মিত অর্থাৎ বা-কায়দা সৈন্যগণই যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিল। এই সৈন্যগণ সন্ধ্যার পর সীমান্ত রেখা পার হইয়া তুর্কী অধিকারে প্রবেশ লাভ করে। ইহার পূর্ব্বে তুর্কীগণ অধিকসংখ্যক সৈন্যদ্বারা ইহাদের গতিরোধ করিতে পারিত। তত্রত্য অরণ্যপ্রদেশে সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়াই অল্প বিস্তর গুলি বর্ষণ হইয়াছিল। প্রভাত সময় 'লেপটু করয়্যা' হইতে আগত হামদি পাশা এই ঘটনা অবগত হন যে, তিনি যে গ্রীক্ সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইয়াছেন, তাহারা সংখ্যায় এত অধিক যে, তাঁহাকে তাঁর ডিভিজানের বৃহৎ অংশ তাহাদের সম্মুখীন করা আবশ্যক। রাস্তা নিতান্তই খারাপ ছিল, এজন্য তাঁহাকে এলাসোনা হইতে তোপখানা আনয়ন করিতে হয়।

অপরাহ্ণ ২ টার সময় গ্রীক্ সৈন্যগণ সর্ব্বতোভাবে তুর্কী অধিকারে প্রবেশ লাভ করাতে, উভয় পক্ষে নিয়মিতরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ একটী সবুজবর্ণ তৃণাচ্ছাদিত ঘাটী, যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল; উহার চওড়াই অর্দ্ধ মাইল অপেক্ষা অধিক ছিলনা। ঐ ঘাটীর উত্তর দিকে অলিম্পাস্ পর্ব্বতের বরফ মণ্ডিত উন্নত চূড়া, অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। উল্লিখিত ঘাটীর পার্শ্বদেশেই করয়্যা নামক ক্ষুদ্র গ্রাম খানি আজ বিপুল জন সমাগমে পরিপূর্ণ; এবং উহার চতুর্দ্দিকে বস্ত্রাবাস গুলি শ্রেণীবদ্ধরূপে সারি সারি দণ্ডায়মান।

সম্মুখবর্ত্তী পাহাড়, চিড় নামক বৃক্ষ ও অন্যান্য পার্ব্বত্য বৃক্ষরাজিতে আচ্ছাদিত ছিল; এবং উহার আশে পাশেই যুদ্ধ চলিতেছিল। পাহাড়ের শিখর দেশে উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশক দুর্গগুলি বিরাজমান। তুর্কী পদাতিক সৈন্যদিগের গুলি বর্ষণের মাত্রা অনেক বেশী না হইলেও, বড় সামান্যরূপ ছিলনা। চতুর্থ ব্যাটারিতে গোলা বারুদের অপ্রতুল ছিল; পক্ষান্তরে উহা এক অসুবিধা জনক স্থানে স্থাপন করা হইয়াছিল। উক্ত তোপ গুলি খুব তেজের সহিত পরিচালিত হইতে-

ছিলনা; আর তদ্দ্বারা শত্রুপক্ষের বিশেষ কোনওরূপ ক্ষতি সাধন হইতেছে বলিয়াও বোধ হইতেছিলনা।

আমি সৈনিক টেলিগ্রাম দ্বারা নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য ডিভিজানল সেনাপতি হাম্দি পাশা হইতে অনুমতি গ্রহণ করিলাম; * * *

এবং নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে তুর্কী ভাষায়, সফুলত বের নিকট এলাসোনা নগরে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা জানাইলাম যে, ঐ তারের সংবাদ যেন ফরাশী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া অতি সত্বরে লণ্ডনে পাঠান হয়। এই কার্য্য শেষ করিয়া আমি যুদ্ধ ব্যাপার বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য মনোযোগী হইলাম। প্রথমে আমি সামরিক হাস্পাতাল পরিদর্শন করিলাম। উহা দেখা আমার পক্ষে নিতান্তই কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল।

আহত সৈন্যদিগের ধৈর্য্য ও সাহস দর্শনে (শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন কালে তাহারা অচেতন হইবার কোনও প্রকার ঔষধ সেবন করিতনা) যেমন আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিল, সেইরূপ ডাক্তার দিগের সতর্কতা ও কার্য্যতৎপরতায় আমাকে নিতান্ত হর্ষোৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তৎপর যেস্থানে তোপের ব্যাটারি স্থাপিত ছিল, আমি ঐ স্থানে আরোহণ করিলাম; তথায় পদাতি সৈন্যগণও সাহায্যের জন্য উপস্থিত ছিল।

এবং তুর্কী সৈন্যদিগের নির্দ্দিষ্ট প্রথানুসারে আহার কিম্বা

তামাকের ধূম পান করিতেছিল। এই স্থানে আমি কয়েকটী ফটোগ্রাফ্ গ্রহণ করিলাম। তৎপর সৈন্যদিগের লক্ষ্যভেদ (নেশানাবাজী) দেখিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল; অথচ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ শেষ হইবার কোনই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিলনা। এলাসোনার আশে পাশে ও যুদ্ধ হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল বলিয়া, অন্ধকারের পূর্ব্বেই আমি তথায় পঁহুছিবার মানস করিলাম। তদনুসারে আমি সেনাপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, অশ্বারোহণে এলাসোনা অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। এই সময় ৯ ব্যাটালিয়ন আন্দাজ সৈন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল, এবং তিন ব্যাটালিয়ন তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিতেছিল। পথে ক্রমান্বয় ৬টী তুর্কী ব্যাটারির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি যখন এলাসোনা নগরের নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন দেখিতে পাইলাম, তত্রত্য সমুদয় সৈন্য

রাত্রিতে কুচ করিবার উদ্দেশ্যে প্যারেড্ (কওয়ায়েদ) করিতেছে। ৮ টার সময় এলাসোনায় পঁহুছিয়া ফিল্ড্ মার্শালের সমীপে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি আহারে উপবিষ্ট ছিলেন; ফিল্ড্ মার্শাল আমাকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন যে, অদ্য অপরাহ্ণ ৫ টার সময় যুদ্ধের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছে। তিনি ইহাও বলিলেন যে, খোদাতালার ফজল ও করম হইলে আগামী কল্য আমি এনি শহরের (লারিসায়) বাসায় থাকিব।

মেলুনার যুদ্ধ—

১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যার সময়, মনিকড্রিপি এবং করিট্রীর মধ্যবর্ত্তী উচ্চস্থানে স্থাপিত তোপ সমূহ হইতে গোলা বর্ষণ আরম্ভ হইল। ঐ সকল তোপের ভীষণ গর্জ্জন, সমগ্র রাত্রি ব্যাপিয়া শ্রুত হওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা দ্বারা শত্রুপক্ষের খুব সামান্য ক্ষতিই হইয়াছিল। * * *

অর্দ্ধরাত্রির সময় গ্রীক্ পদাতি সৈন্যগণ মেলুনা পাশের সম্মুখবর্ত্তী

* * *

উন্নত গিরিশৃঙ্গ পার হইয়া, এলাসোনার ময়দানের দিকে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল। * * *

গ্রীক্‌গণ দুই কিম্বা তিনবার সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিল; কিন্তু বীর্য্যবন্ত তুর্কী পদাতি সৈন্যগণ অবশেষে উহাদিগকে উপরের দিকে হটাইয়া দিয়াছিল।

১৮ই এপ্রিল রবিবার অতি প্রত্যুষে এলাসোনাস্থ গ্রীক্ কন্সল্, যে পরিমাণে সামগ্রী সম্ভার একটী অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর, তৎসহ তুর্কী আর্দ্দালিদিগের সমভিব্যাহারে লারিসাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। আমার বিশ্বাস, তিনি সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মঙ্গলমতে লারিসায় পঁহুছিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রভাত হইবামাত্র মিঃ ওল্ডন ও আমি, অশ্বারোহণে মেলুনা পাশ পর্য্যন্ত গমন করিলাম। পাহাড়ের পাদদেশে তোপখানার অধ্যক্ষ রেজা পাশাকে ৫ ব্যাটারি তোপদ্বারা রিপক্ষের প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে

দেখিলাম। তিন হাজার গজ দূরত্বের হিসাবে, ঠিক পর্ব্বতের শীর্ষদেশে অবস্থিত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদিগের উপর গোলা পঁহুছাইবার চেষ্টা করা হইতেছিল। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐস্থান ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূরবর্ত্তী ছিল। গুলি পূর্ণ খোমা মাত্রই ব্যবহার করা হয় নাই। প্রথম প্রথম লক্ষ্য তাদৃশ ঠিক হইতেছিলনা; কিন্তু তৃতীয় প্রহরের পূর্ব্বে, গোলা বর্ষণের ফল পূর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক হইয়াছিল। মার্শাল আদহাম পাশা তখন পর্য্যন্তও বাহিরে আসিয়াছিলেন না। কিন্তু সফুলত বে ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত ডিভিজানের প্রধান সেনাপতি মমতহ্ পাশা তথায় উপস্থিত ছিলেন।

আমরা তোপ সকল পশ্চাতে রাখিয়া, একজন সার্কেশিয়ান অশ্বারোহীর সঙ্গে সম্মুখভাগে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; এবং গিরিপথের মুখের উপর (প্রবেশ-দ্বারে) যাইয়া পঁহুছিলাম। এইস্থানে অগ্রবর্ত্তী গ্রীক্ সৈন্যদিগের নিক্ষিপ্ত গুলি সকল, আমাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, * * *

যুদ্ধের প্রকাশ্য অবস্থা ঐ সময় পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম না, আমরা আরও অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যখন প্রায় তিনশত গজ উপরে—পাহাড়ের অধিকতর বিস্তৃত অংশে পঁহুছিলাম, তখন একজন আহত সৈন্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল; দেখিলাম, শত্রু-নিক্ষিপ্ত ভীষণ গোলাঘাতে তাহার চেহারা চূর্ণীকৃত হইয়াছে, আর শোণিত রাশিতে চক্ষু-

দ্বয় একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উহার একজন সহযোগী বন্ধু উহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। উক্ত সহযোগী সৈনিক পুরুষের বাচনীক শুনিতে পাইলাম যে, পাহাড়ের শিখর দেশে (চুটীর উপর) খুব ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছে। সে ব্যক্তি আমাদিগকে পরামর্শ দিল যে, আপনারা কদাচ আল্‌বেনীয় সৈন্যদিগের নিকট যাইবেন না; কারণ, উহারা কাকের মাত্রের মধ্যেই পার্থক্য জ্ঞান করেনা।

এক্ষণে আমরা দুই একটী করিয়া মৃতদেহ ও দেখিতে লাগিলাম। ঐ সময় সম্মুখভাগ হইতে প্রচুর পরিমাণে গুলি আসিতেছিল। আমরা এ অবস্থায়ও অগ্রসর হইতেছিলাম। গিরিপথের অন্য এক স্থানে দুই কোম্পানি সাহায্যকারী সৈন্য দেখিতে পাইলাম; উহারা সম্মুখবর্ত্তী টিলার উপর চড়িবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। যুদ্ধ সামগ্রীপূর্ণ বহুসংখ্যক অশ্বতর (খচ্চর) তাহাদের সঙ্গে ছিল। * * *

আমি কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সৈন্যদিগকে ঈদৃশ ভয়ঙ্কর জায়গায় এরূপভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিবার কারণ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "কর্ণেল আমাকে এইস্থানে রাখিয়া গিয়াছেন। * * * *

মিঃ ওল্‌ডন্ এই স্থানে কয়েকটী চিত্র গ্রহণ করিলেন। আমরা এখান হইতে পুনরায় রওয়ানা হইলাম; কিন্তু এ সময় অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে গমন করাই উচিত বোধ হইল। সুতরাং আমরা আমাদের অশ্ব, সঙ্গীয় অশ্বরোহী

পুরুষ এবং একজন আর্দ্দালীকে
একটী ক্ষুদ্র নালার নিকট রাখিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই সময় আমরা দরার (১) মুখ হইতে ১০০ গজ অপেক্ষা অধিক দূরে ছিলাম না। * * * অবশেষে আমরা দরা পর্য্যন্ত পঁহুছিলাম—যেস্থান হইতে তুর্কী সৈন্যগণ গুলিবর্ষণ করিতেছিল; আর ঠিক পর্ব্বত চূড়ার নিম্নদেশে বিস্তৃত ভাবে অবস্থান করিতেছিল। তুর্কী কেল্লা আমাদের নিকট হইতে প্রায় ১৫ গজ মাত্র দূরে ছিল; আর তুর্কীগণ ইতিপূর্ব্বে উহা অধিকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু গ্রীক্ কেল্লা আরও ৫০ গজ দূরে, জনশূন্য অবস্থায় পতিত দৃষ্ট হইল। উহার পশ্চাদ্বর্ত্তী এক সুদীর্ঘ ও নীচু প্রস্তরময় প্রাচীরের অন্তরাল হইতে গ্রীক্‌গণ গুলি চালাইতেছিল; আর কখন কখন রেজা পাশার ব্যাটারির গোলা উহাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ঐ সকল তোপের গোলাদ্বারা তাহাদের কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছিল, তাহা বুঝা যাইতেছিলনা। বাস্তবিক বন্দুক সমূহের শন্‌শন্ ও তোপ সমূহের ঘর্ঘর আওয়াজ বড়ই ভীতি-প্রদ ছিল।

যে সকল সৈন্য গুলিবর্ষণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, তাহারা আমাদের তথায় যাওয়া ভালবোধ করিতেছিলনা, কারণ

(১) দরা—পার্ব্বত্য গিরিপথ, অর্থাৎ দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ।

তাহারা খৃষ্টিয়ান বিদ্বেষী আল্‌বেনিয়ান দলভুক্ত ছিল। তাহারা প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমরা কে, আর কিজন্য এখানে আসিয়াছ। তৎপর আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিল। আমরাও তাহাই মঞ্জুর করিলাম। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পূর্ব্বেই মিঃ ওল্‌ডন্ তাহাদের চিত্র গ্রহণ করিলেন। প্রত্যাবর্তন করিয়া আমরা আমাদের পরিত্যক্ত অশ্বদ্বয় প্রাপ্ত হইলাম। তৎপর যে সৈন্যদল এখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত ছিল, সেই কোম্পানির কাপ্তেনের নিকট গমন করিলাম। তাঁহাকে এ বিষয়ে বাধ্য করিলাম যে, তৎপরিচালিত সৈন্যদলের সঙ্গে আমাদিগকে যেন পাহাড়ের উপর চড়িবার হুকুম দেওয়া হয়।

*   *   *

ইহার ফল এই হইল যে, আমার অশ্ব পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়া   *   *   *

নিম্নে অবতরণ করিতে চাহিলনা। অগত্যা উহাকে বশীভূত করিতে ৫ মিনিট সময় অতিবাহিত হইল; আর ৫ মিনিট সময় আমি সংবাদপত্রের কার্য্যে পর্য্যবসিত করিলাম। পরিশেষে অশ্বটীকে নীচে অবতরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলাম। সেই নিম্নস্থানে আমাদের অশ্বদ্বয়কে বন্ধন পূর্ব্বক, আমরা পুনরায় উপরে আরোহণ করিলাম। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দুইজন আল্‌বেনীয় সৈন্য আমাদিগের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সৈন্যদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তখন বন্দুকের ঘোড়ার উপর ছিল। আমরা উহাদের বন্দুকের লক্ষ্যীভূত হইতে ইচ্ছুক

ছিলামনা বলিয়া, অতি সত্বরে নীচের দিকে ছুটিয়া আসিলাম। এসময় বন্দুকের গুলি বৃষ্টি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। আমরা তথা হইতে অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক, যেস্থানে প্রধান সেনাপতি মার্শাল আদহাম পাশা এবং তদীয় ষ্ট্যাফ্ ভূমিতলে উপবেশন পূর্ব্বক যুদ্ধ-ব্যাপার দেখিতে ছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে পঁহুছিয়া শুনিতে পাইলাম যে, ডমাসিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, এবং থাএরীপাশা অতি কষ্টে শত্রুপক্ষের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর ইহাও শুনিতে পাইলাম যে, এক্সম্পাতে নেশাতপাশা গ্রীক্‌দিগের ব্যাটারি সমূহ (যাহা টুর্নাভসের উত্তর পশ্চিমদিকস্থ উচ্চস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল) আক্রমণে ব্যাপৃত আছেন। বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় সংবাদ আসিল যে, জেনেরল হাফেজ পাশা যখন স্বীয় ব্রিগেড্‌কে যুদ্ধের জন্য মেলুনা পাশ দিয়া পরিচালিত করিতেছিলেন, তখন বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঐ দিন ডমাসি হইতে আর কোনও সংবাদ আসিলনা।

কিন্তু পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গোপরি অবিশ্রান্ত ভাবে গুলি বর্ষণ হইতেছিল। পক্ষান্তরে তুর্কীদিগের ময়দানী এবং পর্ব্বত শৃঙ্গে স্থাপিত ভীষণ পার্ব্বত্য তোপ সমূহ অনবরত অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছিল। বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যাপার চলিয়াছিল।

অপরাহ্ন প্রায় ৪ টার সময় তুর্কী তোপখানাস্থ প্রথম ব্যাটা-

রির ভীষণ গোলাঘাতে গ্রীক্দিগের একটী কেল্লা একেবারে উড়িয়া গেল। ঐ গোলা অতি দক্ষতার সহিত চালিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গোলন্দাজ সেনাপতি মহাবীর রেজাপাশা স্বহস্তে এই গোলাটী ছুড়িয়াছিলেন। তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে গ্রীক্দিগের সুদৃঢ় কেল্লাটী মুহূর্ত্ত মধ্যে উড়িয়া গেল। ধন্য তোপ পরিচালন শক্তি। ধন্য শিক্ষা!!

ইহার পর তুর্কীগণ, শত্রুদলকে কোনওরূপে পাহাড়ের নীচে হটাইয়া দিলেন। এই সময় হায়দর পাশা (যাঁহার কেবলমাত্র অর্দ্ধ ডিভিজান সৈন্য এযাবৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল) স্বীয় ডিভিজানের অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ সৈন্যকে সম্মুখদিকে পরিচালিত করিলেন। ৭ টার সময় গোলা বৃষ্টি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ করে। আটটার সময় বন্দুকের সামান্য ফায়ার ব্যতীত অন্য কোনও অনুষ্ঠান বাকি ছিলনা; সুতরাং আমি আহার ও বিশ্রাম লাভের জন্য স্বীয় অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক এলাসোনায় গমন করিলাম। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত গোলা বৃষ্টি চলিয়াছিল। পক্ষান্তরে বাম দিকে——অতি দূরে, করয়্যা হইতে (যেখানে হামদিপাশা এতাবৎ কাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন) ডমাসি পর্য্যন্ত সীমান্ত রেখার দক্ষিণাংশে সামান্যরূপ গোলাবৃষ্টি অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়াছিল। ডমাসিতে থাএরী পাশা, যরক্ষেস্থ গ্রীক্ তোপখানার অতি বৃহৎ অংশের সম্মুখীন ছিলেন। রাত্রিকালে আরও দুই ব্যাটালিয়ন্ সৈন্য ও দুই ব্যাটারি তোপ করয়্যাতে আসিয়া পঁহুছিল। আর স্বাধীন

ব্রিগেড্‌টীকেও মেলুনাপাশ পর্য্যন্ত আনা হইল। অর্থাৎ এ সময় প্রায় সমুদায় তুর্কী সৈন্যই, শক্রপক্ষের সম্মুখীন হইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। ভোর ৪ টার সময় আমি যখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইবার জন্য অশ্ব সজ্জিত করিতেছিলাম, ঐ সময় একজন আর্দ্দালি আসিয়া আমার হাতে একখানি পত্র প্রদান করিল। উক্ত পত্রের মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

আমার প্রিয় বন্ধু!

হিজ এক্সেলেন্সী মার্শাল আদহাম পাশার আদেশানুসারে আপনাকে অবগত করান যাইতেছে যে, মেংটিপি হইতে এস্কম্পা পর্য্যন্ত সমুদায় পাহাড়ী (করিট্রী ব্যতীত) এক্ষণে সুলতানী সৈন্যদিগের হস্তগত হইয়াছে।"

মোখ্‌লেছ
(অকৃত্রিম)
ন জী ব
হিজ ইম্পিরিয়েল ম্যাজেষ্টী—সুলতানের এডিকং।

যুদ্ধ শেষ হইবার পক্ষে ইহা যেন শেষ এক্টেলা ছিল। আমি অশ্বে আরোহণ করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, মেংটিপি সম্পূর্ণরূপে শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে; আর সমগ্র মেলুনা পাশ,

ওস্মানীয় সৈন্যগণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ঐ সময় তুর্কী সৈন্যগণ মৃতদেহ সকলের সমাধি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। অনেকে আবার ভগ্ন মুরুচা গুলি মেরামত করিতেছিল।

* * *

পদাতি সৈন্যগণ ক্রমাগত ৩০ ঘণ্টা কাল যুদ্ধ করিয়া, আহার এবং বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল। এ সময় গ্রীকগণ লগ্‌রিয়া (নামান্তর দ্বিতীয় কারদিরি) শূন্য করিয়া দিয়াছিল। ঐ গ্রামটী মেলুনাপাশের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। কিন্তু করিট্টীর পাহাড়ী সকল এসময় পর্য্যন্ত গ্রীকদিগের হস্তগত ছিল। জেনেরল হামদী পাশা ১৬ই এপ্রিল রাত্রি হইতে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াও, গ্রীকদিগকে এ যাবৎ সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিতাড়িত করা ব্যতীত, অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন না।

এক্সম্পার সম্মুখে গ্রীক্ ব্যাটারি সকল চারি স্থান হইতে হটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তুর্কীগণ আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই। আর ডমাসিতে যে ফল প্রকাশ পাইয়াছিল, উহাও তুর্কীদিগের পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক ছিলনা। ঐ দিন, অর্থাৎ ১৯ শে এপ্রিল তারিখে তুর্কী তোপখানা মেলুনা পাশের পাদদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত, এবং স্বাধীন ব্রিগেড্ অপেক্ষাও অধিক দূরে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়।

অশ্বারোহী সৈন্যদিগের ডিভিজান, আরমান্‌লি হইতে এলাসোনার ময়দান পর্য্যন্ত আনীত হইল। আর মেলুনা পাশের

রাস্তা সমূহ এবং দক্কার শেষ সীমা পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার সংযোজিত হইল। দুইটী অতিরিক্ত ব্যাটারি নেশাত পাশার সাহায্যার্থ পাঠান গেল। আর তাঁহার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইল, করিট্রীর যে শিখরদেশ হইতে গ্রীকগণ টুর্ণাভসের রক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, উহা তোপদ্বারা উড়াইবার নিমিত্ত অতি সত্বরে যেন অন্যান্য সেনাপতির সাহায্যার্থ গিয়া উপস্থিত হন। অন্যান্য তোপখানা গুলির প্রতিও আদেশ হইল যে, পার্ব্বত্য তোপ সমূহের সঙ্গে ঐস্থান অধিকার করিতে যাইয়া যেন সম্মিলিত হয়। কিন্তু উক্ত সোমবার দিবস ও তাদৃশ কৃত-কার্য্য হওয়া গেলনা। ইহার কারণ এই যে, সকলেই অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; আর গোলা বারুদ এত অধিক পরিমাণে খরচ হইয়াছিল যে, উহা আরও বেশী পরিমাণে আনয়নের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় সমুদয় সৈন্যই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। আর ব্যাটালিয়নের সঙ্গীয় গোলা বারুদও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল।

গ্রীকগণ এবিষয়ে তুর্কীদিগের অপেক্ষাও অধিকতর খারাপ অবস্থায় ছিল। ফলতঃ গোলা বারুদ শেষ হইয়া যাওয়া একজন্য এক প্রকার ভালই হইয়াছিল যে, উহা আর অধিক পরিমাণে অপব্যয়িত হইতে পারে নাই।

যাহা হউক, ১৯ শে এপ্রিল ভোর ৩॥ টার সময় মেলুনা পাশের যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া গিয়াছিল; আর পর্ব্বতের

শিখরদেশ তুর্কীদিগের হস্তে আসিয়াছিল। কেবলমাত্র এই যুদ্ধ, ভলোষ্টীনের যুদ্ধ এবং ডোমোকোয় যুদ্ধই সম্পূর্ণ ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা এবং বহুসংখ্যক সৈন্যদ্বারা শেষ করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত থেসালির অন্যান্য যুদ্ধে অনেক কম সৈন্য যোগদান করিয়াছিল। মার্শাল আদহাম পাশা নিতান্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত আপন সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে দিলেন; অথচ একেবারে উঁহাদিগকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি করিলেন না।

ধীরেন্দ্র কেশরী মশীর দওলতো গাজী ওস্মান পাশার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন——

তুর্কী সৈন্যদিগের সীমান্তে গমন এবং গ্রীক্‌দিগের সহিত দুই তিনটী যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইবার পর, তুর্কী জাতি ও তুর্কী রাজদরবারের গৌরব কেতন, বীরকুল চূড়ামণি মশীর দওলতো গাজী ওস্মানপাশা, মহামান্য আমিরুল মুমেনিন (সুলতানল্ আজম) কর্ত্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হন। তিনি ১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যার সময় "সরকজি" ষ্টেসন হইতে রেল গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সালোনিকা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। গাজী ওস্মান পাশার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন সম্বন্ধে কত প্রকার অদ্ভুত জনরবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইউরোপীয় সংবাদপত্রের বিশ্বস্ত (?), সংবাদদাতাগণই এইরূপ অমূলক জনরবের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা, ভিত্তিহীন অদ্ভুত জনরব এই যে, ক্রমাগত দুই দিবসের যুদ্ধে তুর্কী সৈন্যগণ পশ্চাৎপদ

হওয়াতে এবং তুর্কীদিগের দুইটী পার্ব্বত্য বুরুজ ও একটী সৈনিক আড্ডা গ্রীকগণ অধিকার করিয়া লওয়াতে, মার্শাল আদহাম পাশার কার্য্যকলাপে কর্তৃপক্ষগণ সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। এজন্যই দওলতো গাজী ওস্‌মান পাশা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হন। আবার কোন কোন ভুইফোঁড় সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, আদহাম পাশা বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিতেছেন কিনা, ওস্‌মান পাশা তাহার তথ্যানুসন্ধান জন্য গমন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এ সকল জনরব কেবলমাত্র তুর্কী জাতির প্রতি, ন্যায় পরায়ণ (?) খৃষ্টানজাতির ঈর্ষা ও বিদ্বেষ প্রকাশের চরম ফল মাত্র। এই সকল সংবাদের মূলে সত্যের নাম গন্ধও ছিলনা। বাস্তবিক গাজী ওস্‌মান পাশার যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সীমান্তস্থিত তুর্কী সৈন্যদিগকে গ্রীকদিগের সাধারণ অবস্থা পরিজ্ঞাপন, সৈন্য দিগের রসদ প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে কিনা তাহার তদন্ত করণ, তৎসহ প্রধান সেনাপতি মার্শাল আদহাম পাশা ও তদীয় অধীনস্থ অন্যান্য সেনাপতি এবং স্বধর্ম্ম-স্বদেশ ও আমিরুল মুমেনিনের নামে জীবনোৎসর্গকারী সৈন্যদিগকে তাঁহাদের শাহান্‌শাহের (সুলতান-উল্‌-আজমের) সালাম ও ধন্যবাদ পঁহুছান, ওস্‌মান পাশার যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মহাবীর গাজী ওস্‌মান পাশার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন বিষয়ক জনশ্রুতি অপেক্ষা প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধীয় জনরব গুলি আরও অদ্ভুত ও বিস্ময়কর।

এই সংবাদের প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ টেলিগ্রাম ওয়ালা রিউটার কোম্পানির এজেন্সি। রিউটারের "সবজান্তা" সংবাদদাতা বাহাদুর নিতান্ত দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্যতা সহকারে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, ওস্‌মান পাশার আকস্মিক প্রত্যাবর্ত্তন ও সেনাপতি-পদ হইতে বিচ্যুত হইবার কারণ এই যে, সালোনিকার অধিবাসিগণ মহাধূমধামের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তাঁহার প্রতি জন সাধারণের এতাদৃশ ভক্তি প্রদর্শন, সুলতানের পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়াছিল ; এজন্য তিনি টেলিগ্রাম দ্বারা অচিরে তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রেরণ করেন। সংবাদদাতার লিখন-ভঙ্গিতে বোধ হইতেছে যে, ওস্‌মান পাশা সালোনিকায় পঁহুছিলে, তত্রত্য অধিবাসিগণ যদি তাঁহার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রকাশ করিত, তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত, তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, তাহা হইলেই যেন সুলতান পরম সন্তুষ্টি লাভ করিতেন। এরূপ লজ্জা-জনক কল্পনাও কি মানুষে করিতে পারে? যাহার মধ্যে জ্ঞানও বিবেকের লেশ-মাত্র আছে, সে ব্যক্তি কদাচ এরূপ অসঙ্গত কাল্পনিক সংবাদ প্রচারে সাহসী হইতে পারেনা। যিনি তুরস্ক সাম্রাজ্যের গৌরব-স্তম্ভ, যিনি আমিরুল মুমেণিনের প্রিয় সুহৃৎ ও পরম হিতৈষী, যিনি সুলতান উল্ আজমের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, আবার পরম প্রীতি ও অকৃত্রিম ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ সুলতান যাঁহার দুই পুত্রের সহিত স্বীয় প্রিয়তমা কন্যাদ্বয়ের বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন ; কি মন্ত্রণা-সভায়, কি উপাসনা-ক্ষেত্রে, কি দরবার-গৃহে,

কি ভ্রমণ-পথে যিনি ছায়ার ন্যায় আমিরুল মুমেনিনের পার্শ্বচর রূপে বিরাজ করেন, তাঁহার প্রতি স্বীয় প্রজা সাধারণের ভক্তি প্রদর্শন সুলতানের অপ্রীতিকর হইবে, ইহাও কি সম্ভবপর? মনুষ্য নামধারী জীবমাত্রেই এরূপ অসংলগ্ন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেনা। এরূপ মিথ্যা কল্পনা "পাগলের প্রলাপ" ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা হউক, গাজী ওস্মান পাশা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করাতে, গ্রীক্‌দিগের হৃদয়ে এরূপ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল যে, ইপাইরসের এক যুদ্ধে গ্রীক্ সৈন্যগণ তাঁহার সেনাপতি পদে বরিত হওয়ার জনরব শ্রবণমাত্রে, বিনা যুদ্ধে রণক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল। ধন্য গাজী ওস্মান পাশা! ধন্য তোমার শৌর্য্য বীর্য্য ও সমর-কৌশল!!

মহামান্য আমিরুল মুমেনিন সমীপে মার্শাল আদহাম পাশার রণ-বিজয় সম্বন্ধীয় টেলিগ্রাম——

১৯ শে এপ্রিল, তুর্কী হেড্ কোয়ার্টার আলাসোনা হইতে মার্শাল গাজী আদহাম পাশা, স্বীয় প্রভু মহামান্য আমিরুল মুমেনিন, সুলতানল্ আজম গাজী আবদুল হামিদ খাঁন সমীপে নিম্ন লিখিত মর্ম্মে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন।—"পরম করুণাময় আল্লাহ তালার অনুগ্রহ ও খলিফাতুল্ মুস্লেমিনের সৌভাগ্য প্রভাবে, তুর্কী সৈন্যগণ গ্রীক্‌দিগের উপর গৌরবান্বিত রূপে জয়লাভ করিয়াছে। টুর্ণাভসের সম্মুখভাগে গ্রীক্ সৈন্যগণ যে

সকল মুরুচা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তৎ সমুদায়ই বিধ্বস্ত করা হইয়াছে; এবং ওস্‌মানীয় সৈন্যগণ দুর্নিবার বেগে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভরসা করি, আমি শীঘ্রই এতদপেক্ষা গৌরবান্বিত বিজয় সংবাদ হুজুর সমীপে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইব। অমিততেজাঃ তুর্কী সৈন্যদিগের অমানুষিক তেজ বীর্য্য, অনুপম সাহস ও অতুলনীয় রণ-পাণ্ডিত্য প্রভাবে শত্রুপক্ষের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। শত চেষ্টা ও শত উদ্যম প্রভাবেও তাহারা স্বীয় অধ্যুষিত সুরক্ষিত স্থান গুলি হস্তগত রাখিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইয়াছে। 'পাচো' নামক স্থানে একজন গ্রীক্ সৈন্য ধৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সঙ্গীণ সহ দুইটী বন্দুক এবং ত্রিশ সিন্দুক যুদ্ধ সামগ্রী আমরা হস্তগত করিয়াছি। 'আরাশাক' পর্ব্বতের শীর্ষ দেশ যে শত্রুপক্ষের অধিকৃত হইয়াছিল, ঐ স্থান হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী কল্য আমরা নিতান্ত গৌরব জনক বিজয় লাভে সমর্থ হইব। মেলুনা পাশও গ্রিজো ভেলির যুদ্ধে ২৪ হাজার তুর্কী ও ৩৫ হাজার গ্রীক্ সৈন্য যোগদান করিয়াছিল।"

গ্রিজো ভেলির যুদ্ধে পরাজিত হওয়া সম্বন্ধে গ্রীক্ প্রধান সেনানীর কৈফিয়ৎ——

আপনাদের শোচনীয় পরাভব সম্বন্ধে, গ্রীসের যুবরাজ ডিউক অব স্পার্টার পক্ষ হইতে কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট নিম্ন

লিখিত রূপ কৈফিয়ৎ প্রেরণ করা হয়। "কর্ণেল মেট্রাপা—যিনি গ্রিক্সো ভেলির গ্রীক্ মুরুচাস্থ তোপখানার সাহায্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি যুবরাজের একটী আদেশের মর্ম্ম বিপরীত ভাবে বুঝিয়া, নিতান্ত ভ্রম-প্রমাদে পতিত হন। তদনুসারে তিনি সৈন্যদিগকে পশ্চাদ্দিকে হটিয়া যাইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করেন। এই আদেশের মর্ম্মানুসারে গ্রীক্ সৈন্যগণ সুশৃঙ্খলার সহিত পশ্চাতে হটিয়া আইসে; সুযোগ পাইয়া তুর্কীগণ হঠাৎ ঐস্থান অধিকার করিয়া লয় এবং গ্রীক্ সৈন্যদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে। এই ঘটনায় কতিপয় গ্রীক্ সৈন্য হত এবং ২০০ দুইশত পরিমাণ আহত হইয়াছে। কর্ণেল মেট্রাপা পুনরায় মহাবীরত্বের সহিত শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই যুবরাজ তাঁহার সাহায্যার্থ নূতন সৈন্যদল প্রেরণ করেন; এবং কর্ণেল এস্মোলেনস্কী শত্রুপক্ষকে পশ্চাদ্দিকে হটাইয়া দিতে সক্ষম হন। হিজ রয়েল হাইনেস্ যুবরাজ, কর্ণেল মেট্রাপার প্রতি বিষম কুপিত হইয়াছেন।"

মেলুনা পাশের গৌরবান্বিত যুদ্ধে তুর্কীদিগেব কি কি উপকার হইয়াছে?——

যে বিজয় পরম্পরায় এক বিজয়ী সৈন্য দলের হৃদয়ে প্রবল উত্তেজনা এবং গর্ব্ব-মূলক খেয়াল উপস্থিত হয়, গ্রীক্ সৈন্যদিগের উপর তুর্কীগণ জয়লাভ করাতে, উপরোক্ত উত্তেজনা ও

খেয়ালাদি ব্যতীত তাহাদের সৌভাগ্য বর্দ্ধক, জাতীয় উন্নতি বিধায়ক ও সামরিক উৎকর্ষ প্রতিপাদক অশেষ উপকার লাভ হইয়াছিল। নিম্নে সেই উপকার গুলির বিষয় যথাযথরূপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) তুর্কী সৈন্যদিগের বিশ্বস্ততা ও বীর্য্যবত্তার গৌরব-কাহিনী সমগ্র ওস্মানীয় প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হয়। (২) কি যুদ্ধ ক্ষেত্রস্থ, কি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জনপদস্থ— তুর্কী সৈন্য মাত্রেরই হৃদয়ে এরূপ উত্তেজনা ও সমরেচ্ছা বলবতী হইয়াছিল যে, অন্য কোনও ঘটনায় তাহাদের হৃদয় তাদৃশ সঞ্জীবিত করিতে পারিত না। (৩) সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ শত্রুগণ মনে মনে যে বিদ্রোহ-ভাব পোষণ করিতেছিল; এবং আপনাদের শয়তানী অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উপযুক্ত অবসর খুঁজিতেছিল, উহারা এই ব্যাপারে ভীত হইয়া উদ্দেশ্য সাধনে বিরত হইয়াছিল, তাহাদের আর মাথা নাড়িবার শক্তি ছিলনা। (৪) সীমান্তস্থিত—অর্থাৎ বল্কান্ প্রদেশস্থ রাজন্যবর্গ (স'ভিয়া বুলগেরিয়া ও মন্টেনিগ্রিয়া প্রভৃতি) যদিও প্রকাশ্য ভাবে রুসিয়ার ইঙ্গিতে উপস্থিত যুদ্ধে নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তুর্কী সৈন্যের অদ্ভুত বীর্য্যবত্তা এবং অন্যান্য সামরিক শক্তিই উহাদের নীরবতার কারণ ছিল। যদি গ্রীক্‌গণ উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য—অর্থাৎ তুর্কীগণ তাহাদের হস্তে পরাজিত হইত, তবে তাহারা কস্মিনকালেও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত

না; নিশ্চয় স্বীয় প্রকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। (৫) বিভিন্ন দেশীয় ভলেণ্টিয়ার দিগের উচ্চ সঙ্কল্পে প্রবল বাধা উপস্থিত হয়। ইহারা ক্রুসেডের (সলিবি জেহাদের) জন্য সম্ভবতঃ স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী এবং শ্রদ্ধেয় পিতা মাতার সম্মতি গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল; কিন্তু তুর্কীদিগের বিজয় সংবাদ শ্রবণে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে সাহসী হইলনা; পক্ষান্তরে সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবল শত্রু রোমের পোপ বাহাদুর—যিনি এক লক্ষ উগ্রতেজাঃ যুবক খৃষ্টান যোদ্ধৃপুরুষ দ্বারা গ্রীক-রাজের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; তিনি তুর্কীদিগের বিজয় পরম্পরা প্রভাবে কোনওক্রমেই ৭০০০ সপ্ত সহস্রের অধিক যোদ্ধা, তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলেননা। (৬) তুর্কীদিগের জন্য থেসালির সমুদায় রাজবর্ত্ম ও সাধারণ রাস্তা নির্ম্মুক্ত হইল। (৭) সমুদায় পার্ব্বত্য মুরুচা তুর্কীদিগের অধিকারভুক্ত হওয়াতে, যে পর্য্যন্ত তুর্কী গোলা পঁহুছিতে পারিত, তাহার আশপাশের সমুদায় স্থান গ্রীক্‌দিগকে বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইল। (৮) তুর্কী সৈনিক অফিসার দিগকে, নিঃশঙ্কতার সহিত এরূপ প্রচুর সুবিধা লাভ হইল যে, তাঁহারা একদিনের মধ্যেই 'টুর্ণাভস্' নগর আক্রমণের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন। (৯) প্রস্তাবিত পরাভব নিবন্ধন গ্রীক্‌দিগের এরূপ কোন সুবিধা রহিলনা, যাহাতে তাহারা "ভিউর্য্যা" ঘাটীহারা যাইয়া, কখনও তুর্কী হেড্ কোয়ার্টার আলাসোনা নগর আক্র-

মণ করিতে পারে। (১০) তুর্কী সেনাপতিগণ গ্রীক্ অফি-সারদিগের যোগ্যতার পরিমাণ সহজেই অনুমান করিতে সক্ষম হন। তুর্কীদিগের অদ্ভুত সাহস ও বীর্য্যবত্তা দর্শনে গ্রীক্ সৈন্য-দিগের হৃদয়ে, এরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, পলায়ন অবস্থায় মেলুনা গিরিবর্ত্ম হইতে, থার্ম্মাপলির গিরিবর্ত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাহাদের অত্যধিক পরিমাণে নিপাত সাধন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গ্রীক্ রাজধানী এথেন্স নগরীস্থ সাধারণ প্রজামণ্ড-লীর মনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

তুর্কী সৈন্য কর্ত্তৃক "টুর্নাভস্" অধিকার——

মেলুনা পাশ ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী সমুদয় মুকচা বন্দি পর্ব্বত-শৃঙ্গ গুলি তুর্কীদিগের হস্তগত হওয়াতে, তুর্কীদিগের পক্ষে এমন সুন্দর নক্সা জন্মিয়াছিল—দুই জন সতরঞ্চ ক্রীড়কের মধ্যে একজন ক্রীড়ক প্রতিপক্ষের গুটিকা চালনের পথরুদ্ধ করিয়া ফেলিলে যে অবস্থা দাঁড়ায়। এরূপস্থলে সতরঞ্চের বাদশাহ, মন্ত্রী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকদিগের কেহই যেমন কোনদিকে সরিয়া যাইতে (গুটিকা চালিত হইতে) পারেনা, তুর্কী-দিগের নিকট গ্রীক্‌দিগের এ সময় ঠিক্ ঐরূপ অবস্থাই দাঁড়া-ইয়াছিল। এরূপ দৃশ্য সচরাচর দৃষ্ট হয়না। যদি তুর্কীগণ পুনরায় ঐরূপ কোন দুরাক্রম্য পার্ব্বত্য দরি পথ জয় করেন, আর শত্রু সৈন্যগণ তাঁহাদের সঙ্গীনের প্রতাপে এইরূপ ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পলায়ন করে, বিপক্ষের অধিকৃত ভূভাগের নিরীহ প্রজাগণ প্রাণ ভয়ে স্ব স্ব গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া, ময়দানে কিম্বা গভীর আরণ্য প্রদেশাভিমুখে পলায়ন তৎপর হয়, এবং তুর্কীদিগের অর্দ্ধচন্দ্র (হেলাল বা ক্রেসেণ্ট) বিখচিত জাতীয় পতাকা গুলি প্রত্যেক গিরিশৃঙ্গে বায়ুভরে আন্দোলিত হইতে

দৃষ্ট হয়, আর স্বর্ণ খচিত বহু মূল্যবান্ সৈনিক পরিচ্ছদ পরিহিত গম্ভীর মূর্ত্তি বিশিষ্ট ভীম দর্শন তুর্কী অফিসারগণ স্ব স্ব অধিকৃত বুরুচার উপর দূরবীক্ষণ যন্ত্র হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া, উর্দ্ধতম কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ প্রতিপালন ও সাধারণ শৃঙ্খল বিধানে ব্যাপৃত থাকেন; এবং তাঁহাদের সাহসী সৈন্যগণ জাতীয় পতাকা সমূহের চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান থাকে, তৎসঙ্গে তাহাদের ভীষণ তোপ গুলি শত্রুর দেশাভিমুখে মুখ ব্যাদান করিয়া, তাঁহাদের ভাবি ধ্বংস বার্ত্তা ঘোষণা করে; তবে পুনরায় পূর্ব্বোক্তরূপ চিত্তাকর্ষক ঘটনা দর্শকের নয়ন-পথে পতিত হইতে পারিবে। বাস্তবিক ইহা এরূপ সাধারণ দৃশ্য নহে যে, প্রত্যেক বিজয়ী সৈন্য দল ঈদৃশ গৌরব লাভের অধিকারী হইতে পারে। যদি তুর্কীদিগের সম্মুখবর্ত্তী পাহাড় গুলির কোনটীতে একটী মাত্র বুরুচাও শত্রুপক্ষের অধিকারে থাকিত, তাহা হইলেও কদাচ এরূপ সুন্দর দৃশ্য দর্শকের হৃদয়-মন আকর্ষণ করিতনা।

প্রধানতঃ দুইটী গুরুতর কারণে টুর্নাভস নগর আক্রমণ করা তুর্কীদিগের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথমতঃ উক্ত নগর তুর্কীদিগের হস্তগত হইলেই, গ্রীক্‌দিগকে বাধ্য হইয়া 'ডমাসি' ও 'নেজেরুস্' পরিত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ টুর্নাভস্ স্বয়ং এরূপ একটী সুন্দর উর্ব্বরা ও বিবিধ ফল শস্য শোভিনী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ৬০০০ ছয় সহস্র অধিবাসি পূর্ণ ক্ষুদ্র নগরী যে, উহাতে বহু সংখ্যক আঙ্গুরের বাগান

ও অন্যান্য প্রকার সুখাদ্য ফলের অসংখ্য বৃক্ষরাজী বিদ্যমান। "ইউরোপস্" নাম্নী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী উহার পাদদেশ প্রক্ষালিত করিয়া, ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত তরঙ্গিণী দ্বারাই নগরের সৌন্দর্য্য ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং অসংখ্য তেজারতি কারখানা চলিতেছে। যাহাহউক, হঠাৎ তুর্কী কর্তৃপক্ষগণ সংবাদ প্রচার করিলেন যে, "টুর্নাভস্" নগরী আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু নির্লজ্জ গ্রীকগণ তাহাদের হেড্ কোয়ার্টার হইতে এ সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া টেলিগ্রাম করিলেন; উহার মর্ম্ম এই যে, টুর্নাভস্ এখনও গ্রীক্‌দিগের হস্তে রহিয়াছে। ঈদৃশ পরস্পর বিপরীত সংবাদে সমগ্র ইউরোপ স্তম্ভিত হইল। তুর্কীগণ এরূপ সহজে কৃতকার্য্য হইবেন বলিয়া ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কাহারও মনে বিশ্বাস ছিলনা। কিন্তু শীঘ্র একথা প্রমাণিত হইয়া গেল যে, গ্রীক্‌গণ মিথ্যাবাদি ও দাগাবাজ; পক্ষান্তরে তুর্কীদিগের প্রেরিত বিজয় সংবাদ বর্ণে বর্ণে সত্য—টুর্নাভস্ সত্য সত্যই তাঁহারা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। ঐ সময় মহাবীর মার্শাল গাজী আদহাম পাশা নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম, মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের খেদমতে প্রেরণ করেন, উক্ত সংবাদ ২৩ শে এপ্রিল শুক্রবার ভোর সময় ইংলণ্ডে পঁহুছে। তুর্কীগণ টুর্নাভস্ অধিকার করিয়াছে, সুতরাং শীঘ্রই থেসালির প্রধান নগর লারিসা অধিকার করিবে, এই আশঙ্কায় ইংলণ্ডে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মিঃ গ্লাডষ্টোনের

হৃদয়ে তখন শত শত বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল সন্দেহ নাই। মার্শাল আদহাম পাশার টেলিগ্রামের মর্ম্ম এই—

"এক্ষণে আমি লারিসা হইতে মাত্র ১ ঘণ্টার পথ দূরে আছি। আমি সম্প্রতি অতি ভয়ানক একটী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম; ঐযুদ্ধে অপরিমিত শোণিতপাত হইয়াছে। এক্ষণে ৩৫ হাজার তুর্কী সৈন্য, ৪০ হাজার গ্রীক্ সৈন্যের সম্মুখে যুদ্ধার্থ সজ্জিত রহিয়াছে। আমাদের সৈন্যগণ অতি বিস্ময়কর বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। এক্ষণে যুদ্ধ সম্বন্ধে সমস্ত সুবিধাই আমাদিগের হস্তগত। ভরসা করি, পরম করুণাময় খোদাতালার অনুগ্রহে আমি অতি শীঘ্রই কোন গুরুতর ঘটনার অনুকূল সংবাদ, হুজুরের খেদমতে প্রেরণ জনিত উচ্চ সম্মান লাভের অধিকারী হইব।"

তুর্কী সৈন্যগণের থেসালির দিকে অগ্রসর হওয়া——

১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ২০ শে এপ্রিল, মেলুনা পাশ তুর্কীদিগের হস্তগত হওয়াতে, প্রধান সেনাপতি মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশা, স্বীয় বিজয়ী সৈন্যদিগকে টুর্ণাভস্ ও থেসালির বিস্তৃত প্রান্তরাভিমুখে অবাধে পরিচালিত করিবার সুযোগ লাভ করিলেন। তদনুসারে তিনি অচিরে স্বীয় বিজয়-গর্ব্বিত সৈন্যদিগকে, মেলুনা পাশ ও টুর্ণাভসের রাস্তার পূর্ব্বদিকস্থ ময়দান অধিকার করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। থেসালি গমন-পথের পূর্ব্ব দিক্‌বর্ত্তী 'লিগরিয়া' ও 'কারাসুলি' নামক দুইটী স্থান,

কয়েক রেজিমেণ্ট তুর্কী সৈন্য কর্ত্তৃক অতি শীঘ্রই অধিকৃত হইল। পক্ষান্তরে এলাসোনাস্থ বিশাল তুর্কী সৈন্যদল মেলুনা পাশ ভেদ করিয়া বিনা বাধায়, প্রবল সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় থেসালি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। মেলুনা পাশের অদূরে একটী টিলার উপর একটীমাত্র তুর্কী তোপখানা স্থাপিত হয়। আর উহারই ঠিক সম্মুখভাগে, প্রায় ২½ আড়াই মাইল দূরে—গ্রীক্-দিগের ৪টী তোপখানা অবিশ্রান্ত ভাবে গোলা বর্ষণ করিতে-থকে। তুর্কীগণ একটী মাত্র তোপখানা দ্বারা, ৪টী গ্রীক্ তোপ খানার উত্তর প্রদান করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, গ্রীক্‌গণ এরূপ ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া আপনাদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিবে; এবং তদ্দ্বারা তাহাদের সামরিক শক্তির পরিমাণ সহজেই অনুভব করা যাইবে। যদিও এখন পর্য্যন্ত টুর্ণাভস্ কিঞ্চিৎ দূরে ছিল; কিন্তু আল্‌বেনীয় সৈন্যগণ টুর্ণাভসের সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ অতি সুরক্ষিত গ্রীক্ মুরুচা গুলি আক্র-মণ করিয়া, ভীষণ গোলা বর্ষণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। মার্শাল আদহাম পাশা প্রত্যেক ঘটনা ও প্রত্যেক কার্য্যে অদ্ভুত সমর কৌশল এবং অতুলনীয় সংগ্রামাভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছিলেন। তাঁহার কোন একটী সামান্য কার্য্যও প্রতিবাদ-যোগ্য ছিলনা। কি সৈন্য পরিচালন, কি বিপক্ষ-পক্ষ আক্রমণ, কি তোপ সমূহ সংস্থাপন ও শত্রুপক্ষের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ, ইহার কোনও কার্য্যেই তিনি সামান্য মাত্র ত্রুটীর পথ রাখিয়াছিলেননা—যদ্দ্বারা কেহ তাঁহার কার্য্যে

অণুমাত্রও ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারে। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য ভুল-ভ্রান্তি পরিবর্জ্জিত ও অপরিসীম ভূয়োদর্শিতা পরিজ্ঞাপক ছিল। যাবৎ স্বীয় সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত, প্রস্তুত এবং সুবিধা জনক স্থানে সংস্থাপিত না হইত, সে পর্য্যন্ত তিনি কখনও শত্রুপক্ষকে আক্রমণের অনুমতি প্রদান করিতেননা।

২১শে এপ্রিল করিট্রীর যুদ্ধ এবং মেজর জেনেরল জালাল পাশার শাহাদত—

২০শে এপ্রিল গ্রীকগণ কোনওরূপ কঠিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহারা প্রভাত হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে তৎপরবর্ত্তী প্রভাতকাল পর্য্যন্ত করিট্রীর দুর্গ-সংস্কারে ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু সূর্য্যোদয় হইবামাত্র, যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। উভয় সম্মুখীন সৈন্যদিগের মধ্য হইতেই, পরস্পরের প্রতি আক্রমণের বিগুল বাজিয়া উঠিল; এবং উভয়পক্ষের সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বত শৃঙ্গদ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত ভাবে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল।

উল্লিখিত পর্ব্বতের মধ্যস্থলে একটী সঙ্কীর্ণ গিরিপথ বিদ্যমান থাকাতে, পদাতি সৈন্যদিগের এককালে সম্মুখীন হওয়া কিয়ৎ পরিমাণে অসম্ভব ছিল। তবুও তোপ সমূহের এরূপ ভয়ঙ্কর গোলা বৃষ্টি চলিতে লাগিল, যাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। একত্র বহুসংখ্যক তোপের শ্রবণ বিদারক ভীষণ গর্জ্জন, শত সহস্র বজ্রধ্বনীর ন্যায় শ্রুত হওয়া যাইতেছিল। অবশেষে গ্রীকগণ

তোপ পরিচালনে আপনাদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া, তুর্কীদিগের অধিকৃত মুরুচা গুলি উড়াইয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তুর্কী গোলা সমূহের ভীষণ অগ্ন্যুদ্গীরণে কোনওক্রমেই তিষ্ঠিতে পারিলনা; অসংখ্য সহযোগীর শব-দেহে সমরক্ষেত্র সমাচ্ছাদিত রাখিয়া পশ্চাদ্দিকে ছুটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। এই দিবস তুর্কী রিজার্ভ সৈন্তের সাহায্যের কোনই প্রয়োজন হয় নাই; বরং যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈন্যগণ এরূপ অমানুষিক বীর্য্যবত্তা ও অসাধারণ রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল যে, কিছুদিন পর্য্যন্ত উহা সর্ব্বসাধারণের স্মৃতি-পথে জাগরুক থাকিবে। জগতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসেও তুর্কী সৈন্তের ঈদৃশ অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী অলস্তাক্ষরে ক্ষোদিত রহিবে সন্দেহ নাই। যাহাহউক, তবুও কয়েক দল প্রবল সৈন্য নিতান্ত সতর্কতার সহিত, যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈন্যদলের সাহায্যার্থ প্রস্তুত ছিল। এই পরাক্রান্ত সৈন্যদল জেনেরল নেশাত্ পাশার অধীনে স্থাপিত ছিল। একাল পর্য্যন্ত জেনেরল নেশাত পাশা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতা ও বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রিগেডিয়ার জেনেরল হাফেজ পাশা শহিদ, ইঁহারই অধীনস্থ ডিভিজানের এক ব্রিগেডের সেনাপতি ছিলেন—যিনি মেলুনাপাশের যুদ্ধে বিস্ময়কর বীরত্ব দেখাইয়া, স্বধর্ম্ম, স্বজাতি ও স্বদেশের গৌরব রক্ষার জন্য অম্লান বদনে দেহপাত করিয়াছিলেন। আর বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, উল্লিখিত করিটার যুদ্ধে, নেশাত পাশার অধীনস্থ অন্য একদল সৈন্যের উপযুক্ত

পরিচালক মেজর জেনেরল জালাল পাশা, অদ্ভুত বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন পূর্ব্বক, শাহাদতের অমৃতময় শরবত পান করেন (ইন্না-লিল্লাহে ও ইন্না-ইলায়হে রায়েউন)। উপরোক্ত দুইটী শোচনীয় ঘটনা ও অতুলনীয় বীরত্বাভিনয় দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জেনেরল নেশাত পাশার অধীনস্থ সৈন্য ও সেনানীগণ কিরূপ অদ্ভুত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ফলতঃ যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই মহা সেনানী কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্য ও সেনাপতিবৃন্দ অতি দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার সহিত যুদ্ধ করিয়া, বীর্য্যবন্ত তুর্কীজাতি—তৎসহ নিখিল মুসলমান সম্প্রদায় এবং মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের গৌরব বর্দ্ধন ও মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় নাই।

লারিসা নগরে বিভিন্ন দেশীয় সাহায্যকারী ভলেণ্টিয়ারগণের আগমন——

২০ শে এপ্রিল, থেসালির প্রধান নগর লারিসায়, গ্রীক্‌পক্ষে এক অসাধারণ উৎসাহ, প্রবল উত্তেজনা ও অসীম আনন্দোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইয়াছিল। কারণ, ৪০০ চারিশত খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম যোদ্ধা (ইসাই গাজী) ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য ও ভিন্ন ভিন্ন জনপদ সমূহ হইতে, ভলেণ্টিয়ার রূপে গ্রীসের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যান্য জাতি ব্যতিরেকে বীরত্বাভিমানী ২৬ জন, ব্রিটন নন্দনও ঐ দলে উপস্থিত ছিলেন। ইহারা এথেন্স

হইতে গ্রীক্ সৈন্যের সাহায্যার্থ লারিসায় আসিয়া উপস্থিত হন। এই ভলেণ্টিয়ার সৈন্যগণ লারিসায় উপস্থিত হইলে, মহাধূমধামে তাহাদের অভ্যর্থনা করা হয়। আবার ঐ ভলেণ্টিয়রিগণ যখন হেড্ কোয়ার্টার হইতে সীমান্ত ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করে, তখন অধিকতর ধূমধাম ও আনন্দোৎসব হইয়াছিল। খৃষ্টীয়ানগণের আনন্দ ধ্বনী ও গ্রীক্ কর্ত্তৃপক্ষগণের উৎসাহ-সূচক বক্তৃতাবলীর মধ্য দিয়া সেই তেজোগর্ব্বিত যুবকবৃন্দ বন্দুক স্কন্ধে দ্রুতপাদ বিক্ষেপে সীমান্তাভিমুখে রওয়ানা হইল। ব্রিটিশ ভলেণ্টিয়ারগণ আপনাদের বীরত্ব-সূচক জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে অগ্রসর হইতেছিল, অন্যান্য দেশীয় ভলেণ্টিয়ারগণও নানা প্রকারে আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক স্ফীতবক্ষে, স্মিথমুখে তালে তালে পা ফেলিয়া, সীমান্তেরদিকে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু ইহারা জানিতনা যে, কিরূপ ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে।

গ্রিজোভেলি নামক স্থান তুর্কীদিগের হস্তচ্যুত হওয়া (২০শে এপ্রিল)——

যখন তুর্কী সৈন্যগণ এদিকে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন গ্রীক্‌গণ অবসর বুঝিয়া সেণ্ট জর্জ মানষ্ট্রীর পূর্ব্বদিকস্থ পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া, তুর্কী সৈন্যদিগের দক্ষিণ বাহুর উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। তুর্কীগণ কয়েক ঘণ্টা

পর্য্যন্ত অদ্ভুত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া, আপনাদের হেড্ কোয়ার্টার আলাসেনা হইতে ৩৮০ জন অশ্বারোহী সৈন্য সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া পাঠায়। এই তেজোগর্ব্বিত অশ্বারোহিগণ থেসালির ময়দানে অবতরণ করিয়া, বিপন্ন সহযোগীদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবামাত্র, গ্রীক্ কর্ণেল মেষ্ট্রাপার অনল বর্ষিণী তোপখানা, তাহাদিগের গতিরোধ করিয়া ফেলে। সুতরাং এই মার্কেশীয় অশ্বারোহী সৈন্যগণ গুরুতর ক্ষতির সহিত লিগরিয়ার দিকে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়; এবং তৎপর তথা হইতে আলাসোনায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই ঘটনার দ্বারা কিছুকালের জন্য গ্রিজোভেলি তুর্কীদিগের হস্তচ্যুত হইল। এই যুদ্ধ সমস্ত দিন ব্যাপিয়া চলিয়াছিল; যে গ্রীক্ পদাতি সৈন্যগণ টুর্ণাভস্ হইতে 'বয়াবলি' পর্য্যন্ত অর্দ্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত ছিল, তাহারা আপনাদের তোপখানার আড়ালে থাকিয়া তুর্কীদিগকে পশ্চাতে হটাইতে আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

তুর্কী সৈন্যের প্রবল প্রত্তাপে গ্রীক্ প্রজাগণের পলায়ন—

মেলুনা পাশ ও উহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের যুদ্ধে, তুর্কীদিগের অসাধারণ সাহসিকতা ও বীর্য্যবত্তার সংবাদ চতুর্দ্দিকে এরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, গ্রীক্‌সৈন্যগণের উপস্থিতি স্বত্বেও, গ্রীক্ প্রজাগণ বিপক্ষের ভয়ে লারিসার দিকে পলায়ন

আরম্ভ করিল। উহাদের স্ত্রী পুত্র, গৃহ-পালিত পশ্বাদি ও গৃহ-স্থালী দ্রব্য পরিপূর্ণ শকট শ্রেণীদ্বারা সমুদয় রাস্তা বদ্ধ হইয়া গেল। জন-সাধারণের এরূপ ভীতি-বিহ্বল ভাবে পলায়ন-ব্যাপার নিতান্তই করুণ রসাত্মক দৃশ্য ছিল। পলায়ন কালে রজ্জু-বদ্ধ ছাগগুলি গর্দ্দভের সঙ্গে ও গর্দ্দভগুলি অশ্বের সঙ্গে বাঁধিয়া যাইতেছিল। প্রত্যেক অশ্বই যেন স্বীয় আরোহীকে সম্বন্ধে প্যারিসায় নিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল; অপির প্রত্যেক গৃহস্বামীই স্বীয় গৃহ-সামগ্রী ও পশ্বাদির আহার্য্য দ্রব্য, কোনও প্রকারে চক্ষের পলকে লইয়া গিয়া, শত্রুপক্ষের দৃষ্টি বহির্ভূত হইতে প্রয়াস পাইতেছিল। বিপুল জন সমাগমে পান্থশালা ও পথিকদিগের আশ্রয় স্থানগুলি এরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, তিল রাখিবার স্থান ছিলনা। যাহাদিগকে শকটাদির অভাবে পদব্রজে পলায়ন করিতে হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে লজ্জাশীলা যুবতী, চলচ্ছক্তি বিরহিতা বৃদ্ধা, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও পীড়িত স্ত্রীপুরুষদিগের অবস্থা ইহা অপেক্ষাও হৃদয় বিদারক দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিল। কাহারও স্কন্ধোপরি পর্য্যঙ্কের খুঁটি, কাহারও পৃষ্ঠোপরি বস্ত্রের পুটুলি, কাহারও ক্রোড়দেশে দুইটী শিশু ও গলদেশে নানা প্রকার গৃহসামগ্রীর বোঝা; পীড়িতদিগের উঠিতে পড়িতে ভীষণ ক্লেশে অগ্রসর; অপর সাধারণের, প্রিয় জন্মভূমির মমতা-জালে আবদ্ধ হইয়া পরিত্যক্ত গৃহাদির দিকে কাতরভাবে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি, সবুজবর্ণ বৃক্ষাদি পরিপূর্ণ উদ্যান রাজী এবং বায়ুভরে আন্দোলিত শস্যক্ষেত্র সমূহের দিকে

নিরাশভাবে নেত্রপাত; যাবতীয় গৃহ সামগ্রী, গৃহের বাহিরে আনিয়া স্তূপাকার করা, এবং ঐ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন; আর কোমল-প্রাণা স্ত্রীলোকগণের এই কঠোর মর্ম্ম বেদনায় উচ্চৈস্বরে রোদন; এবং সমুদায় দ্রব্য বহিয়া নেওয়া অসম্ভব বশতঃ অতি প্রয়োজনীয় কথঞ্চিৎ পৃষ্ঠোপরি, স্কন্ধোপরি বা শিরোপরি ধারণ পূর্ব্বক সঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত ভাবে পলায়ন; সঙ্গে সঙ্গে ছাগাদি পশুর চীৎকার, কুকুর গুলির খেউ খেউ রব, গর্দ্দভ গুলির বিকট ধ্বনী, আসন্ন শত্রুদিগের ভয়ে, পুরুষগণের সচকিত ভাবে পশ্চাদ্দিকস্থ পর্ব্বতের দিকে ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত; পীড়িতদিগের আর্ত্তনাদ, বালকদিগের ক্রন্দন—এই সকল ঘটনা বাস্তবিক এরূপ আতঙ্ক জনক, ভয়প্রদ,—পক্ষান্তরে হৃদয় বিদারক শোচনীয় ব্যাপার ছিল যে, কখনও যেন কোনও দেশের ভাগ্যে খোদাতালা এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত না করেন। চিরশান্তিময় রাজ্যের অধিবাসিবৃন্দ—যাহারা চিরদিন নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগে আরামের সহিত জীবন যাপন করিয়াছে— যাহারা কেবল "যুদ্ধ" এই শব্দটীর অস্তিত্ব মাত্র পরিজ্ঞাত, তাহারা যদি যুদ্ধে পরাজিত ও শত্রু-হস্তগত জনপদের শোচনীয় দুর্দ্দশা, অধিবাসিগণের হৃদয় বিদারক অবস্থা একবার স্বচক্ষে দেখিতে পায়, তবে নিশ্চয়ই বিনা যুদ্ধ হাঙ্গমায় শান্তির সহিত বসবাস করাকে, খোদাতালার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম অনুগ্রহ (রহমত) ও আপনাদের পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবে সন্দেহ

নাই। আমরা শান্তিপূর্ণ ব্রিটিশ রাজত্বে বাস করিতেছি, সুতরাং উপরোক্ত রূপ ক্লেশ ও অসুবিধার বিষয় কদাচ কল্পনা পথেও উদিত হয়না। একদা বর্গীর হাঙ্গামার বঙ্গদেশের অদৃষ্টেও ঐরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। মার্হাট্টা দস্যুদিগের ভয়ে নিরীহ বঙ্গীয় প্রজাগণের সুখ-শান্তি লোপ পাইয়াছিল। শত সহস্র পরিবারকে প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক, থেসালির উত্তর পূর্ব্ব দিক্‌বর্ত্তী সমুদয় গ্রামও নগরের ধনী-দরিদ্র, ইতর-সম্ভ্রান্ত প্রভৃতি সর্ব্ব শ্রেণীর অধিবাসি বৃন্দ অশ্বারোহণে, শকটারোহণে, কিম্বা পদব্রজে যে উপায়েই হউক, লারিসার দিকে পলায়ন করিতেছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা প্লিনি, ইটালিস্থ 'ভিসু ভিয়স্' আগ্নেয় গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত কালে পম্পিয়াই নগরের ভীতি-বিহ্বল পলায়মান অধিবাসিবৃন্দের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, উপস্থিত ক্ষেত্রেও ঠিক যেন সেই প্রকার দৃশ্যের পুনরবতারণা হইয়াছিল। লারিসা যদিও থেসালি প্রদেশের রাজধানী এবং একটী বৃহৎ শহর; তথাপি অসীম জন সমাগম ও অসংখ্য পশ্বাদির দ্বারা অতি শীঘ্রই উহা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পলায়মান নর নারীগণ লারিসায় পঁহুছিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ভীষণ ঝ্যাত্যা-তাড়িত তৃণরাশি যেমন সমুদ্রের উপকূলভাগে একত্র স্তূপীকৃত হয়;—মনুষ্য, অশ্ব, গর্দ্দভ, ছাগ, কুকুর ইত্যাদি জীব-জন্তু দ্বারা লারিসা নগরও ঠিক যেন সেই আকার

ধারণ করিল। নগরাভ্যন্তরে বা উহার উপকণ্ঠে তিল রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত রহিলনা। দেখিতে দেখিতে মনুষ্য ও পশ্বাদির আহার্য্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িল। হাস্পাতাল সমূহ আহত সৈনিক-বৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নূতন নূতন আহত সৈন্যদল আসিয়া পঁহুছিতে লাগিল। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎক্ষণাৎ রাজধানী এথেন্সে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলেন যে, শুশ্রূষা কারিণী স্ত্রীলোক, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি, অস্ত্র চিকিৎসার উপযুক্ত প্রচুর সাজ সরঞ্জাম সহ যেন অতি সত্বরে প্রেরণ করা হয়। চিকিৎসা বিষয়ক উপকরণ ও ঔষধাদির অভাব সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আর কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে যে, আহত সৈন্যদিগের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহে ক্লোরাফরম ব্যতীত, নৃশংসভাবে অস্ত্রাঘাত, ও টাট্‌কা জখম গুলিতে অঙ্গুলি অথবা চিম্‌টা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া, গুলি গোলার ছিন্ন অংশ গুলি বাহির করা হইতেছিল। ক্ষত শুকাইবার উপযুক্ত কোন ঔষধ পর্য্যন্ত ছিলনা। আহা! হতভাগ্য আহত লোক গুলির আর্ত্তনাদ ও অসীম যন্ত্রণা দূরীভূত করিবার পক্ষে কোনই উপায় অবলম্বন করা হইতেছিলনা।

তুর্কী সৈন্যদিগের লারিসাভিমুখে অগ্রসর হইবার সুন্দর দৃশ্য ও উহাদিগের চাল চলন——

সাধারণতঃ একই প্রকারের সৈনিক পরিচ্ছদ পরিহিত ও একই প্রকার বন্দুক, তরবারি ও বল্লমাদি দ্বারা সুসজ্জিত

সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধরূপে (কাতার বন্দি হইয়া) দণ্ডায়মান হইলে, নিতান্তই সুন্দর দেখায়; তাহার উপর সবল ও সুস্থকায় তুর্কী সৈন্যগণের সম্পূর্ণ নূতন উর্দ্দী, নূতন কোমরবন্ধ এবং তৎসহ বিদ্যুদ্বৎ চাকচক্যশালী বল্লম, তরবারি ও মাসর রাইফল দ্বারা সজ্জিত হওনান্তর লালবর্ণ তুর্কী টুপী মস্তকে ধারণ করিয়া অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে সেনাপতি ও অফিসারদিগের পরিচালনাধীনে, পার্ব্বত্য দরী পথ সকল অতিক্রম করতঃ প্রশস্ত ময়দানে সমবেত এবং মহাআড়ম্বর সহকারে প্যারেড্ করা এক অতুলনীয় চিত্তহারিণী দৃশ্য ছিল। আবার প্যারেডান্তে সুপ্রশস্ত রাজপথ দিয়া ইহাদের দ্রুত পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়া, বিশাল ফণা বিস্তারকারী ভীষণ সর্পের গতিবৎ দৃষ্ট হইতেছিল। জাতীয় গৌরব বর্দ্ধিনী ও স্বদেশের মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ উত্তেজনাময়ী কবিতাবলী এবং চিত্তোন্মাদ কারিণী জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে, ইহারা অনন্যমনে পূর্ণোৎসাহে পর্ব্বত শিখর হইতে অবতরণ করিতেছিল। উহাদের আকার প্রকার ও ভাব ভঙ্গীতে সাহসিকতা, তেজস্বিতা ও সমরাভিজ্ঞতা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। এই বীরেন্দ্রকুল গৌরব তুর্কী সৈন্যগণ সেনাদিগের পরিচালক ও নায়কদিগের আদেশ এরূপ মনোযোগ এবং ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সম্মানে প্রতিপালন করিতেছিল যে, তদ্দর্শনে ইউরোপের শিষ্ট-শান্ত ও পরম সহিষ্ণু বলিয়া গৌরবান্বিত সৈন্যদিগকেও মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল। কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, কেবল মাত্র আক্রমণকারী

সৈন্যদিগের মধ্যেই এরূপ পূর্ণোৎসাহ এবং অতুলনীয় উত্তেজনা উপস্থিত হইয়াছিল; বরং সেনাপতি, আর্দ্দালি, চিকিৎসক, কমিস্রেরিএট বিভাগের কর্ম্মচারী, তারও ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী, রাস্তা নির্ম্মাণকারী কর্ম্মচারী—এমন কি কুলি, মজুর, ভিস্তি, সহিস্, ঘেসেড়া প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার পরিচারকশ্রেণীর লোকের মধ্যেও এক প্রকার অভাবনীয় উত্তেজনা, জ্বলন্ত উৎসাহ ও সমরানুরাগ, এবং সজীব ভাব পরিষ্কার রূপে প্রতিভাত হইতেছিল। সমরক্ষেত্রে যে সকল আর্দ্দালি (অর্ডারলি) উপস্থিত হয়; তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য এই যে, হেড্ কোয়ার্টার হইতে কমাণ্ডার ইন্ চিফ্ অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির আদেশলিপি বা মৌখিক আদেশ, যুদ্ধক্ষেত্রস্থ ব্রিগেডিয়ার ও কমাণ্ডারদিগের নিকট পঁহুছান; এবং তাঁহাদের মৌখিক উত্তর বা লিখিত চিঠি প্রধান সেনাপতির নিকট লইয়া যাওয়া। তুর্কী আর্দ্দালিগণ যখন প্রধান সেনাপতির আদেশ-লিপি অফিসার দিগকে প্রদান করিয়া উহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিত, তখন তাহারা কোথায় বিপক্ষ পক্ষীয় গোলাবৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে রক্ষার চেষ্টা করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইবে, কিন্তু সেরূপ ভাবে না দাঁড়াইয়া তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব রাইফল সোজা করতঃ শত্রুপক্ষের প্রতি ফায়ার করিত; আর সেনাপতির লিখিত উত্তর-প্রাপ্তিমাত্র দ্রুতবেগে হেড্ কোয়ার্টার অভিমুখে ধাবিত হইত।

একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার——

২০ শে এপ্রিলের ভীষণ যুদ্ধে, গ্রীক্ তোপখানা সকল, তোপ পরিচালনে খুব দক্ষতা দেখাইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল, উক্ত ঘটনা এই—যখন আলবেনীয় রেজিমেণ্টের জনৈক কমাণ্ডিং অফিসার স্বীয় অধীনস্থ সৈন্য দিগকে, এক গ্রীক্ মুরুচা আক্রমণার্থে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন গ্রীক্ তোপখানা হইতে নিক্ষিপ্ত একটী অলন্ত গোলক আসিয়া, উপরোক্ত অফিসারের অশ্বের মস্তকে পতিত হয়। অশ্ব তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল বটে, কিন্তু অফিসার সামান্য মাত্রও আঘাত না পাইয়া প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। এরূপ অবস্থায় জীবন রক্ষা হইতে প্রায়ই দৃষ্ট হয়না।

ম্যাটী ও করেট্রীর যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ——

মেলুনাপাশ হইতে টুর্ণাভস্ যাইবার পথে ম্যাটী অবস্থিত। আর করিট্রী একটী ছোট পাহাড়ের নাম; উহা অনুমান ৫০ ফুট উচ্চ ও ১৮০ ফুট প্রশস্ত। গ্রীক্ পদাতি সৈন্যগণ অতি প্রত্যুষে আসিয়া গোপনভাবে ঐই ক্ষুদ্র পাহাড়ের অন্তরালে অবস্থিতি করে। আক্রমণকারী তুর্কী সৈন্যগণ ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলনা। ২২ শে এপ্রেল বৃহস্পতিবারের এই ঘটনা। সূর্য্যোদয় হইবামাত্র উভয় পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। যুদ্ধারম্ভ কালে তুর্কী সৈন্যের সংখ্যা ১২০০০ ও

গ্রীক্ সৈন্যের সংখ্যা ৭০০০ ছিল; সন্ধ্যার সময় গ্রীক্ সৈন্যের সাহায্যার্থে ৫০০০ নূতন সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে না পঁহুছাতে তাহাদের আগমন বৃথা হইয়াছিল। পাহাড়ের সম্মুখভাগে গ্রীক্ পদাতি সৈন্যগণ প্রায় ½ সিকি মাইল দূরে গভীর পরিখা খনন করিয়াছিল। আর তাহাদের তোপখানা পাহাড়ের উভয়দিকস্থ ঢালু স্থানে স্থাপন করা হইয়াছিল। তুর্কী অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যগণ প্রথমে একত্রে দলবদ্ধ হইয়া গ্রীক্দিগকে আক্রমণ করিল; কিন্তু গ্রীক্গণ তাহাদিগকে সহজেই হটাইয়া দিতে সমর্থ হইল। ইহার পর তুর্কী তোপখানাগুলি অনল বৃষ্টি আরম্ভ করে। পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে, অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত এই গোলাবৃষ্টি ভীষণ ভাবে চলিয়াছিল। তুর্কী তোপখানা এরূপ প্রচুর পরিমাণে বম গোলা বর্ষণ করিয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র সমূহ একেবারে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; বোধ হয় সে বৎসর তত্রত্য ক্ষেত্র সমূহে হলাকর্ষণের প্রয়োজন হইয়াছিলনা।

গ্রীক্ তোপখানা চতুষ্টয়ের মধ্যে ৩টী ময়দানী ও একটী পার্ব্বত্য তোপখানা ছিল। উহাদের সৌভাগ্য বশতঃ 'লুসফাকি' নামক উচ্চ টিলা হইতে, সাহায্যকারী গ্রীক্ সৈন্যগণ—যাহাতে আড়াই হাজার সৈনিক পুরুষ ও ২ দুইটী পার্ব্বত্য তোপ ছিল—নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক, তুর্কীদিগের দক্ষিণ বাহুর উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সরাপ্নেল গোলা সকল ফাটিবার ভীষণ শব্দ শ্রুত হওয়া যাইতেছিল।

আর ঘটনা বশতঃ তুর্কী গোলন্দাজদিগের লক্ষ্য ঠিক না হওয়াতে, এক সহস্র গোলা দ্বারা ২০।২৫টী গ্রীক্ সৈন্যের মাত্র নিপাত সাধন হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও একজন গ্রীক্ অফিসার হত এবং তিনজন আহত হইয়াছিলেন। অপরাহ্ন ৩ টার সময় তুর্কী তোপখানাকে 'লিগরিয়ার' দিকে পশ্চাৎ হটিতে দৃষ্ট হইল। কিন্তু গ্রীক্‌দিগের যে পেচদার পার্ব্বত্য তোপ-খানা 'গ্রিজোভেলির' দিকে অগ্নি বর্ষণ করিতেছিল, উহা তুর্কী তোপখানাকে আপনার সম্মুখীন হইতে বাধ্য করিল। যদিও তুর্কীগণ ইহাদিগের প্রতি ভীষণ ভাবে গোলা বৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু গ্রীক্‌গণ বিস্ময়কর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং দৃঢ়তা সহ-কারে শত্রুপক্ষের উত্তর প্রদানে পরাঙ্‌মুখ হইল না। যদিও তুর্কীদিগের নিক্ষিপ্ত ভীষণ গোলক সমূহ গ্রীক্ সৈন্যদলের মাঝখানে পড়িয়া ফাটিতেছিল, কিন্তু তাহাতে গ্রীক্‌গণ কিছু-মাত্র ভীত বা বিচলিত হইতেছিলনা। এমন কি, তাহা-দের অশ্বগুলিও ভয়ে কুর্দ্দন বা লম্ফন করিতনা। এ ক্ষেত্রে গ্রীক্‌গণ বাস্তবিক অদ্ভুত সাহস ও বিস্ময়কর বীর্য্যবত্তার পরি-চয় প্রদান করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। অপরাহ্ন ৩ টার সময় লিগুরিয়া ব্যতীত আর কোথাও তুর্কী তোপের আওয়াজ শ্রুত হওয়া যাইতেছিলনা; এজন্য সমুদায় গ্রীক তোপের মুখ ঐদিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গ্রীক্‌গণ মনে করিয়াছিল যে, শত্রুপক্ষ একত্র দলবদ্ধ হইয়া, মেলুনা পাহাড়ের অপেক্ষাকৃত নিম্ন অংশে সমবেত হইবে। তাহারা এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী

হইয়া, ঐদিকে লক্ষ্য স্থির করতঃ গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। কিন্তু গ্রীকগণ জানিত না যে, তাহাদের শত্রুপক্ষ নির্ব্বোধ নহেন। বিজয়ী বাদশাহের সৌভাগ্যের ন্যায়, তুর্কীদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও অখণ্ড প্রভাব, তাহাদের অবস্থান-স্থান হইতে শত শত ক্রোশ অগ্রবর্ত্তী হইতেছিল। যদিও তুর্কীগণ প্রকাশ্যে আপনাদের তোপখানা উপযুক্ত সুরক্ষিত স্থানে হটাইয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের ঈদৃশ সংগ্রাম কৌশলই টুর্ণাভস্ ও লারিসা বিজয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যখন গ্রীক্ তোপখানা পাহাড়ের ঢালু দিকে তুর্কী সৈন্যের অবস্থান অনুভব করিয়া, তোপগুলি উর্দ্ধমুখী করত, গোলা বর্ষণ করিতেছিল, ঠিক ঐ সময় একজন গ্রীক্ কর্ণেল দুই দল পদাতি ও ৩ স্কোয়াড্রণ অশ্বারোহী সৈন্যসহ 'ভেলোরিয়া' নামক গ্রামে প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তুর্কী পদাতি সৈন্যগণ দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে পর্ব্বতের নিম্নদেশে অবতরণ পূর্ব্বক, 'লম্পটি' গিরিবর্ত্ম অবলম্বনে সিংহ-বিক্রমে অগ্রসর হইয়া, উপরোক্ত ভেলোরিয়া গ্রাম অধিকার করিল। গ্রীক্ কর্ণেল, তুর্কীদিগের চেহেরা দেখিয়াই, একটীমাত্র গোলা বর্ষণ না করিয়া কবিট্টা পাহাড়ের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অন্যতম গ্রীক্ কমাণ্ডার লুসফ্রাকি, টেলিগ্রাফ্ যোগে লারিসায় সংবাদ পাঠাইলেন যে, তুর্কীগণ প্রবল বন্যার ন্যায় দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতেছে, এজন্য অপর কোন সৈন্যদল আমার সাহায্যার্থ

উপস্থিত হইতে পারে নাই। ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সম্ভবতঃ অনতিবিলম্বেই আমাদের পলায়ন-পথ রোধ হইবে; সুতরাং আমরা তাহাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত, এবং অবশেষে বন্দী হইয়া পড়িব। ফলতঃ তুর্কীদিগের এই সামান্য আক্রমণেই বিশাল গ্রীক্ সৈন্যদলের দক্ষিণ এবং বাম বাহু বিষম ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। ঐ সময় গ্রীক হেড্ কোয়ার্টার লারিসার উচ্চতম অফিসারগণ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিলেন যে, তুর্কীগণ দুইদিক হইতে বেষ্টন করিয়া ম্যাটীর সমুদয় গ্রীক্ সৈন্যকে বন্দী করিয়া ফেলিবে। এজন্য হেড্ কোয়ার্টার লারিসা হইতে (যে স্থানে গ্রীক্ সৈন্যদলের সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতি যুবরাজ ডিউক অব স্পার্টা অবস্থান করিতে-ছিলেন) আদেশ প্রচারিত হইল যে, অতি সত্বরতা সহকারে যেন সমুদয় সৈন্য ম্যাটী পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাতে হটিয়া আইসে। ইহা ব্যতীত কয়েক দল সাহায্যকারী সৈন্য ও ৩টী ময়দানী তোপখানা (গ্রীসের দ্বিতীয় রাজকুমার নিকোলাস-পরিচালিত তোপখানাও ঐ সঙ্গে ছিল) সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে টুর্ণাভস্ হইতে ম্যাটীর দিকে হটিয়া আসিতে দেখা গেল। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে পলায়ন করিবার আদেশ পঁহুছার পর কে কাহার কথা শুনে? যুদ্ধে আপনাদের জয়-লাভ সম্বন্ধে যে সৈন্যদলের মনে আদৌ বিশ্বাস নাই, বরং পরাজিত হইবার আশঙ্কা পদে পদে, শত্রু-ভয় যাহাদের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহার উপর হেড্ কোয়া-

টার হইতে অজ্ঞাত কারণে পশ্চাতে হটিয়া আসিবার আদেশ পঁহুছিয়াছে, সেই সৈন্যদলের মনে কিরূপ বিভীষিকা উপস্থিত হইতে পারে, ইহা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। বিপদের উপর বিপদ। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন সমগ্র ধরণী গভীর তিমির-জালে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল; তখন কোন কোন লোক এরূপ সংবাদ রাষ্ট্র করিল যে, তুর্কীগণ অতি সত্বরে 'বুগাজী পাশ' অতিক্রম করিয়া, গ্রীক্‌দিগের পলায়ন-পথ রোধ করিবে। এই সংবাদে গ্রীক্‌দিগের হৃদয়ে এরূপ ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইল যে, তাহাদের তৎকালীন অবস্থা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। দেখিতে দেখিতে গ্রীক্ সৈন্যদলের শ্রেণী ভঙ্গ হইল, তাহারা অতি বিশৃঙ্খল ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায়ই তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে লারিসাভিমুখে পলায়ন আরম্ভ করিল। কোন্ রেজিমেণ্টের সৈন্য কোন্ রেজিমেণ্টে গিয়া পড়িল, কোন্ দলের অফিসার কোন্ দলে মিশিয়া গেল, তাহার কোন স্থিরতা রহিলনা। অশ্বারোহী, পদাতি, ও গোলন্দাজ সৈন্য মিশিয়া একাকার হইল। সকলেই স্ব স্ব প্রাণ লইয়া ব্যস্ত, কে কাহার সংবাদ গ্রহণ করে? বোধ হইতেছিল যেন কোন বাতুলালয়ের অসংখ্য সুপরিচ্ছদধারী বাতুলকে এক প্রশস্ত ময়দানে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

যাহাহউক, যখন সমুদয় পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্য, রশদবাহী শকট শ্রেণী ও অশ্বতরসমূহ টুর্ণাভস্ হইতে বিশৃঙ্খল-

ভাবে লারিসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন হঠাৎ এরূপ শোর শার শ্রুত হওয়া গেল যে, "তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যগণ অতি নিকটে আসিয়া পঁহুছিয়াছে" এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র, গ্রীক্ সৈন্যগণ এমনই ব্যাকুল এবং উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল যে, পাগলের ন্যায় এক কোম্পানি সৈন্য, আপনাদেরই অপর কোম্পানির উপর গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিল। অফিসারগণ এই ভয়ঙ্কর ভ্রমের অপনোদন করিবার পূর্ব্বেই দুইজন গ্রীক্ সৈন্য হত ও ৬ জন আহত হইল। কেবল যে টুর্ণাভসের সৈন্য-গণই এরূপ অভূতপূর্ব্ব কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিল তাহা নহে; বরং ম্যাটী, লুস্ফাকি এবং কোঃ-এলিয়াস্ প্রভৃতি স্থানের সৈন্যগণ ও আপনাদের মুকচা গুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপরোক্তরূপ লজ্জাকর ভাবে টুর্ণাভসের দিকে পশ্চাৎপদ হইয়াছিল। উহাদেরই এক বিপুল অংশ টুর্ণাভসে থাকাও নিরাপদ নহে মনে করিয়া, লারিসার দিকে পলায়ন করিতেছিল। কারণ, তাহারা মনে করিয়াছিল যে, টুর্ণা ভস অতি শীঘ্রই তুর্কীদিগের হস্তগত হইবে। কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছিল।

২৩ শে এপ্রিল শুক্রবার নিবাগত রজনীতে সমুদয় সৈন্য ও স্থানীয় গ্রীক্ অধিবাসিগণ লারিসার দিকে পলায়ন করে। এই পলায়ন-ব্যাপার এরূপ দ্রুতগতির সহিত সম্পাদিত হইয়া-ছিল যে, ২৪ শে এপ্রিল শনিবার লারিসার রাস্তা একেবারে জনশূন্য দেখা গিয়াছিল। এক রাত্রির মধ্যেই ভয়াকুলিত জন

সাধারণ লারিসার উত্তর দিক্‌বর্ত্তী সমুদয় জনপদ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঐ অঞ্চলের বহুসংখ্যক অধিবাসি—যাহারা তুর্কী সৈন্যদিগের বীর্য্যবত্তা ও পরাক্রম বিশেষ ভাবে অবগত ছিল, তাহারা প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই টুর্ণাভস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্ব স্ব পরিবারবর্গ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী-সম্ভার সঙ্গে লইয়া, লারিসায় প্রস্থান করিয়াছিল। অবশিষ্ট অধিবাসিগণ, পলায়মান গ্রীক্ সৈন্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে একই রাত্রির মধ্যে, যে কোনও উপায়ে পলায়ন করিয়া কিছুক্ষণের জন্য শান্তি লাভ করিতে পাইয়াছিল। গ্রীক্‌দিগের এরূপ ভাবে পলায়ন করিবার কারণ—গ্রীক্ প্রজা সাধারণ এবং ভিন্ন দেশীয় অধিবাসিদিগের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তুর্কীগণ যে সকল নগর ও যে সকল জনপদ অধিকার করিবে, তৎসমুদয় দগ্ধীভূত এবং বিধ্বস্ত না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিবে না। আর অধিবাসিদিগকে নিহনন এবং তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। বাস্তবিক এগুলি পরশ্রীকাতর তুর্কী-দ্বেষী খৃষ্টান পুঙ্গব দিগের কাল্পনিক খেয়াল এবং নিতান্ত নির্ব্বোধ লোকদিগের অমূলক ধারণা মাত্র। বিজয়ী তুর্কীগণ পরাজিত গ্রীক্‌দিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, উচ্চ সভ্যতাভিমানী ইউরোপীয় খৃষ্টান বীর পুরুষদিগের নিকটও সেরূপ উদারতা এবং সদ্ব্যবহারের আশা করা যাইতে পারেনা। প্রমাণ স্থলে ওর্মদারমানের যুদ্ধে পরাজিত খলিফা-সৈন্যের প্রতি, সুদান-বিজেতা, ইংরেজ বীর লর্ড কিচ্‌নারের নৃশংস ব্যবহার

উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংবাদপত্র পাঠকগণ ব্রিটিশ বীরের অপূর্ব্ব বীরত্বাভিনয় (?) অবশ্যই অবগত আছেন। (১)

লারিসা নগরে প্রলয় ব্যাপার——

যদিও লারিসা নগর টুর্ণাভস্ হইতে এরূপ দূরবর্ত্তী এবং সুরক্ষিত ছিল যে, গ্রীক্ সৈন্যগণ তথায় নিশ্চিন্ত অবস্থায় থাকিয়া, শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত। কিন্তু জানিনা, তত্রত্য সেনাপতিগণ কিরূপ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যদ্দর্শিতা প্রভাবে, লারিসার দক্ষিণদিকে অবস্থিত "ফারসালা" নামক এক সুরক্ষিত নগর, তুর্কীদিগের আক্রমণ রোধের জন্য মনোনীত করিলেন। সেনাপতিদিগের তাদৃশ অভিপ্রায় সাধারণের গোচরীভূত হওয়ায়, লারিসা নগরে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। একেই টুর্ণাভস্ প্রভৃতি নগর ও উত্তর দিকস্থ অন্যান্য জনপদের অধিবাসিবৃন্দের দ্বারা লারিসা নগরী পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর লারিসাও নিরাপদ নহে, জানিতে পারিয়া তত্রত্য অধিবাসি এবং আশ্রিত লোকদিগের ভয়ের সীমা পরিসীমা রহিলনা। লারিসা নগরের ইদানীন্তন অবস্থা বড়ই শোচনীয় ও হৃদয় বিদারক ছিল। একটী প্রধান

---

(১) যুদ্ধ ক্ষেত্রস্থ ইংরেজ সংবাদদাতাদিগের মুখেই প্রকাশ যে, যুদ্ধান্তে আহত সুদানী বীরদিগকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছিল।

নগরের সমগ্র অধিবাসিকে এরূপ বিপদের মুখে ফেলিয়া, কর্ত্তৃপক্ষগণের কাপুরুষবৎ পলায়ন করা, একটী রাজশক্তির পক্ষে নিতান্ত লজ্জা ও ঘৃণাকর ব্যাপার।

এ সময় গ্রীক্ সৈন্যগণ দলে দলে, সীমান্তস্থিত মুরুচা গুলি পরিত্যাগ করিয়া লারিসায় পঁহুছিতেছিল। বারবরদারী ও ম্যাগজিন-বাহী শকট সমূহে লারিসার সমুদয় রাজপথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঐ সকল লারিসা হইতে সত্বরে ফারসালায় পাঠাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। স্থানীয় এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত গ্রীক্ অধিবাসিগণ, বহু সংখ্যক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিতেছিল। সঙ্গীয় গাড়ী এবং টাট্টু সকলের উপর, তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বোঝাই হইয়া চলিয়াছিল। সুস্থকায় যুবক ও দুর্ব্বলকায় বৃদ্ধগণ, কোমল-প্রাণা মহিলা ও তরুণ বয়স্ক বালক বালিকাগণ নিতান্ত ভীতি-বিহ্বল এবং শোচনীয় অবস্থায় ভোলো কিম্বা ফারসালার দিকে উঠিতে পড়িতে পলায়ন করিতেছিল। এই দৃশ্য এমনই হৃদয় বিদারক ছিল যে, নিতান্ত কঠোর প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের হৃদয় ও গৃহত্যাগী হতভাগ্য গ্রীক্‌দিগের ঈদৃশ মর্ম্মান্তিক অবস্থা দর্শনে বিগলিত হইয়াছিল। গ্রীক্‌দিগের শত্রুগণ ও তাহাঁদের এবম্ভূত দুর্দ্দশা দর্শনে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডীয় ঐ সকল সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা দিগের, গ্রীক্‌গণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের পরিমাণ করাই দুরূহ ব্যাপার—

যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তুর্কী-পক্ষের পরিবর্ত্তে গ্রীক্ সৈন্যদলের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন। থেসালির গ্রীক্‌গণ স্বাধীনতার সুবিমল রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া পুনরায় তুর্কীদিগের পেষণ যন্ত্রে পতিত হইতে চলিল, ইহা ভাবিয়া উদারচেতা (?) সংবাদদাতা দিগের হৃদয়ে যেন শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। সংবাদদাতাগণ ও স্রোত মুখ-বর্ত্তী তৃণখণ্ডের ন্যায় এই বিশাল জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিয়া আপনাদের প্রাণরক্ষা করিতে-ছিলেন। গ্রীক্ সৈন্যদলের সঙ্গী হইয়া, অবশ্যই তাঁহাদের হৃদয়ে কঠোর আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রীক্ সৈন্য দিগের এরূপ লজ্জাজনক ভাবে পলায়ন করাকে, তাঁহারাও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। ফলতঃ এই সকল দুর্ঘটনার সমুদয় দোষ গ্রীক্ সেনাপতিদিগের স্কন্ধেই আরোপিত হওয়া উচিত। তাঁহাদের ভীরুতা ও কাপুরুষতা এবং সংগ্রামানভিজ্ঞতাই, গ্রীক্ সৈন্য ও প্রজা সাধারণের এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশার সহিত পলায়ন করিবার একমাত্র কারণ। বলিতে কি, স্বয়ং গ্রীসের যুবরাজও এ অপবাদ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারেননা।

গ্রীক্‌দিগের পলায়ন সম্বন্ধে একজন ইংরেজ ভলেণ্টিয়া-রের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা——

একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ ভলেণ্টিয়ার এথেন্সের হাস্পা-তালে অবস্থান কালীন, লণ্ডন টাইম্‌সের সংবাদ দাতার নিকট গ্রীক্‌দিগের টুর্ণাভস্‌ হইতে পলায়ন-ব্যাপার বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন; উহা টাইম্‌স-পত্রে মুদ্রিত হইয়া জন-সাধা-রণের গোচরীভূত হয়। এই ভলেণ্টিয়ার মহাশয়ও পলায়মান গ্রীক্‌দিগের সহিত লারিসার দিকে ছুটীয়াছিলেন। পথে একটী ধাবমান অশ্বের দারুণ পদাঘাতে তাঁহার একখানি পদ ভগ্ন প্রায় হয়। বেচারা ঐ ভগ্নপদে অতি কষ্টে লারিসায় পঁহুছিয়াছিলেন, তথা হইতে রেল-যোগে ভোলো, এবং ভোলো হইতে নৌকা-যোগে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরে পঁহুছিয়া, তত্রত্য হাস্পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন——

"আমরা "বিভিন্ন দেশীয় সাহায্যকারী সৈন্যগণ—(যাহার সঙ্গে ইংরেজ ভলেণ্টিয়ারগণ এবং আমিও ছিলাম) লারিসার বাহিরে ২১ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলাম। লারিসায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত বেকার অবস্থায় পড়িয়া থাকাতে আমাদের মন নিতান্ত বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। কবে আমাদিগকে যুদ্ধার্থ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইবার আদেশ দেওয়া হইবে, আমরা তাহার অপেক্ষা করিতেছিলাম। যাহা হউক, ঈশ্বরেচ্ছায় ২১ শে এপ্রিল দিবাগত রাত্রি প্রায়

দ্বি-প্রহরের সময় আমাদিগকে 'কুচ' করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। আদেশ প্রাপ্তি মাত্র আমরা নিতান্ত সুশৃঙ্খলার সহিত সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমরা এরূপ দ্রুত গমন করিয়াছিলাম যে, রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র ম্যাটীস্থ গ্রীক্ সৈন্যদলের পার্শ্বি দেশে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইলাম। লারিসা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত গমনাগমনের পথ এমনই বন্ধুর ও দুর্গম ছিল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড ও কঙ্কর সকলের উপর দিয়া চলিতে চলিতে সকলেরই চরণদ্বয়, ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল; বরং অনেক লোক এরূপ হইয়াছিলেন যে, তাহাদের আর পা বাড়াইবার শক্তি ছিলনা; এতন্নিবন্ধন আমাদের অনেকেই পথের এদিকে ওদিকে যথেচ্ছভাবে পড়িয়া রহিয়াছিলেন।

২২ শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার সূর্য্যোদয় হইবামাত্র আমরা এরূপ একস্থানে পঁহুছিলাম, যাহা গ্রীক্ মুরুচা ম্যাটীর বাম দিকে অবস্থিত। আমাদের পঁহুছিবার কিছুক্ষণ পরেই তুর্কী তোপখানা সমূহ হইতে ভীষণরূপে অনল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভিন্ন দেশীয় সাহায্যকারী সৈন্যদল (অর্থাৎ আমরা) সৌভাগ্য বশতঃ কয়েকটী পাহাড়ীর অন্তরালে, খুব নিরাপদ স্থানে স্থাপিত হইয়াছিলেন। তুর্কীদিগের নিক্ষিপ্ত বম গোলা সকল আমাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া পশ্চাদ্ভাগে পতিত এবং ভীষণ শব্দে ফাটিতেছিল। ২২ শে এপ্রিল সমগ্র দিন ভয়ঙ্কর রূপ গোলাবর্ষণ হইয়াছিল; ঐ দিন একটী বন্দুকও ফায়ার হইয়াছিলনা। আমাকে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল যে,

এত অধিক পরিমাণে গ্রীক্ অফিসার কেন নিহত হইতেছেন। প্রত্যেক ৬।৭ জন নিহত গ্রীক্ সৈন্যের মধ্যে একজন বা দুই জন অফিসার নিশ্চয়ই স্থানলাভ করিতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় পদাতিক সৈন্যদিগকে অতি উপযুক্ত সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করা হইল। কারণ, রাত্রিকালে তুর্কীপক্ষ হইতে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। পৃথিবী নৈশ-অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইবামাত্রই গোলা বর্ষণ বন্ধ হইল; সুতরাং আমরা ক্যাম্পে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ক্যাম্পে প্রস্তর খণ্ড দ্বারা রচিত স্বভাব জাত সুকোমল শয্যা (?) বিস্তৃত ছিল; উপরে আকাশরূপী নীলবর্ণ অতি বৃহৎ তাম্বু বা চন্দ্রাতপ বিস্তৃত; আমরা সেই প্রকৃতি নির্ম্মিত বিশাল ক্যাম্পে কম্বল বিছাইয়া, বড়ই আরামের সহিত বিশ্রাম লাভ করিলাম। কিন্তু নিদারুণ শৈত্যতা বশতঃ হস্ত পদ অবশ হইয়া যাওয়াতে, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিতে চেষ্টা করিয়া, উপবেশন করা পর্য্যন্ত ভার বোধ হইল। সেই প্রস্তরময় ভূমিতে শরীর যেন অচল হইয়া পড়িল। দারুণ শীতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। রাত্রিকালে তুর্কীগণ, গ্রীক্ পদাতি সৈন্য দিগকে আক্রমণ করাতে, আমাদের পক্ষ হইতে দুইবার "এলাবম্" দেওয়া হইয়াছিল।

তুর্কীদিগের প্রথম আক্রমণের উত্তর খুব তেজের সহিত দেওয়া হয়; এমনকি, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ২০০০০ বিংশতি সহস্র টোটা (কার্ত্তুস্) শূন্য হইয়া যায়। দ্বিতীয় বারেও তুর্কীদিগকে পশ্চাতে হটিয়া যাইতে হইয়াছিল।

শুক্রবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কি মুরুচা সমূহের রক্ষাকার্য্য, কি যুদ্ধের সাধারণ অবস্থা, ইহার কোন বিষয়েই আমাদের পক্ষে কোন ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু সূর্য্যোদয় হইবামাত্র গত দিবসের ন্যায় তোপের ভীষণ গোলা বর্ষণ আরম্ভ হইল। তুর্কীদিগের এই গোলা বর্ষণে ও গ্রীকদিগের তাদৃশ ক্ষতি হইয়াছিলনা। বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আমরা আমাদের অবস্থানস্থান গুলির উপর প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু তৎপর তুর্কীগণ যুদ্ধে এরূপ কৃতকার্য্য হইল যে, আমাদের সম্মুখবর্ত্তী টিলা গুলি কোনও না কোনও প্রকারে তুর্কী-দিগের অধিকৃত হইয়া পড়িল।

আমি দেখিতেছিলাম, সুশৃঙ্খলাবদ্ধ তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যদল একবার আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছে, আবার পশ্চাদ্দিকে হটিয়া যাইতেছে। কিন্তু অনেক দূরে থাকা বশতঃ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলামনা যে, তাহাদের এরূপ অগ্রসর এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার ফল কি দাঁড়াইতেছে। ইহাতে কোনই সংশয় নাই যে, আমাদের সম্মুখবর্ত্তী টিলা গুলি তুর্কীদিগের হস্তগত হওয়াতে, যুদ্ধের পরিণাম আমাদের পক্ষে প্রতিকূল বলিয়া বোধ হইতেছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলাম যে, আজ রাত্রিকালে যুদ্ধক্ষেত্র হয় ত শত্রু-দলের হস্তে প্রদান করিতে বাধ্য হইব; নচেৎ উহা আমরা অধিকার করিতে সমর্থ হইব। যাহা হউক, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে তুর্কীগণ আমাদিগের পদাতিক সৈন্যদলের উপর বম

গোলা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। এই ঘটনায় তাহা-দিগকে বাধ্য হইয়া স্বীয় অবস্থান-স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। "আমার বিশ্বাস মতে, আমাদিগের সৈন্য সংখ্যা আন্দাজ দশ সহস্র ছিল; কিন্তু তুর্কী সৈন্যের সংখ্যা ২০।২৫ সহস্র বলিয়া বোধ হইতেছিল। নিশা সমাগমের পূর্ব্বে আমরা একথা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম—ধনে প্রাণে কঠোর ক্ষতি সহ্য না করিয়া, আমরা আমাদের অবস্থানীয় মুরুচা গুলি অধিকারে রাখিতে পারিবনা; তথাপি নিতান্ত ভরসার সহিত বিজয় লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, আনন্দে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। এই আশার মোহিনী স্বপ্নে বিভোর থাকিতে থাকিতে, অন্ধকারে হঠাৎ কুচ করিবার আদেশ হইল। *প্রথমে আমরা মনে করিয়াছিলাম, তুর্কী মুরুচার* উপর আক্রমণ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল; কিন্তু আমা-দিগের কি ভ্রম!! এ আদেশ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য নয়; বরং তদ্বিপরীতে পশ্চাৎ দিকে লারিসাভিমুখে পলা-য়নের আদেশ ছিল। এই আদেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ছিল যে, শত্রুপক্ষের প্রতি একটীমাত্র গোলা বর্ষণ না করিয়া, নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন কর। অন্ধ-কারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইবামাত্র, আমরা পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিলাম, দেখিতে দেখিতে সমুদয় গ্রীক্ সৈন্য, শত্রু-দলকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক লারিসার দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ প্রথমে কয়েক মাইল পথ, বা-কায়দা

ভাবে, সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়াছিল; কিন্তু বহুসংখ্যক সৈন্য ক্রমাগত দিবা রাত্রি যুদ্ধ করিয়া, বিশ্রামের সময় পলায়ন করিতে করিতে নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আমাদের ব্রিটন-বাসি দিগের হৃদয়, গ্রীক্ সৈন্যদিগের ঈদৃশ কাপুরুষোচিত ব্যবহারে চূর্ণ হইয়া গেল। আমরা রাত্রিকালে পলায়ন অপেক্ষা শত্রুদলের সহিত যুদ্ধ করা শ্রেয়ঃ মনে করিতে ছিলাম। যাহাহউক, লারিসা কয়েক মাইলমাত্র ব্যবধান থাকিতে কোন ব্যক্তি এইরূপ জনরব তুলিল যে, তুর্কীগণ আসিয়া পঁহুছিয়াছে। এই ভীতিপ্রদ সংবাদ শুনিবামাত্র গ্রীক্-গণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া, অগ্রবর্ত্তী সৈন্যগণ আপনাদেরই পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যদিগের উপর গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিল। বন্দুকের শব্দ শুনিবামাত্রই প্রত্যেক সৈন্য আপনাকে তুর্কীদিগের কর-কবলিত বলিয়া মনে করিল। এইরূপ কাল্পনিক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সমগ্র পৃথিবীতে আপনাদিগকে ও আপনাদের সমগ্র জাতিকে এরূপ ঘৃণাস্পদ করিল যে, যাহা বর্ণনা করাও কষ্টকর। বিষম ভীতিবিহ্বল হৃদয়ে অশ্বারোহী সৈন্য, গোলন্দাজ সৈন্য, পদাতি সৈন্য, অশ্ব সমূহ, শকটাবলী, অশ্বতর ও টাটু সকল একটীর উপর একটী টুটিয়া পড়িতে লাগিল। আর এমনি বিশৃঙ্খলভাব উপস্থিত হইল যে, ভুক্ত-ভোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে তাহা বুঝা অসাধ্য। অশ্বারোহী সৈন্য পদাতি সৈন্যের উপর, পদাতিগণ শকটবাহী মহিষের উপর এবং মহিষগুলি গর্দ্দভের উপর যাইয়া পড়িতে লাগিল।

এদিক্ হইতে অশ্বগুলি ছুটিয়া পালাইতেছে, ওদিক্ হইতে অশ্বতর গুলি লম্ফ ঝম্প প্রদান করিতেছে, পশ্চাদ্দিক্ হইতে "গুড়ুম গুড়ুম" শব্দ হইবামাত্র, আশ্বারোহী দিগের অশ্ব গুলি ভর্জ্জিয়া উঠিল, এবং লম্ফনে কুর্দ্দনে পদাঘাতে বহুসংখ্যক পদাতি সৈন্যকে ধরাশায়ী করিয়া, সম্মুখস্থ শকট সমূহে বাধা প্রাপ্ত হইল; কতকগুলি বা ছুটিয়া পথি পার্শ্বস্থ প্রান্তরাভিমুখে ধাবিত হইল। গভীর অন্ধকার রাত্রিতে শত্রু মিত্র কিছুই চিনিবার যো নাই। এদিকে তুর্কী সৈন্যের আগমন সূচক মহা শোরশার, ওদিকে অশ্বাদি পশু গুলির ইতস্ততঃ প্রধাবন—যেন প্রলয় কালের নমুনা ছিল। ভাষায় সে ভয়ানক ব্যাপার বুঝাইবার শব্দ নাই।

আমাদের ব্রিটিশ ভলেণ্টিয়ার দলের অধিনায়ক কাপ্তেন বার্ক্, আমাদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন যে, তোমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুশৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হও। আমরা প্রায় ১৫ জন লোক কাপ্তেনের আদেশ শুনিতে পাইবামাত্র শ্রেণীবদ্ধ হইলাম, এবং সেইভাবে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদল পলায়মান গ্রীক্ সৈন্য আমাদিগের উপর পতিত হইয়া, আমাদিগের শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া দিল। আমরা পুনরায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলাম। আমি ত দেখিতেছিলাম যে," প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ সচেষ্ট, নিজের জীবন রক্ষার জন্য সকলেই বিষম ব্যতিব্যস্ত। আত্মরক্ষার্থ যে যাহা ভাল বোধ করিতেছে, সে তাহাই করিতেছে; কাহারও

হিতাহিত বা দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই। সকলেই এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, মৃত্যু যেন ভীমবেশে তাহাদের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান!! এরূপ ভয়ানক অবস্থা দর্শনে আমিও ভবিষ্য-দর্শীর ন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি বোঝা কমাইবার জন্য নিজের ব্যবহার্য্য কম্বল, ওয়াটার প্রুফ্, তর-বারি এবং টোটাধার (কার্তুস্ দান) প্রভৃতি সমস্তই ফেলিয়া দিলাম। কেবল মাত্র একটী রাইফল ও ৬০টী টোটাপূর্ণ একটী পেটী আপনার নিকট রাখিলাম। পলায়মান সৈন্যদিগের ধাক্কায় আমি রাস্তা হইতে এত দূরে গিয়া পড়িলাম যে, পুনরায় রাস্তা পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইল। অগত্যা দুর্গম পার্ব্বত্য ভূমি, প্রস্তরময় কঠিন স্থান এবং কর্ষিত ক্ষেত্র সমূহের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। এই সময় আমি বিষম অসুবিধা ও নানা ক্লেশে একটী রাস্তা অতিবাহিত করিতেছিলাম। লারিসা নগর এক মাইল মাত্র ব্যবধান থাকিতে আমার উপর এক ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইল। সেই বিপদ এই যে, একটী পলায়মান অশ্ব, ভীষণ তেজে লম্ফন ও কুর্দ্দন করিতে করিতে আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া, আমাকে এক দারুণ পদাঘাতে ভূতলশায়ী করিল। অশ্বের সেই সবল পদাঘাতে আমি একটী শুষ্ক জল-প্রণালীতে গিয়া পতিত হইলাম। দারুণ আঘাতে আমার নড়িবার শক্তি ছিলনা; কিন্তু মনে করিলাম, এখানে পড়িয়া থাকিলে হয় তুর্কী তোপের গোলাঘাতে ভবলীলা শেষ করিতে হইবে, নচেৎ অশ্বারোহী সৈন্য অথবা প্রধাবিত অশ্বের পদ-

তলে পিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইব। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি সাহস করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আঘাত তখনও টাট্‌কা ছিল বলিয়া অতি কষ্টে চলিতে চলিতে কোনওরূপে লারিসায় পঁহুছিলাম। লারিসায় পঁহুছিয়া তথাকার যে অবস্থা দেখিলাম, তাহা কল্পনার অতীত। সৈন্যও সাধারণ অধিবাসিদিগের বিকট কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছিল; চতুর্দ্দিকে বিষম জন-প্রবাহ; লোকগুলি পাগলের মত এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিতেছে, মানুষের কি সাধ্য সেই অনন্ত জনস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে পারে। আমি বহু কষ্টে সেই জনপ্রবাহের মধ্য দিয়া, অপার্য্যমাণে এক শুঁড়িখানায় প্রবেশ করিলাম। সুবিধা ছিল বলিয়া খানিক সুরা ক্রয় করিতে পাইলাম। তৎপর দোকান ছাড়িয়া পুনরায় সেই রাস্তার বিষম জনস্রোতে মিশিয়া গেলাম; এবং খানিক দূরে একটী গৃহের দ্বার মুক্ত দেখিয়া তথায় প্রবেশ করিলাম। গৃহখানি একটী ক্ষুদ্র গলি পথে অবস্থিত ছিল; আমি আঘাতের কঠোর যন্ত্রণা এবং দৌড় দাপটের বিষম ক্লান্তি নিবন্ধন ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াই শুইয়া পড়িলাম। নিদ্রা ভঙ্গের পর দেখি, পা দুখানি নাড়িবার শক্তি নাই। সৌভাগ্য বশতঃ আমি দেখিতে পাইলাম, সংবাদ পত্রের একজন ইংরেজ সংবাদদাতা, গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তিনি আমার অবস্থা অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। কিন্তু একটু পরেই দ্রুত অশ্ব-সঞ্চালনে আমার নিকটে পঁহুছিয়া বলিলেন,

তুর্কীগণ আসিয়া পঁহুছিয়াছে; এক্ষণে আর এখানে বিলম্ব করা নিরাপদ নহে; আমিও ঐ অশ্বের গলদেশে দোদুল্যমান হইয়া রওয়ানা হইলাম; পথে আর একজন ইংরেজ সংবাদদাতা দ্বি-চক্র শকটে (বাইসিকেলে) গমন করিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে স্বীয় বাইসিকেলে তুলিয়া লইলেন। এই অবস্থায় এক পায়ে বাইসিকেল চালাইয়া কোনও রূপে রেলওয়ে ষ্টেসনে পঁহুছা গেল। স্বদেশীয় ইংরেজ দ্বয় আমাকে ষ্টেসনে রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সেরূপ ভাবে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া, আমার পক্ষে এক প্রকার মঙ্গল জনকই হইয়াছিল। কারণ আমার ন্যায় চলচ্ছক্তি বিরহিত অক্ষম ব্যক্তি, রেল গাড়ীতে চড়িতে পারে, এমন কি সাধ্য ছিল। লারিসার রেল ষ্টেসনের তখন যে ভয়ানক অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। সৈন্যগণ, সিভিল ও মিলিটারি অফিসারগণ, স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাগণ সকলেই ভীষণ কোলাহলে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিতেছিল। গাড়ীতে চড়িবার জন্য সকলেই যেন প্রাণ দিতে উদ্যত। পুরুষগণ নিতান্ত ভীরু কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিতেছিল। আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি যে, অফিসার দিগের জন্য গাড়ীতে স্থান করিবার উদ্দেশে, স্ত্রীলোক ও বালক দিগকে টানিয়া টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল সৈনিক অফিসারকে ষ্টেসনের তত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল—উদ্দেশ্য তাহারা প্ল্যাট্ ফরমে উপ-

স্থিত থাকিয়া, সুশৃঙ্খলার সহিত লোকদিগকে গাড়ীতে চড়াইয়া দেন, আর ভীষণ গোলযোগের কিছুমাত্র উপশম করেন—তাঁহারা শান্তি স্থাপনের পরিবর্ত্তে নিজেরা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গাড়ীর ছাদে গিয়া চড়িয়া বসিলেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদের সঙ্গীয় যে সকল সৈনিক পুরুষ গাড়ীতে চড়িতে পারিয়াছিলনা, তাহারা শকটারূঢ় সহযোগিদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই ঘটনায় ও অনেকে হত এবং আহত হইয়াছিল। প্রত্যুত্তরে শকটারূঢ় বীর পুরুষেরা ও প্ল্যাট্‌ ফরমে গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিল। এইরূপ বিষম হাঙ্গামার অবস্থায় ট্রেণ খানি "ভোলো" বন্দরাভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেল। আহা। যে সকল লোক গাড়ীতে চড়িতে না পারিয়া ষ্টেসনে পড়িয়াছিল, তাহাদের নিরাশ ব্যঞ্জক আর্ত্তনাদ ও রোদন ধ্বনীতে, চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইতেছিল। বিশেষতঃ নগরের দিকে যখন গুলি বর্ষণের শব্দ শ্রুত হওয়া যাইতেছিল; অর্থাৎ তুর্কীদিগের নগরে প্রবেশ জ্ঞাপক গুলির শন্‌শনি, সেই জীবনে হতাস নর নারী বৃন্দের কর্ণ কুহরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল; তখন তাহারা জীবনাশা পরিহার পূর্ব্বক কাঁদিয়া আকুল হইল। নর নারী ও বালক বালিকাদিগের সেই কাতর ক্রন্দনে পাষাণ ও যেন দ্রবীভূত হইতেছিল। যাহাহউক, ট্রেণ ভলোষ্টিনোতে পঁহুছিলে বহুসংখ্যক গ্রীক্‌ সৈন্য এবং অক্লিসার কারসালায় যাইবার জন্য তথায় অবতরণ করে; আমরা ভোলোতে পঁহুছিয়া দেখিতে পাইলাম, তত্রত্য রেলওয়ে ষ্টেসনে

সহস্রাধিক লোক সমবেত। ঐ সকল লোকেরা আপনাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগের মৃত্যু অথবা আহত হইবার সঠিক সংবাদ গ্রহণ জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। আমি ষ্টেসন হইতে "রেড্ ক্রস্" হাস্পাতালে রওয়ানা হইলাম; উক্ত হাস্পাতালে আমি যেরূপ আরাম উপভোগ করিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিবার জন্য ভাষায় কোন শব্দ খুজিয়া পাইতেছিনা।

আত্ম দোষে গ্রীক্‌দিগের শোচনীয় দুর্দ্দশা——

পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থা পরম্পরায়, সেই ভীষণ কাল রাত্রিতে গ্রীক্‌দিগের কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা অসম্ভব। তবু পরস্পরের প্রতি গুলি বর্ষণ, এবং অশ্ব ও মনুষ্যাদির ভীষণ সঙ্ঘর্ষণে নিষ্পেষিত যে পরিমাণ মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সংখ্যা ৫০০ হইতে ৬০০ শতের মধ্যে। গাড়ী সমূহ ভূপতিত এবং পরস্পর ফাঁসিয়া যাওয়াতে, তন্মধ্যস্থ গৃহাস্থলী দ্রব্য, খাদ্য সামগ্রী, সামরিক সরঞ্জাম ও যুদ্ধের রশদ্ ইত্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নিবন্ধন, সেই দারুণ অন্ধকার রজনীতে পথের কোন নির্ণয় করা যাইতেছিলনা। আবার ভারবাহী পশু সকল ভূপতিত শকটাদির সহিত জড়িত হইয়া ছট্‌ফট করিতেছিল; অন্যত্র উন্মুক্ত ভীত অশ্ব সকল চতুর্দ্দিকে ছুটা ছুটী করিতেছিল; তাঁহার উপর মুহুর্মুহু বন্দুক ধ্বনী শুনিয়া, যথেচ্ছভাবে চতুর্দ্দিক প্রধাবিত হইতেছিল। স্থানান্তরে ঐ সকল বন্দুকের শব্দ শ্রবণে গ্রীক সৈন্যগণ তুর্কী সৈন্যের আগমন

মনে করিয়া, পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য করতঃ অনবরত গুলি বর্ষণ এবং দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছিল। এ অবস্থায় সেই ভীষণ কাল রজনীর শোচনীয় ঘটনা সম্যক্‌রূপে নিরূপণ করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। আবার সংবাদদাতা স্বয়ং এইরূপ ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হইয়া, প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে ছুটীয়া পলাইতেছিলেন। সুতরাং প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে কোনও ক্রমেই সম্ভবপর ছিলনা। তবু তিনি যে পরিমাণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসা জনক, এবং ইংরেজ জাতির বীরত্ব ও সৎসাহসের সম্পূর্ণ পরিচায়ক।

এই বিষম গোলমালে গ্রীক্ অফিসার দিগের ব্যবহারও সাধারণ সৈন্যদিগের ন্যায় নিতান্ত কাপুরুষোচিত ছিল। সৈন্যদিগের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন তাঁহারা যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভয়ে তাঁহারা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তুর্কীদিগের আগমন সংবাদে তাঁহাদের মস্তিষ্ক যেন স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। নিজের জীবন রক্ষার পন্থা নির্দ্দেশ ব্যতীত, তাঁহারা যেন আর কোনও উপায়ই দেখিতে পাইতেছিলেন না। অপিচ ইহারা দ্রুতবেগে পলায়ন করতঃ সর্ব্বাগ্রে লারিসায় পঁহুছিয়া ছিলেন। কেবলমাত্র মেরো মাইকেল্‌স্ নামক একজন গ্রীক্ কর্ণেল কিয়ৎ পরিমাণে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি পশ্চাদ্দিকে অনেক দূর হটিয়া আসিয়া, বিশৃঙ্খল সৈন্যদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে, বিশেষরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু "নাকারা খানায় তূতির আওয়াজ কে শুনিবে?" তাঁহার চেষ্টা

ও উদ্যোগ ব্যর্থ হইল; সৈন্যগণ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না; অগত্যা তিনিও নিরুপায় হইয়া, লারিসাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

এই যুদ্ধে বিদেশীয় ভলেণ্টিয়ার দিগের ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ বিশেষরূপ প্রশংসা যোগ্য ছিল। তাহারা না একটী বন্দুক ফায়ার করিয়াছিল, আর না গ্রীক্ সৈন্যদিগের ন্যায় ভয়ে ক্ষিপ্তবৎ ছুটাছুটি করিয়া, মহা প্রলয় কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিল।

টুর্ণাভসের যুদ্ধ শেষ এবং মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশার কার্য্য কলাপ——

ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, গ্রীক্ সৈন্যও প্রজা সাধারণ তুর্কীদিগের ভয়ে নিতান্ত আতঙ্কিত প্রাণে লারিসাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ২৩ শে এপ্রিল শুক্রবার দিবাগত রজনীর এই ঘটনা। সুতরাং ২৪ শে এপ্রিল শনিবার অতি প্রত্যূষে প্রবল পরাক্রান্ত তুর্কী সৈন্যগণ, বিনা বাধায় টুর্ণাভস্ নগরে প্রবেশ করিল। মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশা নগরে প্রবিষ্ট হইয়াই আদেশ প্রচার করিলেন যে, কোনও দ্রব্য যেন অগ্নিসাৎ কিম্বা নষ্ট না করা হয়। তিনি ঐ দিনই নগরে একজন গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন; এবং সমুদায় গির্জ্জা, দোকান ও বৃহৎ বৃহৎ বাটীগুলির (যে গুলির দ্বার

উন্মুক্ত ছিল) দ্বারদেশে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন; উদ্দেশ্য, সামান্য কোন দ্রব্যও যেন নষ্ট না হইতে পারে। ঐ দিন প্রধান সেনাপতি মহোদয় সংবাদ পাইলেন, যে সকল গ্রীক্ যুদ্ধ-জাহাজ কিট্রুনিয়ার উপর গোলা বর্ষণ করিতেছিল; এবং নৌ-সৈন্যদিগকে ভূতলে অবতরণ করাইবার চেষ্টা পাইতেছিল; তুর্কী সৈন্যগণের প্রবল প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন তাহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে বিফল মনোরথ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তুর্কীগণ, গ্রীকদিগের কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ-তরণী সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়াছে। ২৪ শে এপ্রিল তারিখে একজনও গ্রীক্ সৈন্য তুর্কী সীমায় অবশিষ্ট ছিলনা; ঐ দিন আকাশ পরিষ্কার ছিল।

একশত গ্রীক্ সৈন্য বন্দী এবং তাহাদের প্রতি তুর্কী অফিসারগণের সদয় ব্যবহার——

অতি প্রত্যূষে একশত গ্রীক্ সৈন্য বন্দী হইয়া, তুর্কী শিবিরে আনীত হইল। বন্দীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিকে যখন তুর্কী অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তখন সে ব্যক্তি প্রাণ ভয়ে কাঁপিতে ছিল। আতঙ্কে একটী কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে ছিলনা। প্রথমে সে ব্যক্তি ভয়-বিকম্পিত স্বরে যে কয়টী কথা বলিয়াছিল, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—"আমার প্রাণ রক্ষা করা হউক; প্রাণদণ্ড রূপ কঠোর শাস্তি হইতে আমাকে অব্যাহতি প্রদান করুন।" তদুত্তরে তুর্কী অফিসার

সান্ত্বনা-সূচক বাক্যে কহিলেন, "হে বন্দি! তুমি কেন এরূপ ভীত হইয়াছ? আর কেনইবা এরূপ কাতরতা প্রকাশ করিতেছ? তুমি সামরিক বন্দী, আমরা সামরিক কয়েদীদিগের প্রাণবধ করিনা।" এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে বন্দীর নির্জীব দেহে যেন প্রাণ সঞ্চার হইল। তখন সে বিনীত ভাবে বলিতে লাগিল, "মহাত্মন! গ্রীক্ সৈন্যদিগের ইহা সাধারণ ধারণা যে, তুর্কীগণ শত্রুপক্ষের লোকদিগকে ধৃত করিবামাত্র, কাটিয়া টুকুরা টুকুরা করিয়া ফেলে।" অফিসার পুনরায় তাহাকে ধীরভাবে সান্ত্বনা প্রদানে আশ্বস্ত করিলেন। তখন সে বেচারাও নিতান্ত কাতর-কণ্ঠে, দীনভাবে তাঁহার প্রতি অশেষ প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। সেই উদারমতি তুর্কী অফিসার, বন্দীকে সিগারেট ও বর্দ্ধি পান করিতে দিলেন, তৎপর ভৃত্যদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন যে, শীঘ্র ইহাকে লইয়া গিয়া উদর পূরিয়া আহার করাও।

---o---

সেনাপতি মার্শাল আদহাম পাশার সহিত রিউটারের সংবাদদাতার সাক্ষাৎ——

রিউটারের সংবাদদাতা ২৫ শে এপ্রিল, তুরস্কের প্রধান সেনাপতি মার্শাল গাজী আদহাম পাশার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, টুর্ণাভস্ হইতে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন—

"আমি যখন সাক্ষাৎ করণার্থ গমন করি, ত[illegible]

আদহাম পাশা, একজন গ্রীক্ সেনাপতির পরিত্যক্ত শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। এই শিবির একটী অতি সুন্দর ও রমণীয় স্থানে স্থাপিত ছিল। শিবিরের অদূরে স্ফটিকবৎ নির্ম্মল জলের একটী নির্ঝরিণী কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা। প্রধান সেনাপতি আমার সহিত নিতান্ত ভদ্রতা ও শিষ্টতার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি হাস্যমুখে বিগত সামরিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন—"আমি গ্রীক্ অফিসারদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি যে, তাঁহারা আমার অবস্থানা জন্য এরূপ উৎকৃষ্ট এবং সৌন্দর্য্যময় স্থান ছাড়িয়া গিয়াছেন।" ইহার পর তিনি গ্রীক্ সৈন্যদিগের বা-কায়দা পশ্চাদ্গমন সম্বন্ধে বলিলেন, "গ্রীক্ সৈন্যদিগের প্রত্যাবর্ত্তন প্রকৃত পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন বা পশ্চাদ্গমন শব্দে বাচ্য হইতে পারেনা, উহা সাধারণ পলায়ন শব্দে বাচ্য হইতে পারে। উহারা প্রায় দ্রব্যই পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে তোপখানার বৃহৎ ম্যাগেজিন আমার তোপ গুলির ব্যবহারে আসিবে। এতদ্ব্যতীত বিস্কুট, সার্ডিন, আঙ্গুরের অত্যুৎকৃষ্ট সুরা (১) ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।"

(১) পাঠক! যদিও প্রচুর সুরা তুর্কীদিগের হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু তুর্কী সৈন্য বা অফিসারগণ কথনও সুরা [illegible]না। এসম্বন্ধে তাঁহারা পৃথিবীর সকল জাতির [illegible] করিতে পারেন।

তুরস্কের প্রধান সেনানী মার্শাল আদহাম পাশা বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আমি নিজেই বুঝিতে পারি নাই, কিজন্য গ্রীক্ সৈন্যগণ বন্দুকের একটীমাত্র ফায়ার না করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তৎপর তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, গ্রীক্দিগের এরূপ ভাবে পলায়ন করিবার কারণ, 'ডেলিলের' নামক স্থান বিজয়ের পর যে সামরিক কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহার ফল। আমি এবিষয় স্থির করিয়া লইয়াছিলাম যে, আমার সৈন্যদিগের দ্বারা গ্রীক্ সৈন্য দলের বাম বাহু পরিবেষ্টন করিয়া লইব। এই বন্দোবস্ত অনুসারে রাত্রিকালেই তুর্কী সৈন্যগণ 'কুচ' করিয়াছিল। কিন্তু আমার সেনাদলে যে কয়েক রেজিমেণ্ট আল্‌বেনীয় সৈন্য ছিল, তাহারা তাহাদের চিরন্তন প্রথানুসারে কুচ করিবার সময় উৎসাহ-ব্যঞ্জক জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে পথ অতিক্রম করিতেছিল। জাতীয় চিরন্তন প্রথা নিবন্ধন তাহাদিগকে ওরূপ কার্য্য হইতে সহজে নিবৃত্ত করাও এক প্রকার অসম্ভব ছিল। গ্রীক্গণ ও আল্‌বেনীয় সৈন্যদিগের এরূপ অভ্যাসের কথা বিলক্ষণ অবগত ছিল। যেরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, তাহাতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রীক্ সৈন্যদিগের পংক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত; এবং তাহারা অতি সহজেই তুর্কী সৈন্যের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িত। কিন্তু আল্‌বেনীয় সৈন্যদিগের সঙ্গীত ধ্বনী শ্রবন মাত্র গ্রীক্ সৈন্যদলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল; গ্রীক্ সৈন্য শ্রেণীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। অতঃ-

পর গ্রীক্ সৈন্যদিগকে পশ্চাতে হটিবার সাধারণ আদেশ প্রচার হয়। গ্রীক্‌দিগের এই পলায়ন-ব্যাপার ঈদৃশ সত্বরতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল যে, ভোর সময় যখন আমি টুর্ণাভসের ক্যাম্পে প্রবেশ করিলাম, তখন একজন মাত্র গ্রীক্ সৈন্যও তথায় দেখিতে পাইলাম না। অবশ্যই কোহে শাবানার (শাবানাঃ পাহাড়ের) দুর্ভেদ্য মুরুচাটিকে একদল গ্রীক্ সৈন্য শেষ পর্য্যন্ত হস্তগত রাখিয়াছিল।

*   *   *   *

ভোর হইবামাত্র এই মুরুচার উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়। মূল গ্রীক্ সৈন্যদলের পলায়ন-সংবাদ ইহারা এই সময়েই পাইয়াছিল; সুতরাং মুরুচা রক্ষক সৈন্যগণও রীতিমতন যুদ্ধ না করিয়া, নিতান্ত সত্বরতার সহিত ঐস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মূল সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার আশায় লারিসাভিমুখে পলায়নে বাধ্য হয়। এতন্নিবন্ধন 'টুর্ণাভস্' নগর অধিকার করিতে আর কোনই প্রতিবন্ধকতা রহিলনা, সুতরাং আমি অচিরে বিনা বাধায় নগর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলাম।"

টুর্ণাভস হইতে লারিসা নগর দুই ঘণ্টার পথ মাত্র ব্যবধান।

গ্রীক্ সেনাপতি কর্ণেল এপোলনিস্কি——

"গ্রীক্‌গণ যদি যুদ্ধে ভীতি-বিহ্বল না হইয়া পড়িত, তবে যুদ্ধের ফলাফল কি দাঁড়াইত ?" এ প্রশ্নের উত্তর যদিও সহজ নহে, তবুও উপস্থিত ঘটনা পরম্পরা, যুদ্ধস্থানের মানচিত্র ও যুদ্ধের

অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া, যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ সুবিজ্ঞ রণ পণ্ডিতগণ এতৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, যদিও তুরস্কের প্রধান সেনাপতি মার্শাল আদহাম পাশা নিতান্ত অভিজ্ঞতার সহিত সৈন্য পরিচালন করিয়াছিলেন; এবং আশাতীত রূপ সতর্কতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যদিকে গ্রীক্‌দিগের পক্ষেও সৈন্য এবং সেনাপতির অভাব ছিলনা। কেবল মাত্র ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, সাহস ও বীরত্বেরই অভাব ছিল। গ্রীক্‌গণ নিতান্ত সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত পার্ব্বত্য মুকচা, এবং দুর্ভেদ্য ও দুরতিক্রম্য সঙ্কীর্ণ গিরিপথে, সুদৃঢ় প্রস্তরময় প্রাচীরের অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া, শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল। উহাদের নিক্ষিপ্ত একটী গোলক, তুর্কীদিগের নিক্ষিপ্ত পঞ্চাশটী গোলকের ন্যায় কার্য্যকর ছিল। কিন্তু কেবল মাত্র স্বাভাবিক কঠোর প্রতিবন্ধকতা ও সুদৃঢ় শিলা প্রাচীর দ্বারা, বিপুল সাহস সম্পন্ন, অতুলনীয় বীর্য্যবন্ত আক্রমণকারীদিগের গতিরোধ করা যাইতে পারেনা। 'ম্যাটী' হইতে 'ভেলিলর' পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে তুর্কীদিগের বাইশটী তোপ, দুই হাজার পদাতি এবং তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যমাত্র অবস্থিত ছিল। তৎপ্রতিকূলে গ্রীক্‌দিগের ছত্রিশটী তোপ, আট হাজার পদাতি ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধার্থ সজ্জিত রহিয়াছিল। যদি তুর্কী সৈন্যদিগের ভয়ে তাহাদের হৃদয় বিচলিত না হইত, তবে তুর্কীগণ অশেষ চেষ্টা ও দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমে যুদ্ধে জয়ী হইলেও,

মাত্র ৪ দিনে কি মেলুনা পাশ হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে সক্ষম হইত? গ্রীক্ সৈন্যগণ ভয়ে এরূপ অভিভূত হইয়াছিল যে, সীমান্ত প্রদেশ পরিত্যাগের পর, সাহস পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল টুর্ণাভস্ নগরে বিশ্রাম লাভে সমর্থ হইল না; তাহারা নিরাশ হৃদয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে লারিসার দিকে পলায়ন করিল। লারিসা এরূপ সুদৃঢ় দুর্গবদ্ধ সুরক্ষিত নগর যে, তুর্কী সৈন্যগণ দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়াও সহজে উহা হস্তগত করিতে পারিতনা, যুদ্ধ কার্য্যে অনভ্যস্ত নাগরিকদিগের দ্বারাও অনেক সময় অনেক স্থলে এরূপ সুরক্ষিত নগর শত্রুপক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বীরত্বাভিমানী (?) গ্রীক্ সৈন্যগণ নগর রক্ষার্থ একটীমাত্র গুলি বর্ষণ না করিয়া, ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে একান্ত ক্ষিপ্তবৎ দাক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিল, সুতরাং মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশা এক প্রকার বিনা যুদ্ধেই থেসালি প্রদেশের অর্দ্ধাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। পার্ব্বত্য সামান্য আফ্রিদি পাঠানগণ, ক্রমাগত কয়েক মাস যাবৎ প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, জগত সমক্ষে আপনাদের বীর্য্যবত্তার পরিচয় প্রদান করিল, উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র বিহীন সুদানের খলিফায় সৈন্যগণ, ইংলণ্ড ও মিসরের সম্মিলিত সুশিক্ষিত, উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং খ্যাতনামা সেনাপতিবৃন্দ পরিচালিত বিশাল বাহিনীর সহিত কত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত

যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্য্যুদস্ত হইল; পাঠকগণ তাহা অবশ্যই অবগত আছেন। আর যে গ্রীকদিগের লম্ফ ঝম্পে বসুন্ধরা বিকম্পিত হইতেছিল, যাহারা কল্পনা বলে কনষ্টাণ্টিনোপলের রত্নসিংহাসন অধিকার করা অতি সহজ কার্য্য মনে করিয়াছিল; তাহারা বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামরিক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং ইউরোপীয় প্রণালীতে সুশিক্ষিত সেনাপতি বৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হইয়াও বিনা যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল? যাহাদের সাহায্যের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশীয় সহস্র সহস্র ভলেণ্টিয়ার সমর-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিল; তাহাদের নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় সহজে পলায়ন করা একদিকে যেমন লজ্জাজনক, পক্ষান্তরে সেইরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি? বীর্য্যবন্ত সিংহ সদৃশ অদ্ভুত পরাক্রমশালী তুর্কীদিগের হস্তে গ্রীকদিগের পরাজয় অনিবার্য্য ছিল, কিন্তু সে কার্য্য যে এত সহজে, এত অনায়াসে সম্পাদিত হইবে, একথা কেহ কল্পনায়ও মনে স্থান দেন নাই। গ্রীকদিগের কার্য্য কলাপ সম্পূর্ণ বালকোচিত চপলতা পূর্ণ ছিল। আত্ম-শক্তির পরিমাণ না বুঝিয়া যাহারা ভীষণ সমর-সাগরে ঝম্প প্রদান করে, তাহাদের ন্যায় অর্ব্বাচীন আর কোথায় আছে? যাহাহউক, গ্রীক্ সৈন্যদিগের পলায়ন কার্য্য তাহাদের সমগ্র সৈন্যদলের পক্ষে এক অতি ভয়ানক শোচনীয় ব্যাপার ছিল। কারণ, মূল গ্রীক্ সৈন্যদলের বামভাগে কর্ণেল এস্মোলেন্স্কির পরিচালনাধীনে যে এক ডিভিজান সৈন্য ছিল, ঐ সৈন্যদল এ যাবৎকাল 'রিউমিনি পাশে' এরূপ বিপুল বীরত্বের সহিত

যুদ্ধ করিতেছিল যে, গ্রীক্দিগের যে, মূল সৈন্যদল লারিসাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা যদি সাহস পূর্ব্বক তুর্কী সৈন্যদিগের সহিত কিয়ৎকাল যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে পারিত, তবে কর্ণেল এস্মোলেনিস্কির সৈন্যদলের পক্ষে তুর্কীদিগের পশ্চাৎভাগ দিয়া মেলুনা পাশের দিকে উপস্থিত হওয়া বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। এরূপ হইলে কেবল যে তুর্কী সৈন্যদিগের অগ্রসর হইবার পক্ষে প্রবল বাধা জন্মিত তাহা নহে; বরং তাহাদিগকে ঘোর বিপদাপন্ন হইতে হইত। একান্তপক্ষে ততটা না হইলেও, যদি কর্ণেল সাহেব স্বীয় অবস্থান-ভূমিতে আর কিয়ৎকাল তিষ্ঠিতে পরিতেন, তবেও তুর্কী সৈন্যদিগের পক্ষে সামান্য অসুবিধার কারণ ছিলনা। কিন্তু তুর্কী সৈন্যদিগের প্রচণ্ড গোলক ও গুলি বর্ষণে যখন মূল গ্রীক্ সৈন্যদল পশ্চাতে হটিতে আরম্ভ করিল, তখন যুদ্ধের আকারও অন্যরূপ ধারণ করিল। সুতরাং মহাবীর কর্ণেল এস্মোলেনিস্কিকে পলায়মান মূল সৈন্যদিগের ভীষণ গোলযোগ এবং উচ্ছৃ-ঙ্খল ভাব হইতে, স্বীয় সৈন্যদলকে রক্ষা করিবার উপায় বিধানে মনোযোগী হইতে হইল। বাস্তবিক এই কর্ণেল সাহেব একজন বীরপুরুষ ছিলেন। যখন উর্দ্ধতম কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে, ইঁহাকে সসৈন্যে পশ্চাতে হটিয়া যাইবার আদেশ পঁহোছিল, তখন তিনি সেই আদেশে ভ্রূক্ষেপও করিলেননা। কিন্তু দ্বিতীয় বার আদেশ পঁহুছিলে, তিনি আর অবাধ্যতাচরণ করিতে পারিলেননা। অগত্যা নিতান্ত সতর্ক-

তার সহিত সুশৃঙ্খলভাবে স্বীয় সৈন্যদলকে পশ্চাতে হটাইয়া আনিলেন। স্বয়ং গ্রীসের যুবরাজ ডিউক অব স্পার্টা, পলায়মান গ্রীক্ সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন, সুতরাং তাহাঁদের দেখা দেখি কর্ণেল এস্মোলনিস্কির অধীনস্থ সৈন্যগণেরও বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করা আশ্চর্য্যের বিষয় ছিলনা; কিন্তু কর্ণেল সাহেব নিতান্ত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও সমর নৈপুণ্য প্রভাবে স্বীয় সৈন্যদলকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিবার সুবিধা দেন নাই।

টুর্ণাভস্ বিজয সম্বন্ধে কাপ্তেন ওস্মান বে কর্ত্তৃক প্রেরিত টেলিগ্রাম——

২৪ শে এপ্রিল তারিখে, মার্শাল আদহাম পাশার এডিকং কাপ্তেন ওস্মান বে, সরকারী নিয়মে যে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম্ম এই——"নেশাত পাশার ডিভিজান, শত্রু-পক্ষকে কঠিনরূপ বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন। শত্রুদল 'মস্তুয়া' পাহাড়ে সামান্যরূপ যুদ্ধ করিয়া পলায়ন করে। যে সময় পাহাড়ের উপর অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত তুর্কী পতাকা বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছিল, তখন গ্রীক্‌সৈন্যগণ টুর্ণাভস্ হইতেও পলায়ন আরম্ভ করে। পলায়িত সৈন্যদলের কিয়দংশ 'সটিচেসার' আর কিয়দংশ লারিসায় গিয়া নিশ্বাস ফেলিয়াছে। পাঁচটার সময় নেশাত পাশা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য 'কুচ' আরম্ভ করেন; আর হাম্দি পাশার অধীনস্থ ডিভিজানের বাম বাহু বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ লাভ করে। নগরটী সম্পূর্ণ

ধ্বংসন্ন অবস্থায় পড়িয়াছিল। কতিপয় চলচ্ছক্তি বিরহিত বৃদ্ধ মনুষ্য ভিন্ন নগরে আর জন-মানবের অস্তিত্বমাত্রও দৃষ্ট হয় নাই। প্রচুর বাণিজ্য দ্রব্য, গৃহ-সজ্জার বিবিধ সরঞ্জাম (পর্য্যঙ্ক, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি), কতিপয় তোপ, বহুসংখ্যক রাইফল বন্দুক, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিবিধ যুদ্ধ সামগ্রী, প্রভৃত রসদ ও সৈনিক পরিচ্ছদাদি ওস্মানীয় সৈন্যদলের হস্তগত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কতিপয় গ্রীক্ সৈন্য বন্দী হইয়া হেড্ কোয়ার্টার আলাসোনায় প্রেরিত হইয়াছে। তুর্কী সৈন্যদিগের মধ্যে এরূপ অতিরিক্ত উত্তেজনা ও অনন্ত উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে যে, তাহারা যেন মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের নামে স্ব স্ব জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে সম্পূর্ণরূপে বদ্ধপরিকর। আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যগণ লারিসার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের যে সকল লোক (বিশেষতঃ সংবাদপত্রের যে সকল সংবাদদাতা) তুর্কী সৈন্যদলের সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহারা তুর্কীদিগের উচ্চ শ্রেণীর সৈনিক অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ততা, অদ্ভুত সামরিক শিক্ষা ও কার্য্যবত্তা দর্শনে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছেন। শান্তি স্থাপনের জন্য টুর্ণাভসের আশ পাশে কিয়ৎপরিমাণে সৈন্য সংস্থাপন করা হইয়াছে। বাজার সমূহে যথানিয়মে সৈনিক প্রহরী নিযুক্ত করা গিয়াছে। আমাদের দৃঢ় ভরসা যে, দয়াময় আল্লাহ তাঁহার অনুগ্রহে আগামী কল্য আমরা এতদপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য লাভে সমর্থ হইব।"

ইপাইরসস্থ প্রধান সেনাপতি জেনেরল আহ্মদ হফ্জি পাশার টেলিগ্রাম——

২৪ শে এপ্রিল তারিখে উপরোক্ত সেনাপতি মহোদয় নিম্ন লিখিত মর্ম্মে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন সমীপে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। "২৪ শে এপ্রিল তারিখে 'দিয়োজাঃ' নামক স্থানের যুদ্ধে এই ফল দাঁড়াইয়াছে যে, 'বেশ পুনর' দুর্গ দ্বিতীয় বার আমরা হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছি। ভয়ে গ্রীক্ সৈন্য-গণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। উহাদের ১০০ সৈন্য হত, ১৯ জন আহত এবং ১২ জন বন্দী হইয়াছে। আমাদের পক্ষে ৫০ জন সৈন্য শাহাদত প্রাপ্ত ও ৭৩ জন জন আহত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত দুইটী অশ্ব সাংঘাতিকরূপে আহত আর দুইটী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গ্রীক্ সেনাপতির অশ্ব ও বহুসংখ্যক গ্র্যাস রাইফল এবং বিস্তর যুদ্ধ সামগ্রী আমরা হস্তগত করিয়াছি।"

গ্রীক্ সেনাপতিগণ ও তাঁহাদের অবস্থান-স্থান——

গ্রীক্ যুদ্ধে উপস্থিত তুর্কী সেনাপতিদিগের নাম ও তাঁহা-দের অবস্থান-স্থানের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, এইক্ষণ গ্রীক্ সেনাপতিগণ ও তাঁহাদের অব-স্থান-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ করিতেছি।

গ্রীক্ সৈন্যদলের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি গ্রীসের যুবরাজ ডিউক অব স্পার্টা,; ইহার দ্বারা পরিচালিত মূল গ্রীক্ সৈন্যদল মেলুনাপাসে উপস্থিত ছিল। কর্ণেল এস্মোলনিস্কি—অবস্থান-স্থান ডুমাসি; কর্ণেল ডমোলোয়—অবস্থান-স্থান বুগাজী পাশ ও টুর্ণাভস্; কর্ণেল মাষ্ট্রাফ্—ম্যাটী, কর্ণেল মনয়্যাস—আর্টা, কর্ণেল ভেসাস্—ক্রীট্। ইহাদের মধ্যে, কর্ণেল এস্মোলনিস্কি ও কর্ণেল ভেসাস্ উপযুক্ত সেনাপতি ছিলেন।

তুর্কী অফিসারদিগের শিক্ষা ও দীক্ষা——

তুর্কী সেনাদলের প্রায় সমুদয় অফিসারই কনষ্টাণ্টিনোপলের সামরিক মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত। কেহ কেহ জর্ম্মাণ রাজধানী বার্লিনের সামরিক কালেজ হইতে শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ বিদ্যায় অতুলনীয় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। আবার বার্লিনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদিগের মধ্যে অধিকাংশই জর্ম্মেনীর সৈনিক বিভাগে কিয়ৎকাল অফিসাররূপে কার্য্য করিয়া অধিকতর পরিপক্কতা লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেক অফিসারই অন্যূন পাঁচটী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। কেহ আরবী, পারসী, তুর্কী, জর্ম্মাণ ও ফরাশিশ ভাষায়; কেহ আরবী, পারসী, তুর্কী, জর্ম্মাণ ও রুসীয় ভাষায়; আর কেহ বা আরবী, তুর্কী, ফরাশিশ, রুসীয় ও পারস্য ভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিতে এবং লিখিতে পড়িতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লারিসা বিজয় এবং গ্রীসের প্রধান সেনাপতি যুবরাজ ডিউক অব্ স্পার্টার পলায়ন (২৫শে এপ্রিল ১৮৯৭)—

পূর্ব্ববর্ত্তী যুদ্ধে, গ্রীক্‌গণ তুর্কী সৈন্যের বিপুল পরাক্রম দর্শনে বিষম ভীত হইয়া, লারিসার ন্যায় দুর্গ-বদ্ধ সুরক্ষিত নগরকেও বিনা বাক্যব্যয়ে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। গ্রীক্ সৈন্যগণ তাহাদের অবস্থান-স্থান সমূহে বহুসংখ্যক প্রস্তরময় আশ্রয়-প্রাচীর, এবং পর্ব্বত শৃঙ্গে বহুতর দুর্ভেদ্য মুরুচা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু পলায়ন কালে সে গুলিও অক্ষুণ্ণ ভাবে ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। বাস্তবিক তুর্কী সৈন্যগণ অগ্রসর হইবামাত্রই, গ্রীক্ সেনাদল শ্রেণী ভঙ্গ পূর্ব্বক দ্রুতভাবে পলায়ন আরম্ভ করিয়াছিল।

গ্রীক্‌গণ যে তুর্কীদিগের সম্মুখীন হইবে, সে শক্তি তাহাদের না থাকাতে অগত্যা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়; সুতরাং তুর্কীগণ বিনা বাধায় অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করে। বন্দুক, তরবারি, সঙ্গীণ, গুলি, টোটা এবং সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ সামগ্রী লারিসার পথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল। এমন কি, পলায়নের সুবিধার জন্য অনেক সিপাহি

আপনাদের বুট জুতাগুলি পর্য্যন্ত ফেলিয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অনেক গ্রীক্ সৈন্যের মৃতদেহ এরূপ বীভৎস অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছিল যে, তদ্দর্শনে লোকের মনে বড়ই কষ্টের সঞ্চার হইত। যাহাহউক, ক্রমাগত ৩ দিন ঘোর যুদ্ধের পর, তুর্কী সৈন্য লারিসার দিকে অগ্রসর হইল; এবং শহরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, শত্রুপক্ষের নগরে উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুভব-জন্য তত্রত্য দুর্গ সমূহের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের সেই গোলা বর্ষণের উত্তর কেহই দিলনা। কে উত্তর দিবে? সৈন্যগণ ত বহু পূর্ব্বেই নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। তুর্কীগণ যখন জানিতে পারিল শত্রুগণ নগরে উপস্থিত নাই, তখন তাহারা বিজয়ী বেশে মহোল্লাসে নগরে প্রবেশার্থ অগ্রসর হইল। দুই স্কোয়াড্রণ সৈন্য দ্রুত পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল; আর এক স্কোয়াড্রণ ক্রমাগত গুলি চালাইতে চালাইতে অগ্রবর্ত্তী হইল। যে পর্য্যন্ত উপরোক্ত দুই স্কোয়াড্রণ নগরাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ না করিল, তাবৎকাল সঙ্গীয় অপর স্কোয়াড্রণ সৈন্য, গুলি বর্ষণে বিরত হইল না। যাহাহউক, তুর্কী সৈন্য বিজয়োল্লাসে লারিসা নগরে প্রবেশ লাভ করিল; সঙ্গে সঙ্গে মহা সেনানী মার্শাল আদহাম পাশা নিজের এবং অধীনস্থ সৈন্যদিগের উপযুক্ততা, বীর্য্যবত্তা ও দৃঢ়তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমগ্র ইউরোপকে দেখাইবার সুযোগ লাভ করিলেন। বিনা বাধায় লারিসা নগর তদ্বানীয় সেনাদলের হস্তগত হওয়ায়, তুর্কী সেনাপতির অদ্ভুত

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং অতুলনীয় বিস্ময়কর সামরিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধান সেনাপতি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্য এরূপ বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা গ্রীকদিগের বিষদন্ত একেবারেই ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের আর মস্তকোত্তোলন করিবার শক্তি ছিল না। যুদ্ধ স্থানের যে সকল মানচিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছিল তাহা—এবং যে ভাবে, যে প্রণালীতে, সৈন্যপরিচালন, তোপ সংস্থাপন, শত্রুপক্ষের আক্রমণ ও তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণাদি কার্য্য সম্পাদন করা হয়, তৎসমুদয় ইউরোপীয় যুদ্ধ বিদ্যা বিশারদ রণপণ্ডিত দিগের সম্যক্ মনোনীত হইয়াছিল। তাঁহারা মার্শাল আদহাম পাশার সামরিক কার্য্যকলাপে অতি সামান্যমাত্র ত্রুটীও দেখাইতে পারেন নাই। যখন নিবিষ্টমনে এই সকল বিষয় চিন্তা করা যায় যে, আক্রমণকারীদিগের ৬টী বৃহৎ বৃহৎ ডিভিজান সৈন্যের প্রয়োজনীয় প্রভূত রসদ, বিপুল যুদ্ধ সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ, স্বপক্ষের আক্রমণ ও বিপক্ষের গতিরোধ প্রভৃতির প্রত্যেক বন্দোবস্ত একই ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত ছিল, অথচ সেই ব্যক্তি অসাধারণ দূরদর্শিতা, সুশৃঙ্খলা এবং কৃতকার্য্যতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তখন স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সেই ব্যক্তি—অর্থাৎ বীরেন্দ্র-কেশরী মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশা কিরূপ অসাধারণ শক্তিশালী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন অসীম সমর নিপুণ পুরুষ। তাঁহার সমশ্রেণীস্থ ইউরোপীয় প্রধান

প্রধান সেনাপতিগণ সম্ভবতঃ তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যকলাপ নিতান্ত সম্মানের চক্ষে দেখিয়াছেন। গ্রীকদিগের লারিসা ত্যাগ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা তুর্কী সৈন্যের নগর প্রবেশের পূর্ব্বেই ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিতান্ত ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছিল। এক্ষণে সেই দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া, বা তাহাদিগকে, চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া বধ করা, তুর্কী জাতির আত্ম-সম্মান ও আত্ম গৌরবের বিপরীত কার্য্য ছিল। গ্রীকদিগের এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশার সহিত পলায়ন ব্যাপারে তুর্কীদিগের হৃদয়ে স্বতঃই করুণার সঞ্চার হইয়াছিল। ঈদৃশ কাপুরুষ শত্রুর প্রতি অতিরিক্ত বীরত্ব প্রকাশও কতকটা কাপুরুষতার লক্ষণ। তোপ, বন্দুক, গোলা, বারুদ, যুদ্ধ শকট, মেগ্নেজিন, বিস্কুট, সার্ডিন ও ব্রাণ্ডি সরাপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তুর্কী সৈন্যের হস্তগত হইয়াছিল। গ্রীকদিগের পরিত্যক্ত ব্রাণ্ডি স্রোত্র সাগর দর্শনে একজন তুর্কী অফিসার ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "বোধ হয়, গ্রীকদিগের জীবন ধারণের জন্য ব্রাণ্ডির ব্যবহার, জল অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে কার্য্যকরী।" গ্রীক্ যুবরাজ হিজ্ রয়েল হাইনেস, ডিউক্ অব্ স্পার্টা, ২৯শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ২ টার সময়—(তুর্কী সৈন্যদিগের লারিসায় পঁহুছিবার পূর্ব্বদিন) এরূপ শশব্যস্ত ও ভীত হইয়া পলায়ন করেন যে, স্বীয় তাম্বু ও বস্ত্রাবাস——এমনকি, পরিধেয় বস্ত্রাদি (সম্ভবতঃ পাদুকা পর্য্যন্ত ও) ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হন। কিন্তু তোপ

বিলাসের সমুদায় সামগ্রীই সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। রেল গাড়ী হইতে স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, কাবাবের জন্য জীবিত বত্ ও মোরগাবি পাখী উহাতে প্রচুর পরিমাণে পোরা হইয়াছিল। এই সকল পাখীর কাবাব না হইলে সুরা পানে প্রকৃত সুখানুভব হয়না। যে জাতি সুরা দেবীর এরূপ উপাসক, পক্ষান্তরে বিষম ভোগ বিলাসানুরক্ত—তাহারা সর্ব্ব প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার-বিবর্জ্জিত নিয়মিত সামান্য খাদ্য-দ্রব্যে পরিপুষ্ট, অসম সাহসিক তুর্কী সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে কিরূপে সমকক্ষতা লাভ করিবে? যাহাহউক, প্রধান সেনাপতি যুবরাজ ও তাঁহার পারিষদগণ তুর্কী সৈন্যদিগের আগমন-ভয়ে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আর অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব করিলেই, অগ্রগামী তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া, নিশ্চয় ইহাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিত। মহাবীর অদিহাম পাশারও ইহাই উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াতে তিনি নিতান্ত আক্ষেপ করিয়া রহিয়াগেলেন।

রেলওয়ের সমস্ত সরঞ্জাম অর্থাৎ এঞ্জিন ও শকটাদি অতি সত্বরতার সহিত ভোলো বন্দরে প্রেরণ করা হইল। গ্রীকগণ ঐ সমস্ত সুবিধানুসারে স্থানান্তরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। লারিসা নগরের মুসলমান অধিবাসিদিগের সহিত গ্রীক্ সৈন্যগণ এরূপ ঘৃণিত ও নির্দ্দয় ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল যে, তাহারা তুর্কী সৈন্যের আগমনের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর

ন্যায় গৃহবদ্ধ হইয়াছিল; তাঁহারা ঐ কয়েকদিন গ্রীক্‌দিগের ভয়ে রাস্তায় বাহির হইতে সাহস পায় নাই; অনেকের প্রাণ-নাশের আশঙ্কা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পাঠকগণ একবার খেয়াল করুন, তুর্কীগণ পরাজিত শত্রুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন; আর খৃষ্টানাধম গ্রীক্‌গণ আপনাদের মুসলমান প্রজা-মণ্ডলীর প্রতি কিরূপ পশ্বোচিত আচরণ করিয়াছে। গ্রীক্‌গণ পলায়নের পূর্ব্বে নগরের দোকান পাট সমস্ত লুণ্ঠন করিয়াছিল; আর ২০০ দুইশত দুর্ব্বৃত্ত কয়েদীকে জেলখানা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তদ্ব্যতীত ২০০০ দুই সহস্র নামজাদা গুণ্ডা বদমাএসকে অস্ত্র শস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক নগরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, উহারা প্রথমেই নগরে অগ্নি প্রদানের চেষ্টা করে, এবং ইতস্ততঃ গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। তৎপর নগরবাসিদিগের প্রতি আরও নানা প্রকার অত্যাচার করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। গ্রীক্‌দিগের পলায়ন ব্যাপার দর্শন জন্য নগরের বহুসংখ্যক মুসলমান অধিবাসী এক স্থানে সমবেত হওয়াতে, দুর্ব্বৃত্ত গ্রীক্ সৈন্যগণ তাহাদের প্রতি গুলি বর্ষণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তুর্কী সৈন্যগণ নগরে পঁহুছিবামাত্র এই সকল গোলযোগের অবসান হয়। বাস্তবিক এই বাহাদুর সৈন্যগণ নগরের অবশিষ্ট অধিবাসিদিগের সহিত এরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিল যে, "তদ্দ্বারা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইয়াছিল,—তুর্কী সৈন্যগণ লারিসা নগরে হিতৈষী বন্ধুবেশে প্রবেশ করিয়াছে। বিজয়ী সৈন্যগণ কোনও বিজিত

নগরে যে ভাবে প্রবেশ করে, ইহারা সেরূপ সংহারক মূর্ত্তিতে প্রবেশ করে নাই।

লারিসার প্রত্যেক বাজারের মোড়ে, প্রত্যেক বড় বড় দোকান ও বড়ঃ বড় বাটীর সম্মুখে, প্রত্যেক গির্জ্জা ও ধর্ম্ম-মন্দিরের দ্বারদেশে, এবং রাজপথের স্থানে স্থানে প্রহরী স্বরূপ তুর্কী সৈন্য স্থাপিত হইল। উদ্দেশ্য, পলায়িত অধিবাসিগণ যে সকল দ্রব্য নিতান্ত অসাবধানতার সহিত ইতস্ততঃ ফেলিয়া গিয়াছে, তাহার কোনওরূপ ক্ষতি না হইতে পারে। সাধারণ গ্রীকগণ অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধে যোগদান করে নাই, তাহাদের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও কঠোরতা প্রকাশ করা হয় নাই। তুর্কীদিগের ঈদৃশ সদয় ও সরল ব্যবহারের কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হওয়াতে, ঐ দিনই নগরের বাজার সমূহে ও রাজপথে লোকের চলাচল আরম্ভ হয়; মৃত নগরী যেন ধীরেং সজীবতা প্রাপ্ত হইতে থাকে।

তুর্কী সৈন্যদিগেব লাবিসা নগরে প্রবেশ ও স্থানীয় মুসল-মানগণ কর্ত্তৃক তাহাদেব অভ্যর্থনা——

বেলা দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত তুর্কীদিগের অগ্রগামী অশ্বারোহী সৈন্যদল মাত্র নগরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সন্ধ্যার সময় পর্য্যন্ত পদাতি সৈন্যদলও নগর-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ সময়ের দৃশ্য বড়ই করুণরসাত্মক ও চিত্তবিমুগ্ধকর ছিল।

লারিসার মুসলমান অধিবাসিগণ আজি আনন্দে উৎফুল্ল। তাহাদের নির্জ্জীব দেহে যেন প্রাণের সঞ্চার হইল। তুর্কী

সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করিবামাত্র স্থানীয় মুসলমান অধিবাসিগণ, মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের মঙ্গল কামনা এবং সৈন্যদিগকে অভিবাদন ও দৃঢ় আলিঙ্গন করণ-জন্য, গৃহ হইতে দলে দলে বাহির হইয়া আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তৎকালীন আনন্দের উচ্ছ্বাস, ভাষায় ব্যক্ত করিবার যো নাই। পুলকে অনেকের গণ্ডদেশ দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল। যুগ যুগান্তর পরে কোনও প্রবাসী ব্যক্তি স্বীয় পিতা, মাতা, ভ্রাতা বা স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গের দর্শনলাভ করিয়া যেরূপ অনুপম আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হয়, আজ লারিসার মুসলমান অধিবাসিদিগের অবিকল সেই অবস্থা। সে করুণ রসাত্মক অতুলনীয় স্বর্গীয় দৃশ্য যিনি একবার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তিনি ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেননা। লারিসাবাসিগণ প্রত্যেকে, তুর্কী সৈন্যদিগের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক দৃঢভাবে আলিঙ্গন করিতেছেন, অভিবাদন করিতেছেন, পরস্পরের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মুখে কাহারও আনন্দ ধরেনা; উল্লাসে হৃদয় স্ফীত, দেহ যেন নৃত্য করিতেছে। কোনও বিবাহের বরযাত্রী সদলবলে, পাত্রীপক্ষের গৃহে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য লোকেরা নবাগত অতিথিদিগকে যেরূপ আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করে, লারিসার মুসলমানগণ বিজয়ী তুর্কী সৈন্যদিগকে আজ সেইভাবে গ্রহণ করিলেন। তাহারা প্রত্যেক তুর্কী-টুপী মণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রেমালিঙ্গন না করিয়া নিষ্কৃতি দান করেন নাই। এমনকি, একজন ইংরেজ সংবাদ-

দাতাকেও তুর্কী জ্ঞানে, তাঁহার উভয় গণ্ডদেশ চুম্বন করিয়াছিলেন। কারণ উক্ত সংবাদদাতা, মস্তকে তুর্কী টুপি ধারণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদদাতা আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য, যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই তুর্কী সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। মুসলমানগণ তুর্কী সৈন্যদিগকে কাফিখানায় লইয়া গিয়া, পরম যত্নের সহিত কাফি পান করাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তুর্কী সৈন্যগণও আজ তাহাদের সম ধর্ম্মাবলম্বী বহুসংখ্যক ভ্রাতাকে একত্রে পাইয়া আনন্দে অধৈর্য্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সেই হর্ষোৎফুল্ল বদন-মণ্ডলে একটু একটু বিষাদের ছায়াও প্রকটিত ছিল। কারণ, গ্রীকগণ পলায়ন করাতে, একটী বৃহৎ সম্মুখ যুদ্ধে তাহাদিগের বীরত্ব প্রকাশের সুবিধা ঘটিলনা। তাহারা একটী ভীষণ সম্মুখ যুদ্ধে গ্রীক্‌দিগকে সর্ব্বতোভাবে বিধ্বস্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, গ্রীক্‌দিগের পলায়নে সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত না হওয়াই এই বিষাদের কারণ। যাহাহউক, যুদ্ধ না হওয়াতে তুর্কী সৈন্যগণ যে বিফল মনোরথ হইয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাহাদের হৃদয়ে যেন নূতন বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবেশ লাভ করিল, তাহাদের হৃদয় দ্বিগুণ উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। মহাবীর আদহাম পাশা হইতে সামান্য সৈনিকগণ পর্য্যন্ত সকলেই বলিতেছিলেন, গ্রীকগণ কি কেবলমাত্র পলায়ন করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল ?

লারিসা নগরে প্রবেশ করিবার পর, তুর্কীদিগের দ্বারা তথায় সুশৃঙ্খলা বিধান ও শান্তি স্থাপন——

কোনও সৈন্যদল শত্রুপক্ষের উপর জয়লাভ করিয়া, বিজয়ী বেশে শত্রুর নগরে প্রবেশ করতঃ তথায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ধন-রত্ন, মূল্যবান্ সামগ্রী-সম্ভার, প্রভূত খাদ্য দ্রব্য হস্তগত করা স্বত্বেও উহা লুণ্ঠনে বিরত থাকা, সামরিক জগতে এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়কর ব্যাপার। কিরূপে বিজিত নগরে এত সহজে শান্তি স্থাপিত হইল, সৈন্যগণ লুণ্ঠনকার্য্য হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিল, ইহা বাস্তবিক চিন্তার বিষয়। তুর্কী সৈন্যগণ থেসালির রাজধানী পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন লারিসা নগরে প্রবেশ করিয়া যেরূপ উদারতা ও ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিল, জগতে তাহার উদাহরণ বিরল। বিজয়ী সৈন্যদিগকে বিজিতের প্রতি কোথাও এরূপ সদয় ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। তুর্কীদিগের লারিসা প্রবেশ ব্যাপারে কেহই বলিতে পারে নাই যে, কোনও বিজয়ী সৈন্যদল নগরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। সেনাপতিগণ ও সৈনিক অফিসারগণ স্ব স্ব অধীনস্থ সৈন্যদিগকে এরূপ আয়ত্তে রাখিয়াছিলেন যে, কোনও বিষয়েই তাহারা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই; এতদ্দ্বারা সাধারণতঃ মুসলমান জাতির এবং প্রধানতঃ তুর্কী জাতির উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা উজ্জ্বল ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। "জেতার" হৃদয়ে সাধারণতঃ যেরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তুর্কীদিগের হৃদয়ে তাহার

বিন্দু বিসর্গও যেন স্থান লাভ করিতে পারে নাই। কি শত্রুপক্ষ, কি মিত্রপক্ষ, সকলের নিকট ইহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তুর্কীগণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বমাত্ররূপও বাড়াবাড়ি করে নাই। বিজয়-মদে মত্ত হইয়া তাঁহারা এমন কোন অনুষ্ঠান করে নাই—যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও দাম্ভিকতা প্রকাশ পাইতে পারে। জিত ও জেতার সম্বন্ধ এখানে যেন একেবারেই স্থান লাভ করে নাই। ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র সমূহের বহুসংখ্যক সংবাদদাতা, নগরের প্রতি রাস্তা ও প্রতিপল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন; কিন্তু কেহ কোথাও কোনরূপ অশান্তি বা অত্যাচারের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই। পক্ষান্তরে মহা সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন ইংরেজ সৈন্যদলের মধ্যেও নানা প্রকার অবাধ্যতা এবং গোলযোগ সতত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যদিও তুর্কী সৈন্যদিগের দ্বারা দুই একটী সামান্য অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষরূপ দৃঢ়তা ও কঠোরতার সহিত তাহার নিরাকরণ করিয়াছিলেন। দুইজন সৈন্য একটী গৃহে অগ্নি প্রদান কালে ধৃত হইয়াছিল; কোর্টমার্শালের বিচারে, বন্দুকের গুলিতে তাহাদের প্রাণ নাশের আদেশ হয়; পরে অনেক বিবেচনার পর, মৃত্যুদণ্ড অন্য প্রকার কঠিন দণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিংশতি জন সৈন্য সামান্য সামান্য অপরাধে ধৃত হইয়া বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হয়। তুর্কীদিগের নগর প্রবেশের পর হইতে সমগ্র নগরে শান্তি

বিরাজ করিতেছিল। রসদাগারে রসদ পূর্ণ ছিল, তৎসম্বন্ধেও উল্লেখযোগ্য কোন অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। তুর্কী-দিগের উদার ব্যবহারে নির্ভয় হইয়া, অধিবাসিগণ তাড়াতাড়ি দোকান পাট খুলিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় গ্রীক্‌দিগকে তুর্কী টুপী ব্যবহারে নিতান্ত আগ্রহান্বিত দৃষ্ট হইয়াছিল। তুর্কীদিগের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে সহানুভূতি লাভ করাই এরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল, সন্দেহ নাই। সরকারী ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য স্থানে যে সকল নগদ টাকা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সিন্দুকে তালকবদ্ধ করিয়া, শাস্ত্রীদিগের প্রহরী-তায় অতি সতর্কে রক্ষিত হইয়াছিল।

তুর্কীদিগের লাবিসায় প্রবেশের পূর্ব্বে, গ্রীক্‌গণ কর্ত্তৃক তত্রত্য অধিবাসিদিগের প্রতি দারুণ উৎপীড়ন——

পরম দয়াময় আল্লাহতালা এই পৃথিবীতে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন সম্প্রদায়ের লোকের অন্তঃকরণ দয়া, সৌজন্য ও সাধুতায় পরিপূর্ণ করিয়াছেন——তাহারা পরম শত্রুর প্রতিও প্রাণান্তে উৎপীড়ন করিতে পারেনা। পক্ষান্তরে আবার কতকগুলি লোক এরূপ সৃজন করিয়াছেন যে, যাহাদের হৃদয়ে দয়া মায়া, সৌজন্য ও সাধুতার নাম মাত্রও নাই। তাহারা দারুণ নির্দ্দয় ও অত্যাচারী। এই শ্রেণীর লোকেরা শত্রুপক্ষ দূরে

থাকুক, আপনাদের পরম হিতৈষী বন্ধু বা অনুগত লোকদিগের প্রতিও অত্যাচারের বজ্রদণ্ড প্রহার করিতে কুণ্ঠিত হয়না। তুর্কীগণ বিজয়ী শত্রু হইয়াও গ্রীক্ প্রজা সাধারণের প্রতি সামান্য অত্যাচার করেন নাই; কিন্তু উন্নত চেতা এবং জগতের আদর্শ স্থানীয় (?) গ্রীক্ জাতি আপনাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রজা পুঞ্জের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান করত, স্বীয় গৌরবান্বিত নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তুর্কী সৈন্য কর্ত্তৃক লারিসা নগর অধিকৃত হইবার ৩ দিন পূর্ব্ব হইতেই, গ্রীক্‌গণ তত্রত্য বাজার ও দোকান সমূহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। কোন কোন দুর্ব্বৃত্ত নরপিশাচ, অবলা স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাশীলতার হানি এবং স্থান বিশেষে তাহাদের সতীত্ব রত্ন অপহরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। ঈদৃশ পাশব উৎপীড়ন হইতে তাহাদের সমধর্ম্মাবলম্বী খৃষ্টান প্রজাগণও নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। যেখানে স্বধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি এরূপ পৈশাচিক অনুষ্ঠান করিয়াছে, সে স্থানে পরম শত্রুস্থানীয় মুসলমান প্রজাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা পাঠকগণ অতি সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। থেসালি প্রদেশ ক্রমাগত কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত ওস্‌মানীয় সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে থাকাতে, তথায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অনেক ছিল। যখন উহা তুরস্কের অধিকারচ্যুত হইয়া গ্রীক্ দিগের অধিকার ভুক্ত হয়, তখন অনেক মুসলমান ওস্‌মানীয় অধিকারে চলিয়া যাওয়াতেও, এতাবৎকাল তথায় বহুসংখ্যক মুসলমান বসবাস

করিয়া আসিতেছিলেন। বিশেষতঃ লারিসা নগরে মুসলমান অধিবাসীরই সংখ্যা অধিক। যদিও তাহাদের দেহের অবস্থান গ্রীক্ অধিকারে ছিল, কিন্তু হৃদয় সর্ব্বদাই মহামান্য আমিরুল মুমেনিন-খলিফাতুল মুস্‌লেমিন-সুলতানল্ আজমের হিত কামনা করিত। উপস্থিত ক্ষেত্রে এই সকল নিরুপায় মুসলমান, গ্রীক্‌দিগের দ্বারা পদে পদে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে কোনও কোনও ইউরোপীয় সংবাদপত্রের সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত খৃষ্টান সংবাদদাতা স্পষ্টরূপেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাজার ও নগরের রাস্তা সমূহে এই বেচারাদিগের (মুসলমান-দিগের) যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গ্রীকগণ কাহারও মস্তকে তুর্কী টুপী দেখিলে, তৎক্ষণাৎ উহা খুলিয়া লইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিত। উন্মত্তবৎ গ্রীক্‌গণ ক্রোধে অন্ধ হইয়া, মুসলমানদিগের জাতীয় গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ টুপীগুলিকে পদতলে মর্দ্দিত করিত। ইতি পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, গ্রীকগণ লারিসা হইতে রেলগাড়ী যোগে ভোলো অভিমুখে পলায়ন কালে, স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের হস্ত পদ ধারণ পূর্ব্বক, গাড়ী হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল; কর্ম্মচারী ও সৈন্যদিগের পরস্পরের মধ্যে গুলি চলিয়াছিল; বাহুল্য বিবেচনায় এতৎসম্বন্ধীয় সমগ্র ঘটনা লিপি-বদ্ধ করিতে বিরত হইলাম। পাঠকগণ এই সকল কার্য্য কলাপ দ্বারা গ্রীক্ জাতির নৈতিক অবস্থা অনুমান করিয়া লইবেন।

তুর্কী সৈন্য——

ইংলণ্ডীয় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র মর্ণিংপোষ্টের সংবাদদাতা শুধু তুর্কী সৈন্যদিগের প্রশংসা-সূচক একটী খাস টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত টেলিগ্রামের মর্ম্ম এই——"উঁহারা নিতান্ত শিষ্ট শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতি বিশিষ্ট সৈন্যগণ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ প্রাপ্তি মাত্র, বিনা বাক্যব্যয়ে, নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্ক চিত্তে সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অতি দ্রুত গমনশীল না হইলেও তাহাদের সাহস এবং বীর্য্যবত্তা যেন প্রত্যেক পাদ-বিক্ষেপেই প্রমাণিত করে।" সংবাদদাতা পুনরায় লিখিয়াছেন; "আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক আহত ও মৃতপ্রায় তুর্কী সৈন্য দেখিয়াছি, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে যন্ত্রণা ব্যঞ্জক 'উহু' বা 'আহা' শব্দও শুনিতে পাই নাই। তাহাদের সুশিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বাহুল্য মাত্র। কোন সম্প্রদায়ই উপযুক্ত সুশিক্ষা ব্যতীত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেনা। উঁহারা বন্দী গ্রীক্ সৈন্য (যাহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০০ শত ছিল) দিগের দেহ স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই, বরং নিতান্ত যত্ন ও সুবন্দোবস্তের সহিত তাহাদিগকে "এলাসোনা" নগরে প্রেরণ করিয়াছিল। আশা করা যায়, উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে, এই বন্দী সৈন্যদিগকে তুর্কীগণ অক্ষত শরীরে নিষ্কৃতি দান করিবে।

ডেইলি মেইলের সুবিজ্ঞ সংবাদদাতা মিঃ জি, ডব্লিউ, ষ্টিভেন্স কর্তৃক মার্শাল আদহাম পাশাকে ধন্যবাদ——

২৫ শে এপ্রিল রবিবার অতি প্রত্যুষে উপরোক্ত সংবাদদাতা, মহাসেনানী মার্শাল আদহাম পাশার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া, তাঁহাকে একটী পরিত্যক্ত গ্রীক্ শিবিরে উপবিষ্ট দেখিতে পান। সংবাদদাতা সেনাপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই বলিলেন, "উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং কর্ত্তব্য শেষ।" তাদৃশ গৌরবান্বিত কৃতকার্য্যতায়ও সেনাপতির মুখ হইতে কোনও রূপ গর্ব্ব বা আত্ম-শ্লাঘা সূচক বাক্য বিনিঃসৃত হইল না। সংবাদদাতা পুনরায় ফরাশিশ ভাষায় বলিলেন, গ্রীক্দিগের এইরূপ ভাবে পলায়ন করিবার কারণ আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ তাহাদের অবস্থানীয় প্রাকৃতিক রূপে সুরক্ষিত মুরুচা গুলি——যাহার দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য উহারা অনেক সময় ও বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছিল, তাহা এত সহজে পরিত্যাগ করা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। আদহাম পাশা ধীরভাবে এই মাত্র বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, এবং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলাম; কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না, গ্রীক্গণ কেন বিনাযুদ্ধে পলায়ন তৎপর হইল। আমাকে একজন্য আক্ষেপ হইতেছে যে, উহারা বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রস্থান করিয়াছে। যদি আর ৬ ছয় ঘণ্টা সময় অপেক্ষা করিত, তাহা হইলে আমি উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতাম।"

সংবাদদাতা মহাশয় লিখিতেছেন যে, ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতি বিশিষ্ট অল্পভাষী আবদহাম পাশার পক্ষে ইহাই যেন লম্বা চওড়া বক্তৃতা ছিল; কারণ তিনি কার্য্য করিবার লোক ছিলেন, বাক্যবাগীশ ছিলেন না; তিনি গ্রীকদিগকে ফাঁসাইবার জন্ম যে জাল পাতিয়াছিলেন; উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করাতে, তাঁহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি এই অকৃতকার্য্যতার সম্বন্ধে নিতান্ত সরলভাবে, স্বীয় অধীনস্থ আল্‌-বেনীয় সৈন্যদলের নিন্দা (শেকায়েত) করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, কুচ করিবার সময় উহাদের গান করিবার কু-অভ্যাসটী বড়ই বলবৎ; সে অভ্যাস উহারা কিছুতেই পরি-ত্যাগ করিতে পারেনা। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আমার আদে-শানুসারে যখন উহাদের ৬ ছয় পল্টন সৈন্য, গ্রীকদিগের সম্মুখভাগে অগ্রসর হইয়া, উহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিবার উদ্দেশ্যে একটী গ্রামাভিমুখে কুচ করিয়াছিল, তখন উহারা আপনাদের চিরন্তন অভ্যাসানুসারে উচ্চৈস্বরে গান আরম্ভ করে। একজন গ্রীক্ ধর্ম্মযাজক (পাদ্‌রি) উহাদের সেই সঙ্গীতধ্বনী শুনিতে পাইয়া, গ্রীক্ সেনাপতি দিগকে যথা সময় সংবাদ প্রদান করেন। নচেৎ গ্রীক্ যুবরাজ (ডিউক্ অব্ স্পার্টা) এসময় আমার সঙ্গে একত্রে একই টেবিলে আহার করিতেন (অর্থাৎ আমার বন্দী হইতেন); এই কথা বলিয়া তিনি আক্ষেপের (আফ্‌সোসের) সহিত মস্তক নাড়িলেন; তৎপর আমিও চলিয়া আসিলাম।

২৬ শে এপ্রিলের ঘটনা, এবং সমগ্র সুলতানী সৈন্য ও তোপখানার লারিসায় প্রবেশ——

কর্ণেল সয়ফুল্লা বের (পরে সয়ফুল্লা পাশা বা সফুতল পাশা,) টেলিগ্রামে জানা যায় যে, সোমবার দিন প্রত্যুষ সময় তোপখানার দুইটী ব্যাটারী, টুর্ণাভস্ হইয়া লারিসাভিমুখে রওয়ানা হয়। যখন এই সৈন্যগণ লারিসায় পঁহুছিল, তখন গ্রীক্ কর্ত্তৃপক্ষদিগের দ্বারা বিমুক্ত দুর্দ্দান্ত কয়েদীগণ ১৫ মিনিট কাল বন্দুক ছুড়িয়াছিল। তুর্কী সৈন্যগণ এই গোলা বৃষ্টির প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, দুর্ব্বার তেজে শহরে প্রবিষ্ট হইল। নগরের মুসলমান অধিবাসী এবং স্বল্পসংখ্যক খৃষ্টান ও য়িহুদীগণ আসিয়া বিজয়ী সৈন্যদিগের মঙ্গল কামনা ও জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইহার পর মুসলমান, খৃষ্টান ও য়িহুদীগণ সম্মিলিত হইয়া, 'কনাক' মহলের চকে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন— সুলতান-উল্-আজমের দীর্ঘ জীবন ও রাজ প্রতাপ বৃদ্ধির জন্য পরম দয়াময় আল্লাহ তালার সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহারা অতি উচ্চৈঃস্বরে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া "আল্লাহ তালা মহামান্য সুলতানকে দীর্ঘকাল কুশলে জীবিত রাখুন" এই শব্দ ৩ বার গভীর বজ্র-নির্ঘোষে উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত হন। অতঃপর জেনেরল হাকি পাশার ডিভিজান অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল;' আর জেনেরল নেশাত পাশার অধীনস্থ ডিভিজনে টুর্ণাভসের চতুর্দ্দিকে শান্তি স্থাপন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল।

মার্শাল আদহাম পাশা কর্ত্তৃক প্রেরিত টেলিগ্রাম——

২৫ শে এপ্রিল রবিবার দিন, তুর্কী সৈন্যের কম্যাণ্ডার ইন্-চিফ্ মাননীয় মার্শাল আদহাম পাশা, ওসমানীয় গবর্ণমেণ্ট (বাবে-আলি) সমীপে যে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই——"আমাদিগের অগ্রগামী সৈন্যগণ দীয়াময় আল্লাহতাআলার ফজল ও করমে এবং মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের সৌভাগ্য বলে 'লারিসা' নগর অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।"

মার্শাল আদহাম পাশা ও তদধীনস্থ সেনাপতিদিগকে মহামান্য সুলতান কর্ত্তৃক সম্মান সূচক পতাকাদি প্রেরণ—

২৫ শে এপ্রিল তরিখে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন, বিজয়ী সেনাপতি মার্শাল আদহাম পাশা ও তদধীনস্থ সেনাপতিদিগকে নিম্ন লিখিত মর্ম্মে প্রশংসা-লিপি ও তৎসহ সম্মান-সূচক পতাকাদি প্রেরণ করেন। "আলাসোনাস্থ ওসমানীয় সৈন্যদলের কমাণ্ডার ইন্‌চিফ্ মার্শাল আদহাম পাশাকে তাঁহার অসাধারণ বীর্য্যবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, স্বজাতি হিতৈষণা ও সাম্রাজ্যের প্রকৃত হিতকামী বলিয়া, উচ্চ সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ 'এমতেয়াযের' নিশান প্রদত্ত হইল। আর স্বজাতির গৌরব রক্ষাকার্য্যে প্রাণপণ চেষ্টা, অদ্ভুত বীরত্ব ও সংগ্রাম নৈপুণ্য এবং বিশ্বস্তভাবে রাজকীয় পরিচর্য্যার পুরস্কার স্বরূপ, গ্রীক্ যুদ্ধে ব্যাপৃত

ওস্মানীয় সৈন্যদলের প্রথম ডিভিজানের কমাণ্ডার জেনেরল খাএরী পাশা, দ্বিতীয় ডিভিজানের কমাণ্ডার জেনেরল নেশাত পাশা, তৃতীয় ডিভিজানের কমাণ্ডার জেনেরল মমদুহ্ পাশা, চতুর্থ ডিভিজানের কমাণ্ডার জেনেরল হায়দর পাশা, পঞ্চম ডিভিজানের কমাণ্ডার জেনেরল হাকি পাশা ও ষষ্ঠ ডিভিজানের কমাণ্ডার জেনেরল হাম্দি পাশাকে ওস্মানী নিশান প্রদত্ত হইল।

ওস্মানীয় কমাণ্ডার ইন্‌চিফ্ মার্শাল আদহাম পাশার লারিসায় প্রবেশ——

২৭ শে এপ্রিল মঙ্গলবার দিবস, বিপুল ওস্মানীয় সৈন্যদল, আপনাদের সর্ব্বজন-প্রিয় সেনাপতি মার্শাল আদহাম পাশাকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া, মহা আড়ম্বর সহকারে লারিসা নগরে প্রবেশ করিল। যদিও তুর্কীদিগের পক্ষে ইহা এক মহা গৌরব জনক ব্যাপার ছিল, তথাপি মহাসেনানী মার্শাল আদহাম পাশা, সৈন্যদিগকে আনন্দ ধ্বনী বা প্রকাশ্যভাবে হর্ষ প্রকাশ করিতে একেবারে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং গৌরবান্বিত বিজয়শ্রীর অধিকারী হইয়া ও তুর্কীগণ নীরবে ধীরভাবে লারিসা নগরে প্রবেশ করিল। মহা তেজস্বী ষ্টাফ্ অফিসার সয়ফুল্লা পাশা, ও তুর্কী সৈন্যের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল গ্রোম্পকাফ্ পাশা (জর্ম্মান) অশ্বারোহী সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে-ছিলেন; তাঁহারা যখন নগর-সান্নিধ্যস্থ সেতু পার হইবার

উপক্রম করিলেন, তখন স্থানীয় মুসলমান অধিবাসিগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনারা অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত হউন, কারণ গ্রীক্‌গণ পুলের নিম্নে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তাহাতে প্রভূত বারুদ পূরিয়া রাখিয়াছে; হঠাৎ অগ্নি সংযোগে মহা অনর্থপাত ঘটাইবে।" তাদৃশ মহা তেজস্বী ও বিজয়মদে প্রমত্ত অফিসারগণ, সে কথায় কর্ণপাত করিবেন কেন? এমন সুখের সময়, এমন গৌরব লাভের সময় তাঁহারা কি মৃত্যু ভয়ে ভীত হইতে পারেন? উৎসাহের প্রবল বন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং কোনও কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া, অতি দ্রুতবেগে অশ্ব প্রধাবিত করতঃ সেই ভয়ঙ্কর স্থান পার হইয়া আসিলেন; এবং দেখিতে দেখিতে গৌরবের উচ্চ মুকুট শিরে ধারণ করিয়া থেসালির রাজধানী লারিসা নগরে প্রবেশ করিলেন। গ্রোম্প কাফ্ পাশা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুলের উপর মহাবীর আদহাম পাশাকে যুদ্ধ বিজয় সম্বন্ধে ধন্যবাদ প্রদান করেন। মুসলমান প্রজাগণ বড়ই উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে, নগরের বাহিরে গিয়া মহাসেনানীকে অভ্যর্থনা করিলেন। যখন সমগ্র ওসমানীয় সৈন্যদল নগরের রাস্তাপথ দিয়া শ্রেণীবদ্ধ রূপে গমন করিতে লাগিল, তখন নগরবাসিগণ হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে মহাসম্মান সহকারে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিল। কিন্তু এত আনন্দোচ্ছ্বাস সত্বেও কোনও রূপ গোলমাল বা শোর শারু ছিলনা; নীরবে ধীরভাবে সকল কার্য্য সম্পাদন করা হইতেছিল।

মহাসেনানী আদহাম পাশা 'কনাক' নামক রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে গিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। ঐ সময় ওস্মানীয় সমুদয় সেনাপতি ও সৈনিক অফিসারগণ আসিয়া ধীরভাবে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। গ্রীসের প্রধান সেনাপতি ক্রাউনপ্রিন্স অর্থাৎ ডিউক অব্ স্পার্টা এই কনাক প্রাসাদেই অবস্থিতি করিতেছিলেন; এজন্য উল্লিখিত সুন্দর প্রাসাদটী রাজকীয় ধরণে সুসজ্জিত ও সর্ব্ব প্রকার প্রয়োজনীয় মূল্যবান্ আস্বাবে পরিপূর্ণ ছিল। টেবিল ও আলমারী সমূহ, অসংখ্য প্রকারের বিলাস সামগ্রীতে ভরপূর দৃষ্ট হইল। ব্রাণ্ডি ও অন্যান্য প্রকারের উৎকৃষ্ট সুরা বিপুল পরিমাণে মজুত ছিল। এই সকল দেখিয়া স্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছিল যে, গ্রীকগণ নিতান্তই বিলাস পরায়ণ ও সুখভোগাভিলাষী। সামান্য সৈনিক হইতে উচ্চ শ্রেণীর সেনাপতি পর্য্যন্ত সকলেই মদিরাশক্ত। প্রকাশ্য শুঁড়িখানায় সুরা পান করা ও অস্বাভাবিকরূপ দর্প প্রকাশ করা, অফিসারদিগের নিয়মিত অভ্যাস ছিল; এজন্য সৈন্যগণ তাঁহাদের বাক্যে কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিতনা। পক্ষান্তরে তুর্কী সৈন্য ও সেনানীদিগের মধ্যে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

মহাবীর সয়ফুল্লা যে ঐ দিনই পরম সম্মানিত পাশা উপাধি লাভ করেন। তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে যে যুদ্ধে ইনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, তাহাতেই অসাধারণ ভুজবীর্য্য এবং অদ্ভুত সমর নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া শত্রু মিত্র উভয় পক্ষকেই বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন।

খেসালি বিজয়-ব্যাপারে সয়ফুল্লা পাশার কার্য্য কলাপই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব জনক ছিল। যুদ্ধকার্য্যে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও অতুলনীয় ভূয়োদর্শিতা অনুভূত হইয়াছিল। ২৮ শে এপ্রিল তারিখে তাঁহাকে লারিসার গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়।*

এই সময় পরম মাননীয় জর্ম্মাণ সম্রাট্ (জর্ম্মেণীর কায়সার) আদহাম পাশাকে ধন্যবাদ সূচক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। তিনি একদিকে অপরিসীম বীরত্ব, পক্ষান্তরে নিতান্ত সহৃদয়তা সহকারে যুদ্ধ করিয়া শত্রুপক্ষের উপর বিজয় লাভের অধিকারী হইয়াছেন; কায়সারের পক্ষে ইহাই আনন্দ প্রকাশের কারণ হইয়াছিল। যাহাহউক, অতঃপর নগরের পলায়িত অধিবাসিগণ ক্রমশঃ স্বস্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত বাজার সমূহে ক্রয় বিক্রয় বন্ধ ছিল, তুর্কী সেনাপতির সদয় ব্যবহারে দোকানদারগণ নিঃশঙ্কচিত্তে দোকানাদি খুলিয়া, পূর্ব্ববৎ ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ করিল।

লারিসার "অলিম্পস্" নামক প্রধান হোটেলে কঠিন পাহাড়ার বন্দোবস্ত করা হইল। কয়েকটী কাফিখানা পূর্ব্বের ন্যায় গোলজার হইয়া উঠিল। সরলচেতা তুর্কী সৈন্যগণ অল্প সময়ের জন্য আপনাদের সৈনিক মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক, নগরবাসিদিগের ন্যায় সাধারণ ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল।

* সয়ফুল্লা পাশা এক্ষণে মহামান্য সুলতানের খাস পারিষদ—(এয়াওর) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন; তিনি তুর্কী ভাষায় গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধ বিষয়ক এক প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখিতেছেন।

সার্কেশীয়ান অশ্বারোহিগণ আপনাদের সৈনিক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতনবিধ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, লারিসাবাসিদিগের চক্ষে এক অভিনব দৃশ্য ও অদ্ভুত তামাসা রূপে প্রতীয়মান হইতে হইতে লাগিল। তুর্কী সৈন্যদিগের মধ্যে যাহাদের উর্দ্দী গুলি যুদ্ধক্ষেত্রে মলিন বা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা গ্রীক্ কারখানার প্রস্তুত উর্দ্দী সকল পরিধান করিয়া, এক নূতন দৃশ্যে পরিণত হইল। কিন্তু তাহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে গমন সময়, আপনাদেরই জাতীয় অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যাইত।

বিপক্ষের লুণ্ঠিত সামগ্রী সম্ভার এবং প্রজাদিগের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদির সুবন্দোবস্ত——

লারিসার দুর্গের ৪১ সেণ্টিমিটর, সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি নালের তোপ-সমূহ ব্যতীত, বেলা ১টার সময় স্থানীয় রাস্তার উপর ১১টী তোপ এবং সর্ব্ব প্রকার যুদ্ধ সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে তুর্কীদিগের হস্তগত হয়। লারিসার সিভিলগবর্ণর কর্তৃক আদেশ প্রচারিত হইল যে, সাধারণ লোকেরা পলায়নকালে যে সকল দ্রব্য সামগ্রী ইতস্ততঃ ফেলিয়া গিয়াছে, উহা সমুদয় একত্রিত করিয়া, সতর্কতার সহিত রক্ষা করা যাইবে; এবং পলায়িত লোকেরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাহাদিগকে ঐসকল দ্রব্য সামগ্রী প্রত্যর্পণ করা হইবে।

রেলওয়ে ষ্টেসনের প্ল্যাট্ ফরমে নানা প্রকারের অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য সামগ্রী পড়িয়া রহিয়াছিল; তুর্কী কর্ত্তৃপক্ষগণ ষ্টেসনে উপযুক্ত সংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। গ্রীক্‌গণ পলায়ন কালে টেলিগ্রাফের তার গুলি কাটিয়া গিয়াছিল; তুর্কী পক্ষের টেলিগ্রাফিক কর্ম্মচারিগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছিন্ন তার গুলি সংযোজিত করণান্তর, কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া লইলেন। তুর্কীগণ গ্রীক্ টেলিগ্রাফ-লাইনের কোনও রূপ অনিষ্ট সাধন করিলেননা। লুণ্ঠনাদি নিবারণ সম্বন্ধে এরূপ কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল যে, খাদ্য দ্রব্য বা যুদ্ধ সামগ্রী পর্য্যন্ত সৈন্যগণ ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় নাই। এইরূপ কঠোরতাকে ইংরেজ সংবাদদাতাগণ ও অন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

মহাসেনানী আদহাম পাশা ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, গ্রীক্ প্রজাগণ বিনা বাধায় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, গ্রীক্ সৈন্যদিগের সহিত আমাদের শত্রু-সম্বন্ধ; প্রজাদিগের সহিত কোনও রূপ শত্রুতা নাই। এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে গ্রীক্ অধিবাসিগণ আসিয়া জুটিতে লাগিল। শকট সমূহ পরিপূর্ণ হইয়া স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণ দলে দলে নগরে প্রবেশ করিতেছে দৃষ্ট হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই লারিসা নগরীর পূর্ব্বভাব যেন ফিরিয়া আসিল। তুর্কীদিগের উদার শাসনে নগরবাসিদিগের কোনও রূপ অসুবিধার লেশ মাত্র রহিলনা।

পরিত্যক্ত তোপ গুলিকে গ্রীক্ গণের বেকাব করিয়া ফেলিয়া যাইবার মিথ্যা সংবাদ——

বিলাতী তারের খবরে পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইয়াছে যে, গ্রীক্‌গণ যখন লারিসা হইতে পলায়ন করে, তখন তাহাদের পরিত্যক্ত তোপ গুলির রঞ্জক, লৌহ-কীলক দ্বারা বন্ধ করিয়া, উহা ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ সংবাদ নিতান্তই কল্পনা প্রসূত ও ভিত্তি হীন। গ্রীক্‌গণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে এরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহারা এক মিনিট-কাল বিলম্ব করাকে প্রাণনাশের কারণ বলিয়া মনে করিয়াছিল, ঈদৃশ অবস্থায় তোপ সমূহ প্রেকবদ্ধ করিবার অবসর কিরূপে হইল? এই অমূলক সংবাদ গ্রীক্ শিবির হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গ্রীক্‌গণ যত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল, তৎ সমস্তই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। গ্রীক্‌গণ আপনাদের বিলুপ্ত গৌরব কিঞ্চিন্মাত্রও রক্ষা করিবার জন্য এরূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু পরিণামে তাহাদের সকল দাগাবাজীই সাধারণের গোচরীভূত হইয়াছে। গ্রীক্‌দিগের সাহস, বীর্য্যবত্তা ও সংগ্রাম নৈপুণ্য সম্বন্ধে ইউরোপ বাসীর হৃদয়ে পূর্ব্বে যে অনুকূল ধারণা ছিল, যুদ্ধান্তে সে ধারণা সকলের হৃদয় হইতে যে ভাবে অন্তর্হিত হয়, তাহাদের ন্যায় পরায়ণতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী সম্বন্ধে ও সেইরূপ বিপরীত ধারণা তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে। তুর্কীগণ

কয়েকটী গ্রীক্ তোপের ভিন্নদংশ মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত অবস্থায় পাইয়াছিল; সম্ভবতঃ এই ঘটনা হইতেই উপরোক্ত জনরবের সৃষ্টি হয়।

লারিসা নগরী——

পাঠকগণ মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, থেসালির প্রধান নগর লারিসা শহরের অবস্থান সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। থেসালি প্রদেশের মধ্যে লারিসাই সর্ব্ব প্রধান শহর। উহার নিকট দিয়া পিনাস (সালাম্ব্রিয়া) নদী প্রবাহিতা। থেসালি প্রদেশের ইহাই সর্ব্ব প্রধান নদী। তুরস্কের সীমান্ত রেখা হইতে এই নগরীর দূরত্ব ১০ মাইল মাত্র। আবার 'টুর্ণাভস্' নগর হইতেও ইহার দূরত্ব ১০ মাইল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্র হইবে। লারিসা নগর, থেসালিস্থ রেলওয়ে লাইনের সর্ব্ব প্রধান আড্ডা (সদর মোকাম)। এখান হইতে ৩ দিকে রেলওয়ে লাইন বিস্তৃত; পূর্ব্ব উত্তর দিকে, যেখানে পিনাস নদী সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত যাইয়া একটী লাইন শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় লাইন দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ভলেষ্টিনো হইয়া ভোলো বন্দর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তৃতীয় লাইন দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গমন করিয়া, ফারসালা-ত্রিখালা রেলওয়ে লাইন অতিক্রম পূর্ব্বক, ডোমিকো, লামিয়া প্রভৃতি নগর হইয়া দক্ষিণদিকে বরাবর গমন করত খাস গ্রীসের নগরাবলীর সাহ

সংযুক্ত হইয়াছে। লারিসা উপযুক্ত দুর্গবদ্ধ নগর; উহার চতুর্দ্দিকস্থ জনপদ সমূহ বিবিধ ফল-শস্য-শোভিনী উদ্যান ও ক্ষেত্র পরম্পরায় নেত্র তৃপ্তিকর। ভূমি নিতান্ত উর্ব্বরা নগরের লোক সংখ্যা ৪০০০০ চল্লিশ সহস্র হইবে। স্থানীয় রাজপ্রাসাদের নাম 'কনাক'; যুবরাজ ডিউক অব্ স্পার্টা যুদ্ধ ও পলায়নের পূর্ব্বে এই রাজপ্রাসাদেই অবস্থিতি করিতেন। লারিসা নগরে ২৬টী মস্জেদ, ৪টী গির্জ্জা ও ৫টী য়িহুদী ভজনালয় বর্ত্তমান। নগরের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক মুসলমান; অবশিষ্ট গ্রীক সম্প্রদায়স্থ খৃষ্টান ও য়িহুদী। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের খৃষ্টান ও অল্প বিস্তর আছে; তুলা প্রভৃতির বিস্তর কারখানা নগরে পরিবিদ্যমান। নগরের কয়েকটী মস্জেদ বড়ই সুন্দর ও তত্রত্য প্রধান দ্রষ্টব্য পদার্থের মধ্যে পরিগণিত।

ওস্মানীয় সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ফিলড্ মার্শাল আদহাম পাশার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত——

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে মহাসেনানী আদহাম পাশার অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা করি, ইহা পাঠকবর্গের অতৃপ্তিকর হইবেনা।

আফ্রিকার অভ্যন্তরস্থিত বন্য জাতি ও অষ্ট্রেলেশিয়ার নরখাদক দুর্দ্দান্ত অসভ্য লোক গুলি ব্যতীত, বোধ হয় পৃথিবীতে

এরূপ অল্পসংখ্যক মনুষ্যই আছে, যাহারা খেপালি-বিজয়ী মহাবীর আদহাম পাশার শৌর্য্য বীর্য্যাদি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। যুদ্ধের সময় ও তাহার অব্যবহিত পরে সুসভ্য ইউরোপের অধিকাংশ লোকের মুখেই আদহাম পাশার নাম দিবসে অনেকবার উচ্চারিত হইত সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাঠকগণ আদহাম পাশার নাম দিবসে শত শত বার উচ্চারণ করিতে বাধ্য হইতেন। মুসলমান দিগের——বিশেষতঃ তুর্কী জাতির চিরন্তন শত্রু অনেক খৃষ্টান পুঙ্গবকেও হৃদয়ের সহিত আদহাম পাশার প্রশংসা-গীতি কীর্ত্তন করিতে হইয়াছে। আদহাম পাশার গৌরবান্বিত বিজয় পরম্পরায় ইংলণ্ডের গৌরব-সূর্য্য তুর্কী-দ্বেষী মৃত গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবের হৃদয়ে শত শত কাল সর্পে দংশন করিলেও, মনে মনে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মুসলমান জাতি, তুর্কী সম্প্রদায় ও মহামান্ত সুলতানের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ ব্যতীত, মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রকৃতিতে অন্য কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায়না। তাঁহার তুর্কী-দ্বেষপূর্ণ উন্নত হৃদয় গ্রীকদিগের শোচনীয় দুর্দ্দশায় একান্ত ব্যথিত হইলেও, তুর্কীদিগের অদ্ভুত শৌর্য্য বীর্য্য এবং তুর্কী সেনানায়ক ফিল্ড্ মার্শাল আদহাম পাশার অনুপম সংগ্রাম-নৈপুণ্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। প্রবল বিদ্বেষানলে বিদগ্ধ হওয়া বশতঃ মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে না পারিলেও, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে গভীর প্রশংসা-ধ্বনী সমুত্থিত হইয়াছিল,

ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে বাধ্য। জাতীয় বিদ্বেষে মানুষ অন্ধ হইলে হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা, সে অবস্থায় দেব-হৃদয় ও পৈশাচিক ভাবের পরিচয় প্রদান করে। মুসলমান জাতি, তুর্কী সম্প্রদায় ও তুরস্কের মহামান্য সুলতান সম্বন্ধে ও গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবের অবস্থা অবিকল সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তুর্কীদিগের কোন সদ্‌গুণই চক্ষে দেখিতেন না; মনে মনে স্বীকার করিলেও মুখে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেননা। যাহা হউক, আমরা মৃত শত্রুর প্রতি আর বিষাক্ত বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে ইচ্ছুক নহি। পুস্তক লিখিবার প্রারম্ভ কালে তিনি জীবিত ছিলেন, সুতরাং আমরা তাঁহার প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করিতে ত্রুটি করি নাই; এক্ষণে তিনি পরলোকবাসী, সুতরাং তাঁহার নিন্দা করিয়া গ্রন্থের কলেবর কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করিনা।

আমরা এস্থলে মহাবীর আদহাম পাশার গুণ কীর্ত্তন করিয়াই, আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিব। পাঠক মনে করুন, অতি অল্প দিন হইল চীন ও জাপানে ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; জাপানের সেনাপতিগণ যুদ্ধে বিপুল বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের কোন্ সেনাপতির নাম আজ পর্য্যন্ত সর্ব্ব সাধারণের রসনাগ্রে উচ্চারিত হইতেছে? বোধ করি সংবাদপত্র পাঠক সহস্র লোকের মধ্যেও এক ব্যক্তি বিজয়ী জাপান সেনাপতির নাম বলিতে পারিবেন না। এই সে দিন স্পেন-মার্কিনে যুদ্ধ হইয়া

গেল, গ্রীস্ তুরস্ক যুদ্ধের তুলনায় উহা অতি ভীষণ যুদ্ধ বলিতে হইবে। আজিও ফিলিপাইন দ্বীপে যে যুদ্ধের জের চলিতেছে; বলুন দেখি, কয় জন লোকের মুখে বিজয়ী মার্কিন সেনাপতিদিগের গৌরব-কাহিনী কীর্ত্তিত হইতেছে? কয় জন সংবাদপত্র পাঠক তাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন? তীরা যুদ্ধের নেতা, ভারতের বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি জেনারেল লক্‌হার্টের নামইবা কত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে? অবশ্য সুদান বিজয়ী সর্দ্দার কীচ্‌নার আজ লর্ড কীচ্‌নার নামে অভিহিত হইয়া, স্বদেশ-বাসিগণের প্রবল সহানুভূতি বশতঃ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র বিহীন সুদানী সৈন্যদিগের উপর, আরব ও মিসরী-সৈন্যের সাহায্যেই বিজয় লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে খলিফা আবদুল্লা তায়েসীর নিদারুণ অত্যাচারে সুদানের অধিবাসিগণ জ্বালাতন হইয়া, তাঁহার অমঙ্গল কামনা করিত; সুতরাং উৎপীড়িত সুদানীদিগের দ্বারাই খলিফা সৈন্যের গুপ্ত সংবাদাদি অবগত হইয়া, তিনি সময় ও অবস্থানুরূপ সতর্কতার সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হন। কিন্তু যুদ্ধান্তে আহত দরবেশ সৈন্যদিগকে নির্দ্দয়রূপে নিহত ও মৃত মেহেদীর কবর খনন করিয়া তাঁহার মৃত দেহ উত্তোলন পূর্ব্বক পৈশাচিক ভাবে উহা খণ্ড বিখণ্ড এবং সেই পবিত্র শব-নীলনদে নিক্ষিপ্ত করাইয়া সর্দ্দার বাহাদুর যে অযশঃ রাশি উপার্জ্জন করিয়াছেন, সত্য সন্ধিৎসু ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার এ দানবোচিত

কার্য্যের কখনই অনুমোদন করিবেন না। উদার মতি ব্রিটন নন্দন দিগের ও অনেকে তাঁহার এ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি শত শত ধিক্কার প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পুরস্কার প্রদানে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়াছিলেন। অন্যান্য দেশ-বাসিগণ সার্দ্দারের কার্য্য কলাপ কিরূপ চক্ষে দেখিয়াছেন; পাঠকগণ তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। ফলতঃ সর্দ্দার কীচনার যে ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা প্রবল প্রতিহিংসা-বৃত্তির ফল। জেনেরল গর্ডনের অন্যায় হত্যাকাণ্ডে সুদানীদিগের প্রতি ইংলণ্ডের জন সাধারণের হৃদয়ে যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, সর্দ্দার সুদানী দিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করাতে, ইংলণ্ড-বাসিগণ সেই ভীষণ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, এত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বয়ং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আনন্দের কারণও ইহাই। আর মহাবীর আদহাম্ পাশা এক দিকে অদ্ভুত বীর্য্যবত্তা ও অতুলনীয় সংগ্রাম নৈপুণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক, যেমন বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, পক্ষান্তরে শত্রুদলের প্রতি উদারতা, সহৃদয়তা ও সদয় ব্যবহার করিয়া ততোঽধিক যশঃলাভের অধিকারী হন। সুতরাং তাঁহার গৌরবের মাত্রা কত অধিক, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। শত্রুপক্ষও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পক্ষান্তরে সর্দ্দার

কীচনারকে তাঁহার স্বদেশ-বাসিগণও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। সুতরাং এ উভয়ের গৌরবে কতদূর প্রভেদ নিরপেক্ষ পাঠক-বর্গের উপর তাহার বিচার ভার ন্যস্ত হইল।

এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, মানুষ যতই কার্য্যদক্ষ ও উপযুক্ত হউক না কেন, কৃতিত্ব প্রকাশের উপযুক্ত সুযোগ না ঘটিলে, তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুতেই বিকাশিত ও সর্ব্ব সাধারণের গোচরীভূত হইতে পারে না। জানিনা, কোহেনূর অপেক্ষা কত বৃহৎ বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট হীরক খণ্ড অন্ধকার খনি-গর্ত্তে লুক্কায়িত রহিয়াছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত উহা খনির বাহিরে আনীত হইয়া, মনুষ্যের দৃষ্টিপথে পতিত না হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত উহা এক কপর্দ্দক মূল্যের ও উপযুক্ত নহে। এইরূপে মহাবীর আদহাম পাশা—যিনি স্বীয় জীবনের ঠিক ৪৫ বৎসর কাল সামরিক বিভাগে অতিবাহিত করিয়াছেন; তিনি থেসালি বিজয়ের পূর্ব্বে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, যাহাতে তাঁহার সমশ্রেণীস্থ পাশা দিগের মধ্যে তিনি বিশেষ গৌরব লাভের উপযুক্ত হইতে পারেন। অন্য দেশে খ্যাতি লাভ করা ত দূরের কথা, স্বয়ং তাঁহার স্বজাতীয় তুর্কীগণই জানিতনা যে, আদহাম পাশার ন্যায় উপযুক্ত সেনাপতি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছেন। যদিও সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীস্থ সেনাপতির উপযুক্ত, গুণগ্রাম তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু উপযুক্ত অবসর ও সুযোগের অভাবে তৎ সমস্তই তাঁহার দেহ ও হৃদয়াভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছিল। গ্রীক্‌জাতির সহিত

তুর্কীদিগের যুদ্ধ যদিও সাধারণতঃ তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা ; কিন্তু তদানীন্তন ইউরোপীয় জটিল রাজ-নৈতিক চাল ও রাজ-নৈতিক অবস্থানুসারে ইহার ফল নিতান্তই গুরুতর ; এবং তুর্কীদিগের সফলতা প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের অশেষ প্রকারে জাতীয় উপকার জনক। এ যুদ্ধে তুর্কীগণ যেরূপ ফললাভ করিয়াছেন, তাহার মোটামুটী তালিকা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি। ফলতঃ তৎকালীন রাজ নৈতিক অবস্থানুসারে ইহাকে একটী ভীষণ যুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। আর তুর্কীদিগেরপক্ষে একটী গুরুতর ফল এই লাভ হইয়াছে যে, রুস্ তুরস্ক যুদ্ধের পর প্রায় এই বিংশতি বৎসর কালের মধ্যে, প্লেভনা সমরে জগদ্বিখ্যাত গাজী ওস্মান পাশা ব্যতীত, তুর্কীদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রকারে উপযুক্ত ও সর্ব্ব গুণান্বিত অপর কোন সেনাপতির অস্তিত্ব অনুভব করা যায় নাই। একমাত্র প্লেভনার সিংহই তুর্কী জাতির আশা ভরসার অবলম্বন ছিল ; গ্রীক্ যুদ্ধে মেলুনা-বিজয়ী মহাবীর আদহাম পাশা আপনার বিশ্বজনীন বীর্য্যবত্তা ও সমর কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক, দ্বিতীয় ওস্মান পাশার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রথম বীর প্লেভনার সিংহ মুসলমান-গৌরব রতন ও তুর্কীর গৌরব সূর্য্য ওস্মান পাশা ; দ্বিতীয় বীর মেলুনার সিংহ, মুসলমান জাতির গৌরব প্রকাশক তুর্কী জাতির নবঃতপন আদহাম পাশা। উপর্যুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। ঠিক যেন কুরুকুলপতি মহাবীর ভীষ্মের উপযুক্ত শিষ্য অর্জ্জুন। যে

সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ দুইজন সিংহ-বিক্রম মহাতেজস্বী সেনা-পতি ও মহামান্য আমিরুল মুমেনিন গাজী সুলতান আবদুল হামিদ খানের ন্যায় সর্ব্ব গুণান্বিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আধার অথচ প্রতাপশালী সম্রাট বিরাজমান; সে জাতির গৌরবের সীমা পরিসীমা কোথায়? ইঁহাদের সমকালে আমরাও পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে অসীম গৌরবশালী মনে করিতেছি। তাই পাঠক, যখন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া, উপরোক্ত তিন মহাত্মার বিদ্যমানতা অনুভব করেন, তখন আপনাদের হৃদয়ে কিরূপ অভাবনীয় ভাবের উদয় হয়, একবার বলুন দেখি।

মহাবীর আদহাম পাশা ও তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিগণ যুদ্ধে যেরূপ অদ্ভুত শৌর্য্য বীর্য্য ও সমরাভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং যেরূপ বিশ্বস্ততা, প্রভু পরায়ণতা, স্বদেশ-স্বজাতি বৎসলতা ও ন্যায় পরায়ণতা দেখাইয়াছেন, তদ্দ্বারা বিংশতি বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের তুর্কীদিগের জাতীয় কলঙ্ক——যাহা আবদুল করিম পাশার ন্যায় বিশ্বাস ঘাতক সেনাপতিগণ সর্ব্ব সাধারণ তুর্কী সেনাপতিদিগের উপর আরোপিত করিয়াছিল—কেবল তাহারই বিমোচন হয় নাই, বরং তুর্কী অফিসারদিগের সম্বন্ধে জন সাধারণের হৃদয়ে সাধারণতঃ যে অমূলক বিশ্বাস দৃঢ়-রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল, (অর্থাৎ তুর্কী সৈন্যগণ যেরূপ বিশ্বস্ত, প্রভু পরায়ণ, স্বদেশ-প্রেমিক ও উৎকৃষ্ট যোদ্ধা পুরুষ, তুর্কী অফিসারগণ তদ্রূপ নহে।) উপস্থিত ঘটনায় সেরূপ ধারণা এবং

সংস্কার নিতান্ত অমূলক ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তুর্কী সেনাপতি ও অফিসারগণ বিলাসী, দাম্ভিক ও লোভী বলিয়া ইউরোপীয় জন-সাধারণ তাহাদিগকে যে অপবাদ-গ্রস্ত করিয়াছিল, মহাবীর আদহাম পাশার কার্য্য কলাপে, তুর্কী সেনানীদিগের সে জাতীয় কলঙ্ক-কালিমা সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালিত হইয়াছে।

আদহাম পাশা ১৮৫২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন; সুতরাং গ্রীক্‌দিগের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। মহাবীর গাজী ওস্‌মান পাশা ইঁহার অপেক্ষা বিংশতি বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। ফলতঃ যে বয়সে ওস্‌মান পাশা রুসীয়দিগের সহিত প্লেভনা সমরে পৃথিবীময় প্রসিদ্ধি লাভ করেন; আদহাম পাশাও ঠিক ঐ বয়সেই গ্রীক্ যুদ্ধে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যশস্বী হন। ইহাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তুর্কী সেনাপতিদিগের পক্ষে ৪৫ বৎসর বয়স নিতান্তই শুভকর এবং গৌরব জনক।

আদহাম পাশা, সুবিখ্যাত প্লেভনা সমরে মহাবীর গাজী ওস্‌মান পাশার সহকারী ছিলেন। বিশেষতঃ উহা তাঁহার যৌবনের প্রারম্ভকাল ছিল বলিয়া, ওস্‌মান পাশার ন্যায় উপযুক্ত ধৈর্য্যশীল, ক্ষিপ্রকর্ম্মা, সুপরিপক্ক সেনাপতির অধীনে কার্য্য করত তত্তুল্য বীরত্ব ও ধৈর্য্যাদি গুণ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়াছিলেন। উপরোক্ত কারণ বশতঃই তিনি সামরিক বিভাগে উত্তরোত্তর উন্নতি

লাভে সমর্থ হন। একজন উপযুক্ত শিক্ষানবীস শিষ্যের নিকট যতদূর আশা করা যাইতে পারে, মহাবীর গাজী ওস্মান্ পাশার শিক্ষা ও পরিচালনাধীনে আদহাম পাশা ততদূর কৃতকার্য্যতা দেখাইয়া, সেই জগদ্বিখ্যাত দীক্ষা গুরুর গৌরব ও আশা আরও শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দের রুস্ তুরস্ক যুদ্ধে, প্লেভনার বিষম সংগ্রাম কালে আদহাম পাশা এক ব্রিগেড্ সৈন্যের পরিচালক অর্থাৎ বিগ্রেডিয়ার জেনেরল ছিলেন। উক্ত সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে আদহাম পাশা একদল সৈন্যের অধিনায়কতা গ্রহণ পূর্ব্বক 'ওকিনি' নামক স্থান হইতে, গাজী ওস্মান পাশার সাহায্য-জন্য প্লেভনার দিকে অগ্রসর হন। ২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে তৎপরিচালিত সৈন্য দলের সহিত রুসীয়-দিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আদহাম পাশা শত্রুদলের উপর বিজয় লাভ করিয়া অতুল যশস্বী হন। এই বিজয় লাভের পুরস্কার স্বরূপ, তিনি মহামান্য আমিরুল মুমেনিন হইতে আইয়েব গার্ডের উচ্চ সম্মানিত জিম্মাদার কমাণ্ডার পদ প্রাপ্ত হন। আবার ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে অন্যতম রুসীয় সেনাপতি জেনেরল কাবিলুর অশ্বারোহী সৈন্য দলের সহিত পাশা মহোদয়ের ভীষণ সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে তিনি সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আহত অবস্থায় ও এরূপ অদ্ভুত বীর্য্যবত্তার পরিচয় প্রদান করেন যে, তাঁহার যশঃ-গৌরব পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বৃদ্ধি হয়। ২৪শে

সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি স্বীয় সৈন্য দল সহ নিতান্ত সুশৃঙ্খলায় রক্ষিত প্লেভনা নগরে প্রবিষ্ট হন। প্লেভনার শেষ ভীষণ যুদ্ধে, অর্থাৎ জগদ্বিখ্যাত মহাবীর গাজী ওস্মান পাশা যখন পঙ্গপালবৎ অগণিত রুসীয় সৈন্যদল দ্বারা পরিবেষ্টিত ও অনাহারে মৃতকল্প সৈন্যদিগকে উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া, দুর্গ-প্রাচীরের বহির্দ্দেশে গমন পূর্ব্বক, স্বীয় স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা সেই উদ্বেলিত সাগর প্রবাহবৎ বিশাল রুস সৈন্যদল বিমর্দ্দিত করিয়া, অবরোধ অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের প্রয়াস পাইয়াছিলেন; সেই সর্ব্বসংহারক কাল যুদ্ধে গাজী আদহাম পাশা তদধীনস্থ ৬ষ্ঠ ব্রিগেডের কমাণ্ডার ছিলেন। গাজী ওস্মান পাশা যখন বিক্রান্ত সিংহবৎ ভীষণ পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া রুসীয় সৈন্য সাগর মন্থন করিতেছিলেন, তখন বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত একটী ভীষণ গোলকাঘাতে আহত হইয়া পড়িলেও তিনি নিরাশ বা ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন না; কিন্তু যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন; রুসীয় সৈন্য অগণিত; যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল সৈন্য সাগর এ বিপুল সৈনিক-প্রাচীর ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। অত্যল্পসংখ্যক তুর্কী সৈন্য এই বিশাল সাগর প্রবাহে জল বুদ্বুদ্বৎ মিশিয়া যাইবে। তদ্ব্যতীত আহত ও রুগ্ন সৈন্যদিগের উদ্ধারের কোনই উপায় নাই। অনাহারে সৈন্যগণ দুর্ব্বল; এ অবস্থায় যুদ্ধ করা, আত্ম বিনাশব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং তিনি অনন্যোপায় হইয়া

রুসীয় সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন? পক্ষান্তরে যখন ভীষণ রূপে যুদ্ধ চলিতেছিল, যখন শ্রাবণের বারিধারাবৎ অজস্র গুলি বর্ষণ হইতেছিল, তখন মহাবীর আদহাম পাশা রোমানীয় সৈন্যদিগের সহিত অদ্ভুত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন; যুদ্ধ যখন অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল, তখন তাঁহার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত রোমনীয় সৈন্যগণ জেনেরল আদহাম পাশাকে সংবাদ প্রদান করিল যে, উভয় পক্ষ যুদ্ধে বিরত হইয়াছে; কারণ ওস্‌মান পাশা সন্ধিসূচক শ্বেত-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। এ অবস্থায় আপনি কেন যুদ্ধ করিয়া, বৃথা সৈন্য ক্ষয় করিতেছেন। রোমানীয় সৈন্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, বীরবর আদহাম পাশা যুদ্ধে বিরত হইলেন। কিন্তু পরে প্রকাশ পাইয়াছে যে, রোমানীয়গণ ইহার প্রচণ্ড বিক্রমে ভীষণরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, এই রূপ প্রতারণা মূলক মিথ্যা সংবাদ প্রদান করিয়াছিল। বাস্তবিক ঐ সময় বীরকুল-পূজ্য গাজী ওসমান পাশা এরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন যে, স্বীয় সৈন্যদলের বিভিন্ন অংশের তথ্যাদি গ্রহণ করা, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ক্রমাগত ৩৬ ঘণ্টাকাল ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসাতুর থাকিয়া, যুদ্ধ করিতে করিতে তদীয় সৈন্যগণ মৃতকল্প হইয়াছিল; সুতরাং শত্রুহস্তে আত্ম সমর্পণ ব্যতীত উপায়ান্তর ছিলনা। প্রধান সেনাপতি গাজী ওসমান পাশা ঐ সময় ইহাও জানিতে পারিতেছিলেন না যে, অধীনস্থ সেনাপতিগণ কে কোথায়, শত্রুপক্ষীয় কোন্ সেনাপতির

সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। ঐদিন প্রত্যেক তুর্কী সৈন্যের বিরুদ্ধে দশ দশ জন রুশীয় সৈন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু বীরেন্দ্র সিংহ গাজী ওস্মান পাশা স্বীয় অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াও, অকুতোভয়ে শত্রুদলের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ঈদৃশ ভীষণ বিপদ পরম্পরায় প্রধান সেনাপতি, অধীনস্থ সেনানীদিগের নিকট কোনরূপ সংবাদাদি প্রেরণের সুবিধা করিতে পারিলেন না। এতন্নিবন্ধন মহাবীর আদহাম পাশা রোমানীয়দিগের দ্বারা সহজেই প্রতারিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে ওস্মান পাশার পূর্ব্বেই যুদ্ধে বিরত হইতে হইয়াছিল। আদহাম পাশার মনে এই ক্ষোভ চিরদিনের জন্য রহিয়া গিয়াছে।

যাহাহউক, প্লেভনার মহাসংহারক মহাযুদ্ধের পর, আদহাম পাশা সৈনিক বিভাগে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এমনকি, উন্নতি লাভ করিতে করিতে অতীব সম্মানিত "ফিল্ড মার্শাল" পদ লাভে গৌরবান্বিত হইলেন। প্লেভনার যুদ্ধ হইতে গ্রীক্ যুদ্ধ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসর কাল মধ্যে, আদহাম পাশা এরূপ কোনও অসাধারণ সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই, যদ্দ্বারা তাঁহার যশঃ গৌরব দিক্ দিগন্তর প্রসারিত হইতে পারে। বাস্তবিক এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে তুর্কীদিগের সহিত অপর কোনও জাতির কোন ভীষণ যুদ্ধ ঘটে নাই; আদহাম পাশাও তাদৃশ কোন গুরুতর সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত হন নাই; সুতরাং তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও সংগ্রাম-নৈপুণ্য কিরূপে প্রকাশ পাইবে? যাহাহউক, গ্রীক্দিগের

সহিত মনোমালিন্য এবং ক্রীটের ঘটনা ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিলে, মহামান্য সুলতানের আদেশে দলে দলে তুর্কী সৈন্য গ্রীসের সীমান্ত প্রদেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। ঐ সময় প্রকাশ পাইল যে, সূক্ষ্মদর্শী সুলতান, ফিল্ড্ মার্শাল আদহাম পাশাকে সেই বিপুল বাহিনীর সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি পদে বরিত করিয়াছেন। এই নিয়োগের পর তিনি এক মাসের মধ্যে মেলুনাপাস, ম্যাটী, টুর্ণাভস্, লারিসা, ফারসালা, ভলোষ্টিনো, ডোমো, ত্রিথালা ও ডেমোকোর যুদ্ধে পৃথিবীর সমগ্র লোককে যেরূপ বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা স্মরণ ও চিন্তা করিবার বিষয়। ফলতঃ গ্রীস্-তুরস্কের যুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাস খানিকে এক প্রকার মহাবীর আদহাম পাশার জীবন চরিতই বলিতে হইবে। তাঁহারই সাহস, বীরত্ব, সমর-কৌশল, সহৃদয়তা ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ পরম্পরায় "গ্রীস্ তুরস্ক যুদ্ধের" কলেবর পরিপুষ্ট।

মহাবীর আদহাম পাশার গৌরবান্বিত বিজয় পরম্পরায় ইউরোপের উদারমতি (?) সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের গাত্র কণ্ডূয়ণ উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তাহাদের হৃদয়ে যেন শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছিল। খৃষ্টানদিগের চিরশত্রু ও চির খৃষ্টান-দ্বেষী মুসলমান——বিশেষতঃ একজন তুর্কী জেনেরল এরূপ গৌরব লাভের অধিকারী হইবে, পৃথিবীময় তাঁহার বীরত্ব কাহিনী পরিকীর্ত্তিত হইবে, ইহা কি তাঁহাদের কুটীল প্রাণে সহ্য হইতে পারে? তাঁহারা পৃথিবীময় রাষ্ট্র করিলেন যে, আদহাম পাশা গ্রীক বংশোদ্ভব। ইহার পিতা ও

পিতামহ খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আদহাম পাশা অতি শৈশবে ক্রীত দাস রূপে এক তুর্কী পাশার হস্তগত হন। তৎপর সৈন্য বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া, ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে করিতে, ঈদৃশ উচ্চ পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। সত্যবাদী ন্যায় পরায়ণ খৃষ্টান পত্রসম্পাদকগণ ইহাই প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন যে, আদহাম পাশা যাহা কিছু বীর্য্যবত্তা ও রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং যুদ্ধে যে পরিমাণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, উহা সেই খৃষ্টীয় শোণিতের অনুপম শক্তি। সে বৈদ্যুতিক শক্তি এখনও তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। কিন্তু এগুলি নিতান্তই অমূলক ও অসার কল্পনা। নির্লজ্জ খৃষ্টীয়ান পুঙ্গবগণ এরূপ মিথ্যা অপবাদ আদহাম পাশার প্রতি প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইল না। বাস্তবিক আদহাম পাশা খাঁটি তুর্কী বংশোদ্ভব। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের সহিত গ্রীক্‌জাতি ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কোনও কালেই কোন সংস্রব ছিল না। সম্ভবতঃ এই নামের কোনও নব দীক্ষিত মুসলমান, তুর্কী সৈন্য বিভাগে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারই নাম লইয়া গ্রীক্‌গণ বাহাদুরী প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং উদারচেতা ইউরোপীয় সংবাদপত্র সম্পাদকগণ, তাহাদের পৃষ্ঠ পোষক হইয়া সেই মনকপোল কল্পিত মিথ্যা সংবাদ প্রচার পূর্ব্বক, খুব বাহ্‌বা লইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ শীঘ্রই ঐ সকল মিথ্যা অপবাদের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হওয়াতে, তাহাদের উদ্দেশ্য সংপূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়।

আদহাম পাশা দীর্ঘাকার, সৌন্দর্য্যশালী ও বলীষ্ঠ পুরুষ। ইহার স্বভাব অতি নম্র। ইহাকে দেখিলে, ৪৫/৪৬ বৎসর বয়স্ক বলিয়া অনুমান হয়না। চেহেরা এমনই দৃঢ়তা ব্যঞ্জক ও গাম্ভীর্য্য পূর্ণ যে, অতি ভয়ঙ্কর বিপদ ও কঠোর আশঙ্কাপ্রদ অবস্থায় ও দুশ্চিন্তার ছায়া তাঁহার বদন মণ্ডলে প্রকটিত হয়না। নিতান্ত সতর্কতার সহিত আদেশ প্রচার করা, এবং সৈন্যদিগের হৃদয়ে উৎসাহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ কার্য্য। কার্য্যাভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোনও অবস্থায়ই তিনি এরূপ কোন আদেশ প্রচার করেন নাই, যাহার উপর ইউরোপীয় সুপরিপক্ক সেনাপতিগণ কোনওরূপ ত্রুটি প্রদর্শন করিতে পারেন; কিম্বা তদবলম্বিত পন্থা অপেক্ষা এরূপ কোনও উৎকৃষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন, যাহা তাঁহার শত্রুরাজ্যে অগ্রসর হওয়ার সুন্দর নীতি অপেক্ষা ফলপ্রদ ও সম্যক্ কার্য্যকরী। যাহাহউক, মহাবীর মার্শাল আদহাম পাশা কেবল তুর্কী জাতির গৌরব নহে; নিখিল পৃথিবীস্থ মুসলমান জাতির ও উচ্চতম গৌরব। জগদ্বিখ্যাত মহাবীর গাজী ওসমান পাশার নিম্নেই আজ তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য আদহাম পাশা আসন লাভ করিয়া, মুসলমান জাতিও তুর্কী সম্প্রদায়ের গৌরব শত শত গুণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। খোদাতালা ইহাদিগকে দীর্ঘজীবি করিয়া তুর্কী জাতির গৌরব বর্দ্ধন করেন, ইহা মুসলমান মাত্রেরই একান্ত বাঞ্ছনীয়, সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডীয়, সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ডেইলি মেইলের সুযোগ্য সংবাদদাতা মিঃ জি, ডব্লিউ, ষ্টিভেন্স কর্ত্তৃক ২৩শে এপ্রিল শুক্রবারের যুদ্ধের সুন্দর বর্ণনা—

উপরোক্ত সংবাদদাতা একজন বিচক্ষণ সত্যবাদীও সহৃদয় পুরুষ। ডেইলি মেইলের বিশেষ সংবাদদাতা নিযুক্ত হইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটী কারণে ডিউক অব স্পার্টার সঙ্গে থাকা অপেক্ষা, মহাবীর আদহাম পাশার সৈন্য দলে থাকা মনোনীত করিয়াছিলেন। ষ্টিভেন্স সাহেব লারিসা বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩শে এপ্রিল শুক্রবারের যুদ্ধ ঘটনা এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন, যাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত করা একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইল। সামরিক নিয়মানুসারে ঠিক্ যুদ্ধ কালে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে, যুদ্ধার্থী সৈন্যদিগের অবস্থান, সেনা সমাবেশ, শত্রুদলের প্রতি আক্রমণের আয়োজন ও বন্দোবস্ত প্রভৃতির সংবাদ প্রচার করা, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা দিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর বিপক্ষ পক্ষীয় গোয়েন্দাদিগের দ্বারা যাহাতে এ সকল বিষয় প্রকাশ না হইতে পারে, তৎপক্ষে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ দিগকে বিশেষরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ফলতঃ জ্ঞানীও কর্ত্তব্য পরায়ণ সংবাদদাতাগণ কোন যুদ্ধ শেষহইবার পূর্ব্বে, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোন প্রয়োজনীয় সংবাদই প্রকাশ করেননা। মিঃ ষ্টিভেন্স ও এই শ্রেণীর সংবাদদাতা ছিলেন। তিনিও লারিসা বিজয়ের পূর্ব্বে ২৩শে এপ্রিলের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সংবাদ

প্রচারে বিরত ছিলেন। এই যুদ্ধে গ্রীক্‌দিগের শোচনীয় রূপ পলায়নের সংবাদ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সংবাদপত্রের যে সকল সংবাদদাতা জাতীয় প্রবল সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হইয়া, গ্রীক্ সৈন্যদলের সঙ্গী হইয়াছিলেন; তাঁহারা ও নিতান্ত দুর্গতির সহিত পলায়ন করিতে বাধ্য হন। পলায়ন-কালে তাঁহারা প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার অবসরই বা কিরূপে পাইবেন? দুই একজন সংবাদদাতা অতি সাহসে নির্ভর করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতে পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর সকলে প্রাণভয়ে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াই স্বীয় গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য (?) সমাধা করিয়া ছিলেন। কেহ গুলি খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, কাহারও পদ ভগ্ন হইয়াছিল, কাহারও প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রাদিসহ যুদ্ধ-ক্ষেত্রের মানচিত্র ও যুদ্ধের চিত্রাদি পলায়ন-পথে রহিয়া গিয়া-ছিল। ফলতঃ ঈদৃশ বিপদাক্রান্ত সংবাদদাতাগণ পলায়মান অবস্থায় কোন ঘটনাই লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে মিঃ ষ্টিভেন্স তুর্কী সৈন্যদলে ছিলেন; সুতরাং নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধের যাবতীয় ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া, বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ এখানে বসিয়া আমরা যুদ্ধের সকল সংবাদই পাই-য়াছি; কিন্তু একজন আক্রমণকের স্বধর্ম্মাক্রান্ত লোক—যিনি বিজয়ী সম্প্রদায়ের জাতীয় শত্রু, যিনি সেই ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত তুর্কীদিগের পরাজয়ে উল্লাস প্রকাশ করিতে বাধ্য, যিনি

স্বভাবতঃ তুর্কী জাতির ধ্বংস কামনা করিতে পারেন; তাঁহার লেখনী হইতে জাতীয় শত্রুস্থানীয় সেই বিজয়ী তুর্কীদিগের গৌরব পরিকীর্ত্তিত হওয়া কি সামান্য বিস্ময়কর ব্যাপার? মিঃ ষ্টিভেন্সের সেই সত্য বর্ণনার স্থূলমর্ম্ম এস্থলে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

"তুর্কী সৈন্যদল লারিসায় প্রবিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা লিপিবদ্ধ করা সৈনিক নিয়মের বিরুদ্ধ হইবেনা। শুক্রবার দিন ম্যাটী ও ভেলিলের নামক স্থান দ্বয়ের মধ্যে উভয় পক্ষের জয় পরাজয় নির্দ্দেশক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের সম্মুখ ভাগে যে পর্ব্বত শ্রেণী বিরাজ করিতেছিল, হঠাৎ ঐ দিকে তোপ সমূহের গভীর গর্জ্জন শ্রুত হওয়া গেল। তৎপর দুর্গন্ধময় শ্বেত ধূম পটল গভীর মেঘমালার ন্যায় বিমান পথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তদনন্তর পুনরায় মুহুর্মুহু সেই শ্রবণ বিদারক ভীষণ ধ্বনি!।

*   *   *   *   *

প্রত্যেক আওয়াজের প্রতিধ্বনী দ্বিগুণতর ভীষণ বলিয়া বোধ হইত। তোপ সমূহের গর্জ্জন নিবৃত্ত না হইতে হইতেই, গ্রীক্ সৈন্যদল মধ্যে বম গোলা সকল বিদীর্ণ হইবার ভয়ঙ্কর আওয়াজ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। পুনরায় তোপ সমূহের গভীর শব্দে কর্ণদ্বয় যেন বধির হইয়া যাইতে লাগিল। তোপ নিঃসৃত গভীর ধূম রাশিতে আকাশ মণ্ডল একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। কখন কখন মনুষ্যের আকৃতি বিশিষ্ট ছায়াবৎ

কোনও পদার্থ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে দৃষ্ট হইত। শেষে জানিতে পারিতাম, উহারা তোপখানার আহত সৈনিক পুরুষ, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

গ্রীকগণও আমাদের পক্ষের গোলা বর্ষণের সাধ্যানুসারে উত্তর দিতেছিল। উভয় পক্ষের তোপ সমূহের ভীষণ আওয়াজ প্রলয়কালীন শ্রবণ ভৈরব গভীর গর্জ্জন বলিয়া বোধ হইতেছিল। গ্রীক্ গোলন্দাজগণ ভালরূপে গোলা বর্ষণ করিতেছিলনা, উহাদের বম গোলা সকল হয় ত আমাদের তোপ সমূহের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, অথবা অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া পতিত এবং বিদীর্ণ হইতেছিল। একটা গোলা নিতান্ত ভয়ঙ্কর ভাবে আমার নিকটেই ফাটিয়াছিল। গোলাটী পতিত হইবার পর কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত অবিকৃতভাবে থাকে; কিন্তু আমি 'এই গোলার বারুদ কতকাংশে খারাপ' কথাটী পূর্ণভাবে উচ্চারণও করিতে পাইয়াছিলাম না, হঠাৎ উহা ঈদৃশ ভয়ঙ্কর আওয়াজের সহিত ফাটিয়া উঠিল যে, কিয়ৎকালের জন্য আমার যুদ্ধ ঘটনা পরিদর্শন ও উহার চিত্ত বিনোদন অবস্থা অবলোকন কার্য্য স্থগিত হইয়া গেল।

মনুষ্যের পদশব্দ এবং বম গোলা সকল ফাটিবার আওয়াজ ক্রমাগত শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছিল। কিন্তু গ্রীকদিগের গোলা বর্ষণের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল। ঐ সময়

আমাদের পদাতি সৈন্যগণ গ্রীক্‌দিগের প্রতি শেষ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পক্ষীয় তোপের গোলা বর্ষণের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। তুর্কীদিগের নিক্ষিপ্ত গোলা সকল, গ্রীক্ সৈন্য-পংক্তির উপর বর্ষার বারি-ধারার ন্যায় অজস্রধারে পতিত হইতেছিল; তদ্ব্যতীত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে একটু দূরে অবস্থিত গ্রাম দুই খানির উপর ও গিয়া পড়িতেছিল। সৈনিক পুরুষদিগকে দূর হইতে ক্ষুদ্র পুতুলের ন্যায় বোধ হইতেছিল, আবার দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে তাহাদিগকে ডিগবাজী খাইতে দেখা যাইতেছিল। এই সময় ওস্মানীয় সৈন্য দলকে শত্রুপক্ষের প্রতি আক্রমণের আদেশ প্রদত্ত হইল। তন্মুহুর্ত্তেই তুর্কী সৈন্যদিগের মধ্য হইতে বিগল বাজিয়া উঠিল, আমিও তৎক্ষণাৎ স্বীয় অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া, তুর্কী তোপখানার নিকটবর্ত্তী একস্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলাম তথা হইতে আমি নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই-লাম, তুর্কী পদাতি সৈন্যদল এরূপ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে যে, তাহাদের মস্তকস্থ তুর্কী টুপী গুলি যেন নৃত্য করিতেছে, আর বন্দুক গুলি বিদ্যুৎবৎ দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে। আবার যুদ্ধোন্মত্ত সৈন্যগণ পরম উৎসাহের সহিত জয়ধ্বনী করিতেছে। ইহা বড়ই গাম্ভীর্য্য পূর্ণ এবং চিত্ত বিমোহন দৃশ্য ছিল। আমা-দের সম্মুখভাগে একটী ঘনসন্নিবিষ্ট জঙ্গল বিদ্যমান, উহার দক্ষিণভাগে সেই গ্রামখানি বিস্তৃত ছিল———যাহার উপর আক্রমণের আদেশ প্রদান করা হয়। সবুজবর্ণ বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ

জঙ্গলের উপরিভাগে স্থানে স্থানে নীল বর্ণের ধূমরাশি, ঘনীভূত মেঘমালার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। গ্রীক্ পদাতি সৈন্যদিগের বন্দুক নিক্ষিপ্ত ধূমরাশিই এই নূতন দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল। এই সময় সম্মুখস্থ একখানি গ্রামের কোনও গৃহ হইতে প্রবল অগ্নিশিখা সমুত্থিত হইতে দৃষ্ট হয়। গ্রীক্ সৈন্যদিগের ঠিক সম্মুখেই একখানি বৃহৎ অট্টালিকা দৃষ্ট হইতেছিল; উহা প্রখর সৌরকরে দীপ্তিমান্ দেখা যাইতেছিল। সবুজ তৃণাবলী সমাচ্ছাদিত প্রশস্ত ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে অট্টালিকা খানি অনুপম শোভা বিস্তার করিতেছিল। উহার পার্শ্বেই একটী শ্বেতবর্ণ মিনার, সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছিলাম। এই অট্টালিকা ও মিনারের পার্শ্বে গ্রীক্ সৈন্যদিগকে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় দেখা যাইতেছিল। আমাদের অগ্রগামী তুর্কী সৈন্যগণ নিতান্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বন্দুক ফায়ার করিতেছিল। আমাদের পক্ষীয় অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী অনিয়মিত সৈন্যগণ, খোলা ময়দানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; আর তাহাদেরই সম্মুখভাগে বা-কায়দা (নিয়মিত) সৈন্যগণ, শ্রেণীবদ্ধরূপে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা এমনই সুন্দরভাবে কুচ করিতেছিল যে, বোধ হইতেছিল তাহারা যেন কোনও সুকৌশল সম্পন্ন যন্ত্রদ্বারা এরূপ সুশৃঙ্খলরূপে চালিত হইতেছে। কোনওরূপ ভয় বা আশঙ্কা, এই সৈন্যদিগের নিকটেও যেন ঘেষিতে পারিতেছিলনা। এই সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে তোপ নিঃসৃত ধূম পুঞ্জ, গাঢ় মেঘমালার ন্যায় গমন করিতেছিল। সৈন্যদিগের

দ্রুত গমনোৎক্ষিপ্ত ধুলিরাশি বিমান পথে উত্থিত হইতেছিল। তৎ পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল লোকদিগের কাতার চলিয়াছিল। উহারা কখনও বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে, কখনও বা ২।৩ জন একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছিল। কখনও বা বম গোলা ফাটিয়া যাওয়াতে কেহ কেহ হঠাৎ থামিয়া যাইত। কেহ কেহবা নিতান্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত আস্তে আস্তে পশ্চাতে সরিয়া আসিত। বাস্তবিক এ সময় অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছিল; যাহাকে প্রকৃত সংগ্রাম পদে বাচ্য করা যাইতে পারে, ইহা সেইরূপ যুদ্ধই ছিল। অতি ভীষণ হত্যাকাণ্ড ও শোণিতপাতের ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমার নেত্রপথে পতিত হইতেছিল। এ অবস্থায় আমিও অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত ছিলাম না; বরং দ্রুতভাবে অগ্রবর্ত্তী হইতেছিলাম। পূর্ব্বোল্লিখিত গৃহের আশপাশে অবস্থিত পিপীলিকা শ্রেণীবৎ মনুষ্যগণকে কখনও বা অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছিল, কখনও বা পশ্চাতে হটিতে দৃষ্ট হইতেছিল। ফলতঃ তাহারা দৃঢ়তার সহিত স্বস্থানে দণ্ডায়মান ছিল। বন্দুকের আওয়াজ ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর বলিয়া বোধ হইতেছিল। আর ঐ অগ্নি শিখা, ঐ ধূম্রপুঞ্জ, ঐ ধূলিরাশি ও ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি গুলি পশ্চাৎদিকেও অবিকল সম্মুখ ভাগের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। যে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর পূর্ব্বোল্লিখিত গৃহখানি অবস্থিত ছিল, তুর্কী সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে সেই পাহাড়ের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল। তৎপর তাহারা সেই গৃহের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া,

অতি সুশৃঙ্খল ভাবে পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিয়া বোধ হইল, যেন ইহারা কোনও যন্ত্র সহযোগে পাহাড়ে উত্থিত হইতেছে। এক্ষণে দুর্গের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সেই পিপীলিকাবৎ মনুষ্য গুলির মধ্যে এক প্রকার অস্থিরভাব ও চঞ্চলতা দৃষ্ট হইতে লাগিল; এবং তাহাদিগকে ভীত ও সন্ত্রস্ত বলিয়া বোধ হইল। ঐ সময় তাহাদিগকে কখনও বা এদিক ওদিক পলায়ন করিতে, আর কখনও বা পশ্চাদ্দিকে হটিয়া যাইতে দেখা যাইতেছিল। অত্যল্পকাল পরেই তাহারা পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এক্ষণে গ্রীকদিগের অধিকৃত ভূভাগের উপর আমাদের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল; এজন্য সঙ্গীণ দ্বারা হাতাহাতি যুদ্ধ করিবার পক্ষে কোনও প্রতিবন্ধকতা ছিলনা। সুতরাং তন্মুহূর্ত্তেই সঙ্গীণের ভীষণ ক্রীড়া আরম্ভ হইল। আহত সৈন্যদিগকে বহন করিবার জন্য ডুলি সকল অগ্রসর হইল। এই সময় মহাবীর এদিহাম পাশা স্বীয় বিজয়ী সৈনিক প্রবাহের পশ্চাতে আসিয়া, শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলেন। আমি একরূপ একজন তুর্কী সৈন্যের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলাম, যাহার পদদ্বয় ভীষণ গোলাঘাতে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। বেচারা দারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। ঐ সময় সমর ক্রীড়ার উপর আমার নিতান্তই অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে অতি সামান্য ক্ষতিই হইয়াছিল; অর্থাৎ মাত্র ১০ জন সৈন্য হত ও ৩৮ জন আহত হয়। আহত সৈন্যদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক

লোকই গুরুতররূপ জখমী হইয়াছিল। গ্রীক্ সৈন্যদিগের মধ্যে হত এবং আহতের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। কোন কোন স্থানে আমাদের তোপখানার ভীষণ ক্রীড়ায় অতি ভয়ানক ও শোচনীয় ফল দাঁড়াইয়াছিল। তাম্বু গুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; আর গ্রীক্ সৈন্যদিগের হস্ত পদ এবং বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া অতি বীভৎস ভাবে রণক্ষেত্রের ইতস্ততঃ পতিত হইয়াছিল। সৈন্য-দিগের উর্দ্দী গুলি টুকরা টুকরা হইয়া এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এ সময়ও বন্দুকের ক্রীড়া নিতান্ত ক্ষিপ্রকারিতা এবং তেজের সহিত চলিতেছিল। এই যুদ্ধে পঞ্চাশজন গ্রীক্ সৈন্য আমাদের বন্দী হয়; উহাদিগকে নিতান্ত শোচনীয় *অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষীয় (তুর্কী)* সৈন্যগণ তাহাদের সহিত অতি কোমল ও সদয় ব্যবহার করিয়াছিল।

এথেন্সের শোচনীয় রাজনৈতিক অবস্থা এবং গ্রীক্ রাজ-মন্ত্রী এম, ডেলিয়ানির পদত্যাগ ও মন্ত্রী সমাজ ভঙ্গ—

২৬ শে এপ্রিল বেলা দ্বি-প্রহরের সময় গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের অবস্থা বড়ই গোলযোগ পূর্ণ ছিল। মেলুনাপাশ, টুর্ণাভ্‌, ম্যাটী ও লারিসায় যুদ্ধে গ্রীক্ সৈন্যগণের উপর্য্যুপরি পরাজয়ই এরূপ গোলযোগের কারণ। রণক্ষেত্রে প্রেরিত সেনা-পতি ও সৈনিক অফিসারগণের কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে উন্মত্ত

জন সাধারণ এরূপ কোলাহল উপস্থিত করিয়াছিল যে, উহার প্রতি বিধান জন্য কোনও সদুপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ২৭ শে এপ্রিল তারিখে এই হট্টগোলকারী লোক দিগের কার্য্য কলাপ বড়ই ভীতিপ্রদ হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, গ্রীক সৈন্য দিগের যুদ্ধে পরাজিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এক্ষণে উপর্য্যুপরি পরাজয় সংবাদ শ্রবণে, তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সেনাপতি দিগের বিশ্বাসঘাতকতা বা অকর্ম্মণ্যতা বশতঃই গ্রীক্ সৈন্য দিগের এরূপ শোচনীয় পরাভব ঘটিতেছে। জন সাধারণের এই ধারণা এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, লারিসা হইতে গ্রীক্ সৈন্যদল বিনা যুদ্ধে পলায়ন করাতে তাহারা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, কর্ত্তৃপক্ষদিগের চক্রান্ত ও বিপক্ষের সহিত গোপনে যোগদান ব্যতীত এরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। উল্লিখিত যুদ্ধে অতি অল্প পরিমাণ গ্রীক্ সৈন্য নিহত হওয়া, তাহাদের এরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হওয়ার আর একটী কারণ। তাহারা বুঝিতে পারিতেছিলনা,—যে যুদ্ধে এত অল্পসংখ্যক সৈন্য বিনষ্ট হয়, সে যুদ্ধে পলায়ন করিবার কারণ কি? এই সকল খেয়াল বদ্ধমূল হওয়াতে, বর্ত্তমান মন্ত্রী সমাজ ও বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের বিরুদ্ধে একটী প্রবল দলের সৃষ্টি হয়; এই দলে গ্রীসের প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান লোক যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ঘোর প্রতিবাদে গ্রীসের রাজা, বর্ত্তমান মন্ত্রী সমাজ ভঙ্গ

করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় এম, ডেলিয়ানি গ্রীসের প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন। উপস্থিত অবস্থানুসারে গ্রীক্ রাজের এরূপ মীমাংসা অসঙ্গত বা অসাময়িক ছিলনা। কারণ এই নব্য দলের অভ্যুত্থানেও পূর্ব্বতন মন্ত্রী দল যদি মন্ত্রী সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন; আর গ্রীসের ভাবী পরাজয় ও ভীষণ দুর্দ্দশা তাঁহাদের মন্ত্রীত্বকালে অনুষ্ঠিত হইত, তবে গ্রীসের অন্তর্বিপ্লব কিরূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিত, বলা যায়না। সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে গ্রীক্‌রাজ বুদ্ধিমানেরই কার্য্য করিয়াছিলেন। যাহাহউক, গ্রীক্‌রাজ ২৬ শে এপ্রিল মঙ্গলবার দিন, প্রধান মন্ত্রী এম, ডেলিয়ানিকে রাজপ্রাসাদে ডাকিয়া পাঠাইলেন; মন্ত্রী উপস্থিত হইলে, রাজা উপস্থিত গোলযোগ ও অন্তর্বিপ্লবের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এ দুঃসময়ে তোমার মন্ত্রীত্ব পদ ত্যাগ করা ও বর্ত্তমান মন্ত্রী সমাজ ভঙ্গ করিয়া দেওয়া, কর্ত্তব্যের অনুরোধে একান্তই আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজ্যের মঙ্গল ও সর্ব্ব সাধারণের মন রক্ষার্থ তোমাকে এ কার্য্য করিতেই হইবে। সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে আমি অধিক বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছা করিনা।

নরপতির বাক্য শ্রবণে এম, ডেলিয়ানি কার্য্যে ইস্তাফা দিতে অস্বীকৃত হইলেন; এবং বলিলেন, আমাকে রাজকীয় কর্ম্মাদেশ দ্বারা নিয়মিতরূপে পদচ্যুত করা হউক। আর ঐ কর্ম্মাদেশে এরূপ কোন কথার যেন আভাস না থাকে, যদ্দ্বারা আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতেছি বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিতে

পারে। বরং রাজ্ঞী বলপূর্ব্বক আমাকে মন্ত্রীত্বপদ হইতে অপসারিত করিয়াছেন, এরূপ যেন অনুমিত হয়। তখন গ্রীক্‌রাজ প্রবোধ সূচক বাক্যে মন্ত্রীকে বলিলেন, ইহাতে এমন কোন কথা থাকিবেনা, যদ্দ্বারা জন সাধারণ বুঝিতে পারে যে, রাজা ও মন্ত্রীর কার্য্য কলাপ কোনওরূপ দূষণীয়।

অতঃপর মন্ত্রী এম, ডেলিয়ানি আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ্য-ভাবে ব্যক্ত করিলেন; উহার মর্ম্ম এই যে, আমি মন্ত্রীত্ব পদ হইতে বিচ্যুত হইলেও, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিব না। বরং স্বীয় বন্ধু ও পক্ষাবলম্বী দিগের সাহায্যে (যাঁহাদের সংখ্যা মহাসভায় প্রচুর) স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তির পরিচালনে, নূতন গবর্ণমেণ্ট ও নূতন মন্ত্রী সমাজের যথোচিতরূপ সাহায্য করিব। আর সকলকেই উপদেশ দিব, যাহাতে বর্ত্ত-মান বন্দোবস্তের প্রতিকূলাচারী না হয়; এবং নূতন মন্ত্রী সমাজের কার্য্যে কোনওরূপ বাধা প্রদান না করে। মন্ত্রী এম, ডেলিয়ানি ইহাও বলিলেন যে, গ্রীক্‌জাতি এখনও এরূপ অধঃপাতে যায় নাই, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে কোনওরূপ মনোমালিন্য উপস্থিত করিয়া উপস্থিত বিপদকে আরও ঘনীভূত করিবে। বরং গ্রীসের ঈদৃশ জাতীয় বিপদের সময় প্রত্যেক গ্রীসবাসীর কর্ত্তব্য কার্য্য এই, গ্রীক্‌রাজ যে মন্ত্রী সমাজের উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিতেছেন, সর্ব্ব প্রকারে তাহাদের সাহায্য ব্রতে ব্রতী হয়, এবং জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করে। অতঃপর যখন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা

হয়, তুমি প্রথমে কিজন্য রাজার বাক্যে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলে? তদুত্তরে তিনি বলেন——এরূপে কার্য্য ত্যাগ করা সম্বন্ধে আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, প্রস্তাবিত কার্য্যে, গবর্ণমেণ্টের ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং অকর্ম্মণ্যতা প্রকাশ পাইবে। ঈদৃশ সঙ্কটকালে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করা আমার বিবেচনায় নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ছিল যে, আমি স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, উপস্থিত বিপদে ধৈর্য্যতার সহিত কার্য্য করি, এবং স্বীয় কার্য্যতৎপরতা গুণে বিপদ রাশি উত্তীর্ণ হইয়া, স্বজাতির গৌরব রক্ষা করি। আমি একথা বলিতে পারিনা যে, রাজা কোন্ কারণে বাধ্য হইয়া, আমার দ্বারা গঠিত মন্ত্রী সমাজ ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি জন সাধারণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ ও বাধ্য হইয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

১৮৮৫-৮৬ খৃঃ অব্দে এম, ডেলিয়ানি যখন গ্রীসের সামরিক মন্ত্রী ছিলেন, তখন গ্রীক্‌রাজ তাঁহার হস্ত হইতে সমুদায় ক্ষমতা কাড়িয়া লন। তাঁহার পদচ্যুতি এ বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছিল যে, দেখা যাউক, উপস্থিত ক্ষেত্রে গ্রীক্ সৈন্যগণ রাজার আদেশ পালন করে, কি এম, ডেলিয়ানির অনুবর্ত্তী থাকে। কিন্তু সৈন্যগণ রাজার আজ্ঞা পালনে স্বীকৃত ও আপনাদিগকে রাজ মুকুটের অধীন বলিয়া ঘোষণা করত, সেইজেই উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেয়।

এম, ডেলিয়ানির পদচ্যুতির আর একটী কারণ।——

যদিও এম, ডেলিয়ানি কোনও সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট বলিয়াছিলেন যে, আমার ও রাজার মধ্যে রাজকার্য সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ে মতানৈক্য ঘটে নাই; কিন্তু তিনি অন্যান্য লোকের নিকট কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "আমার তুর্কী সম্বন্ধীয় একটী কার্য্যে, রাজা আমার বিরুদ্ধবাদী হন। সেই কার্য্য এইযে, রাজ শক্তি সমূহের মতানুকূলে আমি ক্রীটস্থ গ্রীক্ সেনাপতি কর্ণেল ভেসাস্‌কে স্বদেশে প্রত্যার্বর্তন করিতে বাধা করি; আমার এই কার্য্য রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইয়াছিল। কর্ণেল ভেসাসের প্রত্যাবর্ত্তন রাজার অভিপ্রেত ছিলনা।" মতের এইরূপ গুরুতর অনৈক্যতা নিবন্ধন রাজা তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীকে কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

২৭ শে এপ্রিল তারিখে প্রতিপক্ষ দলের দলপতিদিগকে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করা হয়, এবং রাজা তাঁহাদের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তৎপর তাঁহাদিগের প্রতি এক নূতন মন্ত্রী সমাজ গঠনের আদেশ দেন। ঐ সময় গ্রীক্ জন সাধারণের নিতান্ত প্রিয়পাত্র এম, রালি প্রধান মন্ত্রীরূপে নির্ব্বাচিত হন। সন্ধ্যার সময় রাজা এম, ডেলিয়ানিকে ডাকিয়া, নূতন মন্ত্রী সমাজের নিয়োগ লিপির উপরি তদীয় নাম স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন।

গ্রীসের নূতন মন্ত্রী সমাজ——

নূতন মন্ত্রী সমাজ গঠনের পূর্ব্বে, সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে অভাবনীয় অধৈর্য্যতা লক্ষিত হয়। ঐ সময় উত্তেজিত জন সাধারণ রাজধানীর রথ্যা সমূহে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছিল। তাহাদের কার্য্য কলাপ ও ভাব ভঙ্গিতে বিলক্ষণ উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততা প্রকাশ পায়। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে যে বিপুল জনতা একত্রিত হইয়াছিল, উপস্থিত মন্ত্রী সমাজের দলপতি তাহাদের মনোভাব অবগত হইবার জন্য, উত্তেজিত জন সাধারণের নেতা এম, পালসারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অন্যতম দলপতি এম, ডেল্টা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এম, ডেল্টা পার্লিয়ামেণ্ট গৃহে প্রবেশ করিবার সোপানোপরি দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "গবর্ণমেণ্টকে উৎসন্ন দশা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, প্রজা সাধারণ রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তিনি যেন স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে কিঞ্চিন্মাত্রও শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন; এবং সর্ব্ব প্রকার শান্তি স্থাপনে মনোযোগী হন।" তৎপর তিনি উপদেষ্টা রূপে বলিতে লাগিলেন যে, "কর্ত্তৃপক্ষকে এ সময় বিরুদ্ধপক্ষীয় নেতাদিগের উপর নির্ভর করা একান্তই উচিত। তাহারা জাতীয় ও দৈনিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সম্যক্ প্রকারে তৎপর।" বক্তার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে, উপস্থিত জনতার মধ্য হইতে আনন্দ কোলাহল সমুত্থিত হইল। মুহূর্ত্তকাল পরে যখন সর্ব্বজন প্রিয় এম, রালি তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন

সেই আনন্দধ্বনী দ্বিগুণ তেজে সমুখিত হইয়া, উপস্থিত ব্যক্তি বৃন্দের উৎসাহ বহ্নি অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। অতঃপর উপস্থিত জনপ্রবাহের প্রায় ৬০০০ ছয় সহস্র লোক, এম, রালি ও এম, ভেনিটার গৃহ পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিল। গৃহে পঁহছিবার একটু পরেই এম, রালি সেই বিপুল জনতার সম্মুখ ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "গবর্ণমেণ্ট আত্ম-বলিদান করিয়াছেন। যাহাহউক, এক্ষণে দেশে পূর্ণভাবে শান্তি স্থাপন করা এবং আত্ম সম্মান ও আত্ম গৌরব রক্ষার জন্য শত্রুপক্ষের (তুর্কীদিগের) সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য।" এম, রালির উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শ্রবণে, সেই বিপুল জনতার মধ্যে হইতে অতুল উৎসাহপূর্ণ আনন্দ ধ্বনী সমুখিত হইয়া, দিক দিগন্তর প্রতিধ্বনীত করিল। অনন্তর তাহারা প্রফুল্লচিত্তে প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার পর দিন গ্রীকরাজ, প্রতিপক্ষীয় দলপতিদিগকে নূতন মন্ত্রী সমাজ গঠন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিলেন। দলপতিগণ তখন সোজাসুজি পার্লিয়ামেণ্ট গৃহে গমন পূর্ব্বক, একটী সভা আহূত করিলেন। ঐ সভায় বহুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর শেষ এই সিদ্ধান্ত হইল যে, মন্ত্রী নিয়োগ সম্বন্ধীয় একটী তালিকা প্রস্তুত করা হউক। উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, তিনজন প্রধান দলপতি সেই তালিকা লইয়া রাজ-

প্রাসাদে গমন করিলেন। এই নব নির্ব্বাচন রাজার সম্যক্ প্রকারে মনোনীত হইল। তিনি উহাতে কেবলমাত্র এই প্রস্তাব টুকু সংযোজিত করিয়া দিলেন যে—এম, স্টিফ্টাক (যাঁহার শীঘ্রই এথেন্সে পঁহুছিবার কথা ছিল) কেও যেন মন্ত্রী সমাজে গ্রহন করা হয়। রাজার মঞ্জুরীর পর, নূতন মন্ত্রী দলের নির্ব্বাচন-সূচক নিম্ন লিখিতরূপ তালিকা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল।

এম, রালি—প্রধান মন্ত্রী ও নৌ-সামরিক মন্ত্রী; কর্ণেল সিমাহ্—সামরিক মন্ত্রী, এম, সিমোপোলো—রাজস্ব মন্ত্রী; এম, ক্রাপোলো—শিক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রী; এম, থিয়োটাকি—স্বরাষ্ট্র-সচিব। তদ্ব্যতীত এম, ডিলি জ্যাক্সি নূতন মন্ত্রী সমাজে আসন গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে সংস্লিষ্ট নহেন, তাঁহাদেরই এই মন্ত্রী সমাজে প্রবেশ লাভ করা উচিত।" এড্‌মিরাল (আমীর-উল্-বহর্) ক্যানারি এবং এম, স্টুটারো-পোলো—ইঁহারা দুই জন ও নূতন মন্ত্রী সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। এই প্রকারে এই নব গঠিত মন্ত্রী সভায় কেবল ট্রিকোপইষ্ট এবং এলাষ্ট সম্প্রদায়ের লোকেরাই স্থান লাভ করিলেন।

এই সকল ব্যাপারের পর প্রধান মন্ত্রী এম, রালি ও সামরিক মন্ত্রী কর্ণেল সিমাহ্ একটী সভায় উপস্থিত হইয়া আপনাদের বক্তব্য প্রকাশান্তর "ফারসালা" অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

উদ্দেশ্য—যুদ্ধক্ষেত্রের ত্রুটি ও অভাব সম্বন্ধে সকল তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অবগত হইয়া, উহার যথোপযুক্ত রূপ সংস্কার বিধান করিবেন। দুঃখের বিষয়, ভবিষ্যতে দৃষ্ট হইবে যে ইহাদের আশার বিপরীত ফলই ফলিয়াছিল।

১লা মে তারিখে নব-নিয়োজিত প্রধান মন্ত্রী এম, রালি প্রকাশ্য ভাবে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "সামরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা আমার সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। তদ্ব্যতীত নূতন প্রকারেও উহার সংস্কার বিধান করা একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তদভাবে যুদ্ধ পরিচালন কিম্বা আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া সন্ধি স্থাপন করা কদাচ সম্ভবপর নহে।"

গ্রীস্-তুরস্ক যুদ্ধের প্রথম খণ্ড এই স্থানে শেষ করিয়া, আপাততঃ পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আশীর্ব্বাদ করবেন যেন অচিরে দ্বিতীয় খণ্ড আপনাদিগের হস্তে প্রদান করিয়া, আপনাদের উদ্দীপ্ত কৌতূহল নিবারণ করিতে পারি। বিশ্বাসী ভ্রাতাদিগকে সালাম।

প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ।